এক

রাভিক প্রথমে মেয়েটাকে লক্ষ্যই করেনি। কোনরকমে টলতে টলতে ও যখন মোড় ফিরলো তখনও না। খেয়াল হলো প্রথম সেতুর খিলান পেরিয়ে ছায়া ছায়া অন্ধকার মাড়িয়ে মেয়েটা যখন প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লো তার গায়ের ওপর তখন। রাভিক চমকে ঘুরে দাঁড়ালো। রাস্তার অস্পষ্ট আলোয় দেখতে পেলো সমুদ্র-ঝিনুকের মতো ওর আয়ত চোখদুটো। স্বচ্ছ অথচ দূরায়ত সে-চোখের দৃষ্টিতে যেন প্রাণের কোন স্পন্দন নেই। ধূধূ করছে নির্জন শূন্যতা। মুখটা ঘষা মোমের মতো ধূসর।

সেই মুহূর্তে হাত বাড়িয়ে মেয়েটাকে না ধরলে হয়তো ও হুমড়ি খেয়ে পড়েই যেতো। তখনও টলছে। যেন ওর পায়ের নিচে মাটি নেই, কেবল একরাশ জমাট অন্ধকার।

রাভিক শক্ত মুঠোয় ওকে ধরে রাখার চেষ্টা করলো। 'কি ব্যাপার! কোথায় যাচ্ছেন?'

'আমাকে যেতে দিন।'

রাভিক দেখলো আয়ত স্থির চোখের দৃষ্টিতে মেয়েটা তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। পাতলা ঠোঁটদুটো মৃদু কাঁপছে। অস্ফুট জড়ানো গলার স্বর। যেন বাতাসের কানে ফিসফিস করে ও বললো, 'আমাকে যেতে দিন।'

ও যে মাতাল কিংবা বারাঙ্গনা নয়, রাভিক সেটা একনজরেই বুঝতে পারলো। আর তখনই তার শক্ত হাতের মুঠো আপনা থেকে শিথিল হয়ে এলো। এখন ও ইচ্ছে করলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারে। কিন্তু নিলো না। রাভিক অপেক্ষা করে রইলো। তারপর হাতটা ছেড়ে দিলো। 'এত রাত্তিরে প্যারিসের পথে এমন একা একা কোথায় যাবেন আপনি?'

মেয়েটা নিশ্চুপ। কোন জবাব দিলো না।

সেতুর রেলিং-এ রাভিক হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। পঁদ্য লালমার আধো আলো-ছায়ায় ছল ছল বহে চলেছে সেইনের অশান্ত জলস্রোত। সেতুর নিচে একরাশ জমাট অন্ধকার। তাহলে কি ও এখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে·· পকেট থেকে সে সিগারেটের প্যাকেট বের করলো। নদীর বুক থেকে হুহু করে ছুটে আসছে নভেম্বরের হিমেল হাওয়া। একটু ঝুঁকে দু হাতে কোন রকমে বাতাস আড়াল করে সে সিগারেট ধরালো।

'আমাকে একটা দিন।'

রাভিক সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তারপর প্যাকেটটা মেলে ধরলো ওর দিকে। 'আলজেরিয়ান। কালো তামাক। আপনার হয়তো কড়া লাগবে।'

মেয়েটা নিঃশব্দে মাথা নাড়লো। একটা সিগারেট তুলে নিয়ে রাখলো দু ঠোঁটের

মাঝে। রাভিক জ্বলন্ত কাঠিটা এগিয়ে দিলো। তারপর কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো রেলিং-এর ওপারে। অন্ধকারে খসে-পড়া নক্ষত্রের মতো কাঠিটা জ্বলতে জ্বলতে নেমে গেলো নিচে।

সেতু পেরিয়ে ধীরে ধীরে একটা ট্যাক্সি এসে থামলো ওদের সামনে। দু-এক মিনিট অপেক্ষা করে আভেন্যু জর্জ ফাইভের দিকে চলে গেলো।

রাভিক ক্লান্তি অনুভব করলো। সারাদিন শরীরের ওপর দিয়ে যেন প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে। অথচ রাত্রে শোবার পর কিছুতেই ঘুমতে পারলো না। ঘুম এলো না। ভেবেছিলো বাইরে কোথাও গিয়ে একটু পান করবে। আর এখন, নিষুতে রাতের এই হিমেল নির্জনতায় ক্লান্তি যেন তার দু'চোখের পাতার ওপর ভারি হয়ে নেমে আসছে।

মেয়েটার দিকে সে চোখ তুলে তাকালো। কিছু যে একটা হয়েছে, এটা স্পষ্ট। কিন্তু তাতে ওর কি? জীবনে কত অজস্র মেয়ে সে দেখেছে—বিশেষ করে রাত্রে, এই প্যারিসে। তাদের সঙ্গে এর তফাৎ কোথায়? এখন সে যা চায় কেবল কয়েক ঘণ্টা ঘুম আর কিছু নয়।

'বাড়ি যান। শীতের রাতে এভাবে একা একা কেউ রাস্তায় ঘোরে না।'

কোটের কলার তুলে দিয়ে রাভিক চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালো। মেয়েটা অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বললো, 'বাড়ি!'

রাভিক মনে মনে বিরক্ত হলো। 'বাড়ি না হোক বাসা, কিংবা হোটেল, কিংবা যেখানে আপনার খুশি। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন না যে পুলিশ এসে রাস্তা থেকে আপনাকে তুলে নিয়ে যাক?'

'হোটেল! না না, হোটেলে আমি ফিরে যেতে চাই না।' হিমেল হাওয়ায় মৃদু কেঁপে উঠলো ওর ভারি চোখের পাতাদুটো।

রাভিক ম্লান ঠোঁটে হাসলো। মনে মনে ভাবলো এ পৃথিবীতে অন্তত আর একজনও রয়েছে যার যাবার কোথাও জায়গা নেই। অথচ প্যারিসের পথে এমন অনেক মেয়েরই দেখা পাওয়া যাবে যারা জানে না রাত্তিরে কোথায় যাবে, কিন্তু ভোরে তুমি জেগে ওঠার আগেই দেখবে ওরা ঠিক চলে গেছে। বিতৃষ্ণার মতো ম্লান তিক্ততায় রাভিক সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো নদীর বুকে। 'তাহলে চলুন, কোথাও গিয়ে একটু পান করা যাক।'

এইটেই সবচেয়ে সহজ সমাধান। তারপর দোকানিকে পয়সা মিটিয়ে চলে এলেই ও বসে বসে ঠিক করতে পারবে এবার কি করবে।

স্বপ্নাচ্ছন্ন পায়ে মেয়েটা ঘুরে দাঁড়াতেই টলে পড়লো। রাভিক চট করে হাত বাড়িয়ে ওকে ধরলো। 'কি ব্যাপার, খুব ক্লান্ত লাগছে?'

'ঠিক জানি না, হয়তো…'

'চলুন, আমি ধরছি।'

ওরা আভেন্যু মার্সো ধরে এগিয়ে চললো। রাভিক তার কাঁধে অনুভব করলো মেয়েটির ক্লান্ত দেহভার, এমন ভাবে আঁকড়ে রয়েছে যেন পড়ে না যায়। পায়ে পায়ে

ওরা আভেন্যু পিয়ের দ্য সার্বি পেরিয়ে এলো। দূরে রু্য দ্য সেলোর ওপারে আকাশের গায়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর্ক দ্য ত্রয়ম্ফ, নাম-না-জানা মৃত সৈনিকদের জন্যে বিজয়তোরণ।

আলো-জ্বালা ছোট্ট পানশালাটা দেখিয়ে রাভিক বললো, 'চলুন, ওখানে হয়তো এখনও কিছু পাওয়া যেতে পারে।'

এই পানশালাটায় সাধারণত খেটে-খাওয়া মানুষদেরই ভিড় সবচেয়ে বেশি। ভেতরে কয়েকজন ট্যাক্সিচালক তাসের আসরে আড্ডা জমিয়েছে। দারুণ সাজগোজ করা দুজন দেহপসারিণী মুখোমুখি বসে মদ গিলছে। রাভিক ওদিকে না গিয়ে দরজার সামনের একটা টেবিলে এসে বসলো। এখানে বসাটাই সবচেয়ে সুবিধে, যাতে খুব সহজে চলে যেতে পারে। এমন কি গা থেকে সে ভারি কোটটাও খুলে রাখলো না। 'কি নেবেন বলুন?'

'আমি জানি না। যা খুশি একটা নিন।'

'দুটো কালভাদো।' ছোকরা পরিচারক আগেই নিঃশব্দে ওদের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলো। ওর দিকে তাকিয়ে রাভিক বললো, 'আর এক প্যাকেট চেস্টারফিল্ডস্।'

'আমাদের বাইরের কোন সিগারেট নেই, মঁসিয়ে।'

চোখ তুলতেই নজর পড়লো ছোকরার হাতে উল্কি আঁকা জলপরীটার ওপর। ঢেউয়ের ওপর দিয়ে যেন ভেসে যাচ্ছে। হয়তো ও আগে জাহাজে কাজ করতো। 'ঠিক আছে, এক প্যাকেট লরেন্সই নিয়ে এসো।'

ছেলেটি চলে যেতে রাভিক দেখলো মেয়েটা উদাস চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। দীর্ঘ পেলব বাহু দুটো নিশ্চল পড়ে রয়েছে টেবিলের ওপর। যেন ওদুটো ওর নিজের নয়। হালকা গোলাপী রঙে নখগুলো পালিশ করা।

দু'গেলাস পানীয় আর সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে পরিচারক ফিরে এলো।

'তুমি কি এর আগে জাহাজে কাজ করতে?'

'না মঁশিয়ে, সার্কাসে।'

রাভিক ম্লান ঠোঁটে হাসলো। 'তবু ভালো।' একটা গেলাস ও মেয়েটার দিকে এগিয়ে দিলো, 'নিন। কফি খাবেন?'

'না।'

'তাহলে এটা খেয়ে ফেলুন, হয়তো একটু ভালো লাগবে।'

মেয়েটি ধীরে ধীরে গেলাসটা নিঃশেষ করে ফেললো। রাভিক অপলক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে দেখলো—অভিব্যক্তিহীন বিবর্ণ মুখ, শীর্ণ দুটো ঠোঁট। পল্লবঘন আয়ত দুটি চোখ। সবচেয়ে সুন্দর ওর গুচ্ছ গুচ্ছ সোনালী চুলের ঢেউ। মাথায় হালকা টুপি, বর্ষাতির নিচে নীলরঙের রেশমী পোশাক। অনামিকায় বড় সবুজ একটা পাথরের আংটি।

'আর এক গেলাস নেবেন ?'

মেয়েটা নিঃশব্দে সম্মতি জানালো।

রাভিক ইশারায় পরিচারককে ডাকলো। 'আর দুটো কালভাদো নিয়ে এসো। বড় গেলাসে আনবে।'

'এর চেয়ে বড় ?'

'হ্যাঁ। এর দ্বিগুণ।'

'আচ্ছা, মঁসিয়ে।'

রাভিক ভাবলো পানীয়টা শেষ করেই চলে যাবে। ক্লান্তিতে তার সর্বাঙ্গ যেন শিথিল হয়ে আসছে। যদিও এ-ধরনের ঘটনা তার কাছে নতুন নয়, এই প্যারিসেই তার জীবনের দীর্ঘ কয়েকটা বছর কেটেছে রাত্তিরে এতটুকু না ঘুমিয়ে। তবু কখনও ক্লান্তি লাগেনি।

পরিচারক দু'গেলাস পানীয় দিয়ে গেলো। রাভিক নিশ্বাসে গ্রহণ করলো কালভাদোর কড়া অথচ মিষ্টি গন্ধ। একটা গেলাস সে নিঃশব্দে মেয়েটার দিকে এগিয়ে দিলো। 'খেয়ে ফেলুন, নিশ্চয়ই একটু গরম বোধ করবেন। একটু নিস্তব্ধতার পর রাভিক আবার চোখ তুলে তাকালো। 'আর আপনার জীবনে যাই ঘটুক না কেন, তাকে এত কঠিন করে নেবেন না। এ পৃথিবীতে চিরকাল কোন কিছুই এক রকম থাকে না।'

মেয়েটা কিছু বললো না। কেবল বড় বড় ক্লান্ত ভারি চোখের পাতাদুটো মেলে দিলো ওর দিকে।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।' রাভিক ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'বিশেষ করে রাত্তিরে। রাত্তিরে সবকিছুই কেমন যেন অদ্ভুত আশ্চর্য মনে হয়।'

মেয়েটাও তখন নির্নিমেষ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। রাভিক অস্বস্তি বোধ করলো। এই মুহূর্তে ঠিক কি বলবে কিছু ভেবে উঠতে পারলো না। চুপচাপ আরও কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি রাশিয়ান ?'

মেয়েটি ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো, 'না।'

রাভিক পরিচারককে ডেকে পয়সা মিটিয়ে দিলো। তারপর মেয়েটাকে বিদায় জানানোর জন্যে উঠে দাঁড়ালো। চকিতে মেয়েটাও ওর সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। রাভিক অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। কি ব্যাপার। মনে মনে ভাবলো, ঠিক আছে, বাইরে বেরিয়ে বিদায় জানালেও চলবে।

আগে থেকেই টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিলো। ওরা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। 'আপনি কোন্ দিকে যাবেন ?' রাভিক ভাবলো ও যেদিকে যাবে সে তার উল্টো পথ ধরে হাঁটবে।

'ঠিক জানি না কোন্ দিকে যাবো।'

'কিন্তু কোন না কোন দিকে তো যাবেন ? কোথায় থাকেন ?'

'আমি সেখানে যেতে পারি না।' নিঃশব্দ কান্নায় ভিজে উঠলো মেয়েটার দু'চোখের ঘন পল্লব। 'না না, আমি সেখানে যেতে চাই না!'

হঠাৎ ওর সজল দু'চোখে ফুটে উঠলো আতঙ্ক। রাভিক ভাবলো নিশ্চয় ও ঝগড়া করেছে, কিংবা রাগ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। রাগ পড়ে গেলে হয়তো কাল দুপুরেই আবার ঘরে ফিরে যাবে।

'আপনার এমন কোন জানাশোনা জায়গা নেই যেখানে আপনি যেতে পারেন, কিংবা কোন আত্মীয়স্বজন?'

'না।'

'কিন্তু কোথাও না কোথাও তো যেতে হবে। আচ্ছা, ঘর ভাড়া নেবার মতো টাকা পয়সা নেই আপনার কাছে?'

'আছে।'

'তাহলে কোন হোটেলে চলে যান। এখানে তো আর হোটেলের কোন অভাব নেই।'

মেয়েটা কোন উত্তর দিলো না।

'আপনাকে কোথাও তো যেতে হবে,' রাভিক এবার অধৈর্য হয়ে উঠলো। 'আপনি তো আর বৃষ্টির মধ্যে এভাবে একা একা পথে ঘুরে বেড়াতে পারেন না।'

'ধন্যবাদ। আপনি আর আমার জন্যে মিছিমিছি বিব্রত হবেন না। আমার মনে হয় কোন একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই আমি নিশ্চয়ই খুঁজে নিতে পারবো। আপনার এই সহযোগিতার জন্যে সত্যিই অসংখ্য ধন্যবাদ।' বুকের উপর বর্ষাতিটা ভালো করে টেনে নিয়ে মেয়েটা রাভিকের দিকে আশ্চর্য এক করুণ চোখে তাকালো। গোলাপের ঝরা পাপড়ির মতো পাতলা দু'ঠোঁটের প্রান্তে কোন রকমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল ম্লান একটুকরো হাসির রেখা। তারপর কুয়াশা-ভেজা বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ও নিঃশব্দ পায়ে হেঁটে গেলো।

মুহূর্তের জন্য রাভিক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। 'চুলোয় যাগ্‌গে।' অশান্ত অস্থির শব্দদুটো তার বুকের অতল থেকে যেন আপনিই উঠে এলো। সে ঠিক বুঝতে পারলো না, কোনটে তাকে সবচেয়ে বেশি হতাশ করেছে, ওর বিশীর্ণ ম্লান ঠোঁটের হাসি, ওর অবাক চোখের করুণ দৃষ্টি, নির্জন পথ, না বৃষ্টি-ভেজা এই রাত! তবে এটুকু সে বুঝতে পারলো কুয়াশার মধ্যে এভাবে ওকে একলা ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক হয়নি। এই মুহূর্তে মেয়েটাকে তার মনে হলো কেমন যেন হঠাৎ-হারানো ছোট্ট একটা শিশুর মতো।

রাভিক দ্রুত পায়ে মেয়েটাকে অনুসরণ করলো। 'আসুন আমার সঙ্গে।' প্লাস দ্য লেতোয়াল ধরে দুজনে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো। কুয়াশা এখন এমন গাঢ় হয়ে উঠেছে যে অল্প দূরের গাছপালাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। রাস্তার টিমটিমে ঘোলাটে আলোর বৃত্তের বাইরে চাপ চাপ জমাট কুয়াশা। আর সেই কুয়াশার মধ্যে দিয়ে বিষণ্ণ আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে অজানা সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভ, আর্ক দ্য ত্রয়ম্ফ;

যেন রাত্রির এই হিমেল নির্জনতায় মানুষের শেষ সমাধিটাকে ও আগলে রেখেছে অসীম মমতায়।

দ্রুত পায়ে ওরা পার্কটা অতিক্রম করে এলো। রাভিক শুনতে পেলো ওর পাশাপাশি নিঃশব্দে হেঁটে চলা মেয়েটার মৃদু পায়ের শব্দ। আনত চোখের পাতা, হাত-দুটো ঢোকানো কোটের পকেটে। যদিও অজানা মেয়েটার সম্পর্কে রাভিক কিছুই জানে না, তবুও এই মুহূর্তে সমস্ত পারিপার্শ্বিকতা, এই নিঃশব্দ পদসঞ্চার, ওর নীরব অস্তিত্ব তার কাছে কেমন যেন আশ্চর্য রহস্যময় মনে হলো, মনে হলো অজস্র শব্দের চেয়ে ও যেন এখন তার অনেক আপন।

প্লাস দ্য তেনে'-এর ওপারে ছোট একটা সরাইখানা। রাভিকের মাথা গোঁজার ঠাঁই। বাড়িটা অনেক দিনের পুরনো, নতুন করে কেবল রঙ ফেরানো হয়েছে। মাথার ওপরে প্রবেশপথের মুখে নিয়ন বাতিতে লেখা রয়েছে ঃ ওতল ইন্তারনাশনাল'। সত্যি, আন্তর্জাতিক হোটেলই বটে!

'আসুন।'

দোতলায় উঠে রাভিক তার ঘরের চাবি খুললো। তারপর কি ভেবে তার পাশের ঘরের বন্ধ দরজায় দুবার টোকা দিলো। কেউ সাড়া দিলো না। রাভিক ফিরে এলো। 'ঘরটা কাল থেকে খালি রয়েছে। সম্ভবত এখনও কেউ আসেনি। কাল সকালে বাড়িওয়ালি ভদ্রমহিলাকে একবার বলে দেখবো।'

ভেতরে প্রবেশ করে রাভিক আলো জ্বাললো। তারপর হালকা বাদামী রঙের চামড়ায় মোড়া গদিআঁটা সোফাটা দেখিয়ে বললো, 'বসুন।'

মেয়েটা সংকোচে সোফার এক প্রান্তে এসে জড়সড় হয়ে বসলো।

রাভিক এবার খুব কাছ থেকে ওকে ভালো করে দেখার সুযোগ পেলো। সারা মুখ জুড়ে ক্লান্ত একটা অবসাদ। যেন ও আর নিজে থেকে কখনও উঠে দাঁড়াতে পারবে না। তন্ময় আনত চোখের পাতায় জড়ানো একরাশ ম্লান বিষণ্ণতা।

'আমার মনে হয় এখানে আপনার খুব একটা অসুবিধে হবে না।'

'ওমা, না না, অসুবিধে হবে কেন!'

'আপনি ইচ্ছে করলে খানিকটা ঘুমিয়ে নিতে পারেন।'

মেয়েটা ওর কথা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। কিন্তু পরক্ষণেই অত্যন্ত ধীরে ধীরে ও মাথা নাড়লো। 'আপনি আমাকে পথে রেখে এলেই ভালো করতেন। শুধু শুধু আপনাকে…'

'ওসব আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। আপাতত আপনি এখানে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন এবং খানিকটা ঘুমিয়েও নিতে পারেন। আমার মনে হয় আপনার শরীরের পক্ষে সেইটেই সবচেয়ে ভালো হবে। তারপর কাল সকালে দেখা যাবে কি করা যায়।'

সমুদ্র-ঝিনুকের মতো নিটোল চোখের পাতা তুলে মেয়েটা রাভিকের মুখের দিকে তাকালো। 'সত্যি, বিশ্বাস করুন···ঠিক এভাবে আপনাকে বিব্রত করতে চাইনি।'

'আপনি কিন্তু মিছিমিছি সংকোচ করছেন। আমার কোন অসুবিধে হবে না। আপনি হয়তো জানেন না, যাদের যাবার অন্য কোথাও জায়গা নেই আমাদের এই সরাইখানাটা সেইসব ছন্নছাড়া ভবঘুরেদের জন্যে আদর্শ। ফলে অল্পবিস্তর সবার ঘরে প্রায় প্রতিদিন এই একই ঘটনা ঘটে। আপনি নিঃসংকোচে রাতটুকু এখানে কাটিয়ে দিতে পারেন। আমার অভ্যেস আছে, আমি সোফায় শুচ্ছি। আপনি বরং বিছানায় যান

'না না, আমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না। এই তো এখানে বেশ ভালোই আছি।'

'সে আপনার যা খুশি।'

রাভিক তার কোটটা খুলে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখলো। টেবিলের কাছ থেকে ছোট একটা টুল সরিয়ে এনে রাখলো সোফার পাশে। তারপর কম্বল আর বিছানা থেকে একটা বালিশ তুলে এনে রাখলো তার ওপর। 'এই আপনার শোবার জিনিসপত্তর সব রইলো। ইচ্ছে করলে আমার একটা পায়জামাও ব্যবহার করতে পারেন। আর··· আপনি কি স্নান-ঘরে যাবেন?'

তরুণী মাথা নাড়লো।

'বেশ, তাহলে এবার জামা জুতো বর্ষাতি সব খুলে ফেলুন। নইলে ভিজে কাপড়ে আবার ঠাণ্ডা লেগে যাবে!'

মেয়েটা নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো। একে একে টুপি, বর্ষাতি, দস্তানাদুটো খুলে ফেললো। রাভিক নিজেই ওই ছাড়া পোশাকগুলো অন্য একটা চেয়ারে গুছিয়ে রাখলো। 'আমাদের পুরনো একটা সৈনিক প্রবাদ আছে জানেন তো—সংকটের মুহূর্তে নিজের শরীরের ওপর দৃষ্টি রাখতে হবে সবার আগে।'

'ধন্যবাদ!'

রাভিক কোন কথা বললো না, স্নান-ঘরে প্রবেশ করে কলটা খুলে দিলো। গলা-বন্ধনীর ফাঁসটা আলগা করতে করতে সামনের আয়নায় নিজের মুখের দিকে সে উদাস চোখে তাকিয়ে রইলো। পাতার নিচে কালি পড়া গভীর দুটো চোখ। সারা মুখে অসহ্য ক্লান্তির ছাপ। তীক্ষ্ণ নাক, দৃঢ় চিবুক। কপালের ডান দিকে গভীর একটা ক্ষতচিহ্ন···

চকিতে দুরভাষের শব্দে রাভিকের ভাবনা ছিন্ন হয়ে গেলো। তবু এই একটি মুহূর্তের জন্যে সে নিজেকে ভুলে থাকতে পেরেছিলো। এমন কি মেয়েটির কথাও সে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলো।

দ্রুত পায়ে স্নান-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রাভিক গ্রাহকযন্ত্রটা তুলে নিলো।

'কি?···হ্যাঁ! হ্যাঁ! ঠিক আছে···স্বাভাবিক··নিশ্চয়ই! কোথায়? না, না, দেরি করবো না। আমি এক্ষুণি যাচ্ছি।··কড়া কফি··ঠিক আছে··'

গ্রাহকযন্ত্রটা সে সাবধানে নামিয়ে রাখলো। সোফার হাতলেই কয়েক সেকেন্ড

চুপচাপ বসে রইলো, তারপর ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেয়েটার দিকে ঘুরে তাকালো। 'আমাকে এক্ষুণি একবার বাইরে বেরুতে হবে।'

মেয়েটা চকিতে ছিটকে উঠে দাঁড়ালো।

'না না, উঠবেন না. আপনি বসুন।' আমি দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসবো।' রাভিক তার কোটটা গায়ে গলিয়ে নিলো। একটা ভাবনা তার মনের কোণে উঁকি দিয়েই আবার চকিতে মিলিয়ে গেলো। না না, চুরি ও করবে না। সে ধরনের মেয়ে ও নয়। তাছাড়া চুরি করার মতো তার ঘরে আছেই বা কি!

প্রস্তুত হয়ে রাভিক যখন দরজার কাছে এসে পৌঁছলো তরুণী জিজ্ঞেস করলো, 'আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি না?'

'অসম্ভব! আপনি এখানেই থাকুন। যা খুশি প্রয়োজনে ব্যবহার করুন। চাই কি বিছানায় শুয়ে খানিকটা ঘুমিয়েও নিতে পারেন। পাশের ওই তাকে কনিয়াকের বোতলও রয়েছে···'

'আলোটা জ্বালা থাকলে কোন অসুবিধে হবে?'

ওর পূর্ণায়ত বিহ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে রাভিক হেসে ফেললো। 'কেন, ভয় করছে?'

'হ্যাঁ।'

'কোন ভয় নেই। আমি চলে গেলে দরজায় চাবি দিয়ে চাবিটা খুলে নেবেন। নিচে আর একটা চাবি আছে, আমার কোন অসুবিধে হবে না।'

সিঁড়ি ভেঙে রাভিক তরতর করে নিচে নেমে এলো। রাস্তাটা নির্জন। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে রু্য দ্যো আকাসিয়ার মোড়ে সে ট্যাক্সি থামালো।

'রু্য লরিস্তোঁ।'

বড় একটা বাঁক নিয়ে ট্যাক্সিটা আভেন্যু কার্নো পেরিয়ে আভেন্যু দে লা ফর্জের ভিজে রাস্তা ধরে হু হু করে ছুটে চললো। ক্লান্ত অবসাদে কপালের শিরা-উপশিরাগুলো যেন ছিঁড়ে পড়তে চাইছে। আসনের পেছনে মাথাটা হেলিয়ে রাভিক ভাবলো একটু পানীয় না হলেই নয়। গলার ভেতরটা তার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। নিদেনপক্ষে এক পেয়ালা গরম কফি। দরজার কাঁচটা ধীরে ধীরে নামিয়ে দিলো, তারপর নিশ্বাসে বুক ভরে নিলো বাইরের কুয়াশা-জড়ানো একমুঠো ভিজে বাতাস।

দুই

অস্ত্রোপচারের ছোট ঘরটা দিনের মতো আলোয় ঝলমল করছে। ঘরটাকে দেখতে ঠিক স্বাস্থ্যসম্মত পরিচ্ছন্ন কোন কসাইখানার মতো। এখানে ওখানে ছড়ানো রক্তে-ভেজা তুলো, ছোট গামলায় জমে উঠেছে ব্যাণ্ডেজের পাহাড়। সাদা চার দেওয়ালের মাঝে রক্তের গাঢ় রঙ যেন বিদ্রোহে ফেটে পড়তে চাইছে। একপাশের ছোট টেবিলে

বসে ডাক্তার ভেবর কি যেন লিখছেন। একজন নার্স ফুটন্ত জলে যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করছে। অস্ত্রোপচারের বড় টেবিলটায় শুয়ে রয়েছে নিশ্চল একটা দেহ, এ পৃথিবীর, সঙ্গে এখন যার আর কোন যোগ নেই।

হাতে সাবান ঘষে ফেনা সমেত হাতদুটো রাভিক ভালো করে ধুয়ে নিলো। তার চোখে মুখে থমথম করছে প্রচণ্ড চাপা একটা বিরক্তি। 'চুলোয় যাকগে! যত সব অপদার্থ এসে জুটেছে এখানে।'

নার্স চমকে রাভিকের মুখের দিকে তাকালো। ওর নীরব দু'চোখে তীব্র একটা ভর্ৎসনা। ডাক্তার ভেবর সেটা লক্ষ্য করলেন। 'শোন উর্জেনি, ও রকম ভুল-ত্রুটির জন্যে সব সার্জনরাই একটু-আধটু বকাবকি করেন। তোমার এটা বোঝা উচিত।'

'অধ্যাপক পেরের হলে কিন্তু কখনও বকতেন না।' উর্জেনির কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠলো প্রচ্ছন্ন একটা অভিমান। কয়েকটা ছুরি-কাঁচিও পরিষ্কার করে মুছে রাখলো ট্রের ওপর।

'অধ্যাপক পেরের মস্তিষ্ক-বিশেষজ্ঞ। ওর অধিকাংশ কাজ সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নিয়ে। কিন্তু অস্ত্রোপচারের কাজ সম্পূর্ণ অন্য ধরনের জিনিস, উর্জেনি।' ছোট খাতাটা মুড়ে ভেবর উঠে দাঁড়ালেন। 'আমি জানি রাভিক, তুমি তোমার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছো। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে হাতুড়ে বিদ্যে ফলানোর পরে আমাদের আর কিছুই করার থাকে না।'

রাভিক কিছু বললো না। শুকনো তোয়ালেতে হাত মুছে সে সিগারেট ধরালো। উর্জেনি নিঃশব্দ পায়ে এসে ওদের সামনের জানলাটা খুলে দিলো।

'বাঃ উর্জেনি, ঠিক সময়ে ঠিক জিনিসটা মিলিয়ে দেওয়ার কাজে তোমার জুড়ি নেই।' অহেতুক প্রশংসায় ভেবর নার্সকে খুশী করতে চাইলেন।

'আমার একটা দায়িত্ব আছে, এবং আমি চাই না সামান্য দোষত্রুটির জন্যে আমাকে দোষারোপ করুন।'

'তুমি কি রাভিকের কথা বলছো?' ডাক্তার ভেবর আড়চোখে উর্জেনির মুখের দিকে তাকালেন। 'বেশ বাবা, বেশ, আমরা না হয় চলেই যাচ্ছি।'

উর্জেনি কোন জবাব দিলো না। থমথমে গম্ভীর মুখ। ব্যস্ত হাতে সাদা চাদর দিয়ে ও মৃতদেহটা ঢেকে দিলো। রক্তে-ভেজা তুলোর গামলাটা সরিয়ে আনলো ঘরের এক কোণে। কারুর দিকে ও ফিরেও তাকালো না।

'আমরা তাহলে চলি, উর্জেনি। তুমি বরং সকাল সকাল বাড়ি ফিরে একটু ঘুমবার চেষ্টা করো।'

'ধন্যবাদ, ডাক্তার ভেবর।'

'চলি, উর্জেনি,' রাভিক তার হাতটা বাড়িয়ে দিলো। 'অশোভন আচরণের জন্যে আমি ক্ষমা চাইছি।'

সিঁড়ি ভেঙে নামতে নামতে ডাক্তার ভেবর ম্লান ঠোঁটে হাসলেন। 'উঃ, ওটা যে কি ধাতু দিয়ে গড়া একমাত্র ভগবানই জানেন!'

বাইরে গাঢ় কুয়াশা ছিঁড়ে সবে তখন ভোর হচ্ছে। দু-একটা ময়লার গাড়ি যাতায়াত করছে। ডাক্তার ভেবর কোটের কলারটা উলটে দিলেন। 'জঘন্য আবহাওয়া। তোমাকে বরং আমি পৌঁছে দিই, রাভিক।'

'দরকার নেই ভেবর, এটুকু পথ আমি হেঁটেই যেতে পারবো।'

'কি হবে মিছিমিছি এই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে এতটা পথ হেঁটে গিয়ে? যাওয়ার পথেই আমি তোমাকে নামিয়ে দিতে পারবো।'

রাভিক মাথা নাড়লো। 'ধন্যবাদ, ভেবর।'

'কি ব্যাপার রাভিক!' ডাক্তার উদ্বিগ্ন চোখে রাভিকের দিকে তাকালেন। বেশ ভারি চেহারার মানুষ, চওড়া কাঁধ। বিশাল নরম্যান্ডি আপেলের মতো ভরাট গোল মুখ। সযত্নে লালিত কুচকুচে কালো গোঁফের প্রান্তে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ফোঁটাগুলো চিকচিক করছে। ওঁর ছোট বুইক গাড়িটা দাঁড় করানো রয়েছে রাস্তার একপাশে।

'কই, কিছু না তো!' রাভিক আর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলো। ওঁর হালকা বাদামী রঙের চোখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলো, তোমার মতো আমার তো আর শহরতলীর শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে ছিমছাম সুন্দর সাজানো কোন বাড়ি নেই, না রূপসী স্ত্রী, না প্রাণচ্ছলবলে দুরন্ত কোন শিশু। তোমার মতোন নিরুদ্বিগ্ন সুখী জীবন আমার নয়, ভেবর। তোমাকে কেমন করে বোঝাবো আমার অস্থির মানসিকতা, ভেতরের চাপা উত্তেজনা—প্রথম যখন ছুরি তুলে নিলাম, হালকা হাতের টানে ফুটে উঠলো একটা রক্তের রেখা, যখন ছোট কাঁচি আর সরু সাঁড়াশি-যন্ত্রের দৌলতে অলিন্দের ভারি পর্দা সরানোর মতো উন্মুক্ত হয়ে গেলো সারাটা দেহ আর ভেতরের অসূর্যম্পশ্যা অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো চোখ-ধাঁধানো আলোয় নগ্ন পড়ে রইলো, যখন ক্ষতবিক্ষত সূক্ষ্ম পেশী, ঝিল্লি আর দলা-পাকানো শিরা-উপশিরার ঘন অরণ্যে পাকা শিকারীর মতো কিছু খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ হিংস্র কোন বাঘিনীর মুখোমুখি হয়ে যাওয়া, তার সঙ্গে নিঃশব্দে সংগ্রাম করা, যেখানে নির্ভীক শক্ত হাতে ধরা পাতলা ব্লেড আর সরু ছুঁচ ছাড়া আর যে কোন অস্ত্রই অর্থহীন, সেখানে আমি কেমন করে তোমাকে বোঝাবো সেই তিক্ত অনুভূতি, যখন আমার নিপুণ হাতদুটোও অসাড় হয়ে আসছে আর একটু একটু করে অনাবৃত গাঢ় ছায়া ফেলে এগিয়ে আসছে মৃত্যু, অবচেতন অসহায় মুখের ওপর থেকে যন্ত্রণার মুখোশটা খুলে নিয়ে কেবলই দূরে দূরে সরে যাচ্ছে জীবন, সেই যে নগ্ন অনুভূতি, বুকের অতল থেকে উঠে আসা সেই নিঃশব্দ হাহাকার কেমন করে তোমাকে আমি বুঝিয়ে বলবো, ভেবর!

'তুমি কি মেয়েটার কথা ভাবছো, রাভিক?'

'হ্যাঁ।'

'মিছিমিছি মন খারাপ করে কি লাভ? তোমার নিপুণতায় আমি বরাবরই মুগ্ধ এবং আজকের নিপুণতার সত্যিই কোন তুলনা হয় না রাভিক। তাছাড়া তুমি তো তোমার যথাসাধ্যই চেষ্টা করেছো।'

'এত দেরি না করে ফেললে বাইশ বছরের এই সুন্দর জীবনটাকে হয়তো বাঁচানো যেতো, ভেবর।'

'বাঁচানো যেতো না। বেশামাসীদের তুমি চেনো না, রাভিক। হাতুড়ে বিদো ফাঁলয়ে মেয়েটাকে যখন প্রথম নিয়ে আসে তখনই আমি তাকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম।'

ফিরিয়ে যে তুমি দিতে না, আমি জানি। মনে মনে ভাবলো রাভিক। মুখে কিছু বললো না। কেবল শক্ত হয়ে উঠলো তার চোয়ালদুটো। সিগারেটটা সে পায়ের নিচে থেঁতলে নিভিয়ে দিলো।

ডাক্তার ভেবর রুমাল দিয়ে কপালের গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ফোঁটাগুলো মুছে নিলেন। তারপর দরজা খুলে গাড়ির ভেতর প্রবেশ করলেন। বন্ধ কাচটা নামিয়ে নিয়ে জানলা থেকে মুখ বাড়ালেন। 'চলো না রাভিক, আমি তোমাকে পোঁছে দিই। তোমাকে তো খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।'

ক্লান্ত মানে, বিশাল সমুদ্র-তিমির মতো ক্লান্ত। আনমনা হয়ে রাভিক ভাবলো। কিন্তু তাতে কারই বা কি এসে যায়? তার মতো ছন্নছাড়া অনিশ্চিত জীবনে ক্লান্তিই তো একমাত্র সঙ্গী। 'ও কিছু নয়' রাভিক হাসার চেষ্টা করলো। 'এক পেয়ালা কড়া কফিতেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'কফি কিন্তু আমি উর্জেনির চাইতে খুব একটা খারাপ বানাই না।'

রাভিক এবার সত্যিই হেসে ফেললো! 'তা আমি জানি, কফি তৈরিতে সত্যিই তোমার জুড়ি নেই, ভেবর।'

'তাহলে চলো আমার বাড়িতে।'

'আজ নয়। এখন বরং তুমি বাড়িতে গিয়ে একটু বিশ্রাম নাও।'

'বিশ্রাম নেওয়ার সময় কোথায়,' ভোরের প্রথম আলোয় ঝিকমিক করে উঠলো ভেবরের মুক্তোর মতো দাঁতগুলো। 'এখনই গিয়ে বাগানের কাজে লেগে পড়তে হবে। ভালো জাতের কিছু গোলাপ আর চন্দ্রমল্লিকা পেয়েছি।'

গোলাপ আর চন্দ্রিমল্লিকা—কথাটা ভাবতেই রাভিকের চোখের পাতা দুটো যেন আপনা থেকেই বুজে এলো। ফুটে উঠলো তকতকে ছোট্ট একটা বাগানের ছবি. দু-পাশে ঘাসের সবুজ গালচে, মাঝখানে কাঁকর বিছানো সরু এক ফালি পথ। বসন্তের রঙে রঙে তোলপাড় হয়ে উঠবে সারা বাগান।

রাভিক ম্লান ঠোঁটে হাসলো। 'তাহলে তো দেরী করার কোন মানেই হয় না।'

'হ্যাঁ, তুমি যখন আসবেই না ঠিক করেছো তখন আর মিছিমিছি দেরি করে কোন লাভ নেই। আমি চলি রাভিক।' ছোট বুইকটা দু-একবার মৃদু গর্জন করেই আবার থেমে গেলো। 'ওহো, তোমাকে বলতেই ভুলে গেছি···এই অস্ত্রোপচারের জন্যে পারিশ্রমিক তুমি খুব কম পাবে, রাভিক। এমন কি বলতেও আমার সংকোচ হচ্ছে ···মেয়েটা খুব গরিব, আত্মীয়স্বজন কেউ আছে বলেও তো মনে হচ্ছে না। বেশামাসী উর্জেনির হাতে মাত্র একশো ফ্রাঁ গুঁজে দিয়েছিলো হিসেব অনুযায়ী তার পঁচিশ ফ্রাঁ তোমার পাওনা

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওজন্যে তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না,' অধৈর্য রাভিক প্রসঙ্গটা চাপা দেবার চেষ্টা করলো, আর তখনই সেই তিক্ত অনুভূতিটা আবার তার বুকের ভেতর থেকে গুঁড়ি মেরে উঠে এলো। 'আমি চলি, ভেবর।'

'এসো। কাল সকালে তাহলে আবার দেখা হচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

রাভিক খুব ধীরে ধীরে র‍্যু লরিস্তোঁ ধরে এগিয়ে চললো। বুকের ভেতরটা তার কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। দুঃস্বপ্নের মতো বার বার তার মেয়েটার মুখটা মনে পড়ছে। হয়তো ও সত্যিই খুব গরিব। সারা দেহে কোথাও কোন অলঙ্কার নেই, কেবল দুপায়ে একজোড়া নকল সোনার ঝুমুর। হয়তো ওর মধ্যেই মেয়েটা অতীত কোন স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চেয়েছিলো। হয়তো ও সত্যিই জীবনের শেষ সঞ্চয় ওই একশো ফ্রাঁ হাতের মুঠো খুলে তুলে দিয়েছিলো মাসীর হাতে। হয়তো অসহ্য যন্ত্রণাকে দু-ঠোঁটের মাঝে কামড়ে ধরে মৃত্যুর সঙ্গে ও প্রাণপণ বুঝতে চেয়েছিলো। কিন্তু পারলো না, হেরে গেলো। হয়তো এমনও হতে পারে, হাসপাতাল থেকে ভেবর ওকে ফোনে ডেকেছিলো, ও তখন হোটেলে ছিলো না। মেয়েটার মৃত্যুর জন্যে তার নিজেকেই অপরাধী মনে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি।

র‍্যু বোয়াসিয়ের-এর মোড়ে এসে রাভিক একটা ট্যাক্সি থামালো।

'অসিরি।'

অসিরি দ্বিতীয় শ্রেণীর নামকরা একটা বেশ্যালয়। ভেতরে মিশরীয় ধাঁচের বড় পানশালাটা রাভিকের অত্যন্ত প্রিয়।

দরোয়ান বাধা দিলো। 'পানশালা বন্ধ হয়ে গেছে সাহাব ভেতরে এখন কেউ নেই।'

'কেউ না?'

'শুধু মাদম রোলাঁ আছেন। অন্য মেয়েরা সব চলে গেছে।'

'ঠিক আছে।'

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে রাভিক ভেতরে পা বাড়ালো।

ভ্রূ কুঁচকে দরোয়ান অপ্রসন্ন চোখে তাকালো। 'পানশালা বন্ধ হয়ে গেছে সাহাব।'

'একবার তো শুনলাম', রাভিক বিরক্ত হলো। তারপর সিগারেটের প্যাকেটটা দরোয়ানের বুক পকেটে গুঁজে দিয়ে সে গটগট করে হেঁটে গেলো। প্রথমে কোট টুপি খুলে রাখার ছোট একটা ঘর, তারপর পানশালা। অতবড় হলঘরটা খাঁ খাঁ করছে। তাঁবু ভেঙে ফিরে যাওয়া সার্কাসের মাঠের মতো সারা ঘরে এলোমেলো বিশৃঙ্খলার ছাপ সুস্পষ্ট। ওলটানো চেয়ার টেবিল, মেঝেয় ছড়ানো সিগারেটের টুকরো, তামাক আর অস্পষ্ট মিলিয়ে আসা আতরের একটা মিষ্টি গন্ধ।

'রোলাঁ!'

রাশিকৃত রেশমী অন্তর্বাস গোনার কাজে রোলাঁ ব্যস্ত ছিলো, রাভিকের হঠাৎ কণ্ঠ-স্বরে ও চমকে উঠলো। 'রাভিক! হঠাৎ এ সময়ে, কি ব্যাপার? মেয়েরা কিন্তু এখন কেউ নেই।'

'জানি। আর তার কোন দরকারও নেই।'

'তাহলে?'

'ভদকা। সবচেয়ে ভালো পোলিশ ভদকা চাই।'

'বোসো, আনছি।' একটু পরেই বোতল আর গেলাস নিয়ে রোলাঁ ফিরে এলো। 'তুমি একটু নিজে নিয়ে নাও রাভিক, আমি ধোপার বাড়ির তালিকাটা মিলিয়ে দিয়েই আসছি। এক্ষুণি গাড়ি এসে পড়বে। মিলিয়ে না দিলে একঝাঁক মুনিয়া পাখির মতো চোখের নিমেষে দেখতে দেখতে সব ফুড়ুত ফুড়ুত করে উড়ে যাবে।'

রাভিক ওর বলার ভঙ্গি দেখে হেসে ফেললো। 'বেশ, যত খুশি মিলিয়ে নাও, কিন্তু তার আগে বেশ সুন্দর দেখে গানের একটা রেকর্ড চালিয়ে দিও।'

রেকর্ড পালটে রোলাঁ নতুন একটা রেকর্ড চালিয়ে দিলো। 'এই থাকবে?'

'না, আর একটু কমিয়ে দাও।'

সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়লো মৃদু একটা সুরমূর্ছনা।

"প্লাবিত জ্যোৎস্নায় তুমি আমি পাড়ি দেবো সুদীর্ঘ রাত।

স্বচ্ছ স্রোত দক্ষিণা হাওয়ায় ভেসে যাবে আমাদের হৃদয়-সাম্পানী।"

রাভিক দীর্ঘক্ষণ চুপচাপ একা একা পান করলো। বুকের ভেতরের চাপা উত্তেজনাটা এখন তার একটু একটু করে থিতিয়ে আসছে, একটু একটু করে ভরে উঠছে অতল শূন্যতা। রোলাঁ ফিরে এলো। রাভিকের সামনের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলো। রীতিমতো সুঠাম শরীর, সুন্দর মুখ, শান্ত কালো দুটো চোখ। এখানকার প্রায়-অর্ধনগ্ন বারাঙ্গনাদের তুলনায় ওর এই রক্ষণশীল পোশাক, ওর ঋজু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ওর কত্রীপদের মর্যাদাকে বরং আরও সুপ্রতিষ্ঠিতই করে তুলেছে। রোলাঁ হাসলো। 'কি ব্যাপার, অমন হাঁ করে কি দেখছো?'

রাভিক ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'কিছু না। এসো রোলাঁ, বরং এক-সঙ্গে একটু পান করা যাক।'

'না রাভিক, সকালে সাধারণত আমি কিছু পান করি না। তুমি খাও, আমি বরং তোমার কাছে বসছি।'

'ধন্যবাদ, রোলাঁ।'

'তোমাকে কিন্তু আজ খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।'

'না না, ও কিছু নয়।'

'মেয়ে চাই তো বলো, কিকিকে ডেকে দিতে পারি।' রোলাঁ ঠোঁট টিপে হাসলো। 'নতুন এসেছে, রীতিমতো রূপসী। একুশ পেরিয়ে এই সবে বাইশে পা দিয়েছে।'

'আবার বাইশ!'

'মানে?'

বুক খালি করে রাভিক গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারপর অস্ফুট স্বরে বললো, 'না কিছু নয়!'

রোলাঁ টেবিলের ওপর ঝুঁকে এলো। 'তুমি কিন্তু আমার নির্বাচনের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারো রাভিক।'

'নিঃসন্দেহে। আমি কিন্তু সে জন্যে আসিনি, রোলাঁ। রাত্তিরে একটা অপারেশন ছিলো। এমনি ভালো লাগছিলো না, খুব ক্লান্ত লাগছিলো, তাই ভাবলুম তোমার এখান থেকে একটু গলাটা ভিজিয়ে যাই।'

'ভালো করেছো।'

'আচ্ছা রোলাঁ ···' বোতল থেকে খানিকটা ভদকা ঢেলে রাভিক আবার তার গেলাসটা ভর্তি করে নিলো। 'সত্যি করে বলো তো, রাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়ার আগে তুমি কি ভাবো?'

'সাধারণত কিছুই ভাবি না রাভিক। সারাদিনের পরিশ্রমের পর অত্যন্ত ক্লান্ত থাকি।'

'যখন ক্লান্ত থাকো না?'

'ত্যুর-এর কথা ভাবি।'

'ত্যুর! কেন?'

'ওখানে আমার জেঠিমার সুন্দর ছোট একটা বাড়ি আছে। ওঁর আর কেউ নেই, প্রায় বছর ছিয়াত্তর বয়েস। মারা গেলে বাড়িটা আমিই পাবো। ভেবেছি তখন নিচের তলাটায় সুন্দর করে একটা কাফে বানাবো। ছোট হোক, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিমছাম সুন্দর সাজানো থাকবে। এর জন্যে আমি দশ হাজার ফ্রাঁ আলাদা করে জমিয়েও রেখেছি। বাড়িটা কিন্তু খুব সুন্দর জায়গায়, একেবারে বড়রাস্তার ওপর। চাই কি দোতলা তিনতলাটা-ভাড়াও দিতে পারবো। পরিকল্পনাটা বেশ ভালো নয়, বলো?'

'চমৎকার পরিকল্পনা রোলাঁ!' কল্পনায় রাঙিন হয়ে ওঠা রোলাঁর তন্ময় দু-চোখের দিকে রাভিক তাকিয়ে রইলো। 'তুমি কি ত্যুরেই জন্মেছ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ওখানের কেউ জানে না আমি এখন কোথায় কাজ করছি।'

'তাতে কিছু এসে যায় না।'

'তুমি জান না রাভিক, এতে ব্যবসার কি দারুণ বদনাম হয়। আমি কাউকেই এখানকার ঠিকানা জানাইনি. এমনকি ওখানের একজনকে ভালোবাসি, তাকেও না।'

'তুমি কি প্রায়ই ওখানে যাও নাকি?'

'প্রায়ই না হলেও মাঝে মাঝে যাই বইকি। ও-ও চিঠি লেখে, অবশ্য অন্য ঠিকানায়। ও বিবাহিত। ওর স্ত্রী এখন যক্ষ্মা হাসপাতালে রয়েছে, হয়তো আর খুব বেশিদিন বাঁচবে না। তখন আমরা বিয়ে করবো।'

রাভিক উঠে পড়লো। 'সত্যি রোলাঁ, তোমার দূরদর্শিতার কোন তুলনাই হয় না।'

রোলাঁ সমর্থনের ভঙ্গিতে ঠোঁট টিপে হাসলো। ওর চোখে মুখে ক্লান্তির কোথাও কোন চিহ্ন নেই এমনই সতেজ যেন এই সবে ও ঘুম ভেঙে জেগে উঠলো। জীবনের চাওয়া পাওয়া কোনটাই ওর কাছে অস্পষ্ট নয়, জলের রেখার মতো স্বচ্ছ।

রাভিক বাইরে বেরিয়ে এলো। বৃষ্টি ধরে গেছে। সোনালী রোদে ঝলমল করছে সারা আকাশ। প্যারিসের পথে পথে শুরু হয়ে গেছে মানুষের মুখর ব্যস্ততা।

দরজা খুলতেই মেয়েটা সোফা থেকে ছিটকে লাফিয়ে উঠলো। অস্ফুট চাপা একটা ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বড় হয়ে উঠলো বিহ্বল বিস্ময়-আহত ওর অবাক চোখের মণিদুটো।

'কি ব্যাপার, ভয় পেয়েছেন বলে মনে হচ্ছে ?'

মেয়েটা কিছু বললো না. কেবল শক্ত কাঠের মতো আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। রাভিক সহজ হবার চেষ্টা করলো। রাত্রির দুঃস্বপ্ন তার দু'চোখ থেকে এখন নিঃশেষে মুছে গেছে। মেয়েটার কথা সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলো, মনে পড়লো নিচের ঘর থেকে চাবি নেবার সময়। আর তখনই মনে হলো যেভাবে হোক এবার তাকে একটু একলা থাকতে হবে।

'আমাকে আপনি চিনতে পারছেন না ?'

মেয়েটা এবার ধীরে ধীরে দম ছাড়লো। তারপর মাথাটা এক পাশে হেলিয়ে চোখের পাতা নামিয়ে নিলো।

'কিছু খাবেন ?'

মেয়েটি মাথা নাড়লো।

'কেন, খিদে পায়নি ?'

মেয়েটি নিশ্চুপ।

'আর কিছু না হোক অন্তত এক পেয়ালা কফি খেতে পারেন। এখানের এই একটিই মাত্র জিনিস যা একটু ভালো পাওয়া যায়।'

মেয়েটা নিঃশব্দে চোখের পাতাদুটো আবার মেলে দিলো। এবার বিস্ময়ের পরিবর্তে ফুটে উঠলো একটা আতঙ্ক। রাভিক অবাক হয়ে গেলো! একটু নীরবতার পর সে জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপার! এখানে আর কেউ এসেছিলো নাকি ?'

'না।'

'তাহলে ?' কোন জবাব না পেয়ে রাভিক অধৈর্য হয়ে উঠলো। নিশ্চয়ই একটা কিছু হয়েছে, নইলে এমন ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে যেন আমি কবর থেকে উঠে আসা কোন প্রেত।

সম্ভবত রাভিকের গলার ঝাঁঝ লক্ষ্য করেই মেয়েটার ঠোঁটদুটো মৃদু নড়ে উঠলো। 'না, মানে·· গন্ধটা··

'গন্ধ!' রাভিকের ভ্রূদুটো আপনা থেকেই কুঁচকে উঠলো। 'কিসের গন্ধ ?'

'ভদকার।'

'ভদকার!' বিস্মিত হলেও, পরমুহূর্তে ওর ভয়টা বুঝতে পেরে রাভিক হেসে

ফেললো। 'ভদকার গন্ধ হুইস্কি কিংবা কনিয়াকের গন্ধের মতো এত তীব্র নয়। তাছাড়া ভয় নেই, গন্ধটা আপনাকে কামড়াতে আসবে না।'

'না, মানে···আমি ঠিক ওভাবে বলিনি। গন্ধটা···'

'যে ভাবেই বলুন, ব্যাপারটা একই।' রাভিক বাতি নিভিয়ে জানলাটা খুলে দিলো।

'এক্ষুণি চলে যাবে। নিন, ততক্ষণে বরং একটা সিগারেট ধরান।'

রাভিক স্নান-ঘরে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলো। কয়েক ঘন্টা আগে যেভাবে দাঁড়িয়েছিলো ঠিক সেইভাবে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো, সেই মুখ, সেই ক্লান্তি, কপালের ডান পাশে সেই একই ক্ষতচিহ্ন কিছুই পালটায়নি। কেবল এর মধ্যে নিঃশব্দে ঝরে গেছে একটা জীবন।

বাথটবের এক কাণায় বসে রাভিক জুতোজোড়াটা খুলে ফেললো। পোশাকগুলো ঝুলিয়ে রাখলো দেওয়ালে। তারপর মাথার ওপরকার ফোয়ারাটা খুলে দিলো। সারা শরীর বেয়ে নেমে এলো ঠাণ্ডা জলের স্রোত। আঃ! মিষ্টি একটা আমেজে মুদে এলো তার দু চোখের পাতা। রাত্রির সমস্ত গ্লানি সমস্ত ম্লানিমা যেন একটু একটু করে মুছে যাচ্ছে। অনেক অনেকক্ষণ ধরে সে স্নান করলো। এখন তার মনে হচ্ছে সে যেন আবার তার সেই অতীতে ফিরে যেতে পারবে, যেখানে একদিন যৌবনের আকাশ ঝামরে অঝরে বৃষ্টি পড়তো আর সে মাঠে মাঠে বার্চের বনে একা একা ঘুরে বেড়াতো। সেইসব দিনের স্মৃতি মনে পড়তেই বুকের ভেতরটা তার ব্যথায় টনটন করে উঠলো। তাড়াতাড়ি গা মুছে সে জামাকাপড় পরে নিলো।

ফিরে এসে দেখলো মেয়েটা সোফার এক প্রান্তে তখনও গুটিসুটি হয়ে বসে রয়েছে কম্বলটা বুকের কাছ পর্যন্ত টানা।

'কি, শীত করছে?'

মেয়েটা মাথা নাড়লো।

'তাহলে, ভয় করছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমার জন্যে?'

'না।'

'বাইরের জন্যে?'

'হ্যাঁ।'

'ভয় নেই, জানলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি।'

রাভিক জানালাটা বন্ধ করে দিলো।

'ধন্যবাদ।' মেয়েটা ওর দিকে তাকিয়ে ম্লান ঠোঁটে হাসলো।

রাভিকের ওকে এখন যেন অনেকটা সহজ মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে তার সামনে খানিকটা আলোকিত দিগন্ত যে উন্মুক্ত হয়ে গেছে, যা একটু আগেও ছিলো ঘন কুয়াশায় ঢাকা। স্পন্দনহীন কোন মৃতদেহের চাইতে এ অনেক ভালো। তবু তো এর

নিশ্বাসে প্রশ্বাসে উথলে উঠছে জীবন-উষ্ণতা, যা এই পৃথিবীর কোন কিছুর চেয়ে কম দুর্লভ নয়।

'আপনি নিশ্চয়ই একটুও ঘুমতে পারেননি?'

মেয়েটা নিঃশব্দে মাথা নাড়লো।

'তাহলে একটু ঘুমিয়ে নিন। আমারও ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।'

তিন

ঘুম ভাঙতেই রাভিকের মনে হলো কেউ যেন এতক্ষণ তাকে লক্ষ্য করছিলো। মেয়েটা তখনও সোফায় একই ভাবে গুটিসুটি হয়ে বসে রয়েছে। ও কিন্তু তার দিকে তাকায়নি, নির্নিমেষ চোখে সোজা তাকিয়ে রয়েছে বন্ধ দরজার দিকে। রাভিক ভেবেছিলো ঘুম ভেঙে দেখবে মেয়েটা চলে গেছে। কিন্তু তখনও ওকে এইভাবে বসে থাকতে দেখে সে মনে মনে বিরক্ত হলো। সকালের দিকে কেউ ঘরে থাকুক এটা তার আদৌ পছন্দ নয়।

রাভিক আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলো। পারলো না। মনে হলো মেয়েটা নিশ্চয়ই তার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকবে। আর তখনই সে মনে মনে স্থির করে ফেললো মেয়েটাকে আগে বিদেয় করতে হবে। পয়সার জন্যে ও যদি অপেক্ষা করে থাকে তাহলে অবশ্য ব্যাপারটা খুব সহজেই মিটে যাবে। এবার সে বিছানায় উঠে বসলো।

'অনেকক্ষণ উঠেছেন?'

মেয়েটা চমকে তার মুখের দিকে তাকালো। তারপর দ্বিধাজড়িত স্বরে বললো, 'আমি ঘুমতেই পারিনি।'

'সেকি!'

'আপনার ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়ার জন্যে আমি কিন্তু সত্যিই খুব লজ্জিত।'

'না না, আপনি আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিতে যাবেন কেন।'

'আমি চলে যেতে চেয়েছিলুম। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

'তাহলে আর একটু অপেক্ষা করুন, আমি দু-এক মিনিটের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছি। তার আগে সামান্য কিছু খেয়ে নিন।'

ঘণ্টা বাজিয়ে রাভিক স্নানঘরে চলে গেলো। লক্ষ্য করে দেখলো খানিকক্ষণ আগে স্নানঘরটা ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু যেখানের যা কিছু সুন্দর করে সাজানো রয়েছে, এমনকি ব্যবহার করা তোয়ালেটাও। দাঁত মেজে হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে রাভিক যখন স্নানঘর থেকে বেরিয়ে এলো, দেখলো পরিচারিকা দুজনের মতো প্রাতরাশ টেবিলে সাজিয়ে রেখে গেছে। অথচ আশ্চর্য কি আনতে হবে রাভিক ওকে কিছুই ফরমাস করেনি।

ছোট টুলটা টেনে নিয়ে রাভিক সোফার সামনে বসলো। 'নিন, হাত লাগান।'

'আমি কিন্তু কিছু খেতে পারবো না।'

'পারবেন, পারবেন, খুব পারবেন, ওটা আপনার ধারণা…'

'সত্যিই আমি পারবো না।'

'বেশ তো, একবার অন্তত চেষ্টা করে দেখুন।'

চীনামাটির প্লেট থেকে মাখন মাখানো রুটিটা তুলে নিয়েও ও আবার রেখে দিলো। 'বিশ্বাস করুন, সত্যিই আমি পারবো না।'

'তাহলে কফিটা খেয়ে ফেলুন। আমাদের হোটেলের বিখ্যাত কফি। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিন…' রাভিক হাসলো। 'দেখবেন, একেবারে সৈনিক প্রাতরাশ।'

মেয়েটারও নিঃশব্দ ঠোঁটের প্রান্তে ফুটে উঠলো ম্লান হাসির রেখা।

প্রায় চোখের নিমেষেই প্রাতরাশ শেষ করে রাভিক কফির পেয়ালাটা তুলে নিলো। ওর দিকে তাকিয়ে দেখলো সিগারেট ধরিয়ে মেয়েটা নির্নিমেষ চোখে খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'কি ভাবছেন?'

'ভাবছি এখন আমার চলে যাওয়া উচিত।'

'পথ চিনে যেতে পারবেন তো?'

'না।'

'কোথায় থাকেন আপনি?'

'হোটেল ভাঁদু'-এ।'

'এখান থেকে খুব কাছেই। মাত্র কয়েক মিনিটের পথ। নীচে নেমে দেখিয়ে দিলে আপনি অনায়াসেই চলে যেতে পারবেন।'

মেয়েটা কোন কথা বললো না। নিঃশব্দে পোড়া সিগারেটটা গুঁজে দিলো ছাইদানির মধ্যে। রাভিক ভাবলো ও হয়তো পয়সার জন্যে অপেক্ষা করছে। 'যদি কিছু মনে না করেন, আমি আপনাকে সামান্য কিছু সাহায্য করতে পারি।' পকেট থেকে রাভিক টাকাপয়সা রাখার ব্যাগটা বার করলো।

'না না, ওসব আমার কিছু লাগবে না,' মেয়েটা ছিটকে উঠে দাঁড়ালো। 'সত্যি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এভাবে অজানা একটা মেয়েকে রাত্তিরে…আপনি তো এখনও আমাকে চেনেনই না…'

রাভিকের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা হঠাৎ কেমন যেন অপ্রত্যাশিত মনে হলো। তবু কিছু বলতে হবে বলেই বললো, 'এখন তো চেনা হয়ে গেলো।'

'হয়তো তাই। …শুধু…' মেয়েটি ইতস্তত করলো। 'আমি নিজেই বুঝতে পারছি না এখন কি করবো, কি করা উচিত।'

'চলুন, আমি না হয় আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি।'

'দরকার নেই। আপনি বরং আমাকে পথটা বলে দিন আর… '

একটু অপেক্ষা করার পর রাভিক জিজ্ঞেস করলো, 'আর ?'

'যদি আপনার জানা থাকে কেউ মারা গেলে কি কি করতে হয়, যদি আমাকে একটু বলে দেন···'

রাভিক স্তব্ধ বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে তাকালো। দেখলো সজল হয়ে উঠেছে সমুদ্র-ঝিনুকের মতো ওর বড় বড় চোখের পাতাদুটো। ঠিক কান্না নয়, অথচ কান্নার মতো কি যেন একটা অসহ্য যন্ত্রণাকে ও নিঃশব্দে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

'কেউ কি মারা গেছেন ?'

একটু বিরতির পর মেয়েটা নিঃশব্দে মাথা নাড়লো। 'হ্যাঁ।

'গত রাত্তিরে ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি ওকে খুন করেছেন ?'

'না না, ও আপনিই মারা গেছে! হঠাৎ··' অস্ফুট আর্তনাদ করে মেয়েটা দু হাতে মুখ ঢাকলো।

'উনি কি অসুস্থ ছিলেন ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি ডাক্তার দেখিয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ও কিছুতেই হাসপাতালে যেতে চাইলো না।'

'আপনি কি কালও ডাক্তার দেখিয়েছিলেন ?'

'না। প্রায় দিন তিনেক আগে···ও ডাক্তার দেখাতেই দিতো না, ভীষণ চেঁচামেচি কেরতো, রেগে যেতো···'

'আপনি অন্য কোন ডাক্তার ডাকলেন না কেন ?'

'আমরা এখানে নতুন, কিছুই জানি না। মাত্র কয়েক সপ্তা আগে প্যারিসে এসে পৌঁছেছি। হোটেলের চাকরই এই ডাক্তারকে ডেকে এনেছিলো। তারপর ও আর কাউকে দেখাতে চাইলো না. ওর ধারণা দু-একদিনের মধ্যে আপনিই ভালো হয়ে উঠবে···'

'কি হয়েছিলো ওঁর ?'

'আমি ঠিক জানি না। ডাক্তার তো বললেন নিমোনিয়া। কিন্তু ও সেকথা বিশ্বাস করেনি, ওর ধারণা সব ডাক্তারই নাকি চোর। তাছাড়া কাল সকালের দিকে ও সত্যিই বেশ ভালো ছিলো। তারপর হঠাৎ করেই...'

'আপনি জোর করে ওঁকে হাসপাতালে দিলেন না কেন ?'

মেয়েটা ম্লান ঠোঁটে হাসলো। 'ওর ধারণা হাসপাতালে গেলে আমি অন্য কারুর সঙ্গে চলে যাবো। দেখুন, এ-ব্যাপারে সত্যিই আমার কিছু করার ছিলো না।'

'উনি কি এখন হোটেলেই রয়েছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি হোটেলের মালিককে এ-সম্পর্কে কিছু জানিয়েছেন ?'

'না। হঠাৎ ও কেমন যেন স্থির হয়ে গেলো, একটা কথাও বললো না। আমার কাছে সব কিছুই কেমন যেন ভীষণ মনে হলো, বিশেষ করে ওর চোখ-দুটো ··আমি সহ্য করতে পারলুম না, ভয়ে আমি ছুটে পালিয়ে এলুম···'

মুহূর্তের জন্যে রাভিক বিহ্বল চোখে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলো। রাত্রির সমস্ত দৃশ্যটা তার চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠলো। তারপর কোটটা তুলে নিলো।

'চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাবো।'

একটু নিস্তব্ধতার পর সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে রাভিক হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো, তারপর কি ভেবে মেয়েটার দিকে ঘুরে তাকালো।

'আচ্ছা, উনি কি আপনার স্বামী?'

'না।'

হোটেল ভাঁদুর রক্ষক গোলগাল বেশ ভারিক্কি চেহারার মানুষ। মাথায় একটাও চুল নেই, অথচ বিরাট পাকানো গোঁফ, কুচকুচে কালো ঘন ভ্রূ। সামনের খোলা বারান্দাতেই উনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, সঙ্গে কয়েকজন পরিচারক, পরিচারিকা আর খাজাঞ্চী। স্পষ্ট বোঝা গেলো ঘটনাটা ওরা আগেই টের পেয়েছিলো। মেয়েটিকে প্রবেশ করতে দেখে সরাইরক্ষক তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। 'আচ্ছা বে-আক্কেলে মেয়েমানুষ তো আপনি! বলা নেই কওয়া নেই, হুট করে কোথায় চলে গেলেন, তারপর আর পাত্তাই নেই! এদিকে পুলিশ পড়শীর ঠেলা কে সামলায় তার ঠিক নেই··' হঠাৎ রাভিকের দিকে চোখ পড়ায় উনি থমকে গেলেন। 'কে হে মশাই আপনি? কি ব্যাপার বলুন তো? এর আগে তো আপনাকে এখানে কখনও দেখিনি?'

'উঁহু, আস্তে আস্তে। এতগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে করলে আমার যেমন বলতে অসুবিধা হবে, আপনারও ঠিক তেমনি বুঝতে অসুবিধে হবে।'

রাভিকের বলার ভঙ্গি দেখে সরাইরক্ষক সতর্ক হয়ে উঠলেন। ভ্রূ কুঁচকে রাভিকের আপাদমস্তক একবার ভালো করে জরিপ করে নিলেন। ঠিক, পরিচয় না জেনে প্রথমেই কাউকে ব্যঙ্গ করাটা ঠিক হয়নি। তাই অনেকটা শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার পরিচয়টা জানতে পারি কি?'

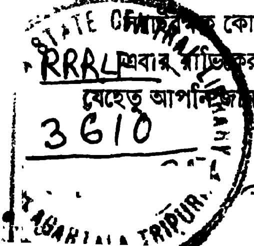
'অবশ্যই। আমি ডাক্তার।'

বিপদের কোন সম্ভাবনা নেই দেখে ও'র গলা আবার সপ্তমে চড়ে উঠলো। 'এখন ডাক্তারের আর কিংসু করার নেই, যা কিছু করণীয় পুলিশের।'

'বাঃ, এই তো বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছেন।' রাভিক সিগারেট ধরিয়ে একমুখ গলগল করে ধোঁয়া ছাড়লো। 'তা এতক্ষণ পুলিশে খবর দেননি কেন? অনেকক্ষণ আগেই তো জানতে পেরেছিলেন যে ভদ্রলোক মারা গেছেন।'

সরাইরক্ষক কোন জবাব দিলেন না।

এবার রাভিকের জরিপের পালা। 'আমি বলবো কেন আপনি খবর দেননি? যেহেতু আপনি জানতেন যে পুলিশ এলে আপনার ভাড়াটেদের সামনে ঝামেলায় জড়িয়ে



পড়তে হবে, এবং আপনি সেটা চাননি। কিন্তু নিয়ম অনুসারে ওরা আসবেই। তাছাড়া আপনি আরও ভয় পেয়েছিলেন যে এঁদের ঘর ভাড়ার টাকা কে দেবে, তাই না?' রাভিক মুচকি মুচকি হাসলো। 'ভয় নেই, টাকা আপনি ঠিকই পেয়ে যাবেন। তার আগে মৃতদেহটা আমি একবার দেখতে চাই। তারপর কি করণীয় তখন ভাববো।'

সরাইরক্ষককে পাশ কাটিয়ে রাভিক এগিয়ে গেলো। মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কত নম্বর ঘর?'

'চোদ্দো।'

'ক'তলায়?'

'দোতলায়।'

'আপনার আসার দরকার নেই, আমি একাই যেতে পারবো।'

'না, আমিও আপনার সঙ্গে যাবো।'

'কিন্তু আপনার এসব না দেখাই ভালো।'

'আমি ওখানে বেশিক্ষণ থাকবো না।'

'কিন্তু

'নীচে আমার একা একা অপেক্ষা করতে খুব খারাপ লাগবে।'

'বেশ, তাহলে চলুন।

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই সরু একফালি বারান্দা। বারান্দার প্রায় শেষ প্রান্তে নীচু ছাদ-ওয়ালা একটা ঘর। চোদ্দো নম্বর। নম্বরটা রাভিকের দূর থেকেই চোখে পড়ছিলো। তাছাড়া দরজার সামনে কয়েকজন ভাড়াটে, পরিচারক-পরিচারিকাদের আগে থেকেই ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলো। ওদের ঠেলে রাভিক ভেতরে প্রবেশ করলো। ঘরটা বেশ বড়, খোলামেলা। দুপাশে দুটো বিছানা, তার একটাতে নিশ্চল শুয়ে রয়েছে শীর্ণ চেহারার একজন মানুষ। কোঁকড়ানো কালো চুল, হাতদুটো দুপাশে ছড়ানো, পরনে উৎকট লাল রঙের রেশমী পায়জামা। অর্ধোন্মীলিত দুটো চোখ।

মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে রাভিক। ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলো। না, কোথাও কোন আঘাত বা অস্বাভাবিকতার চিহ্ন নেই। রাভিক বিছানার পাশ থেকে সরে এলো, চোখ বোলালো সারা ঘরে। শয্যার সামনে ছোট টেবিলে ওষুধের শিশি, টুকিটাকি মেয়েলি প্রসাধন আর কাঠখোদাই করা ম্যাডোনার অনন্য একটা ছোট্ট মূর্তি। মূর্তিটা সে টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিলো। ভালো করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো, এক কোণে খোদাই করা রয়েছে 'জার্মানিতে প্রস্তুত'। তারপর মূর্তিটাকে সে আবার যথাস্থানে রেখে দিলো। ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলো মেয়েটা তার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রয়েছে। 'প্রথম যে ডাক্তারকে দেখানো হয়েছিলো তাঁর নামটা আপনার মনে আছে?'

'না।'

রাভিক লক্ষ্য করে দেখলো মেয়েটার সারা মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে, আতঙ্কে চোখের মণিদুটো তিরতির করে কাঁপছে। 'সবার আগে আপনি ওই চেয়ারটায় স্থির হয়ে বসুন।' রাভিক প্রায় একরকম জোর করেই ওকে চেয়ারে বসিয়ে দিলো। 'আচ্ছা যে পরিচারক ডাক্তারকে ডেকে এনেছিলো তাকে আপনি চেনেন?'

'হ্যাঁ।'

'নাম জানেন?'

'ফ্রাঁসোয়া।'

দরজার সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা উদ্‌গ্রীব জনতার দিকে ফিরে রাভিক বললো, 'দয়া করে একবার ফ্রাঁসোয়াকে পাঠিয়ে দিন না।'

ভিড়ের মধ্যে একজন ছোকরা পরিচারক গুটি গুটি পায়ে রাভিকের সামনে এসে দাঁড়ালো।

'তোমার নাম ফ্রাঁসোয়া?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মঁসিয়ে।'

'এই ভদ্রলোকের জন্যে তুমি সেদিন যে ডাক্তারকে ডেকে এনেছিলে তাঁর নামটা তোমার মনে আছে?'

'হ্যাঁ। ডাক্তার বোনে। শার্ল বোনে।'

'তুমি ওঁর ফোন নম্বর জানো?'

'জানি, মঁসিয়ে।' পকেট থেকে ছোট একটা খাতা বার করে ও দ্রুত পাতা ওলটালো। 'পাসি ২৭৪৩।'

'বাঃ, তুমি তো বেশ গুছনো ছেলে দেখছি!' রাভিক ওর পিঠ চাপড়ে প্রশংসা করলো। 'ঠিক আছে, এখন তুমি যাও, পরে দরকার হলে আবার তোমাকে ডেকে পাঠাবো।'

ছেলেটা হাসি হাসি মুখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

এমন সময় বাইরে থেকে সরাইরক্ষকের হেঁড়ে গলা শোনা গেলো, 'তোমরা সব এখানে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখছো কি? ভাগো, ভাগো এখান থেকে সব, ভাগো।'

সরাইরক্ষক ভেতরে প্রবেশ করে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। রাভিক গম্ভীর হয়ে ওঁর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ালো। তারপর ঘরের এক কোণের ছোট টেবিল থেকে দূরভাষের গ্রাহযন্ত্রটা তুলে নিয়ে প্রথমে ডাক্তার ভেবরের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বললো, শেষে পাসির নম্বর চাইলো। ডাক্তার বোনে তখন তাঁর পরামর্শ-কক্ষেই ছিলেন। সমস্ত ঘটনাটা রাভিক সংক্ষেপে ওঁকে বুঝিয়ে বললো। 'হ্যাঁ, ডাক্তার বোনে, উনি গতকাল রাত্তিরে মারা গেছেন। হ্যাঁ, আপনাকে একবার আসতে হবে···না না, মৃতের জন্যে শুধু একটা সাক্ষ্যলিপি চাই ··আরে না না, অন্য কিছু নয় ··সত্যি, আপনি বিশ্বাস করুন···'

ওপার থেকে ডাক্তার বোনের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, 'আপনি জানেন না ভদ্রলোক আমাকে যথেষ্ট অভদ্র ভাষায় অপমান করেছেন।'

রাভিক হাসলো। 'এখন উনি আর আপনাকে অপমান করতে পারবেন না।'

'এমন কি আমি এখনও পর্যন্ত পারিশ্রমিকের টাকাও পাইনি।'

'চলে আসুন, পেয়ে যাবেন।'

'ঠিক বলছেন?'

'ঠিক।'

'একটা কথা কিন্তু আপনাকে আগে থেকেই বলে রাখছি, পারিশ্রমিকের টাকা হাতে না পেলে আমি কিন্তু কিছুতেই সই করবো না।'

'আপনার পারিশ্রামিকের মূল্য কত?'

'তিন শো ফ্রাঁ।'

'ঠিক আছে, তিনশো ফ্রাঁ-ই পাবেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসুন। আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'আচ্ছা, তাহলে এখন ছেড়ে দিচ্ছি।'

রাভিক গ্রাহযন্ত্রটা আবার যথাস্থানে নামিয়ে রাখলো।

'উনি এক্ষুণি এসে পড়বেন।'

মেয়েটা এতক্ষণ স্থির নির্নিমেষ চোখে রাভিকের দিকে তাকিয়ে ছিলো। রাভিক ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলো ছোট হাতব্যাগ খুলে তিনটে একশো ফ্রাঁর নোট ও তার দিকে মেলে ধরেছে। 'এটা আপনি রেখে দিন।'

রাভিক অবাক হয়ে গেলো। 'কি হবে?'

'ডাক্তার বোনের জন্যে।'

'ও-হো!' এর মধ্যে ভুলে যাওয়ার জন্যে যেন রাভিক নিজেই লজ্জা পেলো। 'এত তাড়াতাড়ি করার কোন দরকার নেই। আগে উনি আসুন, সাক্ষ্যালিপিতে সই করুন, তারপর আপনি নিজেই ও'র হাতে দিয়ে দেবেন।'

'আচ্ছা, আপনি নিজে সই করতে পারেন না?' স্বচ্ছ চোখ মেলে মেয়েটা উদগ্রীব হয়ে রাভিকের মুখের দিকে তাকালো।

রাভিক মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করলো। তারপর গোপনে ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, 'না। এসব ক্ষেত্রে ফরাসী কোন চিকিৎসককে দিয়েই সই করানো সবচেয়ে ভালো, বিশেষ করে ডাক্তার বোনে নিজে যখন ও'র চিকিৎসা করেছেন।'

ডাক্তার বোনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে না যেতেই হঠাৎ সবকিছু কেমন যেন নিটোল নির্জনতায় ভরে উঠলো। মৃত মানুষের সীমাহীন একক নৈঃশব্দ যেন ওদের দুজনকে গিলতে এলো।

'আপনি তো ও'কে বিয়ে করেননি, তাই না?'

'না।' মেয়েটি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কেন বলুন তো?'

'প্রশ্নটা আইনগত। পুলিশ এসে প্রথমে একটা তালিকা তৈরি করবে, কি কি জিনিসপত্তর আপনার এবং কি কি ও'র। আপনারগুলো আপনি অবশ্যই সঙ্গে নিতে

পারেন। কিন্তু ও'র গুলো পুলিশ আপাতত ওদের জিম্মায় রেখে দেবে। পরে ও'র আত্মীয়স্বজন দাবী করলে ওদের হাতে তুলে দেবে। আচ্ছা ও'র আত্মীয়স্বজন কি কেউ এখানে আছেন?'

'না, ফ্রান্সে নেই।'

'আপনি তো ও'র সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মতো বসবাস করছিলেন, তাই না?'

মেয়েটি কোন জবাব দিলো না।

'কতদিন?'

দু বছর..।

রাভিক ঘরের চারদিকে চোখ বোলালো। 'আপনাদের কোন স্যুটকেস নেই?'

'আছে। নীচু হয়ে মেয়েটা খাটের তলা দেখলো। 'এখন দেখছি না, কিন্তু কাল রাত্তিরেও ছিলো।'

'বুঝেছি,' একটানে রাভিক দরজার কপাট দুটো খুলে ফেললো। বয়স্কা একজন ঝি বারান্দা ঝাঁট দিচ্ছিলো। রাভিক ওকে ডেকে বললো, 'আপনার মনিবকে একবার এখানে পাঠিয়ে দিন তো।'

দরজা বন্ধ করে রাভিক ঘুরে দাঁড়ালো। 'আপনার হয়তো এসব ভালো লাগছে না, কিন্তু কোন উপায় নেই। শয়তানদের সঙ্গে শয়তানিই করতে হয়।'

'জানি।'

স্তব্ধ বিস্ময়ে রাভিক ওর মুখের দিকে তাকালো, 'সত্যিই আপনি জানেন?'

'হ্যাঁ।'

দড়াম করে দরজা ঠেলে সরাইরক্ষক হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন। হাতে এক চিলতে কাগজ।

রাভিক গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'সুটকেসটা কোথায়?'

'এই যে বাড়ি ভাড়ার রসিদ। আগে টাকা, তারপর অন্য কথা।'

'উঁহু, আগে সুটকেস, তারপর টাকার কথা। তাছাড়া এখনও পর্যন্ত কেউ আপনার টাকা দিতে অস্বীকার করেনি বা ঘর ছেড়ে দেয়নি। রসিদটা দিন, যান এবার সুটকেসটা নিয়ে আসুন। আর শুনুন, এর পরের বারে ঘরে ঢোকার আগে দরজায় টোকা দিয়ে তবে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করবেন।'

সরাইরক্ষক কঠিন চোখে রাভিকের দিকে তাকালেন।

রাভিক ঠোঁট টিপে হাসলো। 'এইটেই সাধারণ নিয়ম।'

সরাইরক্ষক গটগট করে বেরিয়ে গেলেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোরেই দরজাটা উনি পেছন থেকে টেনে বন্ধ করে দিলেন।

'সুটকেসে টাকা-পয়সা কিছু ছিলো কিনা জানেন?'

'সুটকেসে কিছু ছিলো বলে আমার মনে হয় না।'

'তাহলে কোথায় থাকতে পারে বলে আপনার ধারণা?'

'টাকা পয়সা সাধারণত ও ব্যাগেই রাখতো।'

'সেই ব্যাগটা এখন কোথায় ?'

'বালিশের নীচে…' মেয়েটা ইতস্তত করলো। 'সব সময় ওটা ও মাথার বালিশের নীচেই রেখে দিতো।'

রাভিক চকিতে মৃতের বালিশের নীচে হাত ঢুকিয়ে দিলো, তারপর এপাশ-ওপাশ হাতড়ে কালো চামড়ার ছোট ব্যাগ বার করে আনলো। ব্যাগটা ও মেয়েটার হাতে দিলো। 'টাকা পয়সা এবং দরকারী যা কিছু আছে চট্ করে বার করে নিন। অহেতুক ভাবপ্রবণতার এখন আর সময় নেই। বাঁচতে গেলে টাকার প্রয়োজন এবং পুলিশ-দপ্তরে পড়ে পড়ে পচার চাইতে এ অনেক ভালো।'

রাভিক পায়ে পায়ে জানালার সামনে এসে দাঁড়ালো। নীচের রাজপথে বহে চলেছে জনস্রোত, যানবাহনের নিঃশব্দ মিছিল। দু-এক মিনিট অপেক্ষা করার পর সে ঘুরে দাঁড়ালো। 'হয়ে গেছে ?'

'হ্যাঁ।'

'ব্যাগটা আমাকে দিন।'

'ব্যাগটা রাভিক আবার যথাস্থানে চালান করে দিলো। অনুভব করলো ব্যাগটা আগের চেয়ে অনেক হালকা হয়ে গেছে। রাভিক মেয়েটার সামনে এসে দাঁড়ালো। 'টাকাগুলো আপনার ব্যাগে রেখে দিন।'

রাভিক এবার টেবিলের ওপর থেকে বাড়িভাড়ার রসিদটা তুলে নিলো। দেখলো নামের জায়গায় লেখা রয়েছে—মিস্টার রাসাঝিন্স্কি। 'এ তো দু'সপ্তার রসিদ দেখছি। তার মানে এর আগে মাত্র এক সপ্তার ভাড়া দেওয়া হয়েছিলো।'

'না, আমার তা মনে হয় না। প্রতি সপ্তায় ও বাড়ি ভাড়ার টাকা আগে দিয়ে দিতো।'

'অন্য রসিদগুলো কোথায় ?'

'ঠিক জানি না। তবে যা কিছু কাগজপত্তর ও রাখতো টিনের ওই ছোট সুটকেসটায়।'

এমন সময় দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দ শোনা গেলো। প্রথম সুটকেস নিয়ে ফ্রাঁসোয়া ভেতরে প্রবেশ করলো, তার পেছনে সরাইরক্ষক। রাভিক মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলো, 'এইটেই আপনাদের সুটকেস তো ?'

'হ্যাঁ।'

'এই ছোট টিনের সুটকেসের চাবিটা কোথায় ?'

'আলমারিতে। ওর কোটের পকেটে।'

রাভিক আলমারি খুলে দেখলো ভেতরটা ফাঁকা। 'বাঃ, চমৎকার !'

মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সরাইরক্ষক পরিচারকের দিকে কটমট করে তাকালেন। 'কোটটা কোথায় ?'

ফ্রাঁসোয়া ঝটপট জবাব দিলো, 'বাইরে।'

'কেন ?'

'পরিষ্কার করার জন্যে রাখা হয়েছে, মঁসিয়ে।'

রাভিক ধমক লাগালো। 'এখন তার আর কোন দরকার নেই। শিগ্‌গির নিয়ে এসো।'

'আর বলবেন না মশাই…' ফ্রাঁসোয়াকে দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে দেখে সরাইরক্ষক চাপা স্বরে বললেন। 'চোর, সব চোর! চোখের আড়াল হয়েছেন কি-দেখবেন আপনার জিনিসপত্তর সব হাওয়া হয়ে গেছে।'

রাভিক মুচকি মুচকি হাসলো। 'সে তো নিজে চোখেই দেখতে পাচ্ছি।'

কোট নিয়ে ফ্রাঁসোয়া ফিরে এলো। চাবি দিয়ে সুটকেসের ডালাটা খুলতেই দু-সপ্তার দুটো রসিদ পাওয়া গেলো। রসিদ দুটো রাভিক সরাইরক্ষকের নাকের ওপর ছুঁড়ে দিলো।

'আপনি কিন্তু এক সপ্তার বাড়িভাড়া বেশি ধরেছেন।'

'উনি কিন্তু ঘর ছেড়ে দেবার কথা আমাকে আগে থেকে কিছু জানাননি।

'বেশ, টাকাটা তাহলে পুলিশের কাছ থেকেই নিয়ে নেবেন।'

'না, দেখুন…' সরাইরক্ষক চোখ মিটমিট করে তাকালেন। সুর এখন তাঁর অনেক নরম হয়ে গেছে। 'এতে আমাদের কত লোকসান হয় একবার ভেবে দেখুন তো। বিছানা মাদুর ফেলে দিতে হবে, ঘরদোরের রঙ ফেরাতে হবে, চাদরটাও একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে…'

এ সবকিছুই আপনি এতে ধরে নিয়েছেন। রাভিক পেনসিল দিয়ে টাকার অঙ্কটা কেটে অন্য একটা সংখ্যা বসিয়ে দিলো। তারপর রসিদটা সরাইরক্ষকের হাতে তুলে দিলো। 'দেখুন, এতে আপনি রাজি কিনা?'

সরাইরক্ষক টাকার অঙ্কে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। 'আপনি কি আমাকে পাগল ভেবেছেন?'

'আপনি এতে রাজি?'

দেখুন…'

'কোন কথা নয়।' মেয়েটার দিকে ফিরে তাকিয়ে রাভিক বললো, 'দুশো বিরানব্বুই ফ্রাঁ ওঁকে দিয়ে দিন।'

তিনটে একশো ফ্রাঁর নোট এগিয়ে দিতেই উনি ছোঁ মেরে তুলে নিলেন। 'ঘর কিন্তু বিকেল ছ'টার মধ্যেই খালি করে দিতে হবে।'

'তার আগে আপনি আট ফ্রাঁ ফেরত দিয়ে যাবেন।'

'চাকরদের বখশিশটা না হয়…'

'সেটা আমাদের ব্যাপার, তার জন্যে আপনার অত মাথা না ঘামালেও চলবে।'

টেবিলের ওপর খুচরো আটটা ফ্রাঁ ছুঁড়ে দিয়ে উনি নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে রাভিক সিগারেট ধরালো। 'চলুন, এবার আমরা নীচে গিয়ে অপেক্ষা করি। ফোনে আমার এক বন্ধুকে এখানে আসতে

বলেছি, হয়তো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ও এসে পড়বে। পুলিশের ব্যাপারটা ও-ই সামলাবে। আমার আবার এসব ঠিক আসে না।'

'আর একটু এখানে থাকি।'

মিনতির মতো ওর করুণ স্বরে রাভিক অবাক হয়ে গেলো। 'কিন্তু এখানে আমাদের তো এখন আর কিছুই করার নেই?'

'হয়তো নেই। তবু…ও তো আর বেশিক্ষণ থাকবে না। জানেন, আমাকে নিয়ে ও কখনও সুখী হতে পারেনি…আমি প্রায় সারাক্ষণই পালিয়ে পালিয়ে ঘুরে বেড়াতাম। এখন আমি ওর পাশে একটু শান্ত হয়ে বসতে চাই।'

'উনি কিন্তু এখন এসব কিছুই জানতে পারবেন না।'

'হয়তো না! তবু…'

'বেশ, তাহলে বসুন।' রাভিক মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েই জানালার সামনে এসে দাঁড়ালো। একটু অপেক্ষা করার পর সিগারেটটা নিভিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো বাইরে। তারপর জানালার কাছ থেকে আবার সরে এলো। দেখলো টেবিলের ওপর ছোট টিনের সুটকেসটা একই ভাবে খোলা পড়ে রয়েছে। চলে আসতে গিয়েও সে থমকে দাঁড়ালো। 'এতে দরকারি জিনিসপত্তর কিছু নেই তো?'

মেয়েটা বিষণ্ন চোখ মেলে তাকালো। 'ঠিক জানি না, হয়তো থাকতেও পারে।'

টিনের সুটকেসটা রাভিক মেঝের উপর উপুড় করে দিলো। ছোট ছোট ভাঁজ করা কিছু কাগজ, গোটা কয়েক তুলি, রঙের টিউব, নতুন ভাঁজ করা একটা চিত্রপট। সবশেষে ভ্যান গগের ছবি-আঁকা পকেট-সংস্করণের একটা বই—'জীবন-তৃষ্ণা।' তাহলে উনি শিল্পী! কথাটা মনে হতেই রাভিকের মনটা কেমন যেন খারাপ হয়ে গেলো। অথচ কেন, স্পষ্ট করে সে তা অনুভব করতে পারলো না। জিনিসগুলো গুছিয়ে রাখার সময় কাগজের ভাঁজ থেকে বেরিয়ে এলো একটা একশো ডলারের নোট। নোটটা সে মেয়েটার দিকে এগিয়ে দিলো। 'এটা রেখে দিন। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।'

মেয়েটা ম্লান ঠোঁটে হাসলো। 'ধন্যবাদ।'

'এবার আমি নীচে যাবো। গলাটা একটু ভিজিয়ে না নিলেই নয়। কোন প্রয়োজন হলে আমাকে খবর পাঠাবেন।'

'চলুন, আমিও সঙ্গে যাবো।'

'কেন, এখানে আর ভালো লাগছে না?' প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো রাভিকের কণ্ঠস্বর।

উদাস করুণ চোখে মেয়েটা মুহূর্তের জন্যে রাভিকের মুখের দিকে স্থির অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। তারপর অস্ফুট স্বরে বললো, 'ভালো মন্দ এখন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। অন্তত ও যতক্ষণ এখানে রয়েছে, আমি বোধ হয় আর কিছু ভাবতে পারবো না।'

• •

'এখানে তো আপনার জানাশোনা আর কেউ নেই, তাই না?'

মেয়েটা এতক্ষণ ট্যাক্সির জানলা দিয়ে তন্ময় হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলো। রাভিকের প্রশ্নে ও যেন সম্বিৎ ফিরে পেলো। তবু মুখে কিছু বললো না, নিঃশব্দে শুধু মাথা নাড়লো। বিকেলের ছায়া তখন ম্লান হয়ে এসেছে। একটু নিস্তব্ধতার পর মেয়েটা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, আপনার ওখানে যাওয়া যায় না?'

'কোথায়, হোটেল আন্তর্জাতিকে?'

'হ্যাঁ, কাল যেখানে ছিলাম। মানে, একেবারে অপরিচিতের তুলনায়…'

'ও হোটেলটা ঠিক মেয়েদের জন্যে নয়। সব সময় উদ্বাস্তুদের ভিড়ে ঠাসা।'

সারাদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে রাভিক মুক্তি পেতে চাইছিলো। কণ্ঠস্বরেও বুঝি ধরে রাখতে পারছিলো না সেই ক্লান্তিকর বিরক্তি। 'তাছাড়া ওতল দ্য মিলানে ফোন করে আপনার জন্যে একটা ঘর ঠিক করে ফেলেছি।'

মেয়েটা চমকে ওর মুখের দিকে তাকালো। 'আমরা কি এখন ওখানেই যাচ্ছি?'

'হ্যাঁ। এখান থেকে খুব কাছেই। তাছাড়া পছন্দ না হলে অন্য কোথাও চলে যাবেন।'

'না না, ঠিক সে জন্যে নয়।'

'আমরা কিন্তু এসে গেছি।'

রাভিক ট্যাক্সি থামাতে বললো। তারপর ট্যাক্সি থেকে সুটকেসটা নামিয়ে ভাড়া মিটিয়ে দিলো। নীচের অভ্যর্থনাকারীর কাছ থেকে চাবি নিয়ে সোজা দোতলায় চলে এলো। এ-ঘরটাও বড় রাস্তার ঠিক ওপরে। বিছানা চেয়ার টেবিল জামাকাপড় রাখার আলমারি দিয়ে ঘরটা সুন্দর করে সাজানো। জানালাগুলো খুলে দিয়ে রাভিক মেয়েটার দিকে ফিরে তাকালো। 'কি, পছন্দ হয়েছে তো?'

'হুঁ।'

'আর কিছু না হোক অন্তত খোলামেলা আর পরিচ্ছন্ন।'

'সত্যিই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ!'

টেবিলের ওপর হাতব্যাগটা ছুঁড়ে দিয়ে মেয়েটা বিছানায় গিয়ে বসলো। সারা মুখ ওর বিবর্ণ ম্লান হয়ে গেছে। উজ্জ্বল আলোয় রাভিক লক্ষ্য করলো ওর চোখের পাতার নীচে ক্লান্তির গাঢ় ছায়া। 'আপনার কিন্তু এবার একটু ঘুমোনো উচিত।'

'আমি চেষ্টা করবো।'

'আমি তাহলে যাই। আবার এসে আপনার খোঁজ-খবর নিয়ে যাবো।' রাভিক মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করলো। 'আপনার নামটা কিন্তু এখনও পর্যন্ত জানা হলো না।'

'মাদ্। জোয়াঁ মাদ্।' রাভিকের মুখের দিকে তাকিয়ে মেয়েটা ম্লান ঠোঁটে হাসলো। 'মনে থাকবে তো?'

'নিশ্চয়ই। না, তার চেয়ে বরং আপনি একটা কাগজে লিখে দিন।'

কাগজে নামটা লিখে জোয়াঁ রাভিকের হাতে দিলো।

'ধন্যবাদ!' একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে রাভিক কাগজটা পকেটে পুরে রাখলো। তারপর হাতটা বাড়িয়ে দিলো। 'আজ তাহলে চলি। বিদায়।'

'বিদায়। আপনার ঋণ কিন্তু আমি জীবনে কোনদিনও ভুলতে পারবো না।'

বাইরে বেরিয়ে এসে রাভিক বুক ভরে নিলো একঝলক মিষ্টি বাতাস। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলো আলোকিত জানালার সামনে মেয়েটা নিশ্চল প্রতিমূর্তি'র মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। দ্রুতপায়ে রাভিক পথটা পেরিয়ে এলো। তারপর কোটের পকেট থেকে কাগজটা বার করে দলে মুচড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো দূরে। মুক্তি! দম বন্ধ করে দেওয়া যেন ভয়ঙ্কর কোন ছায়াছবি থেকে বেরিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচার মতো সে স্বস্তির গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে হালকা পায়ে এগিয়ে চললো।

প্লাস দ্য লেতোয়ালে এসে দেখলো সারাটা পার্ক লোকে লোকারণ্য। অজানা সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভ, আর্ক দ্য ত্রয়ম্ফকে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে আলোর মালায়। তার সামনে বাতাসে পত পত করে উড়ছে নীল সাদা লাল রঙের নিশান। উনিশশো আঠেরো সালের যুদ্ধবিরতিকে মনে রেখে পালন করা হচ্ছে তার বিংশতিতম স্মরণ-উৎসব। অদূরে কোথায় যেন সামরিক বাদ্য বাজছে। কোন কথা নেই, কেবল অস্পষ্ট মৃদু একটা সুর-ঝঙ্কার কেঁপে কেঁপে হারিয়ে যাচ্ছে বাতাসে। এত অজস্র মানুষ, অথচ কোথাও এতটুকু শব্দের গুঞ্জন নেই। রাভিক দেখলো ওর পাশে দাঁড়ানো এক বৃদ্ধার দু চোখ দিয়ে টপটপ করে জল ঝরে পড়ছে। বৃদ্ধা চোখ মুছে রাভিকের দিকে তাকালেন। 'গত যুদ্ধে আমি আমার স্বামীকে হারিয়েছি, এবার আমার ছেলের পালা। আগামী বছর কপালে কি ঘটবে কে জানে—'

চার

বিছানার ওপর জ্বরের তালিকাটা নতুন, তখনও কোন আঁচড় পড়েনি। মাথার দিকে কেবল রোগিণীর নাম লেখা। লুসিয়েঁ মার্তিনে। ব্যুতে শ্যম। রু ক্লাভেল।

বালিশের ওপর ধূসরবর্ণ গোলাপের পাপড়ির মতো ম্লান একটা মুখ। গত রাত্রে ওর জরায়ুতে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। মেয়েটার বুকে কান পেতে রাভিক খানিকক্ষণ শুনলো ওর স্পন্দন। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়ালো। 'আগের চেয়ে অনেক ভালো। এবং রক্ত চলাচল বেশ স্বাভাবিকভাবেই কাজ করছে। আজকের দিনটা যদি কোন রকমে কাটিয়ে দিতে পারে, তাহলে হয়তো বাঁচার সম্ভাবনা আছে।'

'ধমনীর স্পন্দন একশো চল্লিশ আর রক্তের চাপ আশি দেখেই আমি একটা কোরামিন দিয়েছিলুম।' আবেগের আতিশয্যে ডাক্তার ভেবর রাভিকের একটা হাত চেপে ধরলেন। 'অসম্ভবকে তুমি সম্ভব করেছো রাভিক। সত্যিই, তোমাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

রাভিক কাঁধ ঝাঁকালো। 'এতে অভিনন্দনের কিছু নেই ভেবর! এ-ও যদি অন্য

মেয়েটার মতো দেরি করে ফেলতো, তাহলে আর কোন উপায় থাকতো না।' চাদর দিয়ে মেয়েটার গলা পর্যন্ত সে ঢেকে দিলো। 'এই নিয়ে এক সপ্তায় পর পর দুটো মেয়ে ক্লাভেল থেকে এলো, ব্যাপারটা তুমি লক্ষ্য করেছো ভেবর ?'

'হ্যাঁ। আমার মনে হয় একই বেশ্যামাসী এদের দুজনের ওপরেই হাতুড়ে বিদ্যে ফলিয়েছে। তবু ভাগ্য ভালো, তোমাকে একবারেই ফোন করে হোটেলে পেয়েছিলুম। আমি তো ভয় পেয়েছিলুম তোমাকে বোধহয় পাবো না।

রাভিক ঠোঁট টিপে হাসলো। 'হোটেলে যারা থাকে, রাত্তিরে সাধারণত তাদের না পাওয়াটাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে শীতের রাতে।'

'অনুমান করতে পারছি। কিন্তু তুমি কেন যে হোটেলে থাকো সেইটে আজ পর্যন্ত আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকলো না।'

'যেহেতু স্বাধীনভাবে বাঁচার এইটেই সবচেয়ে সহজ উপায়। এবং সম্ভবত একমাত্র হোটেলেই কেউ একই সঙ্গে নিঃসঙ্গ, আবার নিঃসঙ্গ নয়ও বটে।'

'তার মানে এইটেই তুমি চাও।'

'অবশ্যই।'

'কিন্তু অন্যভাবেও তো থাকা যেতে পারে। যেমন ধরো, অন্য কোন পরিবেশে আলাদা ছোট একটা ঘর ভাড়া নিতে পারো।'

'হয়তো পারা যায়…,' রাভিক আবার মেয়েটার ওপর ঝুঁকে পড়লো।

উজেনি কটাক্ষে ডাক্তার ভেবরের দিকে তাকালো। তারপর শান্তস্বরে বললো, 'কিন্তু মঁসিয়ে রাভিক কোনদিনই তা করবেন না।'

'ডাক্তার রাভিক উজেনি, মঁসিয়ে রাভিক নয়।' শুধরে দেবার ছলে ডাক্তার ভেবর উজেনিকে মৃদু ধমক দিলেন। 'হাজারবার তোমাকে আমি বলেছি। জার্মানির সবচেয়ে নামকরা হাসপাতালে ও খুব বড় একজন সার্জেন ছিলো। প্রকৃতপক্ষে আমার চাইতে ওর সম্মান অনেক অনেক বেশি।'

'কিন্তু এখানে…'

'জানি।' ভেবর ওকে দ্রুত থামিয়ে দিলেন। 'বিদেশী প্রতিভাকে ফ্রান্স কোনদিনই স্বীকার করেনি, স্বীকৃতি দেয়নি ওদের যোগ্য মর্যাদাকে। এটা অবশ্য নিতান্তই মূর্খামি ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু তা বলে ও আলাদা কোন ঘর ভাড়া নিতে পারে না, এ ধারণা তোমার কেমন করে হলো উজেনি ?'

উজেনি ঠোঁট চেপে দুষ্টুমি করে হাসলো। 'মঁসিয়ে রাভিক হারানো মানুষ। উনি নিজের জন্যে কোনদিনও ঘর বাঁধতে যাবেন না।'

'চমৎকার উজেনি, চমৎকার।' সপ্রশংস চোখে রাভিক ঘুরে দাঁড়ালো।

'তার মানে!' ভেবর ভ্রূ কুঁচকে উজেনির মুখের দিকে তাকালেন।

'সেটা আপনি ওঁকে নিজেই জিজ্ঞেস করুন না ডাক্তার ভেবর ?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে…' অস্বস্তিকর পরিবেশটা এড়াবার জন্যে রাভিক দ্রুত টেবিল থেকে টুপিটা তুলে নিলো। 'ছেড়ে দাও ওসব কথা। তাছাড়া উজেনি ঠিকই

বলেছে ভেবর। চলো, এবার তোমার বসার ঘরে গিয়ে গলাটা একটু ভিজিয়ে নেওয়া যাক।'

'চলো।'

ডাক্তার ভেবরের নিজস্ব বিশ্রামের ঘরটা ভারি চমৎকার। সৌখিন অথচ দামী দামী সব আসবাব আর কারুকার্যকরা রেশমী ঝালর দিয়ে সুন্দর করে সাজানো। বেসরকারি এই আরোগ্যনিকেতনটি ওঁর নিজের রুচি এবং যত্ন দিয়ে গড়া। আধুনিক বিজ্ঞানের যতরকম সযোগ-সুবিধে পাওয়া সম্ভব উনি তাকে গ্রহণ করেছেন অকৃপণ হাতে।

'বসো রাভিক। কি পান করবে বলো—কনিয়াক না দ্যুবনে?'

'কফি। অবশ্য যদি কোন অসুবিধে না হয়।'

'আরে না না, অসুবিধের কোন প্রশ্নই আসে না।' জলের কেটলিটা গ্যাস-চুল্লিতে বসিয়ে দিয়ে বোতাম টিপে দিলেন। তারপর তৎপর হাতে পেয়ালা পিরিচ সব টেবিলের ওপর গুছিয়ে রাখলেন। 'আচ্ছা রাভিক, আজ বিকেলে আমার হয়ে তুমি একবার অসিরিতে যেতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'কিছু মনে করবে না তো?'

'আরে না না, একটুও না। তাছাড়া বিকেলের দিকে আমার অন্য কোন কাজও নেই।'

'বাঃ, আমি তাহলে বিকেলে বাগানের বাকি কাজটুকু সেরে ফেলতে পারবো। আমি প্রথমে ফশোঁকে খুঁজেছিলুম, কিন্তু ও এখন ছুটিতে।'

'কোন দরকার ছিলো না। আমি তো এর আগে বহুবারই তোমার হয়ে অসিরিতে গেছি।'

'নিশ্চয়ই গেছো। কিন্তু কোনবারেই আমার তেমন করে ভালো লাগেনি, এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে তোমাকে ··'

'পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে আর কি লাভ ভেবর?' প্রচ্ছন্ন আত্মাভিমানে ম্লান হয়ে উঠলো রাভিকের কণ্ঠস্বর। 'শুধু আমি একা নই, জার্মান থেকে পালিয়ে আসা আমার মতো হাজার হাজার চিকিৎসককে আজ এইভাবে আত্মগোপন করে কাজ করতে হচ্ছে।'

'তবু আমার সবচেয়ে খারাপ লাগে যখন দুরাঁর মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠিত শল্য-চিকিৎসকরাও তোমাকে দিয়ে জটিল জটিল সব অস্ত্রোপচার করিয়ে নিয়ে লোকের কাছে তাদের নিজেদের সাফল্য বলে বাহাদুরী করে।'

'ছেড়ে দাও ভেবর।'

'জানি, আমার কথা শুনে তুমি মনে মনে হাসছো, ভাবছো আমিও তো ওদের দলের। কথাটা ঠিক। তবু আমার পরিচিতি স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ হিসেবে, শল্য-চিকিৎসক হিসেবে নয়।'

'কেন তুমি এসব ভেবে মিছিমিছি মন খারাপ করছো ভেবর?'

ভেবর কোন জবাব দিলেন না। জল ফুটে গেছে। নিঃশব্দ পায়ে উনি টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। কফি বানালেন। তারপর পেয়ালাদুটো নিয়ে আবার সোফায় ফিরে এলেন। 'একটা জিনিস আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না রাভিক একথা আমি তোমাকে আগেও বহুবার জিজ্ঞেস করেছি···কিন্তু আমার মাথায় কিছুতেই ঢোকে না—আন্তর্জাতিকের মতো রদ্দিমার্কা হোটেলে তুমি কেন পড়ে পড়ে পচছো ? কেন তুমি বয়ার মতো কোন ছিমছাম পরিবেশে ছোট একটা ঘরভাড়া নাও না ? যেখানে তুমি নিজের মনের মতো করে সুন্দর সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে পারতে, যেখানে তুমি একজন বিখ্যাত শল্যচিকিৎসক হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারতে।'

হঠাৎ কিছু বলতে গিয়ে রাভিক বিষম খেলো। গরম কফির ঢোকটা গিলে কোন-রকমে নিজেকে সামলে নিলো। কফিটা যেমন কড়া তেমনি তার সুগন্ধ। 'কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব ভেবর ? একদিকে আমাকে অবৈধভাবে অস্ত্রোপচার করতে হচ্ছে বলে তুমি অনুতপ্ত, অন্যদিকে আবার সুন্দর কোন পরিবেশে আমাকে তুমি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইছো ?'

'অবশ্যই। একটার পরিপূরক হিসাবেই অন্যটাকে চাইছি !'

রাভিক সৌম চোখে হাসলো। 'কিন্তু তা হয় না ভেবর। অন্য কোথাও যদি ঘর ভাড়া নিই পুলিশের খাতায় আমাকে নাম লেখাতে হবে। তখন স্বাভাবিকভাবেই ছাড়পত্র কিংবা প্রবাসাজ্ঞার প্রয়োজন হবে।'

'তাই তো ! ওদিকটা আমি একবারও ভেবেই দেখিনি। কিন্তু হোটেলেও তো তার প্রয়োজন হতে পারে, তাই না ?'

'পারে। কিন্তু প্যারিসে কয়েকটা হোটেল আছে, যেখানে তেমন করে এসব কিছু লাগে না, এবং হোটেল আন্তর্জাতিক তাদের একটা।' রাভিক কয়েক ফোঁটা কনিয়াক কফির সঙ্গে মিশিয়ে নিলো। 'আমি ঠিক জানি না, সরাইওয়ালি ভদ্রমহিলা কিভাবে এসব ঝামেলা সামলান, তবে দীর্ঘদিন আমি ওখানে বেশ শান্তিতেই কাটিয়ে আসছি।'

'বিশ্বাস করো রাভিক !' ডাক্তার ভেবর ওর দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে এলেন। 'এসব আমি কিছুই জানতুম না। আমার ধারণা ছিলো তুমি শুধু বৈধভাবে এখানে কাজ করার কোনরকম সুযোগ-সুবিধে পাবে না। কিন্তু বসবাসেরও যে এত···'

রাভিক অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসলো। 'তুমি জানো না ভেবর, জার্মান বন্দী-শিবিরের তুলনায় ফ্রান্স এখন আমার কাছে স্বর্গ।'

'আর পুলিশ ? ওরা যদি কখনও ধরতে পারে ?'

'কয়েক সপ্তার কারাবাস। না হলে সীমান্তের বাইরে বার করে দেবে। ওরা সাধারণত সুইজারল্যান্ডেই পাঠিয়ে দেয়। তার সঙ্গে অন্য কোন অভিযোগ থাকলে আরও ছ'মাসের কারাদন্ড।'

'এ শুধু অন্যায়ই নয়, অমানবিক !'

'যতদিন অভিজ্ঞতা ছিলো না, প্রথম প্রথম আমিও তাই ভাবতুম।'

'তার মানে!' ডাক্তার ভেবরের দু'চোখে ফুটে উঠলো অবাক বিস্ময়। 'এর আগে কখনও তোমার এমন ঘটেছে নাকি?'

'নিশ্চয়ই। একবার নয়, তিন-তিনবার। অন্য হাজার হাজার হতভাগ্য মানুষের মতো আমিও সেদিন কিছু জানতুম না। ফলে তথাকথিত মানবিক বোধের আঁতে কিছুটা ঘা লাগতো বইকি। কিন্তু স্পেনে দ্বিতীয়বারের অভিজ্ঞতায় আমার মন থেকে সেসব নিঃশেষে মুছে গেলো। দেখলুম জার্মান আর ইতালিয় পলাতকদের বিরুদ্ধে ব্যবহারিক মানবিকতা কাকে বলে। তারপর লুকিয়ে ফিরে এলুম ফ্রান্সে। সারাই-খানার ঠিকানা জানতুম, কিন্তু আত্মরক্ষার পদ্ধতিটা ঠিক জানতুম না। ফলে আবার দু'মাসের কারাবাস। এবং এক্ষেত্রেও যথারীতি আমার ছাড়পত্র বা প্রবাসাজ্ঞা কিছু ছিলো না।'

'সত্যি, ভাবতেও খারাপ লাগে।' ভেবর উৎসুক চোখে রাভিকের মুখের দিকে তাকালেন। 'এছাড়া আর অন্য কি যেন অভিযোগের কথা বলছিলে?'

সিগারেট ধরিয়ে জ্বলন্ত কাঠিটা রাভিক ছাইদানির মধ্যে গুঁজে দিলো। তারপর গভীর একটা টান দিয়ে যেন নিবিড় মমতায় খুব ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়লো। 'না, তেমন কিছু নয়। এই ধরো, রীতিবিরুদ্ধ কিছু করা, সভা-সমিতিতে যোগ দেওয়া বা অন্য কোন নামে আত্মগোপন করে থাকা। অবশ্য প্রমাণিত হলে তবেই। কেননা ছাড়পত্র বা ওই ধরনের কাগজপত্র কিছু না থাকলে ছদ্মনাম প্রমাণ করা খুবই কঠিন, এবং ব্যক্তিগতভাবে কেউ না চিনতে পারলে প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব। ফলে এই ধরনের ঘটনা খুব কমই ঘটে। রাভিক আমার তৃতীয় নাম, আর এ-নামের বয়েস···হুঁ, তা প্রায় দু'বছর হতে চললো। সবচেয়ে মজার ব্যাপার কি জানো ভেবর, আমি আমার আসল নামটাই এখন প্রায় ভুলতে বসেছি।'

'এবং এ সবকিছুর একমাত্র কারণ, যেহেতু তুমি নাৎসি নও।'

'হ্যাঁ।'

'সত্যি, এ এক আজব পৃথিবী! আর আমাদের সরকারও বিদেশী শক্তিগুলোকে মদত দেবার জন্যে এইসব অমানবিকতাকে নির্বিবাদে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে।'

'শুধু ফ্রান্স বলে নয়, আজকের পৃথিবীতে প্রায় সর্বত্রই এই একই অবস্থা চলছে। তুমি একা এর বিরুদ্ধে কি করবে বলো?' রাভিক উঠে পড়লো। 'আজ আমি চলি ভেবর, রাত্তিরের দিকে এসে বরং মেয়েটাকে আর একবার দেখে যাবো।'

ভেবর দরজা পর্যন্ত ওকে এগিয়ে দিলেন। 'সময় পেলে একদিন চলে এসো না! আমাদের বাড়িতে।'

'যাবো ভেবর।' রাভিক জানে সে কোনদিনই যাবে না। তবু বললো, 'খুব শিগগিরই যাবো একদিন।'

'নিশ্চয়ই এসো, ভুলো না কিন্তু।'

রাভিক সবচেয়ে কাছের শরাবখানাটায় এসে প্রবেশ করলো। নির্জন এক কোণে

জানলার ধারের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সে বসলো। এভাবে একা একা জানলার ধারে বসে ভাবনাবিহীন পথের দিকে তাকিয়ে লোকজনের যাওয়া-আসা দেখতে তার ভীষণ ভালো লাগে। প্যারিস সেই একমাত্র শহর যেখানে কেউ কিছু না করে অলস মুহূর্ত-গুলো অনায়াসেই তার খুশীর ভেলায় ভাসিয়ে দিতে পারে।

একজন ছোকরা পরিচারক এসে টেবিলটা মুছে দিলো।

'কালভাদো।'

মৃদু ঘাড় নেড়ে ছেলেটি নিঃশব্দ পায়ে চলে গেলো। হঠাৎ রাভিকের মনে পড়লো ডাক্তার ভেবরের কথাগুলো—এসো, ভুলো না কিন্তু! রাভিক আজ পর্যন্ত কোনদিন ওঁর বাড়িতে যায়নি। ফরাসীরা সাধারণত বিদেশীদের বাড়িতে আসার আমন্ত্রণ জানায় না। ডাক্তার ভেবর অবশ্য এদিক থেকে অনেক বেশি শোভন। তবু, কি হবে মিছিমিছি কারুর অনুকম্পা কুড়িয়ে।

পরিচারক কালভাদো নিয়ে এলো। টেবিলের ওপর গেলাসটা রেখে সে আবার নিঃশব্দে ফিরে গেলো। আপেলের উগ্র সুরায় রাভিক গলা ভিজিয়ে নিলো। এখন তার মনে হলো ডাক্তার ভেবরকে এতসব বলার কোন দরকার ছিলো না। ও সবই বোঝে। অন্তত এটা খুব ভালো করে জানে যে ফ্রান্সে বৈধভাবে ছুরি ধরার অধিকার তার নেই, আর নেই বলেই ওর দু'হাত আজ উপচে পড়ছে অঢেল টাকায়। নিজে অপারেশনের কিছু বোঝে না, অথচ অবৈধ-গর্ভপাতের রোগীদের গ্রহণ করে নির্দ্বিধায়। একমাত্র ডাক্তার আর নার্স উর্জেনি ছাড়া কাকপক্ষীও কিছু টের পায় না। ফলে কারণে অকারণে উর্জেনির অনেক আদর-আবদারই ওকে সহ্য করতে হয়। দুরাঁর আরোগ্য-নিকেতনেও এই একই ব্যাপার। অচেতন করে দেওয়ার আগে পর্যন্ত রোগী জানলো ডাক্তার দুরাঁ ওর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, অস্ত্রোপচারের পরেও প্রথম চোখ মেলে রোগী দেখলো প্রসন্ন মুখে ডাক্তার দুরাঁ তখনও ওর শয্যার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। রোগী কোনরকম জানার অবকাশই পেলো না কে ওকে অস্ত্রোপচার করলো। অথচ দশভাগের একভাগ টাকাতেও রাভিক কোনদিন মুখ ফুটে কিছু বলেনি। কেননা একেবারে কিছু করতে না পারার চাইতে এ অনেক ভালো। এদিক থেকে ডাক্তার ভেবর অবশ্য অনেক বেশি আন্তরিক। শুধু ব্যবহারেই নয়, অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রেও। এক-চতুর্থাংশের টাকা তাকে কোনদিন হাত পেতে চাইতে হয়নি।

রাভিক আড়চোখে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো! নাঃ, এবার উঠতে হয়। পয়সা মিটিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে এলো। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে চললো অসিরির দিকে।

অসিরিতে দেহপণ্যা মেয়েরা আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলো। যদিও সরকারী ডাক্তার এসে ওদের নিয়মিত পরীক্ষা করে যান, তবু মাদাম এতে সন্তুষ্ট নন। উনি চান না ওঁর এই গণিকালয়ে কোনরকম সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটুক। তাই প্রতি বৃহস্পতিবার ওদের আলাদাভাবে পরীক্ষার জন্যে ডাক্তার ভেবরের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে-ছিলেন। ভেবরের পরিবর্তে সে নিজেও এসে বহুবার এদের পরীক্ষা করে গেছে। কিন্তু

এত সতর্কতা সত্ত্বেও মেয়েরা যে সবসময় যৌনব্যাধির হাত এড়িয়ে যেতে পারে তা নয়, প্রায়ই ওদের কোন না কোন অদৃশ্য শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়।

নীচের তলার খোলামেলা একটা ঘর রোলাঁ এদের পরীক্ষার জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলো। মাদামের পর রোলাঁই অসিরির সর্বময় কর্ত্রী। পরিচারিকা এসে ব্র্যান্ডির একটা বোতল আর গেলাস রেখে যাবার পর রোলাঁ বললো, 'আমার মনে হয় মার্তের কিছু একটা হয়েছে।'

'ঠিক আছে। আমি ওকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখবো।'

'গতকাল থেকে আমি ওকে বাইরে কোথাও পাঠাইনি। মার্তে অবশ্য অস্বীকার করছে।'

'ঠিক আছে রোলাঁ, ও জন্যে তুমি কিচ্ছু ভেবো না।'

মেয়েরা এক একজন করে এসে দেখিয়ে গেলো। রাভিক ওদের প্রায় সবাইকেই চেনে, কেবল নতুন দু'জনকে ছাড়া।

লেয়োনি বললো, 'আমাকে পরীক্ষা করে দেখার কোন দরকার নেই ডাক্তারবাবু।'

'কেন?' রাভিক মুচকি হেসে ওর দিকে তাকালো। লেয়োনিকে দেখতে বেশ ভালোই। ছোট ছোট কোঁকড়ানো চুল, মুখটা একটু লম্বাটে ধরনের। গ্যাসকোনির মেয়ে।

'সারা সপ্তাহে একটাও খদ্দের পাইনি।'

'তা হোক, তবু একবার পরীক্ষা করে দেখা দরকার।'

'কোন দরকার নেই। যদি সিগারেট থাকে তো একটা দিন।'

'নিশ্চয়ই', পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাইটা বার করে রাভিক ওর হাতে দিলো। 'নাও। এবার দুষ্টুমি না করে চুপটি করে শোও তো দেখি।'

টেবিলের ওপর নিজেকে টান টান করে মেলে দিয়ে লেয়োনি এক মুখ গলগল করে ধোঁয়া ছাড়লো। 'আপনি যখন মেয়েদের পরীক্ষা করেন, তখন মনে হয় সবসময় কেমন যেন ঝিমিয়ে রয়েছেন।'

'তুমি ঠিক বলেছো, লেয়োনি। তখন আমার ভীষণ ঘুম পায়। যাও, এর পরে কে আছে পাঠিয়ে দাও।'

'মার্তে।'

ছিপছিপে লম্বা গড়ন। একমাথা সোনালী চুল। মার্তের মুখটা দেখতে ঠিক বোত্তিচেল্লির আঁকা কোন দেবদূতের মুখের মতো আশ্চর্য সুন্দর। সম্ভবত ও রুয়া বুঁদেলের মেয়ে। কেননা ওখানকার লোকেদের মতো একটু টেনে টেনে কথা বলে।

'আমার কিছু হয়নি ডাক্তারবাবু।'

'বাঃ, বেশ ভালোই তো! একটিবার শুধু দেখেই ছেড়ে দেবো।'

'সত্যিই আমার কিছু হয়নি ডাক্তারবাবু।'

'তাহলে তো ভয় পাবার কোন কারণ নেই মার্তে।'

'বিশ্বাস করুন,' হঠাৎ রোলাঁকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেখে মার্তে থমকে গেলো।

রাভিকের দিকে অসহায় করুণ চোখে ও তাকালো। রাভিক ইঙ্গিতে ওকে টেবিলে শুতে বললো, তারপর খুব ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলো। ভালো করে পরীক্ষা করে দেখার পর মাতের্ টেবিলের ওপর উঠে বসলো। ঘরে রোলাঁকে না দেখে ফিস-ফিস করে বললো, 'বিশ্বাস করুন ডাক্তারবাবু, অন্য মেয়েদের চেয়ে আমি অনেক বেশি সাবধানে থাকি।'

'কিন্তু তুমি অসুস্থ মাতের্।'

'কি বললেন!' টেবিল থেকে ও ছিটকে নীচে নেমে এলো। মিথ্যে, মিথ্যে ডাক্তার-বাবু, মিথ্যে!'

'মিথ্যে নয়, মাতের্, সত্যিই তুমি অসুস্থ।'

মাতের্ অপলক চোখে মুহূর্তের জন্যে রাভিকের দিকে তাকিয়ে রইলো।

তারপর হঠাৎ ও কান্নায় ভেঙে পড়লো, 'না না না!'

'শোন মাতের্ এতে এত ভয়ের কিছু নেই। কয়েক দিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমি জানি ডাক্তারবাবু, কয়েক সপ্তার মধ্যেও সারবে না।'

কথাটা সত্যি। দু'মাস তো বটেই। তবু রাভিক ঠোঁটের প্রান্তে দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়ের হাসি ফুটিয়ে তুলে বললো, 'মোটেই না। খুব বেশি হলে দেড়মাস।'

'দেড় মাস! দেড় মাস আমি একটা পয়সাও রোজগার করতে পারবো না! দেড় মাস আমাকে হাসপাতালে পড়ে পড়ে পচতে হবে।'

'অবশ্য তুমি যদি কথা দাও, পরে বাড়িতে থেকেও চিকিৎসা করা যেতে পারে।'

'আমি কথা দিচ্ছি ডাক্তারবাবু, আপনি যা বলবেন আমি তাই করবো। শুধু আমাকে হাসপাতালে যেতে বলবেন না।'

'উঁহুঁ, প্রথমে তোমাকে হাসপাতালে যেতেই হবে। অন্য কোন উপায় নেই মাতের্।'

মাতের্ করুণ চোখে রাভিকের দিকে তাকালো। রাভিক জানে সব দেহপসারিণীরাই হাসপাতালে যেতে ভয় পায়। ওদের একমাত্র ভয় হাসপাতালে থাকলে দৈনিক রোজগারের কোনরকম সুযোগ পাবে না। তাছাড়া একটু সুস্থ হয়ে উঠতে না উঠতেই ওরা আবার পথে বেরিয়ে পড়ে। ফলে একবার রোগাক্রান্ত হলে ওরা কোনদিন ভালো করে সেরে ওঠার সুযোগ পায় না।

রাভিক ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো। 'ভয় কি মাতের্, মাদাম তোমার হাসপাতালের যা কিছু খরচ খরচা সব দিয়ে দেবেন।'

'তা হয়তো দিয়ে দেবেন। কিন্তু আমি! আমি দেড় মাসে একটা পয়সাও রোজগার করতে পারবো না! ধারে রুপোর একটা ঝুমুর কিনেছি, এখনও তার অনেক টাকা শোধ করতে হবে!'

আবার ঝুমুর। ভূত দেখার মতো রাভিক মনে মনে চমকে উঠলো। আর ঠিক তখনই রোলাঁকে দেখা গেলো দরজার সামনে এসে দাঁড়াতে। 'মাতের্, চলে এসো।'

'না, আমি কিছুতেই যাবো না।'

'মার্তে !' রোলাঁর গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরে রাভিকও চমকে উঠলো।

'আমি জানি, একবার চলে গেলে তোমরা আর কখনও আমাকে এখানে ফিরে আসতে দেবে না···কক্ষণো না!' যেন অসহ্য যন্ত্রণায় মার্তে কঁকিয়ে উঠলো। 'তোমরা কাউকেই কি আর ফিরে আসতে দাও! আমাকে তখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে মরতে হবে···'

'আমি বলছি তোমাকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। ভালোভাবে সেরে উঠলে আমি নিজে তোমার হয়ে মাদামের কাছে গিয়ে বলবো। তাছাড়া তুমি এখানের সবচেয়ে ভালো মেয়ে···'

'সত্যি ?' নিমেষে সব দুঃখ ভুলে গিয়ে মার্তে চোখ বড় বড় করে তাকালো। তার আয়ত দুচোখের মণিতে ফুটে উঠলো স্তব্ধ বিস্ময়। আনন্দের না দুঃখের, স্পষ্ট বোঝা গেলো না।

'হ্যাঁ, মার্তে। এখন লক্ষ্মী মেয়ের মতো চলে এসো।'

রোলাঁর পেছন পেছন চোখের জল মুছতে মুছতে মার্তে চলে গেলো। রাভিক ওদের দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো। সে খুব ভালো করেই জানে মার্তে এখানে আর কোনদিন ফিরে আসতে পারবে না। এসব ব্যাপারে মাদাম অত্যন্ত কড়া, কেউ ওঁকে টলাতে পারবে না। এর পরে হয়তো ওর স্থান হবে রু ব্লঁদেলের সস্তা কোন গণিকালয়ে, তখন হয়তো ও সত্যিই পথে পথে ভিকিরির মতো ঘুরে বেড়াবে।

হোটেল আন্তর্জাতিকের খাবার ঘরটা একদম নীচের তলায়। সরাইখানার বাসিন্দারা ঠাট্টা করে এর নাম দিয়েছে পাতালঘর। তিনদিক ঢাকা, কেবল উঠোনের দিকে একটা মাত্র দরজা আর দরজার দুপাশে দুটো জানলা। ঢাকা হলেও উঠোনের পাঁচিল টপকে সারা শীতকাল ঘরটা আলোয় আলো হয়ে থাকে। ঘরটা একাধারে খাবার ঘর, বৈঠকখানা, সভাগৃহ, বিশ্রামাগার, সব। কখনও পুলিশের খানাতল্লাসি শুরু হলে, যেসব উদ্বাস্তুদের ছাড়পত্র নেই, ওরা চলে আসে এখানে। এখান থেকে উঠোনে, উঠোন পেরিয়ে গ্যারেজে, গ্যারেজ থেকে সোজা রাস্তায়।

রাভিক আর শেহারাজাদ নৈশক্লাবের রুশ দ্বাররক্ষী বরিস মরোসো, দুজনে মিলে পাতালঘরের এক কোণে বসে দাবা খেলছে। মরোসো সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই এই প্যারিসে উদ্বাস্তু। আগে ও জারের সেনাবাহিনীতে লেফটেনান্ট কর্নেলের পদে কাজ করতো। রীতিমত অভিজাত বংশের ছেলে। রাভিক ছাড়া এ সরাইখানার আর কেউ ওর অতীত ইতিহাস জানে না এবং প্যারিসে ও-ই রাভিকের একমাত্র বন্ধু। ঘরের অন্যপ্রান্তে কয়েকজন স্প্যানিস উদ্বাস্তু হৈ-হল্লা করে পান করছে। রাভিক ওদের দিকে আড়চোখে তাকালো, 'কি ব্যাপার বরিস, ওদের আজ কোন উৎসব আছে বলে মনে হচ্ছে ?'

মরোসো গজের মুখ থেকে ওর মন্ত্রীকে সরিয়ে নিলো। 'দেখোগে হয়তো ওরা গুয়ারনিকায় গণহত্যার বিরুদ্ধে স্মরণ-উৎসব কিংবা এস্ত্রামাদুরায় খনিমালিকদের ফ্যাসিস্ট হামলার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের বিজয়-উৎসব পালন করছে। কিন্তু এদের তো এর আগে কখনও এখানে দেখিনি।'

রাভিক কালভাদোর গেলাসে ছোট ছোট কয়েকটা চুমুক দিলো। 'ওরা গত কয়েক মাস ধরেই এই হোটেলে বাস করছে। তুমি তো আর রাত্তিরে কখনও এখানে খাওনি, খেলে ওদের দেখতে পেতে।'

'তুমিও তো এখানে খাও না, তাহলে কেমন করে জানলে?'

'না খেলেও অনেকদিন রাত্রে আমি সিগারেট কিংবা মদের পেয়ালা নিয়ে এখানে চুপচাপ বসে থেকেছি। নাও, এবার কিস্তি সামলাও।'

'অতো সস্তা নয়, বুঝলে ভায়া?' মরোসো মন্ত্রী দিয়ে রাভিকের নৌকো মেরে বোড়ের জোরে সরাসরি রাজার মুখে কিস্তি দিলো। রাভিক ওর বোড়ের খুব সহজ চালটা ঠিক বুঝতে পারেনি, নইলে এমন বোকার মতো নৌকো দিয়ে কিস্তি দিতো না। রাভিকের থমথমে গম্ভীর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই মরোসো দেখলো একটা ছেলে মোড়ক নিয়ে ওদের টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছে। 'তোমাকে কেউ খুঁজছে বলে মনে হচ্ছে!'

রাভিক ঘুরে তাকালো।

'এটা আপনার জন্যে মঁসিয়ে।'

'আমার জন্যে!' রাভিক ভ্রূ কুঁচকে অবাক হয়ে ছেলেটার মুখের দিকে তাকালো। 'তুমি ভুল করোনি তো? কে দিয়েছে?'

'মেয়ে···মানে, একজন ভদ্রমহিলা···'

মরোসো হেঁড়ে গলায় এক ধমক দিলো। 'মেয়ে, না ভদ্রমহিলা—দুটোর কোনটে?'

'না মানে···এই বাইশ তেইশ···'

'থাক থাক, মেয়েদের বয়েস হিসেব করার বয়েস তোমার এখনও হয়নি খোকন।'

রাভিক মোড়কটা হাতে নিয়ে দেখলো ওপরে কারুর নাম কিংবা ঠিকানা কিছু লেখা নেই। 'তুমি ভদ্রমহিলার নামটা জানো?'

'না। উনি বললেন এখানে যে ডাক্তার থাকেন, তাঁর জন্যে। আপনি নাকি ওঁকে চেনেন।'

'তাই নাকি!'

রাভিক সন্তর্পণে মোড়কটা খুললো। মরোসো ঠাট্টা করে বললো, 'দেখো ভায়া, সাবধানে। সাপ ব্যাঙ থাকা কিছুই অসম্ভব নয়।'

রাভিক হাসলো, কোন জবাব দিলো না। মোড়ক খুলতে বেরিয়ে এলো কাঠের ছোট্ট একটা ম্যাডোনা মূর্তি। মুখে আধফোটা সুস্মিত হাসি। মূর্তিটা ও চিনতে পারলো, কিন্তু মেয়েটার নাম যেন কি? ম্যাড না ম্যাডিলিন কি যেন ওইরকম একটা নাম। নামটা ও কিছুতেই মনে করতে পারলো না। না, ভেতরে কোন চিঠিও নেই।

মূর্তি'টা ও টেবিলের ওপর রেখে দিলো। 'হ্যাঁ, এটা আমার।' ছেলেটাকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রাভিক জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি আর কিছু বলবে?'

'না।'

'ঠিক আছে। এবার তুমি যেতে পারো।'

ছেলেটা চলে গেলো।

মরোসো মূর্তি'টার দিকে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর জিজ্ঞেস করলো, 'ভদ্রমহিলা কি রাশিয়ান?'

'না। আমি প্রথমে তাই-ই ভেবেছিলুম।'

'আমিও।'

'ওহো, তুমি তো সেদিন ওকে হোটেলে দেখেছিলে! আমি একদম ভুলেই গিয়েছিলুম।'

'তারপর ওর সঙ্গে তোমার আর দেখা হয়নি?'

'না।'

'বেচারি!'

'কেন?' চাপা ঠোঁটে মরোসোকে রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসতে দেখে রাভিক চটে উঠলো। 'আমার তো আর দৌলতখানা নেই যে দাতব্য করবো। ওর চেয়ে ঢের দুস্থ অবস্থার মেয়ে আমি দেখেছি, কিন্তু তাদের কোনদিন কোন সাহায্যই করতে পারিনি।'

'দুঃস্থের চাইতে ও অনেক বেশি অসহায় রাভিক। ও নিঃসঙ্গ।'

'হতে পারে, কিন্তু আমি ওকে চিনিই না।'

'না রাভিক, না···এই যে ম্যাডোনার মূর্তি', এটা শুধু কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্যেই নয়, এতে লুকিয়ে রয়েছে নিঃসঙ্গ অসহায় একটা মেয়ের করুণ আর্তি।'

'কিন্তু আমি তার কি করবো?'

'আমাদের মতো পলাতক মানুষ, যারা মানুষের দুর্ভাগ্যকে নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে চিনেছে, তাদের উচিত যতটা সম্ভব পারস্পরিক সহযোগিতা করা, সাহায্য করা। এটা তোমার অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিলো, অন্তত একবার ওর খবর নেওয়া উচিত ছিলো।'

'ঠিক আছে, কাল গিয়ে একবার দেখা করে আসবো।'

মরোসো রাভিকের কাঁধে বিশাল একটা থাবা বসিয়ে নাড়া দিলো। 'এই তো লক্ষ্মী ছেলের মতো কথা। তাহলে এখন আর এক হাত হয়ে যাক, কি বলো ভায়া? তুমি তখন হেরে গেছো, এবার আমার সাদা বোড়ে।'

পাঁচ

এক নজরেই ওতল দ্য মিলানের মালিক রাভিককে চিনতে পারলেন। 'হ্যাঁ, উনি এখন ঘরেই আছেন।'

. 'ঘরের নম্বরটা যেন কত?'

'সাতাশ।'

'আমি কিন্তু ওঁর নামটা ঠিক মনে করতে পারছি না।'

'মাদ। জোয়াঁ মাদ।' ভদ্রলোক তাঁর তেল-চকচকে মসৃণ টাক-মাথায় হাত বুলিয়ে মুচকি হাসলেন। 'অবশ্য এটা ওঁর আসল নাম বলে মনে হয় না। হয়তো রঙ্গমঞ্চ বা ছায়াছবির জন্যে ব্যবহৃত কোন নাম।'

'হঠাৎ এ-কথা আপনার মনে হলো কেন?'

'অনেকটা শুনতে সেই রকম, তাছাড়া উনি আমাদের খাতাতেও অভিনেত্রী বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন।'

'তাই নাকি!'

'হ্যাঁ।'

'ঘরের নম্বরটা কত যেন বললেন?'

'সাতাশ। দোতলায় উঠে বাঁ দিকে।'

'ধন্যবাদ।'

দোতলায় সিঁড়ির মুখে রাভিক সিগারেটটা ফেলে দিলো। তারপর ঘরের নম্বর মিলিয়ে দরজায় মৃদু টোকা দিলো। ভেতর থেকে অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। দরজার কপাট ঠেলতেই রাভিক মেয়েটাকে দেখতে পেলো। পরনে হালকা ঘরোয়া পোশাক। বিছানায় বসে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওর বসার ভঙ্গি ওর চোখের চাউনি রাভিকের কাছে ভীষণ পরিচিত মনে হলো। হাজার হাজার অসহায় গৃহহীন উদ্বাস্তুকে ও ঠিক এমনি বসে থাকতে দেখেছে বহু দেশে। সামনে হতাশার অথৈ সমুদ্র অথচ, জানে না কোথায় যাবে, কেমন করে বাঁচবে। তবু শঙ্কাতুর দুরুদুরু বুকে ওরা চুপচাপ ঠায় বসে থেকেছে পথে ঘাটে, স্টেশনে, রাস্তার মোড়ে।

পেছন থেকে দরজার কপাটদুটো ভেজিয়ে দিয়ে রাভিক এগিয়ে এলো। 'আশা করি নিশ্চয়ই বিরক্ত করলাম না।'

'ওমা, না না, সেকি কথা!'

রাভিক টুপিটা খুলে চেয়ারের ওপর রাখলো। সবকিছু ঠিকমতো গোছগাছ করে নিয়েছেন তো?'

'হ্যাঁ। অবশ্য গোছগাছ করার মতো তেমন কিছু ছিলোও না।'

'এখানে এখন কোন অসুবিধে হচ্ছে না?'

'না।'

রাভিক ঘরের একমাত্র জীর্ণ আরামকেদারাটায় এসে বসলো। 'আপনি কি সারাদিনই ঘরে এরকম চুপচাপ একা একা বসে থাকেন?'

'না, মানে···সারাদিন না হলেও, প্রায় সারাক্ষণই একা একা বসে থাকি কোথায় আর যাবো বলুন?'

'প্যারিসে আপনার জানাশোনা কেউ নেই?'

'না।'

'কেউ না?

মেয়েটা ক্লান্ত আনত চোখের পাতাদুটো কোনরকমে টেনে তুললো। 'কেউ না বলতে—আপনি, এই হোটেলের মালিক, পরিচারক আর ঝি ছাড়া।' একটু বিরতির পর জোয়াঁ ম্লান ঠোঁটে হাসলো। 'অবশ্য এই চারজনকে আপনি যদি কারুর জানাশোনার পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করেন, তাহলে আমার আর কিছু বলার নেই।'

'না না, বিশ্বাস করুন, আমি ঠিক এভাবে বলতে চাইনি।' নিজের ভুল বুঝতে পেরে প্রসঙ্গটাকে চাপা দেবার জন্যে রাভিক দ্রুত কথা ঘুরিয়ে নিলো। 'আপনার রাত্তিরের খাওয়া হয়ে গেছে?'

'না।'

'তাহলে চলুন, বাইরে বেরিয়ে কোথাও খেয়ে নেওয়া যাক।'

রাভিক প্রথমে ভেবেছিলো জোয়াঁ হয়তো আপত্তি করবে। কেননা যেমন জগদ্দল পাথরের মতো বিছানায় চেপে বসেছিলো, রাভিক ভাবতেই পারেনি কোন কিছুতে ওকে টেনে তোলা সম্ভব। কিন্তু কথাটা শোনা মাত্রই জোয়াঁ উঠে দাঁড়ালো এবং আলনা থেকে বর্ষাতিটা টেনে নিলো।

'চলুন।'

'উঁহুঁ, এতে হবে না। বাইরে এখন বেশ ঠাণ্ডা। এই পোশাকেরই ওপর গরমের কিছু একটা চাপিয়ে নিন।'

'গরমের বলতে আমার শুধু একটা সোয়েটার আছে।'

'বেশ, তাই-ই পরে নিন।'

জোয়াঁ খাটের তলা থেকে সুটকেশ হাতড়ে একটা কালো সোয়েটার বার করে আনলো তারপর ব্যস্ত হাতে সেটা পরে নিলো। এই প্রথম রাভিক লক্ষ্য করলো ওর নিটোল স্বাস্থ্য, অনন্যসুন্দর একটা দেহরেখা। চওড়া ঋজু কাঁধ। সারা কাঁধ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ সোনালী চুলের ঢেউ।

জোয়াঁ হাসলো। 'এবার ভালো দেখাচ্ছে?'

'হুঁ।'

সিঁড়ি ভেঙে দুজনে নীচে নেমে এলো। দরজার সামনে ওরা সরাইখানার মালিককে

কোথাও দেখতে পেলো না। তাঁর গদি-আঁটা কুর্সি'টায় গ্যাঁট হয়ে বসে রয়েছে একটা হুলো বেড়াল। ওদের দেখেই গোঁফ ফুলিয়ে চোখ বুজিয়ে বেড়ালটা ডেকে উঠলো— ম্যাঁও।

রাভিক রাস্তায় নেমে ট্যাক্সি ধরলো।

অন্যান্য রেস্তোরাঁর তুলনায় এসময়ে বেল অরোর-এ ভিড় অনেক কম। তবু রাভিক জোয়াঁকে নিয়ে ওপরে চলে এলো। জাহাজের ডেকের মতো নীচু ছাদওয়ালা খোলামেলা এই জায়গাটা রাভিকের অত্যন্ত প্রিয়। জানলার ধারের একটা টেবিল বেছে নিয়ে ওরা বসলো। অদূরে নিঃসঙ্গ শীর্ণ চেহারার একজন মানুষ চীনামাটির থালায় শুক্তির পাহাড় নিয়ে বসে রয়েছে।

পরিচারক এসে টেবিল গুছিয়ে দিলো

'বড় গেলাসে ভিন রোজ দুটো।' রাভিক পরিচারককে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমাদের আঁজু আছে তো?'

'হ্যাঁ, মঁসিয়ে। ভিন রোজের সবচেয়ে ভালো আঁজু আছে।'

'বাঃ, তাহলে বরফ দেওয়া বড় দু গেলাস আঁজু, আর অর্দ্যভর।'

ছেলেটা চলে গেলো। রাভিক নীচু গলায় বললো, 'আপনি হয়তো জানেন না, অর্দ্যভরের জন্যে এই রেস্তোরাঁটার দারুণ নামডাক।

জোয়াঁ কোন কথা বললো না। নিঃশব্দে ডাগর চোখদুটো একবার মেলে দিলো। আর ঠিক তখনই সরু কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দুড়দাড় শব্দে ওপরে উঠে এলেন পিপের মতো বেঢপ দেখতে ইয়া মোটকা এক ভদ্রমহিলা। মাথায় লাল পালকের টুপি। আর তাঁর ঠিক পেছনে বিপরীত দেখতে একজন ভদ্রলোক। গোবেচারি গোছের, যেন বেতবন থেকে কেটে আনা বেতের মতো লিকলিকে চেহারা।

হাঁফাতে হাঁফাতে ওপরে উঠে ভদ্রমহিলা চোখ পাকিয়ে পেছনের ভদ্রলোকের দিকে ঘুরে তাকালেন, 'অ্যালবার্ট, তুমি একটা বেজন্মা···তুমি, তুমি একটা আস্তো শয়তান।'

অ্যালবার্ট ঠোঁটে আঙুল রেখে ফিসফিস করে বললেন, 'চুপ, চুপ···'

'কেন, কেন চুপ করবো আমি? কারুর খাই না পরি?' ভদ্রমহিলার ভিজে ছাতা থেকে তখনও টপ টপ করে জল পড়ছে।

'কিন্তু এখানে আরও সবাই রয়েছেন···'

'থাকুক না, আমি তো আর কারুর পাকা ধানে মই দিতে যাচ্ছি না।'

মঁসিয়ে অ্যালবার্ট ভদ্রমহিলার কনুই ধরে টানতে টানতে একেবারে ঘরের পেছন দিকে টেনে নিয়ে গেলেন।

পরিচারক টেবিলে খাবার দিয়ে গেলো।

জোয়াঁ সসংকোচে বললো, 'সত্যি, আমার জন্যে আপনাকে কিন্তু অনেক অসুবিধে ভোগ করতে হলো।'

'কিছু মাত্র না। ও জন্যে আপনি কিচ্ছু ভাববেন না।' রাভিক অর্দ্ধভরের প্লেটটা ওর দিকে এগিয়ে দিলো।

'সে আপনি যাই বলুন, সঙ্গী হিসেবে আমি কিন্তু আপনার আদৌ উপযুক্ত নই।'

রাভিক চাপা ঠোঁটে হাসলো। 'কে বললো আপনাকে?'

'আমি জানি।'

'আপনি কিৎসু জানেন না। আমি যেমন একা একা খেতে ভালোবাসি না, তেমনি আবার খাবার সময় অহেতুক প্রলাপ বকাও পছন্দ করি না। সেদিক থেকে আপনি আমার একমাত্র উপযুক্ত সঙ্গী।'

জোয়াঁ চোখের পাতা নামিয়ে নিলো। 'আমিও পছন্দ করি না।'

এরপর দুজনে অনেকক্ষণ আর কোন কথা বললো না। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করলো। পরিচারক এসে বাসন নিয়ে যাবার সময় রাভিক ওকে দু পেয়ালা কফি দিতে বললো। তারপর কোটের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বার করলো। 'নিন, সিগারেট ধরান।' জোয়াঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রাভিক মুচকি মুচকি হাসলো। 'আজকে কিন্তু কালো তামাক নয়, আপনার জন্যে বেছে বেছে সবচেয়ে সেরা সিগারেট এনেছি।'

'ধন্যবাদ।'

দু হাতের আড়ালে ধরা জ্বলন্ত কাঠিটা এগিয়ে দিতেই জোয়াঁ সামনের দিকে একটু ঝুঁকে এলো। তারপর চেয়ারের পেছনে মাথা হেলিয়ে ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়লো।

রাভিক এবার তার চেয়ারে হাত পা ছড়িয়ে আয়েস করে বসলো। নাঃ সিগারেটটা সত্যিই চমৎকার! পরিচারক কফি দিয়ে গেলো। রাভিক তার পেয়ালায় দীর্ঘ একটা চুমুক দিলো। বাঃ, কফিটাও মন্দ লাগছে না! আজ সবকিছুই তার কেমন যেন সহজ আর অন্যরকম মনে হচ্ছে। 'তারপর, এখন কি করবেন কিছু ঠিক করেছেন?' রাভিক জিজ্ঞেস করলো।

'না, এখনও কিছু ঠিক ভেবে উঠতে পারিনি।'

'এখানে আসার সময়ে নির্দিষ্ট কিছু ভেবেছিলেন নাকি?'

'না, মানে···তেমন কিছু নয়।'

'আমি যে শুধু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করছি, তা কিন্তু নয়।'

'জানি। প্রতি মুহূর্তে আমিও অনুভব করছি কিছু একটা করা উচিত। কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না···'

'সরাইওয়ালা বললেন আপনি একজন অভিনেত্রী। আমি কিছু জিজ্ঞেস করিনি, আপনার নাম জিজ্ঞেস করার সময় উনি নিজেই বললেন।'

'নামটা বুঝি আপনি ভুলে গিয়েছিলেন?'

'না, মানে···' মনে মনে অপ্রস্তুত হলেও রাভিক ছোট্ট করে হাসলো। 'আপনার নাম লেখা কাগজটা আমি ভুলে হোটেলে ফেলে এসেছিলুম। ঘরের নম্বর জিজ্ঞেস করার সময় নামটা কিছুতেই মনে করতে পারছিলুম না।'

জোয়াঁ ঠোঁটে ঠোঁট চেপে হাসলো। 'এখন পারছেন তো ? না আবার ভুলে গেছেন ?'

'না না, মনে আছে—জোয়াঁ মাদ্‌ ।'

'অভিনেত্রী বলতে প্রথম শ্রেণীর কিছু নয়···সিনেমায় এই সামান্য একটু আধটু অভিনয় করেছি। তাও বেশ কিছুদিন আগে। তাছাড়া আমি খুব ভালো ফরাসীও বলতে পারি না।'

'সাধারণত আপনি কোন্ ভাষায় ভালো কথা বলতে পারেন ?'

'ইতালিয়ান। আমি ইতালিতেই জন্মেছি। এছাড়া ইংরেজি ও রুমানিয়ান ভাষা কিছু কিছু জানি। আমার বাবা রুমানিয়ান। উনি অবশ্য মারা গেছেন। মা ব্রিটিশ আপাতত ইতালিতে বাস করছেন, কিন্তু কোথায় আমি ঠিক জানি না।' এই মুহূর্তে রাভিকের মনে হলো ওর যেন আর কিছু জানার বা বলার নেই। তবু লৌকিকতার খাতিরে জিজ্ঞেস করলো, 'অভিনয় ছাড়া আপনি আর কি কি করেছেন ?'

'না, প্রধানত অভিনয়ই করেছি। এছাড়া সামান্য কিছু নাচ গান জানি।'

রাভিক সন্দিগ্ধ চোখে জোয়াঁর মুখের দিকে তাকালো। যদিও আগের চেয়ে ওকে এখন অনেক, অনেক বেশি আকর্ষণীয়া মনে হচ্ছে, তবু ওকে দেখলে কিছুতেই মনে হবে না ওর পক্ষে নাচ গান জানা সম্ভব।

'এখানেও একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। নাচ গানের জন্যে ফরাসী ভাষা তেমন করে না জানলেও খুব একটা অসুবিধে হবে না।'

'চেষ্টা তো করছি, কিন্তু জানাশোনা না থাকলে···'

'আপনি রাশিয়ান ভাষা জানেন ?' হঠাৎ মরোসোর কথা রাভিকের মনে পড়লো। নৈশ ক্লাবের অনেকের সঙ্গেই ওর জানাশোনা আছে। হয়তো এ-ব্যাপারে ও কোনরকম সাহায্য করতে পারে। তাছাড়া জোয়াঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে ও-ই তাকে প্রায় জোর করে পাঠিয়েছে।

'সামান্য জানি, রুমানিয়ান ভাষার সঙ্গে এর যথেষ্ট মিল আছে বলে যতটুকু জানা সম্ভব···বিশেষ করে কয়েকটা জিপসী সঙ্গীত।'

'আমি একজনকে জানি যে এ-ব্যাপারে হয়তো আপনাকে কোনরকম সাহায্য করতে পারে। শেহারাজাদের দ্বাররক্ষক। মন্তমার্ত'-এ রাশিয়ান এই নৈশ ক্লাবটায় ও প্রায় বছর দশেক কাজ করছে। ওপর মহলেও ওর যথেষ্ট হাত আছে।'

'দ্বাররক্ষক !'

'হ্যাঁ।'

'আপনি ওঁকে চেনেন নাকি ?' আশ্চর্য চাপা একটা উত্তেজনায় জোঁয়ার চোখের মণিদুটো ঝিকমিক করে উঠলো।

'শুধু চিনিই না, ও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নাম বরিস মরোসো।'

'তাহলে তো খুব ভালো হয়। ওরা অনেকের চেয়ে এসব খবর খুব ভালো রাখে। সত্যি, আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো !'

'কোন দরকার নেই। তাছাড়া ওর সঙ্গে কথা না বলা পর্যন্ত এখনও জোর করে কিছুই বলা যাচ্ছে না।' রাভিক ঘড়ির দিকে তাকালো। 'এখন প্রায় নটা। আপনি কি এখনই হোটেলে ফিরে যেতে চান?'

জোয়াঁ মাথা নাড়লো।

'এখন কি খুব ক্লান্ত লাগছে?'

'একটুও না।'

'তাহলে চলুন, শেহারাজাদ থেকে একবার ঘুরে আসা যাক। বরিসের সঙ্গে আলাপ হবে, চাই কি প্রয়োজন বোধে কিছু পানও করা যাবে।'

ওরা যখন ওতল দ্য মিলানে ফিরে এলো, তখন গভীর রাত। সারা পথ নিস্তব্ধ নিঝুম। বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে।

ওরা দোতলায় উঠে এলো।

'কি ব্যাপার, আলোটা কি জ্বালাই ছিলো?' রাভিক অবাক হলো।

'হ্যাঁ। অন্ধকার ঘরে একা একা ঢুকতে আমার ভীষণ ভয় করে।' সোয়েটারটা বিছনায় ছুঁড়ে দিয়ে জোয়াঁ ঘরের চারদিকে তাকালো। তারপর ক্লান্ত দেহটাকে কোনরকমে বিছানায় টেনে নিয়ে গেলো। 'সত্যি, এত পান করা আমার কিন্তু উচিত হয়নি।'

বিছানার উলটো দিকে জানলার ধারের সেই আরাম কুর্সিটায় রাভিক গা এলিয়ে বসলো। কোটের পকেট থেকে মরোসের দেওয়া নতুন কনিয়াকের বোতলটা বার করে রাখলো টেবিলের ওপর। তারপর জোয়াঁর পল্লব-ঘন আয়ত চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললো, 'আমিও আজ অনেক পান করে ফেলেছি। তবু পান করতে গেলে সম্পূর্ণ মাতাল না হওয়া পর্যন্ত পান করাই উচিত। বিশেষ করে কেউ যখন নিঃসঙ্গ একা ··'

'জানেন, দীর্ঘদিন পর আজ এই প্রথম আমার ভীষণ ভালো লাগলো। অন্তত কারুর সঙ্গে একটু কথা বলতে পারলুম। কারুর দিকে একবার চোখ তুলে তাকাতে পারলুম যে অন্তত পাথরের মতো নিষ্প্রাণ নয়। অবশ্য ঠিক জানি না, হয়তো আপনার কাছে এসব তুচ্ছ অর্থহীন মনে হতে পারে···'

'মোটেই তা নয়। পৃথিবীতে অনেক কথা থাকে যা আমরা পরিবেশ পেলে নিঃসংকোচে বলতে পারি।'

বাইরে এখন ঝমঝম করে বৃষ্টি ঝরছে। বন্ধ জানলার শার্সিতে তার ছায়া কাঁপছে, রিমঝিম রিমঝিম অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে ছন্দিল পায়ে একটানা বেজেচল্য নূপুরের নিক্কণ। ঝঙ্কৃত যে আওয়াজে রয়েছে ক্লান্ত ঘুমে চোখের পাতা মুদে আসার মতো মিষ্টি একটা আমেজ।

জোয়াঁ দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'বাইরে এখন জোরে বৃষ্টি পড়ছে।'

'হ্যাঁ।'

'বাকি রাতটুকু বরং এখানেই কোনরকমে কাটিয়ে দিন।'

'আমিও তাই ভাবছি।' রাভিক সিগারেট ধরালো। 'আপনি বরং শুয়ে পড়ুন।'

'ঘুম আমার আসবে না।'

'তবু চেষ্টা করুন।'

'আসবে না, আমি জানি।'

'তাহলে আসুন, আর একটু পান করি।' রাভিক কনিয়াকের বোতল খুলে দুটো গেলাস ভর্তি করলো। 'পান করার পক্ষে রাত্রিটা সত্যিই অনন্য।'

'বরং বলুন, নিঃসঙ্গ মানুষের কাছে রাত্রিটা সত্যিই জঘন্য।'

'হ্যাঁ, একদিক থেকে অবশ্য কথাটা ঠিক,' একটা গেলাস রাভিক জোয়াঁর দিকে এগিয়ে দিলো। 'আজকের দিনে আমরা ছিঁড়ে যাওয়া পুঁতির মালার মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছি. কোনদিনই বোধহয় আর এক জায়গায় জড়ো হতে পারবো না।' রাভিক তার গেলাসটা আবার ভর্তি করে নিলো। শরীরের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় তখন ছড়িয়ে পড়েছে হালকা অথচ তরল একটা অগ্নিস্রোত। 'জানেন ছোটবেলায় একবার মাঠের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। তখন গ্রীষ্মকাল চারদিক সবুজ অরণ্য ঘেরা···ঝিরঝিরে মিষ্টি বাতাস বইছে। মাঝ রাতে হঠাৎ যখন ঘুম ভাঙলো, ঠিক মাথার ওপরে দেখলুম তারা-ভরা বিশাল একটা আকাশ। মাঝখানে জ্বলজ্বল করছে কালপুরুষ। হঠাৎ সমস্ত পৃথিবীটাকে কেমন যেন অজানা অচেনা মনে হলো, যাকে আমি এর আগে আর কখনও দেখিনি। সেদিনের সেই যে দেখা, সেই যে অনুভূতি, আজও আমার বুকের মধ্যে গেঁথে রয়েছে, অজস্র চেষ্টা করেও তাকে তাড়াতে পারছি না।'

রাভিক তার গেলাস আর বোতলটা একপাশে সরিয়ে রাখলো। বাইরে আকাশ ঝামরে তখনও অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে। বন্ধ জানলার শার্সিতে শোনা যাচ্ছে একঘেয়ে ক্লান্ত মাদলের সুর।

'আচ্ছা, আপনার কখনও এরকম মনে হয়েছে?'

জোয়াঁ খানিকক্ষণ নির্নিমেষ চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলো। তার পর ম্লান স্বরে বললো, 'হ্যাঁ। তবে হয়তো ঠিক এভাবে নয়। দিনের-পর-দিন আমি যখন কারুর সঙ্গে কথা বলতে পারতুম না, দিনের-পর-দিন আমি যখন রাত্তিরে নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াতুম—আমার মনে হতো এই যে চারপাশের এত মানুষ, এরা কোথাও না কোথাও থাকে, এদের কেউ না কেউ আছে। কেবল আমারই কেউ নেই। তখন ধীরে ধীরে সবকিছু কেমন যেন অবাস্তব মনে হতো, মনে হতো আমি যেন জলমগ্ন কোন শহরের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি।

এমন সময় বাইরের সিঁড়িতে কার যেন ভারি পায়ের শব্দ শোনা গেলো। পাশের ঘর থেকে চাবির ঝনঝন শব্দ, দরজার কপাট বন্ধ হওয়ার আওয়াজ, আর তার একটু পরেই স্নানের টবে জল পড়ার শব্দ ভেসে এলো।

রাভিক হাই তুললো। ওর মনে হলো এবার ক্লান্তিতে চোখের পাতা দুটো যেন জুড়ে আসছে। 'এখানে যদি কাউকে না-ই চেনেন তো প্যারিসে এলেন কেন?'

জোয়াঁ ঠোঁটের কোণে ম্লান করুণ হেসে তাকালো। 'কোথায় আর যাবো বলুন ?'

'অন্য কোথাও ফিরে যেতে পারতেন।'

'না, আমি আর কোথাও ফিরে যেতে পারি না।'

রাভিক উঠে জানলাটা খুলে দিলো। চকিতে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে ঢুকে পড়লো স্যাঁতসেঁতে একঝলক হিমেল বাতাস আর ঝরনার মতো গভীর একটা কলোচ্ছ্বাস। নিস্তব্ধ হয়ে একটু দাঁড়িয়ে থাকার পর রাভিক ঘুরে দাঁড়ালো। 'প্যারিসে আপনারা এসেছিলেন কেন ?'

'যেহেতু আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চেয়েছিলুম।' জোয়াঁর কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো ও যেন আর কিছুতেই জেগে থাকতে পারছে না। কাৎ হয়ে মাথাটা হেলিয়ে দিয়েছে বালিশের ওপর। 'আমি বোধহয় সম্পূর্ণ করে নিজেকে কোনদিন ওর হাতে তুলে দিতে পারিনি।'

আরামকেদারার মধ্যেই নিজেকে টান টান করে মেলে দিয়ে রাভিক আড়মোড়া ভাঙলো। 'আজকের দিনে আমরা বোধহয় কেউ কাউকেই সম্পূর্ণ করে তুলে দিতে পারি না, জোঁয়া। আজকের দিনে যা-কিছু সম্পূর্ণ তা কেবল যাদুঘরে সাজিয়ে রাখার জন্যে, ব্যবহারিক জীবনে ওর কোন মূল্য নেই।'

জোয়াঁ কোন উত্তর দিলো না। হয়তো ও ঘুমিয়ে পড়েছে। রাভিকও এবার ঘুমোবার চেষ্টা করলো। ভোরে উঠে আবার অস্ত্রোপচারের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। পাশের ফ্ল্যাটের স্নানঘরে কে যেন বমি করছে, স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে বালতিতে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ার শব্দ—টুপটাপ, টুপটাপ, টুপটাপ।

ছয়

ভারি পর্দা সরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতেই রাভিক দেখলো লুসিয়েঁ মার্তিনে জানলার সামনে একটা চেয়ারে বসে রয়েছে। 'কি ব্যাপার, বিছানা ছেড়ে উঠে সোজা একেবারে জানলার ধারে! এখন কেমন লাগছে ?'

ওর সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে রাভিক বসলো।

লুসিয়েঁ অপলক চোখে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলো। কনে-দেখা আলোয় সারা সহর তখন ঝলমল করছে। জানলা থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে ম্লান স্বরে ও জবাব দিলো, 'ভালো।'

'আকাশের রঙটা এখন ভারি চমৎকার দেখাচ্ছে, তাই না ?'

লুসিয়েঁ চকিতে একবার রাভিকের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো। 'ভালো মন্দ আমার কাছে দুই সমান ডাক্তারবাবু।'

'কেন ?'

'যেহেতু আমি বাইরে বেরুতে পারছি না।'

রাভিক দেখলো সস্তা ছিটের ঢিলেঢালা হালকা বহির্বাসে ওকে এখন শুধু সুন্দর নয় অপূর্ব দেখাচ্ছে। ঠিক এই মুহূর্তে ওকে ট্রয়ের হেলেনের চেয়ে কম রূপসী মনে হচ্ছে না। গোধূলির আরক্ত আলোয় রাঙা হয়ে উঠেছে ওর বিশীর্ণ দুই চিবুক, মসৃণ ঢালু কাঁধ। হালকা গোলাপী রঙের দু ঠোঁটের মাঝে ঝিকমিক করছে মুক্তোর মতো সাদা দাঁত। ফুলের পাপড়ির মতো এমন সুন্দর একটা জীবন যাকে ও নিজের হাতে বাঁচাতে পেরেছে। গর্বিত হবার মতো কিছু নেই, তবু কয়েকদিন আগে এরই মতো সুন্দর একটা মেয়েকে হারাতে হয়েছে নির্মমভাবে, এবং একেও হারানোটা বিচিত্র কিছু ছিলো না। আকস্মিকভাবেই মৃত্যুর মুখে তুড়ি দিয়ে ও এখন ক্লান্ত শ্রান্ত বসে রয়েছে জানলার সামনে। অথচ আশ্চর্য, এখনই বাইরে বেরিয়ে কিছু রোজগার করতে পারা সম্ভব নয় বলে ব্যথায় ম্লান হয়ে উঠেছে ওর নম্র চোখের পাতাদুটো। কথাটা ভাবতেও রাভিকের কষ্ট হলো। বুকের ভেতরটা কেমন যেন একটা নিঃশব্দ যন্ত্রণায় টনটন করে উঠলো।

'কেমন করে তুমি এই হাসপাতালে এলে লুসিয়েঁ?'

'কেউ আমাকে এই হাসপালের কথা বলেছিলো।'

'কে?'

'পরিচিত একজন।'

'কি রকমের পরিচিত?'

লুসিয়েঁ ইতস্তত করলো। 'একজন বান্ধবী, যে এই হাসপাতালের কথা জানতো, যাকে আমিই সঙ্গে করে এখানে নিয়ে এসেছিলুম।'

'তুমি!' স্তব্ধ বিস্ময়ে রাভিক সামনের দিকে ঝুঁকে এলো।

'হ্যাঁ।'

'কতদিন আগে?'

'প্রায় এক সপ্তা।'

'মেয়েটি মারা গেছে, তুমি জানো?'

'জানি।'

'তার পরেও তুমি এখানে এলে?'

'হ্যাঁ। না এসে কোনও উপায় ছিলো না।'

'তুমিও সেই একই ধাই-এর কাছে গিয়েছিলে, তাই না?'

লুসিয়েঁ কোন জবাব দিলো না। কেবল ক্লান্ত চোখের পাতাদুটো নামিয়ে নিলো।

'কোন ভয় নেই, তুমি নিঃসঙ্কোচে আমাকে বলতে পারো।'

'মেরি ওর কাছে আগে গিয়েছিলো। প্রায় দিন দশেক আগে।'

'আর সবকিছু জেনে শুনেও তুমি তার কাছে গিয়েছিল ঠিক তার কয়েক দিন পরেই, তাই না?'

লুসিয়েঁ করুণ চোখে তাকালো। 'কি করবো বলুন? আমার আর কোন উপায় ছিলো না, আমি কাউকেই চিনতামই না। তাছাড়া বাচ্চা···বাচ্চা নিয়ে আমি কি করবো বলুন?' ঝোলানো বারান্দায় কয়েকটা চড়ুই গলা ফুলিয়ে কিচিরমিচির করছে। পলকহারা চোখে লুসিয়েঁ খানিকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর ম্লানস্বরে একসময় জিজ্ঞেস করলো, 'আর কতদিন আমাকে এখানে থাকতে হবে ডাক্তারবাবু?'

'প্রায় এক সপ্তা।'

'আরও এক সপ্তা!' কান্নার মতো করুণ হয়ে উঠলো লুসিয়েঁর কন্ঠস্বর।

'এক সপ্তা খুব একটা বেশি দিন নয় লুসিয়েঁ। দেখতে দেখতেই কেটে যবে।'

'না, সেজন্যে নয়।' তাকানো যায় না এমন করুণ হয়ে উঠেছে ওর ম্লান চোখের দৃষ্টি।

'তাহলে?'

'ভীষণ খরচা।'

'শেষের দিকে হয়তো দু-একদিন আগেও ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।'

'আচ্ছা ডাক্তারবাবু, টাকাটা আমি কয়েকটা কিস্তিতে দিতে পারি না? আমার তো বেশি টাকা নেই। প্রতিদিন ত্রিশ ফ্রাঁ করে···'

'কে বললে তোমাকে?'

'নার্স।'

'কি রকম দেখতে বলো তো?'

'লম্বা মতোন। একটু চাপা গায়ের রঙ, আর খুব গম্ভীর···'

'উর্জেনি!'

'হ্যাঁ। ওই বললো অস্ত্রোপচার আর ওষুধের খরচা সব আলাদা। আপনি বলুন, এত টাকা কি আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব?'

'তুমি কি অস্ত্রোপচারের টাকা দিয়ে দিয়েছো?'

'হ্যাঁ। কিন্তু নার্স বললো এ টাকা নাকি আদৌ যথেষ্ট নয়।'

'টাকা পয়সা সম্পর্কে ও খুব ভালো জানে না লুসিয়েঁ। পরে তুমি বরং ডাক্তার ভেবরের সঙ্গে সরাসরি কথা বোলো।'

'পরে নয়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে জানতে হবে।'

'কেন?'

'টাকার পরিমাণের ওপর আমার এখানে থাকা-না-থাকা নির্ভর করছে ডাক্তারবাবু। হয়তো এখন থেকে আমাকে আরও বেশি করে পরিশ্রম করতে হবে।' লুসিয়েঁ তার শীর্ণ আঙুলের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর ম্লান স্বরে বললো, 'এখনও দু'মাসের ঘরভাড়া বাকি।'

'তোমাকে সাহায্য করার মতো আর কেউ নেই?'

লুসিয়েঁ নিঃশব্দে মাথা নাড়লো।

'বাচ্চা নষ্ট করার জন্যে তুমি যে ধাই-এর কাছে গিয়েছিলে তার নামটা যদি দাও, আমরা একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। এটা তারই দোষ।'

'না!' লুসিয়েঁ চকিতে চমকে উঠলো। তারপর দুর্মর প্রতিরোধের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো। 'না, তা হয় না ডাক্তারবাবু। ওঁকে কিছু বলা মানেই পুলিশের সঙ্গে আমিও জড়িয়ে পড়বো।'

'আর পুলিশের সঙ্গে যদি এর কোন সংস্রব না থাকে?'

লুসিয়েঁ কোন কথা বললো না।

'আমরা শুধু ওকে একটু ধমকে দিতে চাই, যাতে ভবিষ্যতে আর কখনও তোমাদের মতো অসহায় মেয়েদের জীবন নিয়ে না এমন ছিনিমিনি খেলতে পারে।'

তিক্ত হাসির ভঙ্গিতে কুঁচকে উঠলো লুসিয়েঁর পাতলা ঠোঁটের প্রান্ত দুটো। 'আপনারা ওঁর কিছুই করতে পারবেন না ডাক্তারবাবু। ওপর মহলের টিকি ওঁর হাতে বাঁধা। তাছাড়া বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যাবে না।'

রাভিক মনে মনে অধৈর্য হয়ে উঠলো। 'তবু একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি।'

'কোন লাভ নেই।' একটু নিস্তব্ধতার পর লুসিয়ে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো 'কারু কারু কপাল চিরদিনই এমনি মন্দ থাকে ডাক্তারবাবু, নইলে আমার তিনশো ফ্রাঁ এমন জলে যেতো না।'

'দুঃখ কোরো না, লুসি,' রাভিক সস্নেহে ওর কাঁধে হাত রাখলো। 'একদিন এ দুঃখ তুমি নিশ্চয়ই ভুলতে পারবে।'

রাভিক দেখলো অস্ত্রোপচারের ঘরে উজেনি নিকেলের ছুরি-কাঁচিগুলো পরিষ্কার করছে। এটা ওর দীর্ঘদিনের অভ্যেস। নিজের কাজে এমন মগ্ন ছিলো যে ও রাভিকের পায়ের শব্দ শুনতেই পায়নি।

'উজেনি!'

চকিতে চমকে মাথা ঘুরিয়ে ও তাকালো। 'ও, আপনি! উঃ, যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন।'

'তাই নাকি?'

'যাই বলুন, আপনার কিন্তু এভাবে ভয় পাইয়ে দেওয়া কিছুতেই উচিত হয়নি।'

'ঠিক যেমন তোমার উচিত হয়নি রুগীদের কাছে টাকা-পয়সার কথা বলে তাদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া।'

উজেনি ঠোঁট কামড়ে কি যেন ভাবলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি ওই বাচাল বেশ্যাটার কথা বলছেন মঁসিয়ে রাভিক?'

'উজেনি! তুমি জানো না মেয়েদের মধ্যে এমন অনেক বেশ্যা আছে, যারা তাদের ঘৃণা করে তাদের চাইতে ঢের ঢের ভালো। তাছাড়া লুসিয়েঁ আদৌ বেশ্যা না বাচাল নয়, বরং তুমিই ওর আজকের এমন সুন্দর দিনটা মাটি করে দিলে।'

• 'আমি আমার কর্তব্য করেছি।'

'অনেক সময় কেবল শুকনো কর্তব্য করাটাই যথেষ্ট সততা নয় উর্জেনি। তুমি জানো না, ও খুব সাধারণ একটা টুপি তৈরির কারখানায় কাজ করে। সামান্য যা মাইনে পায় তাতে নিজের একটা পেটও ভালোভাবে চলে না। ভাবো তো একবার, কতটা মনের জোর থাকলে তবে না সেই একই হাতুড়ে ধাই-এর কাছে যাওয়া যায়, একই ভাবে একই হাসপাতালে বান্ধবীর মৃত্যু হয়েছে জেনেও এখানে আসতে সাহস করে। এছাড়া ওর কোন উপায় ছিলো না।'

'কিন্তু আমি তার কি করবো ?' উর্জেনি ঝাঁঝিয়ে উঠলো।

'তোমার বিয়ে করা উচিত উর্জেনি,' ধীর শান্তস্বরে রাভিক বললো। 'আর করলে শিশু সমেত সদ্য বিপত্নীক কিংবা কোন সমাধি পরিচালককেই তোমার বিয়ে করা উচিত।'

তীব্র জ্বলে উঠলো উর্জেনির চোখের মণিদুটো। 'আপনি কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছেন মঁশিয়ে রাভিক।'

মুখে বললেও দু চিবুকে নিঃশব্দে ফুটে ওঠা রক্তিমাভাটুকু রাভিকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেলো না। রাভিক ঠোঁট চেপে হাসলো। 'তবু অভিজ্ঞ চিকিৎসকের উপদেশটুকু গ্রহণ করলে কিন্তু পারতে।'

'ধন্যবাদ ; তার কোন দরকার হবে না।'

'বেশ, আমি এখন 'পাপের অনিন্দ্য-সুন্দর সেই সব শিশুদের' দেখতে যাচ্ছি। ডাক্তার ভেবরের কোন প্রয়োজন থাকলে অসিরিতে ফোন করতে বোলো।'

'ডাক্তার ভেবরের কোন প্রয়োজন হবে বলে আমার মনে হয় না।'

রাভিক হাসলো। 'কুমারীসুলভ সৌকুমার্য দিয়ে আর যাই হোক দ্রষ্টা হওয়া যায় না উর্জেনি। বলা যায় না, হয়তো ওর প্রয়োজন হতেও পারে। বোলো পাঁচটা পর্যন্ত আমি অসিরিতে থাকবো ; তারপর আমার হোটেলে।'

'যাই বলুন, ইহুদিদের খোঁয়াড়টা কিন্তু আপনার চমৎকার।'

রাভিক দরজার দিকে পা বাড়িয়েছিলো, এবার ঘরে দাঁড়ালো। 'তুমি কিন্তু ভুল করছো উর্জেনি, সব উদ্বাস্তুরাই ইহুদি নয়। এমনকি সব ইহুদিরাও ইহুদি নয়। আর কিছু ইহুদি আছে, তোমাদের মতো নাক-উঁচু আর্যদের চাইতে ঢের ভালো।'

রাভিক আর পেছন ফিরে তাকালো না, দ্রুতপায়ে সিঁড়ি ভেঙে সোজা নিচে নেমে এলো।

রু্য বাসানোর শরাবখানায় বসে রাভিক বৃষ্টি-ভেজা কাঁচের শার্সি দিয়ে বাইরের দিকে আনমনে তাকিয়ে ছিলো, হঠাৎ লোকটাকে দেখে সে চমকে উঠলো। চকিতে সমস্ত শিরা-উপশিরা যেন তারা ঝনঝন করে উঠলো। প্রথমে কিছু বুঝে ওঠার আগেই অবাক বিস্ময়ে সে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু পর মুহূর্তেই চেয়ার ছেড়ে ছিটকে লাফিয়ে উঠলো। তারপর চেয়ার টেবিলের মধ্যে দিয়ে পথ করে দ্রুত পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে চললো···

পেছন থেকে কে যেন ওর কাঁধটা চেপে ধরেছে। চমকে ঘাড় ঘোরাতেই দেখলো পানশালার পরিচারক। রাভিক অবাক হয়ে গেলো। 'কি ব্যাপার!'

'ওসব চালাকি এখানে চলবে না। আগে টাকা দিয়ে…'

'ওঃ, এই নাও।'

পকেট থেকে পাঁচ ফ্রাঁর একটা নোট বার করে রাভিক ওর দিকে ছুঁড়ে দিলো, তারপর একটানে কাঁচের পাল্লাটা খুলে ফেললো। সামনের ভিড়টা সে প্রায় ছুটেই অতিক্রম করলো। তারপর ডাইনে মোড় নিয়ে র্যু বাসানো ধরে সোজা হনহন করে এগিয়ে চললো।

ঠিক ওর পেছনেই কে যেন যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলো। রাভিক নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করলো। এবার সে আর ছুটলো না। লোকের মনে অহেতুক কৌতূহল না বাড়িয়ে যতটা সম্ভব দ্রুত হাঁটার চেষ্টা করলো। অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব! রাভিক ভাবলো শুধু অসম্ভবই নয়, অবাস্তব! আমি হয়তো পাগল হয়ে গেছি! না হলে মুখ, সেই মুখটা…না না, তা হতে পারে না…হয়তো আমার চোখের ভুল… নইলে এই প্যারিসে সে কেমন করে আসবে! অসম্ভব! সে তো জার্মানিতে… বার্লিনে…যদিও মুখটার সঙ্গে আশ্চর্য একটা সাদৃশ্য রয়েছে, হুবহু এক! আমি হয়তো বৃষ্টি-ভেজা শার্সির মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট দেখিনি…আমি হয়তো ভুল করেছি… হয়তো কেন, নিশ্চয়ই তাই!

ছবিঘর থেকে বেরিয়ে আসা জনসমুদ্রের উত্তাল ঢেউ ঠেলে ত্রস্ত পায়ে, প্রতিটি মুখের ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে রাভিক এগিয়ে চললো। ধূসর নীল, কালো, সাদা, লাল টুপির নিচে যত সব অবাক চোখের বিস্ময়। এত চোখের ভাষা এখন পড়ার সময় কোথায়…

এভিনিউ ক্লেবরের চৌমাথায় এসে সে দাঁড়িয়ে পড়লো। আর ঠিক তখনই ঝাঁকড়া লোমওয়ালা কুকুর-সঙ্গী এক বৃদ্ধার পেছনে রাভিক লোকটাকে দেখতে পেলো। এক লহমায়, কেবল চোখের একটা পলক পড়ার অবকাশে।

কিন্তু কোন উপায় নেই! পুলিশ-সংকেতে দাঁড়িয়ে পড়া গাড়ির দীর্ঘ সারি অতিক্রম করে সে যখন রাস্তার ওপারে এসে পৌঁছলো, দেখলো বৃদ্ধা তখন অনেক দূরে চলে গেছে। তার আশেপাশে কেউ নেই। কুকুরটা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে একটা বাতিস্তম্ভের গায়ে পেছনের পা তুলে চিরাচরিত ভঙ্গিতে পেচ্ছাপ করলো। তারপর গুটি গুটি পায়ে বৃদ্ধার পেছনে পেছনে এগিয়ে চললো। রাভিকের চোয়ালদুটো আপনা থেকেই শক্ত হয়ে উঠলো, অনুভব করলো ঘাড়ের পেছনটা তার ঘামে ভিজে উঠেছে। আরও দু-এক মিনিট সে অপেক্ষা করলো, কিন্তু মুখটাকে আর কোথাও দেখতে পেলো না। রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলো লক্ষ্য করলো, তার ভেতরেও কেউ নেই। অন্য একটা পথ ধরে দ্রুত পায়ে সে আবার এভিনিউ ক্লেবরে ফিরে এলো। টিকিট কিনে ছুটতে ছুটতেই স্টেশনের ভেতরে প্রবেশ করলো, তারপর প্ল্যাটফর্মের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে গেলো। পিণ্ডিপাকানো ভিড়ে

স্পষ্ট করে কিছু লক্ষ্য করার আগেই ট্রেন এসে পৌঁছলো। তারপর মিনিট দুয়েক পরে আবার ধীরে ধীরে সুড়ঙ্গ-পথে অদৃশ্য হয়ে গেলো। প্ল্যাটফর্মটা এখন হাটভাঙা গঞ্জের মতো খাঁ-খাঁ করছে।

আবার ক্লান্ত পায়ে নিজের দেহটাকে কোন রকমে টানতে টানতে সে পানশালায় ফিরে এলো। আগের পরিত্যক্ত চেয়ারটায় এসে বসলো। আধ-খালি কালভাদোর গেলাসটা তখনও টেবিলে একইভাবে পড়ে রয়েছে। এখানের এই ফাঁকা টেবিলটা হঠাৎ তার কাছে কেমন যেন রহস্যময় মনে হলো।

পরিচারক পায়ে পায়ে রাভিকের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালো। 'ক্ষমা করবেন মঁসিয়ে, আমি ঠিক বুঝতে…'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুমি বরং আর একটা কালভাদো নিয়ে এসো।'

'আর একটা!' পরিচারক অবাক হয়ে আড়চোখে টেবিলের আধ-খালি গেলাসটার দিকে তাকালো। 'এটা কি আপনি আগে খেয়ে নেবেন মঁসিয়ে?'

'না। নতুন আর একটা নিয়ে এসো।'

পরিচারক গেলাসটা নাকের কাছে তুলে শুঁকলো। 'কেন মঁসিয়ে, এটা কি ভালো নয়?'

'খুব ভালো, তুমি শুধু আর একটা নিয়ে এসো।'

'আচ্ছা, মঁসিয়ে।'

আমি নিশ্চয়ই ভুল করেছি, রাভিক মনে মনে ভাবলো। বৃষ্টি-ভেজা এই ঝাপসা শার্সির মধ্যে দিয়ে কেমন করে কাউকে স্পষ্ট চেনা সম্ভব! জানলার দিকে সে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো। পাকা শিকারীর মতো প্রতীক্ষা-উদগ্রীব চোখে সে প্রতিটি পথচারীর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো—কিন্তু ঠিক তখনই ছায়ার মতো ধূসর একটা ছবি, একটুকরো স্মৃতি চল্‌কে উঠলো তার মনের গহন গভীরে…

বার্লিন। ১৯৩৩ সালে গ্রীষ্মের কোন এক কবোষ্ণ সন্ধ্যা। গেস্টাপোর নির্যাতন-কক্ষ, জানলাবিহীন বিজলী বাতির উজ্জ্বল আলোয় সারা ঘর যেন নগ্ন হয়ে রয়েছে। দম বন্ধ-করে-দেওয়া স্তব্ধ বাতাসে থমথম করছে নির্যাতনের অস্পষ্ট অবচেতন একটা স্মৃতি। বুকে এমন প্রচন্ড আঘাত করা হয়েছে যে এখন সে আর যন্ত্রণা অনুভব করতে পারছে না। তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সিবিল। থ্যাঁতলানো স্তন, অনিন্দ্য-সুন্দর মুখটা রক্তস্নাত, ক্ষত-বিক্ষত। এস এস উর্দি পরা দুজন রক্ষী ওকে দুপাশ থেকে ধরে রয়েছে। ওদের একজন হিংস্র হায়নার মতো লোলুপ দৃষ্টিতে ওর খোলা বুকের দিকে তাকিয়ে হাসছে, 'আর চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যদি সব কথা স্বীকার না করিস মাগী, তাহলে তোর কপালে…' হ্যাঁ, এর তিনদিন পরে খবর পেয়েছিলুম কারাকুঠরিতে ওকে নাকি ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিলো…

পরিচারক পানীয় নিয়ে এলো, গেলাসটা সে সন্তর্পণে নামিয়ে রাখলো টেবিলের ওপর। 'এটা অন্য কালভাদো মঁসিয়ে। কেইনের, আরও পুরনো।'

'ধন্যবাদ।'

রাভিক ধীরে ধীরে কালভাদোর গেলাসে চুমুক দিলো। পাশ-পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে একটা সিগারেট রাখলো দু'ঠোঁটের মাঝে। হাতের স্নায়ুগুলো তখনও তার মৃদু কাঁপছে। সিগারেটটা ধরিয়ে নেবার সময় প্রকম্পিত শিখার দিকে তাকিয়ে তার মনে হলো মুখটা সে যেন আবার স্পষ্ট দেখতে পেলো। সেই মুখ! রক্ত-লোলুপ হিংস্র হায়নার সেই বীভৎস মুখ, সেই হাসি! না, না, তা হতে পারে না! হাক কেমন করে এই প্যারিসে আসবে! অসম্ভব! শ্বাসরুদ্ধ-করে দেওয়া স্মৃতিগুলোর হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে রাভিক পয়সা মিটিয়ে আবার দ্রুত পথে নেমে এলো।

রাভিক আর মরোসো, দুজনে বসেছিলো ওদের সরাইখানার পাতাল-ঘরে।

মরোসো জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কি মনে হলো ওই লোকটাই হাক?'

'জোর করে বলা মুশকিল। কেননা আমার চোখের ভুলও হতে পারে। তবে ওর মুখের সঙ্গে ভীষণ মিল ছিলো।' রাভিক তার রুক্ষ চিবুকে হাত বোলালো।

'নাঃ, তোমার বরাতটাই খারাপ দেখছি।'

'হ্যাঁ বরিস। কাল সারারাত একটুও ঘুমতে পারিনি।'

মরোসো কোন জবাব দিলো না।

'বিশ্বাস করো।'

'আমি জানি।'

রাভিক ভেবেছিলো এই প্রসঙ্গে মরোসো হয়তো আরও কিছু জিজ্ঞেস করবে, কিন্তু করলো না। দেখলো ও উদাস চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। নিটোল এক টুকরো নিস্তব্ধতার পর রাভিক মুখ তুললো। 'এখন অবশ্য অনেকটা ভালো লাগছে।'

'স্বাভাবিক।'

'তবু মনে হচ্ছে যে-কোন মুহূর্তে আমি যেন ওকে আবার কোথাও দেখতে পাবো।'

'আমি তোমার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছি, রাভিক। আমারও ঠিক এমনি হয়েছিলো। সেটা ১৯১৭ সালে, বিপ্লবের ঠিক গোড়ার দিকে। পাঁচ কি ছ বছর হয়েছে, রাশিয়ায় আমি তখন তিনজনের জন্যে অপেক্ষা করছি। ওদের দলে সাতজন ছিলো, চারজন আগেই মারা গেছে। ওদের দুজনকে আবার নিজেদের দলের লোকেরাই গুলি করে মেরেছিলো। আজ দীর্ঘ কুড়ি বছর আমি ওদের তিনজনের জন্যে অপেক্ষা করছি। ওদের একজনের বয়েস আজ প্রায় বাহাত্তর বছর, বাকি দুজন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। আমার বাবার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা নেবার জন্যে ওদের একজনকে আমি এখনও হন্যে কুকুরের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

এতক্ষণ স্তব্ধ বিস্ময়ে রাভিক ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলো। এবার জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কি মনে হয় তুমি ওর দেখা পাবে?'

'আলবৎ!' টেবিলের ওপর রাখা মরোসোর দীর্ঘ বলিষ্ঠ থাবাটা আপনা থেকেই মুঠো হয়ে এলো। বয়েস ওর ষাটের কাছাকাছি, দৈত্যের মতো বিশাল চেহারা।

'সেইজন্যে আজও আমি সব সময় সর্তক হয়ে থাকি রাভিক। মাতাল হওয়া তো দূরের কথা, আজকাল আমি আর যখন-তখন মদও খাই না। আমি ওদের বিরুদ্ধে পিস্তল বা ছুরি ব্যবহার করতে চাই না, আমি চাই সামনাসামনি এর মোকাবিলা করতে।'

'আমিও।'

'এসো, এক হাত দাবা হয়ে যাক।'

'মন্দ প্রস্তাব নয়।'

'মন্দ তো নয়ই, বরং পৃথিবীতে এই একটি মাত্র জিনিস নিজেকে মগ্ন রাখার যার জুরি নেই।

দু' দান খেলার পর মরোসো উঠে পড়লো। 'আমি চলি রাভিক, মানব-সভ্যতার আদিম দুয়ারগুলো এখন আমাকে নিজের হাতে খুলে দিতে হবে। সময় থাকলে একবার চলে এসো না শেহারাজাদে।'

'দেখি।'

'দেখি মানে?'

'আজ আমার ভীষণ ক্লান্ত লাগছে বরিস।'

'বেশ তো, কাল রাত্তিরে না হয় চলে এসো।'

'কাল হবে না। ম্যাক্সিমে আমার একটা নৈশভোজের নেমন্তন্ন আছে।'

'ওরে বাব্বা, অবৈধ উদ্বাস্তুর জন্যে দেখছি প্যারিসের একেবারে সবচেয়ে সেরা হোটেলে নেমন্তন্ন রয়েছে! না রাভিক, তোমার সাহস আছে।'

'তুমি জানো না বরিস, টাকা থাকলে আমি বলতুম ভবঘুরে উদ্বাস্তুদের জন্যে ম্যাক্সিমই সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। আর যাই হোক, ছাড়পত্রের জন্যে অন্তত হনুমান-বাহিনী সেখানে গিয়ে কোনদিন হামলা বাধাবে না। তুমি যত উদ্বাস্তুর মতো ব্যবহার করবে, ধরা পড়ার সম্ভাবনা তত বেশি।

'তা না হয় বুঝলুম, কিন্তু নেমন্তন্নটা কার সঙ্গে? দ্বিতীয় নিরাপত্তার জন্যে নিশ্চয়ই কোন জার্মান রাষ্ট্রদূতই হবে বলে মনে হচ্ছে?'

ওর বলার ভঙ্গি দেখে রাভিক হেসে ফেললো। 'না, কেটি হেগস্ট্রোমের সঙ্গে।'

'কেটি হেগস্ট্রোমের সঙ্গে!' একই সঙ্গে বিস্ময় এবং আনন্দের আতিশয্যে মরোসোর গলার স্বর প্রায় বুজে এলো। 'কেন, ও কি ফিরে এসেছে নাকি?'

'না, এখনও আসেনি।'

'তাহলে?' মরোসোর দু চোখের আলো কে যেন এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিলো।

'কাল সকালের বিমানে ভিয়েনা থেকে এখানে এসে পৌঁছবে। ভেবরের হাসপাতালের ঠিকানায় আমাকে তারবার্তা পাঠিয়েছে।'

'তাই নাকি!' মরোসোর চোখের মণিদুটো আবার তিরতির করে নেচে উঠলো। 'তাহলে তো শেহারাজাদে কেটির সঙ্গে কাল নিশ্চয়ই দেখা হচ্ছে।'

'বোধহয় না।'

'অসম্ভব!' মরোসো চটে উঠলো। 'দেখো, আমার সঙ্গে চালাকি করার চেষ্টা

কোরো না। তুমি ভালো করেই জানো, প্যারিসে ফিরে এলে শেহারাজাদই কেটির একমাত্র যোগাযোগের কেন্দ্র।'

রাভিক হাসলো। 'নিশ্চয়ই। কিন্তু এবার তার কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছে। এবার ও হাসপাতালে ভর্তি হবার জন্যে এখানে আসছে, কয়েকদিনের মধ্যেই ওর একটা অপারেশন হবে।'

'তাই নাকি! আমি ভেবেছিলুম তুমি বোধহয় ইচ্ছে করেই কাটজাকে শেহারাজাদে নিয়ে আসতে চাইছো না।'

'কেন?'

'যেহেতু জোয়াঁ মাদু এখন ওখানে রয়েছে। কেটির সঙ্গে তোমাকে দেখলে ও নিশ্চয়ই খুব একটা খুশী হবে না। এবং পারতপক্ষে তুমিও সেটা চাও না।'

'বাঁদর আর কাকে বলে! জোয়াঁ তোমাদের ওখানে সত্যিই কাজ পেয়েছে কিনা আমি তাই জানি না।'

'হ্যাঁ, আগে ও সমবেত সংগীতে অংশ গ্রহণ করতো। এখন এককভাবে বেশ ভালোই গাইছে।'

'তাহলে ওখানে ও নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে?'

'নিশ্চয়ই।'

'এটা ওর খুবই প্রয়োজন ছিলো। সত্যি, বেচারি!'

'কি বললে?' মরোসো ভ্রূ কুঁচকে তাকালো।

'বললাম বেচারি।'

মরোসো হো হো করে হেসে উঠলো। তার সে প্রাণখোলা উদাত্ত হাসিতে যেন একধারে ফুটে উঠলো তামাম দুনিয়ার যা-কিছু জ্ঞান আর জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা। 'তুমি জানো না রাভিক, মাগীটা নিতান্তই একটা কুত্তী।'

'কি বললে!' এবার রাভিক স্তব্ধ বিস্ময়ে ভ্রূ কুঁচকে তাকালো।

'বললাম কুত্তী। ছিনাল বা বেশ্যা নয়। নিতান্তই একটা কুত্তী।'

'কিন্তু সেদিন তুমিই আমাকে জোর করে ওর কাছে পাঠিয়ে ছিলে।'

'নিশ্চয়ই। আজ বলছি, আমার মতো রাশিয়ান হলে এ সত্য তুমি নিজেও উপলব্ধি করতে পারতে।'

রাভিক ছোট্ট করে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'তাহলে বলতে হবে ইতিমধ্যে ও অনেক বদলে গেছে। তোমার রাশিয়ান চোখজোড়ার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ বরিস। বিদায়!'

সাত

'কখন আমাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে রাভিক?' কেটি হেগস্ট্রোম জিজ্ঞেস করলো।

'কাল সন্ধ্যেবেলায়। পরের দিন আমরা তোমার অপারেশন করবো।'

কেটি মুহূর্তের জন্যে নিশ্চল দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলো। ছিপছিপে, সুন্দর চেহারা। ঠিক টলটলে কাঁচা বয়েস নয়, তবে পরিণত যুবতী। চোখেমুখে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ছাপ পড়েছে। ভঙ্গিতে আত্মসচেতনতার প্রচ্ছন্ন একটা অহমিকা।

'এবারটায় আমার কেমন যেন ভয় করছে রাভিক,' কেটি মুক্তোর মতো ঝকঝকে সাদা দাঁতে ছোট্ট করে হাসলো। 'কেন জানি না, তবু আমার ভয় করছে।'

'কোন ভয় নেই কেটি। খুব সাধারণ অস্ত্রোপচার।'

বছর দুয়েক আগে রাভিক প্রথম ওর উপাঙ্গে অস্ত্রোপচার করে। সেই থেকে দুজনের আলাপ। আলাপ ক্রমে ক্রমে একদিন বন্ধুত্বে পরিণত হয়। মাঝে মাঝে কয়েক মাসের জন্যে কেটি কোথায় যেন উধাও হয়ে যেতো, তারপর বর্ষায় ব্যাঙের ছাতার মতো আবার হঠাৎ করেই একদিন প্যারিসে এসে হাজির হতো। ওর সেই অস্ত্রোপচার রাভিকের কাছে সৌভাগ্যের চিহ্নস্বরূপ। অবৈধভাবে হলেও, সেদিন থেকে সে ক্রমান্বয়ে অস্ত্রোপচার করে চলেছে এবং এখনও পর্যন্ত কোন পুলিশি হামলায় পড়তে হয়নি।

কেটি জানলার সামনে এসে দাঁড়ালো। নিচে ওতল লাংকাস্টারের উন্মুক্ত আঙ্গিনা। এক কোণে বিশাল ঝাঁকড়া একটা বাদাম গাছ, সিক্ত আকাশের গায়ে যেন তার নগ্ন বাহুগুলো মেলে দিয়েছে।

'এই একঘেয়ে বৃষ্টিটা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না রাভিক। যখন ভিয়েনা বিমান বন্দরে এসে পৌঁছলুম, তখন বৃষ্টি ঝরছে। যখন জুরিখে জেগে উঠলুম তখনও বৃষ্টি ঝরছে। আর এখন প্যারিসে এসেও।' জানলার ভারি পর্দাটা কেটি টেনে দিলো। 'জানি না আমার কি হয়েছে রাভিক, বোধহয় আমি বুড়িয়ে যাচ্ছি।'

'সবাই তাই ভাবে, বিশেষ করে সত্যিকারের কেউ যখন বুড়োয় না।'

'না রাভিক, না। তুমি জানো না, এবার সবকিছুই আমার কাছে কেমন যেন অন্যরকম মনে হচ্ছে। দু সপ্তা আগে আমাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছে। অথচ আমার বরং খুশী হওয়াই উচিত ছিলো, কিন্তু পারছি না। ক্লান্ত লাগছে। সবকিছুই কেমন যেন পুনরাবৃত্তির মতো মনে হচ্ছে। কেন এমন হয় বলো তো রাভিক?'

'কিছুই আপনা থেকে পুনরাবৃত্তি হয় না কেটি। আমরাই কেবল আমাদের পুনরাবৃত্তি করে চলেছি।'

কেটি ম্লান ঠোঁটে হাসলো, তারপর কৃত্রিম অগ্নিকুণ্ডের পাশে এসে আরামকুর্শিতে গা এলিয়ে দিয়ে শুলো। 'ফিরে এসে অবশ্য একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। ভিয়েনা এখন বিক্ষুব্ধ, সৈন্যশিবিরে ছয়লাপ হয়ে গেছে। জার্মানিদের সঙ্গে অস্ট্রিয়ান নাৎসিবাহিনীও রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। বিশ্বাস করো রাভিক, আমি নিজে চোখে দেখেছি। সত্যি, ভাবতেও অবাক লাগে।'

'এতে অবাক হবার কিছু নেই কেটি। ক্ষমতার লোভ আজকের দিনের পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় সংক্রামক ব্যাধি।'

'শুধু ব্যাধি নয় রাভিক, বিকৃতি।'

রাভিক চমকে ওর মুখের দিকে তাকালো, দেখলো ঘরের ম্লান আলোয় কেটির আয়ত চোখদুটো যেন দীপ্ত জ্বলছে। 'হ্যাঁ রাভিক, আর সেই জন্যেই আমি এই বিচ্ছেদ প্রার্থনা করেছিলুম। বছর দুই আগে যে কন্দর্পটিকে বিয়ে করেছিলুম, দেখলুম রাতারাতি ও নাৎসি ঝটিকাবাহিনীর নেতা হয়ে উঠেছে। বছরখানেক আগে যে বৃদ্ধ অধ্যাপক বের্নস্টেইন ওর বুকে অস্ত্রোপচার করে ওকে অসহ্য যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে দিয়ে ও রাজপথ ঝাঁট দিইয়েছিলো। অথচ ওর মুরোদে কুলোয়নি, সেদিন অস্ত্রোপচারের টাকা দিয়েছিলাম আমিই।'

'ওর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে তোমার তো খুশী হওয়ারই কথা কেটি।'

'বিচ্ছেদের জন্যে আড়াই লক্ষ সিলিং ও চেয়েছিলো।'

'সস্তা কেটি, অনেক বেশি সস্তা। মুক্তির বিনিময়ে যে-কোন টাকার অঙ্কই সস্তা।'

'আমি ওকে একটা কানাকড়িও দিইনি।' আরামকুর্শিতেই কেটি এবার সোজা হয়ে বসলো। 'নাৎসিদের কি প্রচণ্ড ঘেন্না করি সেকথা আমি ওকে স্পষ্টই বলে দিয়েছি। ও অবশ্য আমাকে গেস্টাপো আর বন্দীশিবিরের ভয় দেখিয়েছিলো। আমি মনে মনে হেসেছিলুম। কেননা আমি আমেরিকান, দূতাবাসের আশ্রয় চাইলে ও আমার কিছুই করতে পারতো না। বরং আমাকে বিয়ে করার জন্যে ও-ই ফ্যাসাদে পড়তো।' কেটি হাসলো। 'ব্যাপারটা ও সেদিক থেকে কখনও তলিয়ে দেখার চেষ্টা করেনি, এবং তলিয়ে দেখার পর আমার পেছনে লাগারও আর চেষ্টা করেনি।'

রাভিক এতক্ষণ তন্ময় হয়ে কেটির কথা শুনছিলো, এবার দূতাবাস আর আশ্রয় শব্দদুটো তার কানে এসে বিঁধলো। মনে হলো শব্দগুলো যেন অন্য কোন পৃথিবী, অন্য কোন জীবনের। সে খানিকক্ষণ ওর মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো, তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'অধ্যাপক বের্নস্টেইন কি এখনও কর্মক্ষম রয়েছেন?'

'নিশ্চয়ই। প্রথম গর্ভপাতের সময় উনিই আমাকে পরীক্ষা করে দেখে ছিলেন। জানো রাভিক, নাৎসির দেওয়া কোন সন্তানকে যে আমার পেটে ধরতে হয়নি, এর জন্যে আমি সত্যিই খুশী।'

রাভিক ঘড়ি দেখলো। 'এবার আমাকে উঠতে হবে কেটি। আজ বিকেলে ডাক্তার ভেবর তোমাকে আর একবার ভালো করে পরীক্ষা করে দেখবেন।'

'কেন, তুমি তো দেখেছো?'

'তব্ ডাক্তার হিসেবে ভেবরের অন্মতি চাই, আর সেটা নিতান্তই নিয়ম রক্ষার খাতিরে।'

'আমার কিন্তু ভয় করছে রাভিক।'

'আমি বলছি, কোন ভয় নেই কেটি। তাছাড়া এটা তোমার প্রথমবার নয়। আজকের দিনে এই ধরনের অস্ত্রোপচার খ্বই সাধারণ, এমনকি কোন উপাঙ্গ কেটে বাদ দেওয়ার চাইতেও সহজ।' রাভিক কেটির সামনে এসে দাঁড়ালো, কোলের ওপর রাখা ওর হাতটা তুলে নিলো নিজের ম্ঠোর মধ্যে। 'তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো কেটি, আমার যথাসাধ্য আমি যত্ন নেবার চেষ্টা করবো।'

কেটি ওর ম্খের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে হাসলো। 'আমি জানি তুমি তা করবে।'

'ধন্যবাদ। আমি এখন চলি কেটি।'

'এসো। এখন আমিও একটু কেনাকাটা করতে বের্বো।' কেটির দ্ ঠোঁটের প্রান্তে ফুটে উঠলো তিক্ত ম্লান এক টুকরো হাসি। স্বপ্নের শহর সেই ভিয়েনার সব স্মৃতি, দ্ঃস্বপ্ন আমি নিঃশেষে ম্ছে ফেলতে চাই রাভিক।'

রাভিক চমকে উঠলো। ওর কণ্ঠের বিষণ্ণ উত্তাপটুকু উপলব্ধি করতে তার কোন অস্‌বিধে হলো না। একই নিঃসঙ্গ হতাশার ক্ষতচিহ্ন যে দ্জনেরই ব্কে, কি বলবে সে, মনে হলো কিছ্ই যেন বলার নেই। তব্ কোনরকমে ফুটিয়ে তুললো ক্লান্ত একটা হাসির রেখা। 'আটটা নাগাদ আমি আবার তোমাকে ফোন করবো কেটি।'

'ধন্যবাদ রাভিক।'

শ্রান্ত দেহের ভারি বোঝাটাকে কোনরকমে টানতে টানতে রাভিক নিচে নেমে এলো, দেখলো হলঘরে প্রবেশপথের সামনে টেবিলে রাখা একগ্চ্ছ টকটকে লাল রক্তগোলাপ। পাপড়িতে পাপড়িতে তখনও টলটল করছে জলের বিন্দ্গ্লো। অপলক চোখে সে খানিকক্ষণ ফুলগ্লোর দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে উঠতে রাভিক একটা হৈ-চৈ-এর শব্দ শ্নতে পেলো, অথচ তেতলায় এসে কাউকে তেমন করে দেখতে পেলো না। কেবল উলটো দিকে কয়েকটা খালি ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সরাইওয়ালি একজন ভৃত্য আর পরিচারিকাকে কি যেন নির্দেশ দিচ্ছেন, আর ওরা দ্জনে চরকির মতো ঘ্রছে।

রাভিক সামনে এগিয়ে এলো। 'কি ব্যাপার, এখানে এত হৈচৈ কিসের?'

হোটেল আন্তর্জাতিকের মালিক-ভদ্রমহিলা প্রথমে রাভিককে লক্ষ্য করেননি, তাই হঠাৎ-কণ্ঠস্বরে উনি চকিতে ঘ্রে দাঁড়ালেন। রীতিমতো স্বাস্থ্যল শরীর, দীর্ঘাঙ্গী। বয়সের তুলনায় নিটোল দেহের বাঁধ্নি। একরাশ কোঁকড়ানো কালো চুল। প্রথম যৌবনে নিঃসন্দেহে র্পসী ছিলেন। রাভিকের দিকে ফিরে তাকিয়ে উনি মিষ্টি করে হাসলেন। 'স্প্যানিস ভদ্রলোকেরা এই ঘরদ্টো আজ সকালে ছেড়ে দিয়েছেন।'

'তা তো জানি। কিন্তু এই ভর সন্ধ্যেবেলায় ঘরগ্লোকে এখন আবার এত সাজগোজ করানোর দরকার পড়লো কিসের?'

'লোক আসবে, কাল সকালেই চাই।'

'নিশ্চয়ই নতুন কোন জার্মান উদ্বাস্তুদের জন্যে?'

'না, স্প্যানিস।'

'স্প্যানিস!' রাভিক ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলো না। 'কেন, ওরা কি এখনও ঘর ছেড়ে দেয়নি?'

ভদ্রমহিলা ঠোঁট টিপে মুচকি হাসলেন। 'না, এরা অন্যদল।'

রাভিকের ভ্রূদুটো আপনা থেকেই কুঁচকে উঠলো। 'মানে?'

'মানে বিরোধী দল। চিরদিনই যা হয়…উঁহু, ওদিকে নয়, ওদিকে নয়…'হঠাৎ পরিচারিকার দিকে তাকিয়ে উনি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। 'না ইভ, তোর ঘটে যদি একটুও বুদ্ধি থাকে…এই ছবিগুলো ওই দেওয়ালটায় টাঙিয়ে দে।' পরিচারিকাকে ঠিকমতো নির্দেশ দিয়ে ভদ্রমহিলা আবার রাভিকের দিকে ফিরে তাকালেন। গোধূলির শেষ রাঙা আলোয় ঝিকমিক করছে ওঁর কুচকুচে কালো চোখের মণিদুটো। 'পুরনো পান্থ-নিবাস হিসেবে আমাদের যথেষ্ট সুনাম আছে মঁসিয়ে রাভিক। এবং সবাই চায় তাদের পরিচিত পুরনো আস্তানায় ফিরে আসতে।'

'কেন, ওরা কি আগেও এখানে এসেছিলো নাকি?'

'নিশ্চয়ই। তখন অবশ্য প্রিমো দা রেভেরা স্পেনের শাসক ছিলেন। ফলে বিপ্লবী দলে যারা ছিলো গোপনে পালিয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছিলো। তারপর স্পেন যখন আবার প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হলো, ওরা ফিরে গেলো, রাজতন্ত্রী আর ফ্যাসিস্টরা এসে এখানে আস্তানা গাড়লো। এখন এরা ফিরে যাচ্ছে, এবার প্রজাতন্ত্রী দলের লোকজন-দের ফিরে আসার পালা। এ যেন সেই কাঠের নাগরদোলা।'

রাভিক তিক্ত ম্লান ঠোঁটে হাসলো। 'সত্যি কাঠের নাগরদোলাই বটে!'

বরিস মরোসো দাঁড়িয়েছিলো শেহারাজাদের সামনে। গায়ে সোনালী সুতোয় কাজ করা নৈশক্লাবের উর্দি। দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে ট্যাক্সির দরজা খুলে ও একপাশে সরে দাঁড়ালো। রাভিক বাইরে বেরিয়ে এলো। মরোসো স্মিত ভঙ্গিতে হাসলো। 'আমি সত্যিই ভাবিনি রাভিক তুমি আজ আসবে।'

'আসার ইচ্ছে আমার ছিলো না বরিস।'

'আমিই ওকে জোর করে ধরে এনেছি।' কেটি ট্যাক্সি থেকে নেমে মরোসোর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলো। 'আবার তোমাদের কাছে ফিরে এসেছি বরিস। বলো, তুমি খুশী হয়েছো?'

'তোমার মন রাশিয়ানদেরই মতো উদার কাটজা। মাঝেমাঝে ভাবি, কেন যে তুমি মরতে বোসটনে জন্মাতে গেলে…এসো রাভিক, ভেতরে এসো।' প্রবেশপথের ভারি পাল্লা ঠেলে মরোসো ওদের পথ করে দিলো। 'সবচেয়ে দুঃখ কি জানো, আন্তরিক অভীপ্সায় মানুষ অনেক অনেক বড়, কিন্তু আমরা তাকে সবসময় কাজে লাগাতে পারি না।'

ম্লান স্বল্প আলোয় শেহারাজাদের ভেতরটা মনে হচ্ছে ঠিক যেন কসাকদের সুন্দর সাজানো কোন তাঁবুর মতো। আগাগোড়া লাল উর্দি পরা পরিচারকরা সবাই রাশিয়ান। দেওয়ালের দু পাশ ঘেঁষে সারিসারি নিচু চেয়ার টেবিল। টেবিলে কাচের ঢাকনা দেওয়া। মেঝেতে আজারবাইজানের সুন্দর নকশা-করা নরম গালচে পাতা। অর্কেস্ট্রা থেকে ছড়িয়ে পড়ছে রাশিয়ান আর রুমানিয়ান জিপসি সংগীতের মৃদু সুরমূর্ছনা।

ভিড় এড়িয়ে মরোসো নিজে ওদের কোণের দিকের একটা টেবিলে এনে বসালো। তারপর আবার দরজার কাছে ফিরে গেলো।

রাভিক জিজ্ঞেস করলো, 'কি পান করবে বলো?'

'ভদকা। এমন জিপসি সংগীতের সঙ্গে ভদকা ছাড়া আর কিছু জমে না।

'নিশ্চয়ই।' রাভিক ইঙ্গিতে পরিচারককে ডেকে ভদকা আনতে বললো। 'তোমাকে এখন কিন্তু বেশ ভালো দেখাচ্ছে কেটি।'

'এখন আমার আর ক্লান্ত লাগছে না রাভিক।' টেবিলের নিচে পা থেকে জুতো খুলে কেটি চেয়ারে আয়েশ করে নিজেকে ছড়িয়ে দিলো। 'প্যারিসের আবহাওয়া কয়েক ঘণ্টাতেই আমাকে বদলে দিয়েছে। তবু বিশ্বাস করো, মনে হচ্ছে এই সবে আমি যেন বন্দীশিবির থেকে পালিয়ে এসেছি।'

রাভিক মনে মনে চমকে উঠলো। কিন্তু মুখে কিছু বললো না।

পরিচারক এসে ভদকার বোতল আর দুটো পাতলা গেলাস রেখে গেলো। রাভিক গেলাস দুটো ভর্তি করে একটা কেটির দিকে এগিয়ে দিলো। ধীরে ধীরে কয়েকটা চুমুক দিয়ে কেটি গেলাসটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলো, তারপর প্রসারিত চোখে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো।

রাত্তিরে এখানকার সমস্ত পরিবেশটা কেমন যেন স্বপ্নের মতো মনে হয় তাই না রাভিক?'

'হ্যাঁ।' রাভিক তার গেলাসটা আবার ভর্তি করে নিলো।

কোমল আলো টেবিলের কাঁচে প্রতিফলিত হয়ে ঠিকরে পড়েছে কেটির মুখে। কেটি কিছু বললো না, কান পেতে শুনলো অর্কেস্ট্রার সুর। প্রথমে যা ছিলো কেবল একটা সুরমূর্ছনা, এখন বেহালার করুণ সুরে কয়েকটি কলি মৃদু লয়ে অনুরণিত হচ্ছে সারা ঘরে। নাচের মঞ্চ থেকে জিপসিরা এবার হালকা পায়ে ছড়িয়ে পড়ছে অতিথিদের টেবিলে টেবিলে। দৈত্যের মতো বিশাল একজন জিপসি রাভিকদের টেবিলে এসে নিঃশব্দে অভিবাদন জানালো। কাঁধে বেহালা না থাকলে ওকে মনে হতো সায়াহ্নে দিগন্তবিসারী স্তেপের প্রান্তে দাঁড়ানো ক্লান্ত ধূসর কোন মেষপালকের মতো।

কেটির মনে হলো ওদের স্খলিত কণ্ঠের সুর যেন এখনও ঝর ঝর ঝরনার মতো মর্মরিত হচ্ছে তার শিরা-উপশিরায়, দেহের প্রতিটি অণুকণায়। হঠাৎ মনে হলো বুকের মধ্যে থেকে কি যেন একটা গুমরে উঠছে, অথচ সেটা কি—দুঃখ, বেদনা না ভালোবাসা, ও তা স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারলো না। ওর মনে হলো ও যেন প্রচণ্ড

একটা ঘূর্ণি ঝড়ের মধ্যে ঘুরছে, অথচ কেউ তাকে দেখছে না, ডাকছে না… কেউ না! ওর মনে হলো বুকের মধ্যে অসহায় আর্তনাদের মতো কি যেন একটা ককিয়ে উঠছে।

চমক ভাঙতেই কেটি দেখলো জিপসির পোশাকের জরির বুটিগুলো স্বল্প আলোয় ঝিকমিক করছে। রাভিক ওর হাতে খুচরো কিছু পয়সা গুঁজে দিতেই জিপসি অভিবাদন জানিয়ে অন্য টেবিলে চলে গেলো।

কেটি তার হাতের গেলাসটা টেবিলের একপাশে সরিয়ে রাখলো।

'রাভিক ?'

'উঁ !'

'আচ্ছা, তুমি জীবনে কখনও সুখী হয়েছো ?'

'হুঁ। কেন নয় ? জীবনে আমি তো খুব একটা অসুখী নই কেটি।'

'না, আমি ঠিক ওভাবে বলতে চাইনি। মানে, সত্যিকারের সুখী বলতে যা বোঝায়…ভাবনাবিহীন, উচ্ছল …'

রাভিক চকিতে কেটির মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালো। দেখলো চাপা উত্তেজনায় চিকচিক করছে ওর স্বচ্ছ চোখের মণিদুটো। অথচ রাভিক জানে কেটির কাছে সুখের অর্থ একটাই—ভালোবাসা।

'হ্যাঁ কেটি, তাও।'

নিজের কণ্ঠস্বর নিজেরই কাছে কেমন যেন অদ্ভুত মনে হলো। কেটি কিছু বললো না। কেবল তন্ময় উদাস চোখে রাভিকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। রাভিক গেলাসদুটো আবার ভর্তি করলো।

'নাও।'

'অর্কেস্ট্রায় এখন যে মেয়েটা গান গাইছে, তুমি তাকে চেনো ?'

'না। তাছাড়া আমি এখানে খুব কমই আসি কেটি।' রাভিক পেছন ফিরে তাকালো।

'এখন দেখা যাবে না, মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেছে। তবে ও জিপসি নয়।'

অতিথিদের কেউ হবে হয়তো। এখানকার মঞ্চে যে কেউ নাচতে বা গান গাইতে পারে।'

'সত্যি, গলাটা ভারি অদ্ভুত। একদিকে যেমন করুণ আর মিষ্টি, অন্যদিকে তেমনি আবার বলিষ্ঠ আর বিদ্রোহী।'

'ওটা গানের জন্যে।'

কেটি অবাক হয়ে গেলো। 'কেন, গানের কলিগুলো তুমি বুঝতে পারছো না কি ?'

'হ্যাঁ, ওটা পুশকিনের গান। 'ভালোবাসার দীর্ঘ পেলব বাহু। অরূপের অনন্য কণ্ঠস্বর, হে সংগীত, তুমি তার কাছে মাথা নত কোরো না কখনও…'

'বাঃ, তুমি তো বেশ ভালোই রাশিয়ান জানো দেখছি!'

'আদৌ না, কেবল বরিসের কাছ থেকে যতটুকু শিখতে পেরেছি।' রাভিক হাসলো।

'অবশ্য ভালোর চাইতে খারাপ শব্দগুলোই ও আমাকে শিখিয়েছে অনেক বেশি যত্ন করে।'

কেটিও হেসে ফেললো। পরমুহূর্তেই ম্লান হয়ে উঠলো ওর চোখের ভাষা। 'তোমার কথা তুমি কিন্তু আমাকে কিছু বলোনি রাভিক।'

'আমার কথা আমার নিজের ভাবতেও ভালো লাগে না কেটি।'

অথচ জানো, আজকাল অতীতদিনের কথা আমার মাঝে মাঝে প্রায়ই মনে পড়ে। মনে পড়ে যৌবনের সেইসব উজ্জ্বল দিনগুলোর কথা, যা আমি ভীষণ ভাবে হারিয়ে ফেলেছি, যাকে আমি আর কোনদিনও ফিরিয়ে আনতে পারবো না।'

'বিগত কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতা আমাদের যা-ই হোক না কেন, সত্যিকারের হারাবার মতো জীবন আমাদের এত ছোট নয়। অতীতের সবকিছুই আমাদের জীবনকে কোন না কোন দিক থেকে গড়ে তোলে কেটি।'

কেটি কিছু বললো না। উদাস চোখে গেলাসের দিকে তাকিয়ে রইলো।

অর্কেস্ট্রায় এখন উদ্দাম চপল একটা সুর বাজছে। তার সঙ্গে মৃদু লয়ে ভেসে আসছে মেয়েলি একটা কণ্ঠস্বর।

'এটাও কি রাশিয়ান গান?'

'না, ইতালিয়ান। সান্তা লুসিয়া লুন্তানা।'

এবার পাদপ্রদীপের আলো খুব ধীরে ধীরে ঘুরে এলো মঞ্চের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। এখন অর্কেস্ট্রার পাশের চেয়ারে বসা মেয়েটাকে রাভিক চিনতে পারলো। জোয়াঁ মাদু। টেবিলে আলতো শ্লথ হাতদুটো রেখে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে ও গান গাইছে। মগ্ন তন্ময় হয়ে এমনভাবে তাকিয়ে রয়েছে যেন ওর আশপাশে কেউ নেই। কেন্দ্রায়িত আলোর উজ্জ্বলতায় ওকে যেন আরও বিবর্ণ ম্লান মনে হচ্ছে। এই মুহূর্তে ওর চোখের দৃষ্টিকে রাভিক চিনতে পারলো না। তবু ওর স্নিগ্ধ কবোষ্ণ এই নির্জন লাবণ্যকে তার কেমন যেন চেনা চেনা মনে হলো, মনে হলো কোথায় যেন—হ্যাঁ, সেদিন রাত্তিরে তার হোটেলে···কিন্তু সে তো প্রবঞ্চনা, মদিরা মত্ত মানুষের এক নিঃসঙ্গ প্রবঞ্চনা, যা পরমুহূর্তেই নিঃশেষে উধাও হয়ে যায়। তবু উদ্বেলিত রক্তের গভীরে সে যেন এখন ওকে নতুন করে উপলব্ধি করতে পারলো।

'কি ব্যাপার রাভিক?'

রাভিক চমকে ফিরে তাকলো। 'কই, কিছু না তো।'

'স্মৃতি?'

'আমার জীবনে কোথাও কোন স্মৃতি জড়িয়ে নেই কেটি।'

ইচ্ছে সত্ত্বেও কণ্ঠস্বরের ম্লান বিষণ্ণতাকে রাভিক কিছুতেই চেপে রাখতে পারলো না। টানটান ছিলা-পরানো ধনুকের মতো বাঁকানো ভ্রূদুটোকে কোটি আবার সমান্তরাল রেখায় ফিরিয়ে আনলো। 'বিশ্বাস করো রাভিক, মাঝে মাঝে সত্যিই তোমাকে বুঝতে চেষ্টা করি।'

নিজেকে আড়াল করার ভঙ্গিতে রাভিক হাসলো। 'কারুর চাইতে নতুন করে

আমাকে বোঝার কিছুই নেই কেটি। আজকের দিনে দুঃসাহসী উদ্বাস্তু অভিযাত্রীদের ভিড়ে পৃথিবী ভরে উঠছে, আর ওদের এই অভিযান কাহিনী আলেকজান্দার ডুমা বা ভিক্টোর হুগোর চাইতে কোন অংশে কম রোমাঞ্চকর নয়। বরং আজকের দিনে সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকাটাই দুর্লভ।'

হঠাৎ অর্কেস্ট্রায় উত্তাল উদ্দাম নিগ্রো সংগীতের ঝড় উঠলো। সুরটা নাচের। কয়েক জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলো। জোয়াঁ মাদু মঞ্চ ঘুরে নিচে নেমে এলো. তারপর হালকা পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে চললো। হঠাৎ কেন জানি ওর সম্পর্কে মরোসোর সেই অশ্লীল উক্তিটা রাভিকের মনে পড়লো। আর তখনই ওর মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো। টেবিলের পাশ দিয়ে যাবার সময় রাভিকের মনে হলো জোয়াঁ ওদের দেখতে পেয়েছে, অথচ ও কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

কেটি এতক্ষণ স্তব্ধ বিস্ময়ে রাভিককে লক্ষ্য করছিলো। এবার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি মেয়েটাকে চেনো নাকি রাভিক?'

শক্ত মুঠোয় রাভিক গেলাসটা চেপে ধরলো। 'না।'

আট

'তুমি এগুলো লক্ষ্য করে দেখেছো ভেবর?' টেবিল থেকে চোখ না তুলেই রাভিক জিজ্ঞেস করলো। 'এখানে, এখানে আর এখানে ··'

ছুরি দিয়ে কাটা উন্মুক্ত ক্ষতের ওপর ডাক্তার ভেবর ঝুঁকে পড়লেন। 'হুঁ।'

'এই যে ফোলা ফোলা আর দগদগে জায়গাগুলো দেখছো, এগুলো কিন্তু আব নয়।'

'নিশ্চয়ই না।'

'ক্যানসার···স্পষ্টই ক্যানসারের লক্ষণ!' রাভিক সোজা হয়ে দাঁড়ালো। 'সারা বছরে যত অস্ত্রোপচার করেছি এই কেসটাই সবচেয়ে জঘন্য। প্রথমে স্পেকিউলাম পরীক্ষা করে আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। অবশ্য শ্রোণি থেকে মুকুরযন্ত্রে পরীক্ষা করলে কিছু বোঝা সম্ভবও নয়। তবু সামান্য একটা স্ফীতি আমার প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পেটে অস্ত্রোপচার না করলে কর্কটরোগের চিহ্ন এত সহজে কিছুতেই ধরা পড়তো না।'

ভেবর বিহ্বল চোখে রাভিকের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, এবার প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে এখন তুমি কি করতে চাও?'

'এই সব জায়গাগুলো কেটে বাদ দিতে হবে। তার আগে অণুবীক্ষণযন্ত্রে পরীক্ষার ফলাফল আমার জানা দরকার। বোয়াঁসো কি এখনও পরীক্ষাগারে আছে?'

'নিশ্চয়ই।'

ডাক্তার ভেবর চোখের ইঙ্গিতে একজন নার্সকে ডেকে পরীক্ষাগারে ফোন করতে বললেন। নার্স নিঃশব্দ পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

'কেটে বাদ দেওয়া ছাড়া এখন আর কোন উপায় দেখছি না ভেবর। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, কেটি এ সম্পর্কে কিছুই জানে না...' রাভিক ঘড়ি দেখলো। 'অথচ নষ্ট করার মতো একটা মিনিটও সময় হাতে নেই।' সহকারী নার্সটিকে সে জিজ্ঞেস করলো, 'এখন নাড়ির গতি কত?'

'নব্বুই।'

'তাহলে তো স্বাভাবিক।'

'হ্যাঁ ডাক্তার।'

'রক্তের চাপ?'

'একশো কুড়ি।'

'ঠিক আছে।' রাভিক কেটির মুখের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো ভেবরের দিকে। 'কেটির অনুমতি না নিয়ে এভাবে ছুরি চালানোটা কি উচিত হবে?'

'আইনত হয়তো নয়। কিন্তু অস্ত্রোপচারের পর ...'

'গর্ভপাতের জন্য আমি ভাবছি না ভেবর, ভাবছি ওর জরায়ুর জন্যে। এ অস্ত্রোপচার সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। এতে চিরদিনের জন্যে ওকে বন্ধ্যা হয়ে যেতে হবে।'

'কিন্তু উপায় কি? আমার ধারণা পরে তুমি ওকে বুঝিয়ে বললে ও নিশ্চয় অবিশ্বাস করবে না।'

'কি জানি, হয়তো না; তবু আগে জানলে ও একটু ভেবে দেখার সুযোগ পেতো। কিন্তু এখন সত্যিই অন্য কোন উপায় নেই।' রাভিক রবারের দস্তানা দুটো ঠিক করে নিলো। 'উজেনি, ছুরি দাও।'

নিপুণ ছুরির টানে নাভির নিচে থেকে আরও খানিকটা অংশ উন্মুক্ত হয়ে গেলো। ছোট ছোট রক্তবাহী শিরাগুলো সে ক্লিপ দিয়ে আটকে দিলো, বড় শিরাগুলোয় দুটো করে ফাঁস দিয়ে সরিয়ে রাখলো এক পাশে। তারপর অন্য একটা ছুরি চেয়ে নিয়ে ফিকে হলুদ-পেশীর মধ্যে চালিয়ে দিলো। দু আঙুলের চাপে পেশীর উন্মুক্ত গহ্বর থেকে টেনে আনলো আবরক-ঝিল্লীটাকে, তারপর সেটাকেও ক্লিপ দিয়ে আটকে রাখলো।

'রিট্র্যাকটর।'

উজেনি ওটা আগে থেকেই হাতে নিয়ে প্রস্তুত হয়েছিলো। কথাটা সম্পূর্ণ হবার আগেই ও সেটা রাভিকের দিকে বাড়িয়ে দিলো।

'ফরসেপস্।'

বাঁকানো সাঁড়াশির মুখে বেশ খানিকটা তুলো চেপে ধরে রাভিক সন্তর্পণে ক্ষত-স্থানটা পরিষ্কার করে নিলো। রক্তে ভেজা তুলোটা ফেলে দিলো সামনের ট্রেতে। রাভিক যখন সোজা হয়ে দাঁড়ালো, কপালে জমে উঠেছে গুঁড়ি গুঁড়ি ঘাম। 'এদিকের

এই চওড়া অংশের শিরা-বন্ধনীটা দেখো ভেবর, কেমন শক্ত হয়ে দলা পাকিয়ে গেছে। কোসার ফরসেপস্ এখন কোন কাজেই লাগবে না। অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

ডাক্তার ভেবর থমথমে গম্ভীর মুখে রাভিকের নির্দেশিত স্থানে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলেন, তারপর ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'হুঁ।'

'এখান থেকেই পচন শুরু হয়েছে। শিরাগুলো যে কেটে আটকে রাখবো, তার কোন উপায় নেই। ফলে সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে।'

'তাই করো রাভিক।' ডাক্তার ভেবরকে এখন যেন দারুণ অসহায় মনে হলো। আগের নার্সটি দ্রুত পায়ে ফিরে এলো। ভেবর ওকে জিজ্ঞেস করলেন টেলিফোন করেছিলো?'

'হ্যাঁ, ডাক্তার বোয়াঁসো এখন পরীক্ষাগারেই আছেন।'

'ঠিক আছে।' রাভিক ব্রস্ত হাতে অথচ সন্তর্পণে শিরা-বন্ধনী থেকে সামান্য একটু অংশ কেটে নার্সের হাতে দিলেন। 'এটা তুমি এক্ষুনি পাঠিয়ে দাও। বলবে আমরা অপেক্ষা করছি।'

'শোন শোন,' ডাক্তার ভেবর নার্সের সঙ্গে পায়ে পায়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন। 'ওকে বলবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খবরটা ফোনে জানিয়ে দিতে, আমরা আপাতত অস্ত্রোপচার স্থগিত রেখেছি।'

নার্স সম্মতি জানিয়ে ফিরে গেলো।

রাভিক টেবিলের ওপর আবার ঝুঁকে এলো। 'নাড়ির গতি?'

'পঁচানব্বুই।'

'রক্তের চাপ?'

'একশো পনেরো।'

'ঠিক আছে।'

সমুদ্র-ঝড়ে-বিধ্বস্ত নাবিকের মতো ভারি পায়ে ডাক্তার ভেবর টেবিলের সামনে রাভিকের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

তুমি এত ভেবো না ভেবর। আপাতত কেটিকে কিছু জানাবার দরকার নেই! জ্ঞান হবার পর ও শুধু জানবে ওর ভ্রূণটাকেই নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তারপর যা বলবার আমি বলবো।'

'সেই ভালো রাভিক।'

শুভ্র চাদরের ওপর কেটির নিশ্চল দেহটার দিকে সে আর একবার চোখ ফেরালো, উপ্‌ড়-করা সূর্যের মতো সুতীব্র আলোর নিচে ওকে কেমন যেন অচেনা আর সদ্য-তুষারপাতের মতো আরও শুভ্র দেখাচ্ছে। ওর দেহের উন্মুক্ত অঞ্চলটা মনে হচ্ছে যেন কোন নিষিদ্ধ হারেমে বা অচিনপুরীর মতো, যা এর আগে সে আর কখনও দেখেনি। প্রথম দেখার মতো অচেনা লাগছে ওর মুখটা। সিন্দুকের বন্ধ ভারি ডালার মতো পল্লবঘন নিমীলিত দুটো চোখ, ছিপছিপে অথচ চওড়া কাঁধ থেকে জঙ্ঘার সমতট পর্যন্ত ঢালু হয়ে নেমে এসে দেহরেখাটা যেন হঠাৎ শ্রোণির দুই পাশ থেকে দ্রুত ছিটকে

হারিয়ে গেছে। হ্যাঁ, এই-ই কোটি হেগস্ট্রোম! আশ্চর্য রূপসী না হলেও নিঃসন্দেহে সুন্দরী। বছর পঁয়ত্রিশ বয়েস, চাপা বাদামী গায়ের রঙ, একটু উচ্ছৃঙ্খল আর খেয়ালী। দুর্মর বাঁচার ইচ্ছেয় যে এত চঞ্চল উদ্দাম, একদিন অদৃশ্য ঘাতক তারই নিঃশব্দ মৃত্যুকে ডেকে আনতো সবার অলক্ষ্যে। এখন ফুলের বনে খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে পড়া পরীর মতো বিশীর্ণ ম্লান ও শুয়ে রয়েছে শক্ত টেবিলের ওপর। সম্পূর্ণ অবচেতন। উন্মুক্ত ক্ষতস্থান থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে।

'কোন খবর এসেছে?'

'এখনও আসেনি।'

ডাক্তার ভেবর রুক্ষ চিবুকে হাত ঘষলেন। 'হয়তো এখুনি এসে পড়বে।'

'আর বেশি সময় নেই।'

'উর্জেনি, তুমি একবার যাও। শীগগির।'

'স্পন্দন?'

'একশো।'

'রক্তের চাপ?'

'একশো বারো।'

'কতো?'

'একশো বারো।'

'অসম্ভব!'

ঠিক তখনই নিচের তলা থেকে ভেসে এলো দূরভাষের অস্পষ্ট পরিচিত শব্দ। সম্ভবত একবারই বেজেছিলো। ডাক্তার ভেবর দরজার দিকে তাকালেন। রাভিক চঞ্চল হয়ে উঠলো। পরমুহূর্তেই সিঁড়িতে শোনা গেল হালকা মেয়েলি পায়ের শব্দ। উর্জেনি ফিরে এলো।

'ক্যানসার।'

ঠিক দু মিনিট। নিঃশব্দে রাভিকের হাতদুটো কেবল যন্ত্রের মতো নিপুণ তৎপরতায় কাজ করে গেলো। উর্জেনি পাশে দাঁড়িয়ে সমান তালে রাভিকের প্রসারিত হাতে একের পর এক অস্ত্রগুলো জুগিয়ে দিলো। ছন্দিল দুটি হাতের নিপুণ ব্যস্ততা ছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই। সারা ঘর জুড়ে থমথম করছে কবরের মতো একটুকরো নিটোল নিস্তব্ধতা। চামড়ায় ছুঁচ বেঁধানোর শব্দগুলোও যেন কানে এসে বাজে। শেষ ফোঁড়ের সুতোটায় ফাঁস দিয়ে রাভিক ছোট কাঁচি দিয়ে সুতোটা কেটে দিলো।

'ব্যস।'

পরিষ্কার সাদা চাদরে কোটির গলা পর্যন্ত ঢেকে দিয়ে উর্জেনি মাঝখানের বড় আলোটা নিভিয়ে দিলো।

হাত থেকে রবারের দস্তানাদুটো খুলে রাভিক ছুঁড়ে দিলো টেবিলের নিচে। তারপর পাশের ছোট স্নানঘরে এসে কলটা খুলে দিলো। হাতের ওপর থেকে সফেন জলের ধারাগুলো দ্রুত গড়িয়ে গিয়ে এখন টবের নালীর মুখে ঘুরছে। সেদিকে

তাকিয়ে তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো গত পরশু রাতে শেহারাজাদে স্বল্প আলোর উদ্ভাসিত কেটির মুখটা, জিপসি সংগীতের সেই সুর। রাভিক ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো বারোটা। বেলা বারোটা। দপ্তর কলকারখানা থেকে লোকজনেরা পথে বেরিয়ে পড়েছে মধ্যাহ্নভোজের উদ্দেশ্যে। নিচের রাস্তা থেকে অস্পষ্ট ভেসে আসছে অদের মুখর কলতান। তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে রাভিক স্নানঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

'তোমার সিগারেট রাভিক।'

'ধন্যবাদ ভেবর।'

সেদিন রাত্তিরেই রাভিক আবার হাসপাতালে এলো কেটির খবর নিতে। ও তখন ঘুমচ্ছে। সন্ধ্যেবেলায় অল্পক্ষণের জন্যে জ্ঞান ফিরে এসেছিলো। তারপরে আবার নিজে থেকেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

অল্পবয়সী যে নার্সটি কেটির শয্যার পাশে চুপচাপ বই পড়ছিলো, রাভিক তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'ও কি কোন কথা বলেছিলো?'

'না।'

'যন্ত্রণা?'

'না।'

'আমার তো মনে হচ্ছে কাল ভোরের আগে ও আর জাগবে না। তবু যদি কোন কারণে জেগে ওঠে, ঘুম পাড়াবার চেষ্টা কোরো। যদি খুব গা গুলোয় বা যন্ত্রণায় ছটফট করে, ঘুমের ওষুধ দিও। আর কোন অসুবিধে হলে আমাকে কিংবা ডাক্তার ভেবরকে ফোন কোরো, কেমন?'

নার্স নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

রাভিক রাস্তায় নেমে এলো। কয়েক ঘণ্টা আগেও দুর্ভাবনার যে ভারি বোঝাটা তার বুকের ওপর চেপে বসেছিলো, সেটা যেন এখন কোথায় মিলিয়ে গেছে। নিজেকে এখন তার ডানা-মেলা ছোট্ট ঘুঘুর মতো হালকা আর নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে। হঠাৎ তার মনে হলো পথটা আজ অন্যদিনের চাইতে অনেক অনেক বেশি নির্জন আর রাতটা কবোষ্ণ। আশ্চর্য, এমন তারা-ভরা-উজ্জ্বল আকাশের দিকে তাকিয়ে কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না পৃথিবীটা একটু একটু করে জড়িয়ে পড়ছে নতুন এক বিশ্বযুদ্ধের ফাঁদে!

সিগারেট ধরিয়ে রাভিক আনমনে একা একা হেঁটে চললো।

দরজা ঠেলে শেহারাজাদের ভেতরে যখন প্রবেশ করলো, আলো ভীষণ কমে গেছে। জিপসি সংগীতের সুরে উচ্ছল হয়ে উঠেছে ভেতরের স্তব্ধ বাতাস। বৃত্তাকার আলোর ঝলকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে সারা মঞ্চ আর অর্কেস্ট্রার পাশে চিত্রার্পিতের মতো নিশ্চল বসে-থাকা জোয়া মাদুর সারা শরীর।

রাভিক প্রবেশপথের একপাশেই থমকে দাঁড়িয়েছিলো, একজন পরিচারক দ্রুত

এগিয়ে এসে সামনের চেয়ারটা একটু টেনে বসার উপযোগী করে রাখলো। তারপর কানের পাশ থেকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো, 'কি আনবো স্যার, ভদকা ?'

'হ্যাঁ, এক বোতল।'

দেখতে দেখতে অর্কেস্ট্রায় সান্তা লুসিয়া লুন্তানার সুরও বিলীন হয়ে গেলো, শুধু তার শেষ রেশটুকু মনে হলো যেন ভেসে আসছে সুদূর কোন সমুদ্রের ওপার থেকে। মঞ্চের আলো কমে গেলো। জোয়াঁ উঠে পড়লো। অর্কেস্ট্রায় নতুন করে ট্যাংগোর সুর শুরু হলো। অনেকে জোড়ায় জোড়ায় পরস্পরের কোমর জড়িয়ে এগিয়ে গেলো মঞ্চের দিকে। রাভিক তার সামনের চেয়ারটায় এসে বসলো।

পরিচারক ভদকার বোতল আর গেলাস নিয়ে ফিরে এলো। রাভিক ওকে আর একটা গেলাস আনতে বললো। পরিচারক অবাক হয়ে আশপাশের টেবিলের দিকে তাকালো, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলো না। তবু কোন কথা না বলে নিঃশব্দে চলে গেলো।

'কি ব্যাপার, আপনি ?'

না, জোয়াঁ মাদুর দৃষ্টিকে রাভিক ফাঁকি দিতে পারেনি। ও সোজা রাভিকের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

'বসুন।' রাভিক বোতল খুলে গেলাসটা ভর্তি করে জোয়াঁর দিকে এগিয়ে দিলো। 'নিন। অবশ্য ভদকা, জানি না আপনার ভালো লাগবে কি না।'

'কেন নয় ? এর আগেও তো আমরা ভদকা খেয়েছি, বেল অরোর-এ।'

'আপনার মনে আছে তাহলে ?'

জোয়াঁ কিছু বললো না বা হাসলো না, কেবল ওর চোখের মণিদুটো আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তারপর রাভিকের মুখোমুখি চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলো। এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে ভেবেও রাভিক কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলো না কবে ওরা বেল অরোর-এ ভদকা খেয়েছিলো।

পরিচারক গেলাস এনে দিলো। রাভিক সেটা ভর্তি করে নিয়ে ধীরে ধীরে চুমুক দিলো। তারপর জোয়াঁর মুখের দিকে তাকালো। হালকা বাঁকানো ভ্রু, উজ্জ্বল দীর্ঘায়ত দুটো চোখ, সারা মুখ হঠাৎ তার কাছে কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হলো। মনে হলো এই অভিব্যক্তি, না সম্পূর্ণ উদ্ভাসিত না গোপন, ঠিক এমনটি যেন এর আগে সে আর কখনও দেখেনি।

'আপনার কাছে সিগারেট আছে ?'

'আছে, কিন্তু আলজেরিয়ান্স্। আপনার হয়তো খুব কড়া লাগবে।'

'এমন একটা কিছু কড়া নয়। এর আগেও আপনি আমাকে একটা দিয়েছিলেন, পঁ দ্য লালমায়। মনে আছে ?'

'হ্যাঁ।'

কথাটা যেমন সত্যি, আবার সত্যি নয়ও বটে। রাভিক ভাবলো সেদিনের সেই শীতে-কাঁপা অসহায় মেয়েটি আর আজকের দিনের এই জোয়াঁ মাদু, দুজনে যেন এক নয়।

'গত পরশুও আমি এখানে এসেছিলুম।'

'জানি। আপনাকে আমি দেখেছি।'

জোয়াঁ কোটির কথা কিছু জিজ্ঞেস করলো না। দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে নিঃশব্দে ধূমপান করলো। তারপর গেলাসটা তুলে নিয়ে আবার ধীরে ধীরে চুমুক দিলো। ঠিক এই মুহূর্তে মনে হলো শান্ত স্থির একটা তন্ময়তার গভীরে ও যেন ডুবে গেছে। রাভিক কিছু বললো না। একটু নিস্তব্ধতার পর একসময়ে জোয়াঁই হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, সেদিন আমরা কি পান করেছিলুম আপনার মনে আছে?'

'কবে! কোথায় বলুন তো?'

'প্রথম দিন রাত্তিরে।'

রাভিক মুহূর্তের জন্যে চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলো। 'ঠিক মনে করতে পারছি না তো! বোধহয় কনিয়াক।'

'না। অনেকটা কনিয়াকের মতো দেখতে, কিন্তু কনিয়াক নয়। আমি কয়েক বার খোঁজ করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু পাইনি।'

'কেন, আপনার কি খুব ভালো লেগেছিলো?'

'না, ঠিক সেজন্যে নয়। জীবনে ওর চেয়ে উষ্ণ পানীয় আমি আর কখনও খাইনি।'

'আচ্ছা, কোথায় খেয়েছিলুম বলুন তো?'

'আর্কের কাছে ছোট একটা পানশালায়। নামটা ঠিক লক্ষ্য করিনি, তবে কয়েকজন ট্যাক্সিচালক আর রাস্তার মেয়েরা বসেছিলো। আর যে ছেলেটা মদ পরিবেশন করেছিলো, তার হাতে জলপরীর উল্কি আঁকা ছিলো।'

'ওহো, এবার মনে পড়েছে। কালভাদো।'

'তাই হবে।'

রাভিক পরিচারককে ডাকতে যাচ্ছিলো, জোয়াঁ বাধা দিলো।

'এখানে কিন্তু পাবেন না।'

রাভিক মুচকি মুচকি হাসলো। 'এমন সুরুচিসম্পন্ন পানশালায় কালভাদো না পাওয়াটাই স্বাভাবিক। চলুন বরং সেখানেই যাওয়া যাক।'

'চলুন।'

শরাবখানাটা খুঁজে পেতে রাভিকের কোন অসুবিধে হলো না। ভেতরে লোকজনও তেমন নেই। হাতে উল্কি-আঁকা ছেলেটা তাদের দেখে এগিয়ে এলো এবং কোণের দিকের একটা টেবিলে ওদের আহ্বান জানালো।

'না, এ টেবিলটা নয়,' জোয়াঁ ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললো, 'সেদিন আমরা এদিকে বসিনি।'

রাভিক জোয়াঁর ছেলেমানুষি দেখে হেসে ফেললো। 'কেন, এ সম্পর্কে আপনার কোন সংস্কার আছে নাকি?'

'কিছুটা বলতে পারেন।'

'হ্যাঁ, মাদমোয়াজেল, সেদিন আপনারা দরজার পাশের ওই টেবিলটায় বসেছিলেন।' পরিচারক ওদের দরজার সামনে অন্য একটা টেবিলে নিয়ে এলো।

রাভিক অবাক চোখে ছেলেটার দিকে তাকালো। 'তোমার এখনও মনে আছে?'

'নিশ্চয়ই।'

'ওরে বাব্বা! এরকম স্মৃতিশক্তির জন্যে তোমাকে তো প্রধান সেনাপতি করে দেওয়া উচিত দেখছি।'

'সাধারণত আমি কিছুই ভুলি না, মঁসিয়ে।'

'ভেবে অবাক হচ্ছি এত স্মৃতিশক্তি নিয়ে তুমি বাঁচো কেমন করে, তাহলে ধরে নিচ্ছি সেদিন আমরা কি পান করেছিলাম তাও তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে?'

'হ্যাঁ। কালভাদো।'

'ব্রাণ্ড?'

'নরম্যাণ্ডি।'

'বাঃ, এখন আমরা ঠিক ওই জিনিসটাই চাই।'

ছেলেটা চলে যেতে রাভিক জোয়াঁর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললো, 'এখন শুধু কালভাদোর স্বাদটুকু মিলালেই হয়।'

ভর্তি বড় দুটো গেলাস নিয়ে পরিচারক ফিরে এলো। 'সেদিন বড় গেলাসে কালভাদো আনতে বলেছিলেন মঁসিয়ে।'

'না, তোমাকে দেখে আমার সত্যিই হিংসে হচ্ছে।'

পরিচারক বিনীত ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে ফিরে গেলো।

জোয়াঁ তার গ্লাসটা তুলে নিয়ে চুমুক দিলো। রাভিক জিজ্ঞেস করলো, 'কি, কেমন লাগছে?'

'চমৎকার! ঠিক প্রথম দিনের মতোন।'

রাভিকও তার গেলাসটা তুলে নিয়ে নিঃশব্দে পান করলো। একটু পরেই মনে হলো শৃঙ্খল একটা উষ্ণতা যেন ধীরে ধীরে পাকিয়ে উঠে আসছে তার বুকের অতল থেকে। অথচ জোয়াঁর দিকে তাকিয়ে তার কোন প্রতিক্রিয়াই চোখে পড়লো না। শেহারাজাদের মতো একই নির্লিপ্ত উদাসীন ভঙ্গিতে ও সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

জোয়াঁর গ্লাসের দিকে চোখ পড়তে রাভিক অবাক হয়ে গেলো। 'কি ব্যাপার, অতবড় গেলাসটা এর মধ্যে শেষ করে ফেলেছেন! আর এক গেলাস নেবেন নাকি?'

'অবশ্য যদি আপনার সময় থাকে।'

নিশ্চয়ই, সময় না থাকার কি আছে? রাভিক মনে মনে ভাবলো, আর ঠিক তখনই তার মনে হলো পরশু ও নিশ্চয়ই কেটিকে আমার সঙ্গে দেখেছে, এবং আভাসে ইঙ্গিতে ও সেইটেই বুঝিয়ে দিতে চাইছে। কথাটা ভাবতেই রাভিকের হাসি পেলো।

'প্রচুর সময় আছে। কাল সকাল নটায় একটা অস্ত্রোপচার ছাড়া আমার আর কোন কাজ নেই।'

'এত রাত পর্যন্ত জেগে পরের দিন আপনি কি করে অস্ত্রোপচার করেন ?'

'নিতান্তই অভ্যেস। তাছাড়া রোজ তো আর করতে হয় না।'

পরিচারক এসে দুটো গেলাসই ভর্তি করে দিলো, পকেট থেকে লরেন্স গ্রীনের একটা প্যাকেট বার করে রাখলো টেবিলের ওপর।

'কি ব্যাপার ?'

'সেদিন আপনাকে এই সিগারেটই দিয়েছিলুম মসিয়ে।'

'তাই নাকি! কই, আমার তো কিছু মনে পড়ছে না ?'

'হ্যাঁ, ও ঠিকই বলেছে,' মৃদু হেসে জোয়াঁ ওকে সমর্থন করলো। 'আপনি প্রথমে চেস্টারফিল্ড আনতে বলেছিলেন।'

'ওরে বাব্বা, আপনিও তো ওর চেয়ে কম যান না দেখছি।'

'মাদমোয়াজেলের স্মরণশক্তি আপনার চাইতে অনেক বেশি মসিয়ে।'

'হ্যাঁ, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। নতুন সিগারেটের প্যাকেটটা খুলে রাভিক জোয়াঁর দিকে মেলে ধরলো। 'নিন।'

হৈ-হল্লা করতে করতে কয়েকজন ট্যাক্সিচালক এসে ভেতরে প্রবেশ করলো এবং কাছাকাছি একটা টেবিল জাঁকিয়ে বসলো। পরিচারক ফিরে গেলো।

জ্বলন্ত কাঠিটা রাভিক এগিয়ে দিলো। 'আপনি কি এখনও ওই হোটেল দ্য মিলানেই আছেন ?'

'হ্যাঁ। শুধু পাশের বড় ঘরটা নিয়েছি।'

কেউ আর কোন কথা বললো না। দুজনে অনেকক্ষণ ধরে নিঃশব্দে পান করলো।

'চলুন, এবার ওঠা যাক।'

'চলুন।'

রাভিক পরিচারককে ডেকে পয়সা মিটিয়ে দিলো।

বাইরে তখন কুয়াশা পড়ছে। কুয়াশার মধ্যে দিয়েই দুজনে পাশাপাশি হেঁটে চললো। রাস্তার নিঃসঙ্গ বাতিগুলো ঝাপসা চোখে পড়ে।

'চলুন, আপনাকে হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে দিই।'

জোয়াঁ থমকে দাঁড়ালো। 'আচ্ছা, আপনার ওখানে যাওয়া যায় না ?'

'হ্যাঁ, কেন যাওয়া যাবে না ?'

'কতদিন আপনার জন্যে অপেক্ষা করেছি, আপনি জানেন ?'

'কান্নার মতো ওর আর্ত কণ্ঠস্বরে রাভিক চমকে উঠলো। কুয়াশাঘন বাতির স্বল্প আলোয় দেখলো ওর দীঘল চোখের পাতাদুটো চিক চিক করছে। আর্দ্র হয়ে উঠেছে নসৃণ চিবুক, ওর বাদামী চুলের গুচ্ছ। 'না। আজই আপনাকে আমি প্রথম দেখলাম। এবং আগে যাকে চিনতাম সে যেন আপনি নন।'

'ঠিক, তাই। আমিও আমার অতীতের সবকিছু নিঃশেষে ভুলে যেতে যাই, জোঁয়া, তুমি বিশ্বাস করো।'

রাভিক অনুভব করলো ওর নিশ্বাসের মৃদুস্পন্দন। অদৃশ্য একটা কোমলতা যেন ঢেউ ভেঙে ছড়িয়ে পড়লো তার চারদিকে। এমন অদ্ভুত নির্জন রাতে কি আশ্চর্য জীবন! সহসা সেই স্পন্দন অনুভব করলো তার উষ্ণ রক্তস্রোতে, যা ক্রমে ক্রমে উত্তাল উদ্দাম হয়ে উঠছে ফেনিল উন্মত্ততায়, যার অস্তিত্ব সম্পর্কে কয়েক ঘণ্টা আগেও সে কিছু জানতো না, যা ছিলো ঊষর বন্ধ্যাভূমি, যা এখন কলকল পাহাড়ি ঝরনার মতো ধাবিত হয়ে এসে মিশেছে তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের কলোচ্ছ্বাসে। আর সেই দারুণ সমুদ্রের ঝড়ের মুখে স্খলিত বালির স্তব্ধ সৈকতে দাঁড়িয়ে কেঁপে উঠছে দু'জনেই।

'জোয়াঁ!'

'রাভিক!'

'তোমার কি হয়েছে জোয়াঁ?'

'আমাকে তুমি শক্ত করে ধরো রাভিক, আমি আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না।'

রাভিক চকিতে চমকে জোয়াঁর মুখের দিকে তাকালো, তারপর শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো ওর কাঁধদুটো। আর ও-ও বন্দরে নোঙরে-বাঁধা নৌকার মতো নিবিড় হয়ে এলো তার বুকের কাছে, ধীরে ধীরে মাথাটা হেলিয়ে দিলো। নিঃশব্দে মুদে এলো ক্লান্ত চোখের পাতাদুটো। 'আঃ!'

মাথাটা একপাশে হেলিয়ে রাভিক চিবুক রাখলো ওর বাদামী চুলের নরম গুচ্ছে। আঃ, কি কোমল আর স্নিগ্ধ!

তীব্র আলোয় কুয়াশা ছিঁড়ে ছুটে বেরিয়ে গেলো একটা ট্যাক্সি।

'ট্যাক্সি?'

ট্যাক্সিটা থামলো না।

রাভিক ম্লান ঠোঁটে হাসলো। 'ইশ্, দেখো জোয়াঁ, লোকটা কি বোকা। আমাদের দিকে একবার ফিরেও তাকালো না, আমরা যে কত বদলে গেছি একবার লক্ষ্যও করলো না।'

মুখ তুলে জোয়াঁ সমুদ্র-ঝিনুকের মতো তার বড় বড় চোখের পাতাদুটো রাভিকের দিকে মেলে দিলো। 'বোকা নয় রাভিক। আমাদের পৃথিবীকে ও আমাদেরই হাতে ছেড়ে দিয়ে গেলো।'

'মানে?'

জোয়াঁ হাসলো। 'ও জানে এখন আমরা ওর ট্যাক্সিতে চড়বো না।'

রাভিকের মনে হলো মাথার ভেতরটা যেন ঝিমঝিম করছে, জাগতিক ব্যাপারগুলো সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে না। 'তাহলে?'

'এইটুকু পথ আমরা দুজনে একসঙ্গে হেঁটে যাবো রাভিক।'

জোয়াঁর মুখে 'আমরা দুজনে' শব্দটা তার কাছে কেমন যেন রহস্যময় আর আশ্চর্য মিষ্টি মনে হলো। তবু মনে মনে অবাক না হয়ে পারলো না। 'কিন্তু এই বৃষ্টির মধ্যে।'

'বৃষ্টি নয়, এটা কুয়াশা। এই কুয়াশার মধ্যে তোমার সঙ্গে তোমার পাশাপাশি হেঁটে যেতে আমার ভীষণ ভালো লাগবে রাভিক।'

'চলো।'

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মতো ঘন কুয়াশার মধ্য দিয়ে দুজনে পরস্পরের কোমর জড়িয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো। পেছনে পড়ে রইলো দৈত্যের মতো বিশাল, ধূসর, নিঃসঙ্গ আর্ক দ্য ত্রয়ম্ফ—অজানা মৃত সৈনিকদের জন্যে গড়ে তোলা সেই বিজয়-তোরণ।

নয়

রাভিক তার হোটেলে ফিরে এলো। ভোরে যখন বেরিয়ে গিয়েছিলো জোয়াঁ তখনও অঘোরে ঘুমচ্ছিলো। ভেবেছিলো ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসবে, কিন্তু ফিরতে বেলা হয়ে গেলো।

সিঁড়িতে পেছন থেকে কে যেন ভারি গলায় হেঁকে উঠলো, 'এই যে ডাক্তার, কেমন আছেন?'

রাভিক ঘুরে তাকালো। শুকনো মুখ, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কুচকুচে কালো এলো-মেলো ঝাঁকড়া চুল। রাভিক ওকে চিনতে পারলো না।

'আমি আলভারেজ। জেইম আলভারেজ। চিনতে পারছেন না তো?'

রাভিক ভ্রূ কুঁচকে মাথা নাড়লো।

লোকটা ঝুঁকে, হাঁটু অব্দি তার পাজামা একটু তুলে দেখালো। জঙ্ঘাস্থি থেকে গোড়ালি পর্যন্ত দীর্ঘ একটা কাটা দাগ, সরল রেখার মতো সেলাই-করা জায়গাটা ফুলে দড়া পাকিয়ে রয়েছে। 'এবার চিনতে পারছেন?'

'এটা কি আমি অস্ত্রোপচার করেছিলুম?'

'হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, সীমান্তে এরানজুয়েজের কাছে অস্থায়ী একটা তাঁবুতে। বাতাবিলেবুর ঝোপের আড়ালে রান্নাঘরের টেবিল পেতে…'

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে।'

আহত শিশু পুরুষ নারীরা পড়েছিলো জ্যোৎস্নালোকিত খোলা প্রান্তরে। বোমায় বিধ্বস্ত হয়ে গেছে শিশুরা—কারুর মাথা নেই, হাত নেই, পা নেই। পূর্ণগর্ভা এক কৃষাণী দাঁতে দাঁত চেপে গোঙাচ্ছে, যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেছে ওর ঠোঁটদুটো। মৃত মায়ের থমকানো স্তনে মুখ রেখে ককিয়ে উঠছে নবজাতক। একটা হাত উড়ে যাওয়া এক বৃদ্ধ অন্য একজনের বিচ্ছিন্ন একটা হাত এনে আমার অস্ত্রোপচারের টেবিলের সামনে ধর্ণা দিয়ে পড়ে রয়েছে, সময় হলে আমি যেন ওর হাতটা সেলাই করে দিই।

ভোরের দিকে তখন টুপটাপ টুপটাপ শিশির ঝরে পড়ছিলো আর বাতাবি ফুলের গন্ধে মাতাল হয়ে উঠেছিলো ভারি বাতাস।

রাভিক জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার পা এখন ঠিক হয়ে গেছে?'

'অনেকটা। কেবল সম্পূর্ণ বাঁকাতে পারি না।' আলভারেজ কেমন যেন উপেক্ষার ভঙ্গিতে হাসলো। 'অবশ্য গোরে যাওয়ার চাইতে এ অনেক ভালো। গঞ্জালেজ তো মারা গেছে।'

গঞ্জালেজের মুখটা রাভিকের স্পষ্ট স্মরণে এলো না, তবু তার সহকারী তরুণ ছাত্রীটিকে আবছা মনে পড়লো। 'আচ্ছা, মানোলোর কোন খবর জানেন?'

'কারাগারে ওকে গুলি করে মারা হয়েছে।'

'আর সেরনা, আমাদের পদাতিক বাহিনীর সেনাপতি?'

'মাদ্রিদে মারা গেছেন। আলভারেজ যান্ত্রিক ভঙ্গিতে ঠোঁটদুটো বেঁকিয়ে তুললো, সারা চোখে মুখে ফুটে উঠলো নির্মম একটা রুক্ষ অভিব্যক্তি। 'মুরা আর লা পেনা সীমান্তে ধরা পড়েছিলো। ওদেরও কারাগারে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।'

মুরা আর লা পেনাকে রাভিক এখন চিনতে পারলো না। সীমান্তে সৈন্য-বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ার মাস ছয়েক আগেই ওকে স্পেন থেকে সরিয়ে আনা হয়েছিলো।

'কার্নেরো, ওতা আর গোল্ডস্টেন এখন ফ্রান্সের বন্দীশিবিরে রয়েছে। শুধু বাওটঝেনস্কিই কোনরকমে পালিয়ে আত্মগোপন করতে পেরেছে।'

রাভিক কেবল গোল্ডস্টেনের মুখটা মনে করতে পারলো। অথচ একদিন কত সহস্র মুখের সঙ্গেই না তার চেনা জানা, পরিচয় ছিলো, আজ যা ধূসর ছায়াছবির মতো নিঃশব্দে মিলিয়ে গেছে। 'আপনি কি এখন এই হোটেলেই উঠেছেন?'

'হ্যাঁ। আমরা অনেকেই আবার আমাদের পুরনো ডেরায় ফিরে এসেছি।'

রাভিকের ঠোঁটে ফুটে উঠলো অস্পষ্ট ম্লান একটা হাসির রেখা। 'ভালোই হলো। মাঝে মধ্যে তবু দেখা হবে।'

রাভিক তার ঘরে ফিরে এসে দেখলো কেউ নেই। ঘরদোর সোফা টেবিল নিপুণ হাতে সুন্দর করে সাজানো, বিছানাটা পরিষ্কার করে পাতা রয়েছে। জোয়া চলে গেছে। ঘরের চারদিকে সে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো—না, কোথাও কিছু ও ফেলে যায়নি।

ঘণ্টা বাজিয়ে রাভিক পরিচারিকাকে ডাকলো।

ঘরে পা দিয়ে কোন কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ইভ বললো, 'ভদ্রমহিলা চলে গেছেন মঁসিয়ে।'

'সে তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এখানে কেউ ছিলো তুমি জানলে কি করে?'

'আমি জানি মঁসিয়ে।'

কথাটা ইভ এমনভাবে বললো, যেন ওর কন্ঠস্বরে ফুটে উঠলো প্রচ্ছন্ন একটা আত্মাভিমান।

'উনি কি প্রাতরাশ করেছিলেন ?'

'না। আমি ওকে চোখেও দেখিনি। নইলে ঠিক নিয়ে আসতুম।'

রাভিক ভ্রূ কুঁচকে ইভের দিকে তাকালো। তারপর পকেট থেকে খুচরো কয়েক ফ্রাঁ বার করে ইভের হাতে গুঁজে দিলো। 'ঠিক আছে, পরের বারে যেন এই ধরনের ভুল না হয়। যাও, আমার জন্যে কিছু খাবার আর কফি নিয়ে এসো। আর শোনো, এবার থেকে আমি না বলা পর্যন্ত আর কখনও বিছানা করবে না।'

'আমি করিনি মঁসিয়ে। হয়তো উনি···'

'আমি জানি,' রাভিক ছোট্ট একটা ধমক দিলো। 'আজ দু-একদিনের কথা তোমাকে বলছি না।'

ইভ ঠোঁট চেপে হাসলো। 'ধন্যবাদ মঁসিয়ে রাভিক।'

ইভ চলে যাবার পরেও রাভিক খানিকক্ষণ দরজার দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে রইলো, তারপর গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। ইভের কৌতূহল বুঝতে তার কোন অসুবিধে হয়নি। অন্য সময় হলে সে হেসেই উড়িয়ে দিতো, এখন আর পারলো না। নিঃশব্দে জানলাটা খুলে দিলো। ওপারের ছাদ ডিঙিয়ে চোখে পড়লো দুপুরের একচিলতে মেঘলা আকাশ। সামনের আলসেতে দুটো চড়ুই গলা ফুলিয়ে ঝগড়া করছে।

জানলাটা আবাব সে নিঃশব্দে বন্ধ করে দিলো। ক্লান্তিতে যেন সর্বাঙ্গ ভেঙে আসছে। সকালে আঁদ্রে দুরাঁর পিত্তকোষে অস্ত্রোপচারের পর কেটি হেগস্ট্রোয়েমকে আবার দেখতে গিয়েছিলো। প্রবল জ্বরে ঘুমের মধ্যে ও ছটফট করছিলো। ঘণ্টা-খানেক ওখানেই কাটলো। যদিও ভয়ের তেমন কোন কারণ নেই তবু জ্বরটা না হলেই ভালো হতো।

হঠাৎ রাভিকের বুকের ভেতরটা কেমন যেন আশ্চর্য ফাঁকা আর নিঃসঙ্গ মনে হলো। পরিষ্কার পাতা নিভাঁজ বিছনাটাও এখন আর কোন অর্থ বহন করতে পারছে না। নেকড়ের তীক্ষ্ম নখে ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত হরিণীর মতো তার দিনের শুরুটাকে আজ কে যেন নির্মম হাতে ছিঁড়েখুঁড়ে শেষ করে দিয়েছে। রাত্রির অরণ্য আবার ভরে উঠেছে অদ্ভুত এক রিক্ত আঁধারে···

ঘরে দাঁড়াতেই চোখে পড়লো টেবিলে রাখা লুসিয়েঁ মাতিঁনের ঠিকানাটার ওপর। গত পরশু ও ছাড়া পেয়েছে। ছাড়া ঠিক পায়নি, প্রায় জোর করেই চলে গেছে। যদিও কোন দরকার ছিলো না, তবু রাভিক ভাবলো ওর ওখান থেকেই একবার ঘুরে আসবে। বিশেষ করে এখন যখন আর কিছু করার নেই।

বাড়িটা র‍্যু ক্লাভেলে। নিচের তলায় একটা মাংসের দোকান। লুসিয়েঁরা থাকে ওপর তলায় ছোট্ট একটা ঘর নিয়ে। ঘরে ও একা নয়, আর একজন কে যেন চেয়ারে

আধ-শোয়া অবস্থাতেই দু পাশে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে রয়েছে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়েস, মাথায় খেলোয়াড়দের মতো ছোট টুপি, গলায় লাল রুমাল বাঁধা, দু ঠোঁটের মাঝে জ্বলছে হাতে-পাকানো সরু একটা সিগারেট। রাভিককে ভেতরে ঢুকতে দেখে ও কেবল আড় চোখে একবার তাকালো।

'ওমা, ডাক্তারবাবু…'

বিছানার সঙ্গে প্রায় মিশে লুসিয়েঁ চুপচাপ শুয়ে ছিলো, রাভিককে দেখে ও যেন চমকে উঠলো। বিশীর্ণ ম্লান চিবুকে কেঁপে গেলো মৃদু রক্তিমাভা। 'ইশ্, আপনি এত শীগগির আসবেন, সত্যি আমি ভাবতেই পারিনি! আসুন, আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই,' লুসিয়েঁ তরুণের দিকে তাকিয়ে বললো, 'এ হচ্ছে…'

'কেউ একজন,' রূঢ় স্বরে তরুণ ওকে বাধা দিলো। 'এমন একটা কেউকেটা নই যে নাক উঁচু করে তাকে জাহির করতে হবে। আর আপনি যে ডাক্তার সেটা লুসির কথাতেই বুঝতে পারছি।'

'এখন কেমন আছো লুসি ?' রাভিক তরুণের দিকে ফিরেও তাকালো না। 'বাঃ, এই তো বেশ লক্ষ্মী মেয়ের মতো বিছনায় শুয়ে রয়েছো দেখছি।'

'অনেক আগেই ও বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতো।' তরুণের গলার স্বর আগের চেয়ে আরও রুক্ষ হয়ে উঠলো। 'তাছাড়া কাজ না করে নবাবজাদীর মতো বিছানায় শুয়ে থাকলে আমাদের চলে না, বুঝলেন ?'

রাভিক চকিতে তরুণের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। প্রচন্ড ক্রোধে দপদপ করে উঠলো কপালের শিরাগুলো। তবু সে নিজেকে কোন রকমে সামলে নিলো। 'বুঝলুম, এবার ওকে একটু একা থাকতে দিন।'

তরুণ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো। 'কি বললেন ?'

'বেরিয়ে যান! সোজা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান! আমি ওকে এখন পরীক্ষা করবো।'

তরুণ ঘর কাঁপিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। 'আপনি স্বচ্ছন্দে আমার সামনেই ওকে পরীক্ষা করতে পারেন। তাছাড়া, ও ভালো হয়ে গেছে। এখন আর পরীক্ষা করার কোন দরকার নেই, আলাদা করে কোন টাকাও আমরা দিতে পারবো না…'

'ঠিক আছে, সেসব আমি বুঝবো। দয়া করে আপনি এখন একটু বাইরে যান।'

'কোন প্রয়োজন নেই।'

'ছিঃ, বোবো,' লুসিয়েঁ বালিশের ওপর থেকে মাথা তোলার চেষ্টা করলো। 'অমন করে না। আমি বলছি এক্ষুনি হয়ে যাবে।'

বোবো কঠিন চোখে একবার লুসিয়েঁর মুখের দিকে তাকালো, তারপর কোন কথা না বলে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোরেই দরজাটা ও পেছন থেকে দড়াম করে বন্ধ করে দিলো।

'তাহলে পরীক্ষার কাজটা এবার চটপট সেরে ফেলা যাক, কি বলো ?'

রাভিক লুসিয়েঁর ওপর ঝুঁকে এলো। 'যাই বলো, তোমার এভাবে চলে আসাতে আমি খুশী হতে পারিনি লুসি।'

বিশীর্ণ ম্লান ঠোঁটে লুসিয়েঁ হাসলো। 'এছাড়া আমার অন্য কোন উপায় ছিলো না ডাক্তারবাবু।'

রাভিক ততক্ষণে চাদর সরিয়ে ওর পায়জামার ফাঁসটা আলগা করে দিয়েছে। 'বিশ্রামের দিনকটাতে রাত্রিবাস পরে থাকলেই পারতে। পায়জামা খোলা-পরার বাড়তি পরিশ্রমটা না করাই ভালো।'

'গত দুদিন রাত্রিবাসই পরেছিলুম ডাক্তারবাবু। কিন্তু আজ বোবোর ভয়ে পরতে হলো। ভোর থেকে ও বড্ড জ্বালাতন শুরু করেছে। ওর ধারণা আমি নাকি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি।'

সর্বনাশ! এখন যেন ভুলেও ওসব কিছু কোরো না। অন্তত মাসখানেক তো নয়ই। শুধু চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকবে আর নিজের শরীরের ওপর যতটা সম্ভব যত্ন নেবে। ভারি কিছু তোলা বা সিঁড়ি ভেঙে ওঠা নামা এখন একদম করবে না।'

লুসিয়েঁ নিঃশব্দ চোখে হাসলো।

রাভিক ওর চোখের পাতা দুটো টেনে পরীক্ষা করে দেখলো। রক্তহীন ফ্যাকাসে মুখ, কেবল জ্বলজ্বল করছে ওর চোখের মণিদুটো।

'বোবো ছাড়া তোমাকে আর দেখাশোনা করার কেউ নেই?'

'দেখাশোনা বলতে বাড়িওয়ালি এসে মাঝে-মধ্যে খোঁজ খবর নেন।'

'এছাড়া আর কেউ?'

'না আগে মেরী ছিলো, এখন সেও আর নেই।'

রাভিক ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো। আসবাবপত্রের বাহুল্য নেই বটে, সারা ঘর কিন্তু ঝকঝক তকতক করছে। আলনা, জিনিসপত্তর সব নিপুণ হাতে পরিষ্কার করে গুছোনো। জানলার সামনে ফুলদানিতে রাখা একগুচ্ছ জিরেনিয়াম।

'এগুলো কোত্থেকে পেলে লুসি?'

'আজ সকালে বোবো নিয়ে এসেছে।'

'বোবো!'

'হ্যাঁ ডাক্তারবাবু,' শরতের একফালি স্নিগ্ধ রোদের মতো পাতলা ঠোঁটে লুসিয়েঁ ছোট্ট করে হাসলো। 'ও ছাড়া আমার আর কেউ নেই।'

'ওকে তুমি সহ্য করো কি করে?'

'স্বভাবটা একটু বুনো বটে, তবু…ও কিন্তু খুব একটা খারাপ নয় ডাক্তারবাবু।'

তাহলে একেই কি বলে ভালোবাসা! রাভিক নির্নিমেষ চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবলো। এ তো শুধু ধূসর মেঘলা নীল আকাশে স্বপ্নের রামধনু-বর্ণালীই নয়, এ যেন মহীরুহের বিশাল স্তব্ধ ছায়া, যার শিকড় রয়েছে মাটির গহন গভীরে। সামান্যতম এই অনুভূতিটুকু দমকা বাতাসের মতো তার মনের সমস্ত পাতা-গুলোকে ঝরিয়ে শীতের নগ্ন শাখার মতো তাকে যেন নিঃস্ব রিক্ত করে দিয়ে চলে গেলো আর তখনই তার বুকের মধ্যে নিঃশব্দে ককিয়ে উঠলো সেই আশ্চর্য নিঃসঙ্গতা।

রাভিক চাদর দিয়ে লুসিয়েঁর বুক পর্যন্ত ঢেকে দিলো।

'তুমি শুধু একটু শরীরের যত্ন নিও লুসি, দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে।

'বাকি টাকাটা আমি সপ্তা দুয়েকের মধ্যেই হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবো ডাক্তারবাবু।'

'ঠিক আছে ঠিক আছে, ও জন্যে তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না।'

বিছানার প্রান্ত থেকে রাভিক টুপিটা তুলে নিলো। 'আজ তাহলে আমি চলি লুসি। যদি সম্ভব হয় আবার কয়েকদিন পরে এসে দেখে যাবো।'

লুসিয়েঁ কিছু বললো না, কেবল কৃতজ্ঞতা-মেলা গভীর চোখে ছোট্ট করে একটু হাসলো।

রাভিক বাইরে বেরিয়ে এলো। ভেবেছিলো বারান্দায় বোবোকে দেখতে পাবে, কিন্তু ধারে কাছে ওকে কোথাও দেখতে পেলো না।

জোয়াঁ মাদু শেহারাজাদের বাইরে রাভিকের জন্যে অপেক্ষা করছিলো। ট্যাক্সি থামতেই দরজাটা ও একটানে খুলে ফেললো। 'চলো রাভিক, আমরা অন্য কোথাও যাই।'

রাভিক অবাক হয়ে গেলো। 'কেন, এখানে কি কিছু হয়েছে নাকি?'

'না, না, সেজন্যে নয়। এখানে আমার এতক্ষণ কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিলো। চলো রাভিক বরং তোমার হোটেলেই যাই।'

'চলো। দাঁড়াও, এক মিনিট ··' রাভিক নিচে এলো। তারপর নৈশ-ক্লাবের সামনে ফুল বিক্রি করা মেয়েটার দিকে এগিয়ে গেলো।

'তোমার এই সব গোলাপগুলো আমি কিনে নিতে চাই জোনি। কত লাগবে বলো?'

'ষাট ফ্রাঁ ডাক্তার। শুধু আপনার জন্যে।'

রাভিক হাসলো। 'শুধু আমার জন্যে কেন?'

'আপনি আমাকে শ্লেষ্মার ওষুধ দিয়েছিলেন।'

'তাই নাকি! ও হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। তা কেমন আছো এখন?'

'ভালো নয় ডাক্তার,' কথা বলতে বলতেই জোনি একরাশ রক্তগোলাপ কাগজে জড়িয়ে সুতো দিয়ে বেঁধে ফেললো। 'আর ভালো থাকবোই বা কি করে, এত রাত পর্যন্ত বৃষ্টিতে ভিজলে কি কারুর শরীর ভালো থাকে? সে আপনি যত ভালো ওষুধই দিন না কেন ··'

'তুমি খুব লক্ষ্মী মেয়ে জোনি।' ওর হাত থেকে গোলাপের তোড়াটা নিয়ে রাভিক একটা একশো ফ্রাঁর নোট ওর বুক পকেটে গুঁজে দিলো। 'আর সেই জন্যেই আমি চাই না, এমন বৃষ্টি-বাদলার দিনে খোলা হাওয়ায় তোমার শরীর আরও খারাপ হোক। চলি জোনি।' রাভিক আবার ট্যাক্সিতে ফিরে এলো। 'চলো।'

বড় একটা মোচড় নিয়ে ট্যাক্সি সোজা এসে পড়লো বড় রাস্তায়, তারপর মুহূর্তমাত্র ধরে তীরবেগে ছুটতে শুরু করলো।

'আমরা কি অন্য কোথাও গিয়ে একটু পান করবো?'

'না রাভিক। বরং চলো, সোজা তোমার ওখানেই যাই।'

'সকালে ঘুম ভেঙে আমাকে দেখতে না পাওয়ার জন্যে আমি ক্ষমা চাইছি জোয়াঁ।'

'না রাভিক, না, ও ভাবে বোলো না। আজ আমি সারাদিন কি করেছি জানো?' জোয়াঁ খুশীতে চলকে ওঠা চোখে রাভিকের দিকে তাকালো। 'আজ সারাটা দিন শুধু তোমার কথা ভেবেছি, ভেবেছি, আর ভেবেছি।'

'জোয়াঁ।'

'বিশ্বাস করো রাভিক, সবুজ কুঁড়ির মতো কি যেন একটা আমার বুকের ভেতর থেকে কেবলই পল্লবিত হয়ে উঠছিলো, আর আমি বারবার ঘুরে ফিরে তারই কাছে এসে নিজেকে সঁপে দিচ্ছিলাম।'

আর আমি সারাটা দিন একক নি:সঙ্গতায় কেবল পাগলের মতো ঘুরে ঘুরেই কাটালাম, রাভিক ভাবলো। কবন্ধ-অতীত স্মৃতির মধ্যে আমি যখন একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, তখন আমার আশেপাশে আর কেউ ছিলো না। তুমি না, তোমার ছায়া না, কেউ না। তারপর বেলা শেষের সূর্য উঠতেই পৃথিবীর বুক জুড়ে যখন নেমে এলো এক অদ্ভুত আঁধার, তখন তোমার কথা আমার মনে পড়লো জোয়াঁ। মনে হলো বিরহী যক্ষের মতো আমি যেন কত নিঃস্ব রিক্ত।

'জোয়াঁ!' রাভিক ওর একটা হাত তুলে নিলো নিজের মুঠোর মধ্যে। আর তখনই মনে হলো সারাদিনের নগ্ন ম্লানিমা ছাপিয়ে একটা কবোষ্ণ উত্তাপ যেন ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে তার রক্তস্রোতে। 'আমাকে একবার হাসপাতালে যেতে হবে·· শুধু কয়েক মিনিটের জন্যে।'

'এত রাত্তিরে!' জোয়াঁ অবাক চোখে তাকালো। 'কেন, কোন অপারেশন আছে নাকি?'

'না, অপারেশন হয়ে গেছে। অনেক আগেই আমার দেখতে যাওয়া উচিত ছিলো। আমি একদম ভুলে গিয়েছিলুম।'

'তুমি কি এখনই ওখানে যেতে চাও?'

'হ্যাঁ জোয়াঁ। আমি চাই না দূরভাষের উৎকট আওয়াজে মাঝরাতে কেউ আমাদের বিরক্ত করুক। তুমি বরং ট্যাক্সিতে আমার জন্যে একটু অপেক্ষা করো, আমি এক্খুনি ফিরে আসছি।'

'না রাভিক, লক্ষ্মীটি, আমরা আগে হোটেলে ফিরে যাই। আমাকে পৌঁছে দিয়েই তুমি আবার চলে আসবে। তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করবো।'

'বেশ, চলো।' ট্যাক্সিচালককে হোটেল আন্তর্জাতিকের পথের নিশানা দিয়ে রাভিক আসনের পেছনে মাথা হেলিয়ে চোখ বন্ধ করে রইলো। জোয়াঁর হাতটা তখনও ওর মুঠোর মধ্যে, কেবল আগের চেয়ে আরও ভারি হয়ে পড়ে রয়েছে তার কোলের কাছে। হঠাৎ রাভিকের মনে হলো, তারও যেন অনেক কিছু বলার রয়েছে।

ট্যাক্সি হোটেলের দোরগোড়ায় এসে থামতে জোয়াঁ হাতটা ছাড়িয়ে নিলো। 'চাবিটা দাও, আমি একাই যেতে পারবো।'

রাভিক হাসলো। 'অন্ধকার ঘরে একা ঢুকতে তোমার ভয় করবে না?'

'একটুও না।'

'দাঁড়াও, আমি যাচ্ছি।' রক্তগোলাপের তোড়াটা জোয়াঁর হাতে দিয়ে রাভিক দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো। 'একটু দাঁড়ান ভাই, আমি এক্ষুনি আবার ফিরে আসছি।'

চালক মুচকি হেসে চোখ টিপলো। 'দেরি হলেও কোন ক্ষতি নেই।'

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে জোয়াঁ বললো, 'চাবিটা আমাকে দাও।'

'আমি তো রয়েছি।'

'না, চাবিটা আমাকে দাও। আজ আমি নিজে তোমার ঘরের দরজা খুলবো।

চাবি ঘুরিয়ে জোয়াঁ দরজার কপাট ঠেললো। ওপারের খোলা জানলা দিয়ে একফালি জ্যোৎস্না এসে পড়েছে অন্ধকার ঘরে। তারই কারুকার্য করা নকশার দিকে তাকিয়ে জোয়াঁ যেন সমুদ্র-ফেনার মতো চলকে উঠলো, 'ইশ্, কি সুন্দর দেখো!'

'কোনটা সুন্দর জোয়াঁ? জ্যোৎস্না, না এই ঘরটা?'

'সব সব! এখন আমার সবকিছুই কেমন যেন আশ্চর্য সুন্দর মনে হচ্ছে।'

রাভিক হাসলো। 'কিন্তু ঘরটা এখন অন্ধকার।'

'হোক। আমি নিজের হাতে আলো জ্বালবো। তুমি এখন যাও। আর ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করবো, এমন কি কাল সন্ধ্যে পর্যন্ত হলেও আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো রাভিক।'

'না না, তুমি দেখো, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসবো।'

মন্থর পায়ে সিঁড়ি ভেঙে নামতে নামতে রাভিক পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো, অন্ধকার দরজায় ফ্রেমে বাঁধানো নিশ্চল প্রতিমার মতো জোয়াঁ দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাতে রক্তগোলাপের গুচ্ছ, কাঁধের পেছনে অস্পষ্ট জ্যোৎস্না-উদ্ভাসিত ছায়া। রাভিক আর দাঁড়ালো না। তরতর করে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে এলো। অন্ধকারে অনুভব করলো জোয়াঁর কালো চোখের স্থির মণি দুটো তখনও তার পেছনে অপলক তাকিয়ে রয়েছে।

'জ্বর এখন নেই ডাক্তার।'

'কেটি কি এর মধ্যে জেগেছিলো?'

'হ্যাঁ, রাত প্রায় এগারোটার সময় উনি একবার জেগেছিলেন। আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।'

'তাই নাকি? আর কি বললো?'

'উনি প্যাডের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।' রাভিক লক্ষ্য করলো ঘরের স্বপ্নসবুজ আলোতেও ঈষৎ রক্তিম হয়ে উঠেছে তরুণী নার্সের মসৃণ চিবুক।

'তুমি কি বললে?'

'আমি অপারেসনের কথা বললাম, বললাম কাল উনি আপনাকে সব বুঝিয়ে বলবেন।'

'ও তখন কি বললো?'

'উনি বললেন আপনি যখন রয়েছেন তখন আর কিছু ভাবনা নেই। আর আমাকে বলেছেন, আপনি যদি রাত্তিরে আসেন ওঁর হয়ে আমি যেন আপনাকে অভিনন্দন জানাই।'

'ধন্যবাদ। ভোরে ঘুম ভাঙলে ওকেও আমার শুভেচ্ছা জানিও।' রাভিক এতক্ষণ কোটের ওপর ঝুঁকে ওর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলো। শ্রান্ত গভীর ঘুমের মধ্যে ওর মুখটা মনে হচ্ছিলো যেন নিষ্পাপ কোন দেবদূতের মতো। মৃদু ভেসে আসছিলো ওর চুলের হালকা মেয়েলি গন্ধ। এবার সে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, নার্সটির দুষ্টু-দুষ্টু চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, 'তোমার বয়েস কত?'

মেয়েটির খরগোশের মতো ভীরু চোখে ফুটে উঠলো স্তব্ধ বিস্ময়, একটু নিস্তব্ধতার পর অস্ফুট স্বরে ও বললো, 'তেইশ।'

'কতদিন এখানে কাজ করছো?'

'আড়াই বছর।'

'এখানের এই কাজ তোমার ভালো লাগে?'

'হ্যাঁ, খুব।' স্বপ্নের মতো হালকা সবুজ আলোয় ঝিকমিক করে উঠলো ওর চোখ দুটো। 'জামা কাপড়, অনেকে আমাকে অনেক কিছু দেন। গতকাল মাদাম ব্রিসো আমাকে সুন্দর একটা কিমানো উপহার দিয়েছেন। গত সপ্তায় মাদাম লেনার আমাকে একজোড়া জুতো দিয়েছিলেন। জামা কাপড় আমাকে প্রায় কিনতে হয় না বললেই চলে। গায়ে ঠিকমতো না হলে, আমি আমার পরিচিত এক বান্ধবীর দোকান থেকে পালটে নিই।'

রাভিক হাসলো। 'বাঃ, তাহলে তুমি তো বেশ ভালোই আছো দেখছি।'

'হ্যাঁ ডাক্তার। গত বারে মাদাম হেগস্ট্রোম আমাকে একশো ফ্রাঁ দিয়েছিলেন। এবারেও নিশ্চয় তাইই দেবেন।'

'খুব সম্ভবত। আচ্ছা, আমি এখন চলি। সকালে ঘুম না ভাঙলে ওকে ডেকো না।'

'শুভরাত্রি ডাক্তার।'

'শুভরাত্রি নার্স।'

রাভিক বেরিয়ে যেতেই নার্সটি আবার তার চেয়ারে ফিরে এসে কম্বলে পা ঢেকে জাঁকিয়ে বসলো। তারপর সামনের টেবিল থেকে খোলা অবস্থায় উলটে রাখা সস্তা দামের রহস্য পত্রিকাটা তুলে নিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করলো।

ঘরটা অন্ধকার। স্নানঘরের বন্ধ দরজার তলা দিয়ে আলো চুঁইয়ে এসে পড়েছে এ ঘরে। রাভিক ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলো না। এখনও পর্যন্ত জোয়াঁ স্নানঘরে কি করছে! আলতো করে ঠেলতেই কপাট দুটো খুলে গেলো, স্নানঘরের ভেতরে কেউ নেই। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে রাভিক ঘুরে দাঁড়ালো। খোলা জানলা দিয়ে ম্লান জ্যোৎস্না এসে পড়েছে ঘরের ভেতরে। তারই অস্পষ্ট আলোয় দেখলো জোয়াঁ টান-টান

করে নিজেকে মেলে দিয়ে বিছানায় শুয়ে রয়েছে। তখনও ঘুমোয়নি, কুচকুচে কালো চোখের মণি দুটো নিঃশব্দে ওকে অনুসরণ করছে। জ্যোৎস্না উদ্ভাসিত এই ঘর, সমুদ্র-ঝিনুকের মতো অপলক দীর্ঘায়িত দুটি চোখ, বালিশের চারপাশে ছড়ানো ওর চূর্ণ কুন্তল, টেবিলে রাখা রক্তগোলাপের গুচ্ছ—সবকিছুই হঠাৎ রাভিকের কাছে কেমন যেন অচেনা রূপকথার মতো, ঠিক রূপকথা নয়, না-দেখা কোন স্বপ্নের মতো মনে হলো।

রাভিক তার কোটটা আন্দাজে সোফায় ছুঁড়ে দিলো। মনে মনে কিছুটা উত্তেজনা বোধ করলেও, ঠিক অনাবিল উচ্ছলতায় ভরে উঠতে পারলো না। কেমন যেন একটা অনীহা, একটা বিতৃষ্ণায় সারা বুক তার ভরে উঠছে। এ যেন বিনম্র ভালবাসাবিহীন কোন উদ্ধত যৌবন, প্রলুব্ধ ছলনায় যা তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, যাকে সে এক ঘণ্টা আগেও চিনতো না, বলিষ্ঠ পৌরুষ দিয়ে যাকে জয় করার কোন অবকাশই পেলো না, অথচ আযৌবন বর্ষার রিমঝিম বৃষ্টির মতো যা সে চেয়েছিলো তার আপন উষ্ণ রক্তস্রোতে।

'রাভিক।' অন্ধকারের অতল থেকে ভেসে এলো জোয়াঁর অস্ফুট কণ্ঠস্বর।

'উঁ।'

'টেবিলের ওপর থেকে কালভাদোর বোতলটা দাও না লক্ষ্মীটি।'

রাভিক আলো জ্বালার জন্যে এগিয়ে যেতেই জোয়াঁ নিষেধ করলো। 'না না, আলো জেবলো না। অল্প জ্যোৎস্নায় এই তো বেশ ভালো লাগছে।'

'কিন্তু বোতলটা···

'টেবিলে ফুলদানীর ঠিক পাশেই রয়েছে।'

'বোতলটা তুমি আবিষ্কার করলে কি করে?'

'শুধু বোতল নয়, ছিপি খোলার স্ক্রুটাও আবিষ্কার করেছি। একা একা ভালো লাগছিলো না রাভিক। এক গেলাস আগেই মেরে দিয়েছি। এখন আর এক গেলাস না হলে চলছে না।'

দুটো গেলাস ভর্তি করে রাভিক বিছানার এক পাশে এসে বসলো। 'নাও'।

জোয়াঁ উপুড় হয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিলো। বালিশের ওপর থেকে মাথাটা তুলতেই চুলগুলো ছড়িয়ে পড়লো ওর কাঁধের চারপাশে। জ্যোৎস্নায় ঝিলমিল করছে টলটলে সুবর্ণ মদিরা। জোয়াঁ ধীরে ধীরে গেলাসে চুমুক দিলো। কেউ কোন কথা বললো না। এবারেও রাভিক লক্ষ্য করলো, এই মুহূর্তে পান করা ছাড়া যেন ওর সামনে আর কিছু নেই। বিস্মৃতি, ভালবাসা কিংবা হতাশায় যখনই ও যা করে, মগ্ন তন্ময়তায় যেন তার গভীরে তলিয়ে যায়।

'রাভিক?'

'উঁ।'

জোয়াঁ হাসলো। 'আমি জানি তুমি কি ভাবছো।'

'সত্যিই?'

'হ্যাঁ রাভিক, আমিও যে ঠিক একইভাবে অনুভব করছি। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত এমন

একলা ঘরে, গোলাপের গন্ধে পাগল-করা এই উতল নির্জনতায়, কারুর নিবিড় আলিঙ্গনে···তুমিই বলো, যৌবনবতী কোন মেয়ে আসক্তি অনুভব না করে পারে ?'

'জোয়াঁ !'

ঘরের স্তব্ধ বাতাসে তরঙ্গ তুলে জোয়াঁ খিলখিল করে হেসে উঠলো। 'না রাভিক, না, এত সাবধান হবার কোন দরকার নেই। দোহাই তোমার, আর এক গেলাস দাও।'

রাভিক ওর গেলাসটা ভর্তি করে দিলো। দুজনে নিঃশব্দে পান করলো। অনেক অনেকক্ষণ নিটোল নিস্তব্ধতার পর রাভিক স্খলিত স্বরে বললো, 'এটা আমাদের দ্বিতীয় রাত্রি জোয়াঁ। মিলিয়ে যাওয়া অজানার রহস্য আর পরিচিতির মাধুর্য নিয়ে ফিরে আসার মাঝের এ এক আশ্চর্য সন্ধিক্ষণ।'

জোয়াঁ হাত বাড়িয়ে গেলাসটা খাটের নিচে রেখে দিলো। 'এসো রাভিক, সম্পূর্ণ মাতাল হয়ে ঘুমিয়ে পড়ার আগে আমরা রক্তের ঋণ শোধ করে দিই।'

দশ

'আমার কি হয়েছিলো রাভিক ?'

মাথার নিচে দুটো বালিশ রেখে সামান্য একটু উঁচু হয়ে কেটি শুয়েছিলো। মেয়েলি প্রসাধন আর দামী সেন্টের স্নিগ্ধ গন্ধে সারা ঘর ভরে রয়েছে। দরজার ওপারে রঙিন কাচের জানলাটা অল্প একটু খোলা। বাইরের স্বচ্ছ হিমেল হাওয়া এসে মিশছে ভেতরের উষ্ণ বাতাসে। এখন মনে হচ্ছে ঠিক যেন বসন্তকাল।

'গত কাল থেকে তোমার সামান্য একটু জ্বর হয়েছিলো কেটি। এখন আর জ্বর নেই, তোমাকে তো এখন বেশ ভালোই দেখাচ্ছে। তোমার কেমন মনে হচ্ছে ?'

'ক্লান্ত, সব সময় কেমন যেন ক্লান্ত মনে হচ্ছে। তবে আগের চেয়ে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। এখন আর তেমন করে কোন যন্ত্রণা অনুভব করছি না।'

'যন্ত্রণা অবশ্য পরে সামান্য কিছু বাড়তে পারে, তবে তার জন্যে তুমি কিছু ভেবো না। সে সব দায়িত্ব আমার। লক্ষ্মী মেয়ের মতো তুমি শুধু এইভাবে চুপচাপ শুয়ে থাকো।'

'রাভিক ?'

রাভিক মনে মনে ভাবলো ওকেই বরং প্রথম প্রশ্ন করতে দেওয়া ভালো।

'বলো।'

'কতদিন আমাকে এখানে থাকতে হবে রাভিক ?'

'প্রায় মাসখানেক।'

কেটি একটু চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলো, তারপর বললো, 'আমার মনে হয় এতে ভালোই হবে রাভিক। মনে মনে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলাম। এখন মনে হচ্ছে নির্জন

নিরিবিলিতে কোথাও একটু এই বিশ্রামের প্রয়োজন ছিলো। তাছাড়া তুমি যখন এখানে রয়েছো, আমি আর কিছু ভাববো না।'

রাভিক ম্লান ঠোঁটে হাসলো। 'ধন্যবাদ কেটি।'

'আমাকে ওই আয়নাটা একটু এগিয়ে দাও না লক্ষ্মীটি।'

ঝরা পাপড়ির মতো বিশীর্ণ মুখটা কেটি আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো। তারপর আয়নাটা বিছনার একপাশে রেখে দিলো। 'টেবিলের ওই ফুলগুলো তুমি এনেছো রাভিক?'

'না। হাসপাতাল থেকে পাঠানো হয়েছে।'

কেটি করুণ চোখে তাকালো। 'আমি জানি, এই জানুয়ারিতে লাইলাক পাঠানোর জন্যে হাসপাতালের ভারি বয়ে গেছে। তাছাড়া লাইলাক যে আমার সবচেয়ে প্রিয় ফুল, সেটা ওদের জানার কথা নয় রাভিক।'

'ওরাই পাঠিয়েছে। এখানের সবাই তোমাকে খুব ভালোবাসে।'

'রাভিক?'

রাভিক জানে এবার কেটি কি জিজ্ঞেস করবে। তাই মনে মনে নিজেকে সে প্রস্তুত করে রাখলো। 'বলো।'

'এই কদিনেই মনে হচ্ছে বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমি যেন একটা নৌকার খোলে ভাসছি। কোথাও কোন আলো নেই, তীর নেই···আমি যেন কেবলই গাঢ় একটা অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছি, হারিয়ে যাচ্ছি রাভিক।'

রাভিক হাসলো। 'ভালোই তো, কয়েক দিনের মধ্যেই দেখবে তোমার স্বাস্থ্য ফিরে গেছে।'

'কিন্তু বাইরে এখন কি হচ্ছে বলো তো?'

'নতুন কিছু নয় কেটি। সেই একই প্রবঞ্চনায় পৃথিবী নিজেকে ভুলিয়ে রেখেছে।'

'সত্যিই যুদ্ধ কি বাধবে?'

'সবাই সেকথা জানে, শুধু জানে না কখন বাধবে।'

একটু চুপ করে থেকে কেটি জিজ্ঞেস করলো, তুমি নিজে একথা বিশ্বাস করো রাভিক?'

'নিশ্চয়ই। শুধু আমি কেন, সবাই তা বিশ্বাস করবে। এত অবিশ্বাস্যভাবে বিশ্বাস করে যে নিজেদের আত্মরক্ষা করার কথাও ওরা এখন আর ভাবতে পারছে না। তোমার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে না তো?'

'না না, বরং কথা বলতে পেরে একটু ভালো লাগছে।' ঘাড়ের নিচের বালিশটা কেটি ঠিক করে নিলো। 'আমি এই সবকিছু থেকে মুক্তি পেতে চাই রাভিক।'

'নিশ্চয়ই। সবাই তাই চায় কেটি।'

'ভেবেছি, এখান থেকে ছাড়া পাবার পর ইতালিতে চলে যাবো। ফিয়েসোলে। ওখানে আমাদের একটা পুরনো বাগানবাড়ি আছে। চারদিকে উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা খুব বড় একটা বাগানবাড়। দুপুরবেলায় কাঠবেড়ালিরা ছুটোছুটি করে বেড়ায়,

সন্ধ্যেবেলায় ফ্লোরেন্সের ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায়। নিশুতে রাতে সাইপ্রেসের মাথায় চাঁদ ওঠে। সত্যি, এমন শান্ত, স্নিগ্ধ আর নিরিবিলি সে তুমি নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না। তাছাড়া পড়ার ঘরে আলমারি ঠাসা বই আছে, পাথরের বড় একটা অগ্নিকুণ্ড, বোতলে ভরা পুরনো মদ। শান্তিতে কয়েকটা দিন, চাই কি কয়েকটা মাস কাটিয়ে দেওয়ার জন্যে আর কি চাই বলো?'

'কিছু না কেটি, কিছু না। আগেকার দিনে হলে লোকে বলতো বুর্জোয়া, কিন্তু আজকের দিনে এ যেন 'স্বর্গ হতে বিদায়'-এর এক টুকরো হারানো স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়।'

'ভেবেছি ওখানে কিছুদিন কাটিয়ে আবার আমেরিকায় ফিরে যাবো।'

'বাঃ, চমৎকার পরিকল্পনা!'

'রাভিক?'

রাভিক অনুভব করলো ঝড়ের পূর্বাভাস। 'বলো।'

কেটি ইতস্তত করলো। 'আমার আর কোনদিন সন্তান হবে না, তাই না রাভিক?'

'নিশ্চয়ই, কেন হবে না? তবে এখন নয়। আগে তোমাকে সুস্থ হতে হবে, সম্পূর্ণ সুস্থ...'

'আমি শুধু ওইটেই জানতে চেয়েছিলাম রাভিক।'

'কিন্তু অনেক দেরি হবে কেটি। কেননা তোমার ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জীবকোষগুলো সম্পূর্ণ নতুন করে গড়ে উঠতে বেশ সময় লাগবে।'

কেটির আয়ত চোখদুটো খুশীতে চিকচিক করে উঠলো। 'তাতে কিছু এসে যায় না রাভিক, কত দেরি হবে সেটা কোন প্রশ্নই নয়, তবে ভেবেছি ফিরে গিয়ে বিয়ে-থা করবো! স্বামী-সংসার ছেলেপুলে নিয়ে বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটিয়ে দেবো।'

'ভালোই তো।' রাভিক তাকিয়ে দেখলো জানলা দিয়ে সূর্যাস্তের রাঙা আলো কখন অতর্কিতে হানা দিয়ে কেটির সারা মুখে ছড়িয়ে দিয়েছে একমুঠো আরক্ত আবির। তারই অস্তমিত আলোয় ঝিকমিক করছে ওর অনামিকার সবুজ পান্নাটা।

'তুমি আমার জীবনের অনেক কিছু জানো, আর সেইজন্যেই তোমার এত অবাক লাগছে, তাই না রাভিক?'

'না না, অবাক লাগবে কেন' রাভিক বিব্রত বোধ করলো। 'তাছাড়া এইটেই তো স্বাভাবিক। আজ আমি চলি কেটি। যদি সুযোগ হয় তো কাল বিকেলে এসে আবার তোমাকে দেখে যাবো।'

'সত্যি আসবে রাভিক?'

'নিশ্চয়ই। তুমি বরং এখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো। আর যদি যন্ত্রণা বাড়ে নার্সকে বলো, আমি ওর কাছে ওষুধ লিখে দিয়ে যাচ্ছি।'

'ধন্যবাদ রাভিক। তোমার এই সহানুভূতির জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

অন্ধকারেও ঘড়ির কাঁটাদুটো ফসফরাসের মতো জ্বলজ্বল করছিলো। রাভিক কব্জি

উল্টে দেখলো—প্রায় পাঁচটা বাজে। জোয়াঁ এলে মাঝরাতে আসতো। অবশ্য এখনও আসার সময় আছে। হয়তো খুব ক্লান্ত হয়ে সোজা হোটেলে ফিরে গেছে।

রাভিক আড়মোড়া ভেঙে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। অনেকক্ষণ জেগে চুপচাপ শুয়ে রইলো। বাইরে কোথাও বিজলী বাতির রঙিন একটা বিজ্ঞাপন নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে জ্বলছে নিভছে। তারই একটা আভা এসে পড়ছে ছাদের সিলিং-এ। রাভিক সেদিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো। ওর বুকের ভেতরটা কেমন যেন খালি আর রিক্ত মনে হচ্ছে, অথচ কেন তা ঠিক অনুভব করতে পারলো না। এ যেন ঠিক ওর সত্তার গভীরে শরীরের উত্তাপটুকু ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ছে, আর রক্তের ফোঁটাগুলো টুপটাপ টুপটাপ শিশিরের মতো ঝরে পড়ছে অন্তহীন কোমল একটা ব্যর্থতায়। দু'হাতের নিচে মাথা রেখে ও চুপচাপ শুয়ে রইলো। এখন ওর মনে হলো ও যেন প্রতীক্ষা করছে। শুধু ওর চেতনা নয়—ওর বলিষ্ঠ দুটো বাহু, প্রতিটা শিরা-উপশিরা, সত্তার আশ্চর্য কোমলতা যেন জোয়াঁ মাদুর প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হয়ে উঠছে।

রাভিক বিছনায় উঠে বসলো। ঢিলে বহির্বাসটা পরে জানলার সামনে এসে দাঁড়ালো। পুরনো হলেও নরম পশমের কবোষ্ণ একটা উত্তাপ ছড়িয়ে পড়লো সারা শরীরে। কত দীর্ঘ অতীত দিনের স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে এই পোশাকটার সঙ্গে। যুদ্ধের সময়েও এটা পরে সে ঘুমিয়েছে। স্পেনের রণাঙ্গনের অস্থায়ী হাসপাতাল থেকে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে ফিরে তাঁবুর হিমেল রাত্রি কাটিয়ে দিয়েছে এই পোশাকে। মাদ্রিদের বিধ্বস্ত কোন সরাইখানায় বারো বছরের ফুটফুটে মেয়ে জোয়ানা যখন তার কোলে মাথা রেখে মারা যায়, বর্বর ফ্যাসিস্টরা ওর মাকে ধর্ষণ করে, বাবাকে নির্মমভাবে হত্যা করে—রাভিকের স্পষ্ট মনে আছে পশমের এই নরম পোশাকটা পরেই সেদিন সে প্রচন্ড ক্রোধে উন্মাদের মতো চিৎকার করে উঠেছিলো—না না, এ হয় না, এ হতে পারে না, এ অন্যায়!

জানলার সামনে থেকে সে সরে এলো। সাধারণ একটা ঘর, একটা সুটকেস, সামান্য কিছু টুকিটাকি, অজস্রবার-পড়া খানকয়েক বইয়ের চেয়ে বেশি তার আর কি চাই। বিশেষ করে জীবন যখন অনিশ্চিত। প্রতিদিনই নিজেকে প্রস্তুত করে রাখতে হয়, যে কোন মুহূর্তে পুলিসী অভিযান ঘটে যেতে পারে। হোটেলে থাকার সবচেয়ে সুবিধে, পিছুটান বলতে কিছু নেই, নীড়-ছেঁড়ার কোন যন্ত্রণা নেই। এও যেন সেই দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের মতো—একই বিপদসঙ্কুল, অজানা আতঙ্কে ভরা।

ঢিলে বহির্বাস খুলে রেখে রাভিক বাইরে বেরুবার পোশাক পরতে শুরু করলো। চোখে পড়লো এলোমেলো বিছানাটা। আর তখনই তার মনে পড়লো একটু আগেও সে কারুর জন্যে প্রতীক্ষা করছিলো। নিতান্ত সাধারণ রাস্তার কোন মেয়েমানুষের জন্যে প্রতীক্ষার চেয়ে এ যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের—অনেক বেশি সহজ, স্বচ্ছ আর উদ্দাম। অজানা কোমলতায় মেশা রুপোলী একটা কামনা যেন তার বুকের অতল থেকে ধীরে ধীরে গুঁড়ি মেরে উঠে আসছিলো। অতীত বিস্মৃতি থেকে কি যেন একটা উদাত্ত

ঘণ্টাধ্বনির মতো কেবলই বেজে উঠছিলো, ধীরে ধীরে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিলো একটা ছবি। দিগন্তের গায়ে বসন্তের নীল-নির্জনতায় পপলার ঘেরা একটা অরণ্যের ছবি। এইটেই কি ভালোবাসা? কিন্তু চলমান জীবনের স্রোতে সে তো কোনকিছু আঁকড়ে ধরতে চায়নি! কেউ ওকে আঁকড়ে ধরুক এমনও কোনদিন আশা করেনি। সে যে বাধাবন্ধহীন রিক্ত যাযাবর। তাহলে বুকের ভেতরটা কেন এমন যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠছে?

দরজায় চাবি না দিয়েই রাভিক বেরিয়ে পড়লো। যদি জোয়াঁ আসে, ইচ্ছে করলে অপেক্ষা করতে পারবে। প্রথমে ভেবেছিলো টেবিলে কোন সংবাদ রেখে আসবে। কিন্তু ওকে সে মিথ্যে বলতে চায়নি, কিংবা কোথায় যাচ্ছে সে খবরও জানাতে চায়নি। মিছিমিছি ওকে বিব্রত করে কোন লাভ নেই।

ঘণ্টা দুয়েক পরে রাভিক আবার ফিরে এলো। ভোরের প্রথম আলোয়, বাইরের হিমেল খোলা হাওয়ায় যতক্ষণ আনমনে একা একা পথ হাঁটছিলো, নিজেকে তার হালকা আর সহজ মনে হচ্ছিলো। কিন্তু হোটেলের সিঁড়িতে পা দিতে না দিতেই তার সেই আগের উত্তেজনা, নিঃসঙ্গ হাহাকারটুকু যেন বুকের মধ্যে গুমরে উঠলো।

না, জোয়াঁ আসেনি। অবশ্য আসবেই এমন আশাও সে করেনি। তবু মনে হলো ঘরটা যেন আগের চেয়ে অনেক বেশি নির্জন। ঘরের চারিদিকে সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো—না, ওর আসার কোথাও কোন চিহ্ন নেই।

ঘণ্টি বাজিয়ে সে পরিচারিকাকে ডাকলো।

একটু পরেই সিঁড়িতে হালকা মেয়েলি পায়ের শব্দ শোনা গেলো।

রাভিক ঘুরে দাঁড়ালো। 'আমার জন্যে এক পেয়ালা গরম কফি নিয়ে এসো তো ইভ।'

'আর প্রাতরাশ?'

'আনো।'

রাভিক সিগারেট ধরালো, দেখলো বিছানাটা একই এলোমেলো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আচ্ছা, জোয়াঁ যদি এসে ফিরে গিয়ে থাকে! যদি ভেবে থাকে আমি কোন রুগী দেখতে গেছি! হয়তো ভেতরে না ঢুকে দরজা থেকেই ফিরে গেছে। তবু ইভকে এ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতে ওর ইচ্ছে হলো না। এখন মনে হলো টেবিলে এক লাইন লিখে গেলেই ভালো করতো। সব মিলিয়ে নিজেকে এখন কেমন যেন বোকা আর ভীষণ ছেলেমানুষ মনে হচ্ছে।

ইভ প্রাতরাশ নিয়ে ফিরে এলো। 'বিছানাটা কি এবার ঠিকঠাক করে দেবো মঁসিয়ে রাভিক?'

'কেন?'

'এখন তো বেশি বেলা হয়নি, যদি আপনার আবার ঘুমোতে ইচ্ছে করে। সদ্য-করা বিছানায় অনেকে ঘুমোতে ভালোবাসেন।'

ইভের মুখের দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে রাভিক খানিকক্ষণ কি যেন ভাবলো, তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'আমি যখন ছিলুম না, তখন কি কেউ এখানে এসেছিলো ?'

'ঠিক জানি না মঁসিয়ে। আমি সাতটায় এখানে এসেছি।'

'আচ্ছা ইভ, ভোরে তুমি যখন অপরিচিত লোকেদের বিছানা করো, তখন তোমার কি মনে হয় ?'

'না মঁসিয়ে রাভিক, যতক্ষণ পর্যন্ত না ওঁরা কিছু চান ততক্ষণ পর্যন্ত সব ভালোই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কেউ কেউ কাজের চেয়ে আরও বেশি কিছু চান। অথচ প্যারিসে বেশ্যাখানার কোন অভাব নেই।'

'সাত-সকালে কেউ খারাপ পাড়ায় ছোটে না ইভ। তাছাড়া অনেকে ভোরের দিকেই বেশি অনুভব করে।'

'হ্যাঁ, বিশেষ করে বুড়োরা।' বিছানা গুছতে গুছতে ইভ করুণ চোখে রাভিকের দিকে তাকায়। 'সবাই যা চায় দিতে পারলেই ভালো, নইলে আমি খারাপ। আমার কাজ খারাপ, একটুও গুছনে না, ঘরদোর সব ভালো করে পরিস্কার করি না ··এইসব শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যাবে।'

রাভিক কয়েকটা এক-ফ্রাঁর নোট ওর হাতে গুঁজে দিলো। 'বিকেলে সুন্দর দেখে একটা টুপি কিনে নিও।'

সঙ্গে সঙ্গে ইভের বিষণ্ণ চোখের রঙ বদলে গিয়ে আশ্চর্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 'ধন্যবাদ মঁসিয়ে রাভিক। আজকের দিনটা বেশ ভালোই কাটবে মনে হচ্ছে।'

রাভিক কোন জবাব দিলো না।

ইভ দুষ্টু-দুষ্টু করে হাসলো। 'যিনি এখানে মাঝে মাঝে আসেন···ভদ্রমহিলা কিন্তু বেশ ভালো মঁসিয়ে রাভিক।'

রাভিক চকিতে চেয়ার ছেড়ে ছিটকে লাফিয়ে উঠলো। 'বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে। উঁহু, আর একটি কথা নয়, তাহলে কিন্তু টাকাটা নিয়ে নেবো। যাও, বরং গিয়ে দেখো বুড়ো ছাগলগুলো হয়তো তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

রাভিক একরকম প্রায় জোর করেই ইভকে বাইরে ঠেলে দিয়ে দরজার কপাট দুটো দড়াম করে বন্ধ করে দিলো। তারপর ফিরে এলো তার টেবিলের কাছে। পেয়ালার বাকি কফিটুকু এক চুমুকে নিঃশেষ করে রাভিক জানালার সামনে এসে দাঁড়ালো।

পূবের আকাশে লেগেছে সূর্যের রাঙা আভা। নিচের রাস্তা থেকে ভেসে আসছে মানুষের কলশব্দ হোটেলটাও ধীরে ধীরে যেন জেগে উঠছে। বুড়ো গোল্ডবার্গ বসেছে তার বেহালা নিয়ে। ভিসেনফ জানালার বাইরের দিকে ঝুঁকে শিস দিয়ে কুচকাওয়াজের একটা সুর ভাঁজছে। ওপর তলার স্নানঘরে জল পড়ার টিপটিপ শব্দ, দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ শোনা গেলো। রাভিক আড়মোড়া ভেঙে সিগারেট ধরালো। রাত্রির ম্লানিমা থেকে পৃথিবী যেন সদ্য স্নান সেরে উঠছে।

নিচের রাস্তায় বাচ্চাগুলো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সংবাদপত্র বিক্রি করছে···চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রান্ত ··সুদেতন সীমান্তে জার্মান সৈন্য সমাবেশ···মিউনিখ চুক্তি বাতিল···

রাভিক আর দাঁড়ালো না। একই জামাকাপড়ে আবার রাস্তায় নেমে এলো!

ছেলেটা চেঁচাচ্ছে বা কাঁদছে না। কেবল ফ্যালফ্যাল করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। হয়তো এখনও বিহ্বল ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি, তাই যন্ত্রণা অনুভব করতে পারছে না। রাভিক প্রথমে থ্যাঁতলানো পা-টা ভালো করে নেড়েচেড়ে দেখলো, তারপর পাশে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাটিকে প্রশ্ন করলো, 'এর বয়েস কতো?'

'কি বলছেন?'

'ছেলের বয়েস কতো?'

'পায়ে লেগেছে,' মা রুমালে চোখ মুছলো। 'পা-টা একদম থেঁতলে গেছে!'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু···' রাভিক ছেলেটার বুকে কান পেতে কি যেন শোনার চেষ্টা করলো। 'এ কি অসুস্থ?'

'না, লরি ধাক্কা দিয়েছে।'

রাভিক ভ্রূ কুঁচকে মা'র মুখের দিকে তাকালো।

তারপর সোজা হয়ে দাঁড়ালো। ছোট্ট পাখির মতো দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছে ওর নাড়ির গতি। যদিও তেমন ভয়ের কিছু নেই, তবু আর দেরি করা ঠিক নয়। তাছাড়া অজ্ঞান করার সময়েও লক্ষ্য রাখতে হবে, শরীর ভীষণ দুর্বল। ইঙ্গিতে সে নার্সকে প্রস্তুত হতে বললো।

'আমার পা-টা কেটে বাদ দেবেন ডাক্তারবাবু?' ছেলেটা ম্লান করুণ চোখে তাকালো।

রাভিক ওর মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিলো। 'না না, তোমার কোন ভয় নেই। দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'ঠিক হবে না ডাক্তারবাবু।' পা-টা বরং কেটে বাদ দেওয়াই ভালো।'

রাভিক অবাক বিস্ময়ে ছেলেটার মুখের দিকে তাকালো। বয়েসের তুলনায় অনেক সপ্রতিভ, চঞ্চল দুটো চোখ। সারা মুখে এখনও ফুটে ওঠেনি যন্ত্রণার ছাপ। 'ঠিক আছে, তুমি কিছু ভেবো না। এখুনি আমরা তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবো···'

'না ডাক্তারবাবু। তার আগে লরির নম্বরটা একটু লিখে নিন—এফ ও. ২০১৯··· মার তো আবার এসব মনে থাকে না···'

'কি রে, জানেৎ? কি বলছিস বাবা? তোর কি খুব কষ্ট হচ্ছে?' মা ছেলের দিকে ঝুঁকে এলো।

'না মা, একটুও কষ্ট হচ্ছে না। আমি ডাক্তারবাবুকে লরির নম্বরটা টুকে রাখতে বললুম। খুব কাছ থেকে দেখেছি কিনা, তাই মনে আছে। পরে যদি আবার ভুলে যাই।'

রাভিক ছোট নোট বইটা মুড়ে রাখলো। 'ঠিক আছে জানেৎ, আমি লিখে নিয়েছি।'

'লরি চালকেরই দোষ ডাক্তারবাবু। আমি দেখেছি, তখন লাল আলো জ্বলছিলো।

জানেৎ কষ্ট করে টেনে টেনে শ্বাস নিলো। 'বীমা-কোম্পানীকে এর জন্যে খেসারত দিতে হবে…'

'নিশ্চয়ই দিতে হবে। আমি সব লিখে রেখে রেখেছি। তুমি এখন শুধু একটু চুপটি করে শোও জানেৎ।' রাভিক ইঙ্গিতে উজেনিকে অবচেতন করার কাজ শুরু করতে বললো।

'মাকে বলবো টাকা না দিলে পুলিসে খবর দিতে। পা-টা কাটলে ওরা অনেক বেশি টাকা দেবে ডাক্তারবাবু।' দেখতে দেখতে ওর মুখটা জ্বরতপ্ত মানুষের মতো লাল হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে এলো চোখের পাতা। ঘুমের মধ্যে ও যেন ককিয়ে উঠলো, 'মামণি এসব কিচ্ছু জানে না ডাক্তারবাবু, কিচ্ছু বোঝে না…মা, মামণি…মা-গো…'

জোয়াঁ মাদু এলো ভোর চারটেয়। দরজার কপাট বন্ধ করার মৃদু শব্দে রাভিকের ঘুম ভেঙে গেলো। সেদিন ভোরে সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো, ভাবেনি জোয়াঁ সত্যিই আসবে। ঘুম-জড়ানো চোখে দেখলো বিছনার সামনে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে হাতে এক-গুচ্ছ চন্দ্রমল্লিকা। জোয়াঁর মুখটা সে স্পষ্ট দেখতে পেলো না, কেবল আবছা আঁধারে দেখলো ওর খানিকটা দেহরেখা আর উজ্জ্বল একরাশ চন্দ্রমল্লিকা। 'কি ব্যাপার, চন্দ্রমল্লিকার অরণ্য একেবারে উজাড় করে এনেছো দেখছি!'

'হ্যাঁ, তোমার জন্যে।'

জোয়াঁ ফুলগুলো রাখলো বিছানায়, ঠিক তার মাথার কাছে। পাপড়িগুলো তখনও ভিজে, তার গায়ে টলটল করছে ভোরের স্বচ্ছ শিশির। শরতের মৃদু গন্ধ ভাসছে বাতাসে।

'কেন, আমি কি মৃত, আর এই শয্যাটা আমার কফিন নাকি যে একরাশ চন্দ্রমল্লিকা রেখেছো আমার মাথার সামনে?'

'না রাভিক, না। ওকথা বোলো না…' ফুলগুলো জোয়াঁ টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো মেঝেতে। 'কোন দিনও বোলো না।'

রাভিক চকিতে তাকিয়ে দেখলো ওর দু চোখে ফুটে উঠেছে স্তব্ধ আতঙ্ক। ঠোঁটদুটো মৃদু কাঁপছে। 'এই সত্যিই তুমি ভয় পেয়েছো?'

'হ্যাঁ। ঠিক জানি না, হয়তো তার চেয়েও বেশি।'

রাভিক উঠে বসলো। 'তুমি বিশ্বাস করো, আমি ঠাট্টা করে বলেছি।'

জোয়াঁ তার কাঁধে মাথা রাখলো। 'না রাভিক, ঠাট্টা করেও কখনও বোলো না। আমি সহ্য করতে পারি না। জানো, যখনই এসব ভাবি, বিশেষ করে রাত্তিরে, মনে হয় অন্ধকার থেকে একটা কালো হাত যেন আমার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। মনে হয় মৃত্যুর বীভৎস সেই কালো হাতটা সত্যিই যেন আমার জন্যে কোথাও লুকিয়ে রয়েছে।' জোয়াঁ তার গলাটা দু'হাতে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরলো। 'তুমি তাকে আমার কাছে আসতে দিও না রাভিক, কোনদিনও না।'

রাভিক ওর কপালে নিজের চিবুক রাখলো। 'দেবো না জোয়াঁ।'

একটু নিস্তব্ধতার পর জোয়াঁ মুখ তুললো। 'কাল আমি এসেছিলুম, তুমি জানো?' রাভিকের ভ্রূদুটো গভীর কুঁচকে উঠলো। 'কাল!'

'হ্যাঁ রাভিক। তখন তুমি ছিলে না।' সেই মুহূর্তে রাভিক কিছু বলতে পারলো না। স্তব্ধ বিস্ময়ে শুধু তাকিয়ে রইলো। জোয়াঁ বিছানার সামনে থেকে সরে এলো। 'আমি একটু চান করে আসি। জানো, বাইরে আজ খুব তুষার পড়ছে। ভীষণ ঠাণ্ডা।'

'তাই নাকি!'

'এত ভোরে জল পড়ার শব্দে কেউ আবার কিছু মনে করবে না তো?'

অপরের মনে করাকরির ওপর এত গুরুত্ব দিলে কোন দিনই কিছু করা যায় না জোঁয়া। তুমি চোখ বুজে সোজা চলে যাও।'

জোয়াঁ স্নানঘরে চলে গেলো।

রাভিক সিগারেট ধরিয়ে জানলার সামনে এসে দাঁড়ালো। ঘন কুয়াশার মতো বাইরে তখন ঝিরঝিরে তুষার ঝরছে। মাঝে মাঝে ট্যাক্সির অপসৃয়মান আলো এসে পড়ছে ছাদের সিলিং-এ। জানলার সামনে থেকে রাভিক সরে এলো। চন্দ্রমল্লিকাগুলো গুছিয়ে রাখলো টেবিলের ফুলদানিতে। বিকেলে কেনা খবরের কাগজটা পড়ে রয়েছে সোফায়। চেকোশ্লোভাকিয়ার সীমান্তে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে চীনেও। পতন ঘটেছে মন্ত্রিসভার। রাভিক কাগজটা দলে মুচড়ে ফেলে দিলো জানলা গলিয়ে। তারপর আবার বিছানায় ফিরে এলো।

জোয়াঁ স্নানঘর থেকে বেরিয়ে এলো। প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে বিছানায় এসে বসলো। রাভিক নিঃশব্দে ওর সিগারেটটা ধরিয়ে দিলো। তরল অন্ধকারে সিগারেটের গনগনে আভায় আরক্ত হয়ে উঠছে ওর দু চোখের পাতা, কপালের মসৃণ ঢালটুকু। 'আমি গত পরশুও এসেছিলুম, তুমি জানো?'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ রাভিক।'

কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো জোয়াঁ, আমি সত্যিই তোমার জন্যে অপেক্ষা করেছিলুম। তারপর তুমি আসবে না ভেবে বেরিয়ে গিয়েছিলুম।'

'আমি ভেবেছিলুম, তুমি বোধহয় আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও না, তাই।'

না জোয়াঁ, না।'

সত্যি?'

'বিশ্বাস করো।'

জোয়াঁ সামনে ঝুঁকে এসে রাভিকের বুকের ওপর মাথা রাখলো। রাভিক অনুভব করলো সদ্য-স্নাতা ওর শরীরের মৃদু উত্তাপ। হঠাৎ তার মনে হলো এই উষ্ণতা, হালকা মেয়েলি চুলের গন্ধ যেন কত দীর্ঘ দিনের চেনা, যেন কি ভীষণ পরিচিত।

'যদি কখনও আমাকে খারাপ লাগে, আমাকে তুমি বোলো রাভিক।'

'বলবো।'

'এখন আমি সত্যিই সুখী।'

'তাই কি?'

'হ্যাঁ রাভিক।'

রাভিক ম্লান ঠোঁটে হাসলো। 'কিন্তু সুখ যে ভীষণ ঠুনকো জোয়াঁ। কোথা থেকে কখন যে শুরু হয়, কোথায় গিয়ে শেষ হয় কেউ বলতে পারে না।'

'আমি পারি। তোমার থেকে শুরু হয়ে তোমাতেই শেষ হবে। এ তো খুব সহজ।'

রাভিক কোন জবাব দিলো না। পরে মনে হলো, সে জানে এরপর জোয়াঁ কি বলবে। তাই মনে মনে সে উৎকর্ণ হয়ে রইলো।

'আমি তোমাকে ভালোবাসি রাভিক।'

'কিন্তু আমার সম্পর্কে তুমি তো কিছুই জানো না জোয়াঁ।'

'নাই যদি জানি, কি এসে যায় তাতে?'

'অনেক, অনেক কিছু জোয়াঁ! ভালোবাসা মানেই এমন কেউ যাকে তুমি ভীষণভাবে জানো।'

'আমার তা মনে হয় না। আমার মনে হয়, ভালোবাসা মানে এমন কেউ যে একা বাঁচতে পারে না।'

রাভিক ওঠার চেষ্টা করলো। বললো, 'দাঁড়াও, কালভাদোর বোতলটা নিয়ে আসি।'

'তুমি শোও, আমি আনছি।' জোয়াঁ টেবিল থেকে বোতল আর গেলাস নিয়ে এলো। 'আমি জানি, তুমি আমাকে ভালোবাসো না রাভিক।'

রাভিক থামলো। 'তার মানে আমার চাইতেও তুমি আমাকে ভালো করে চেনো।'

'হ্যাঁ রাভিক। আমি জানি, একদিন তুমি আমাকে ভালোবাসবেই।'

'চমৎকার! দাও, গেলাসটা দাও।'

ওর হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে রাভিক নিঃশব্দে পান করলো। তার মনে হলো এর কোনটাই সত্যি নয়। মুমূর্ষু রাত্রির আধো স্বপ্নে অস্ফুট যে কথাগুলো বলা হয়, কেমন করে তা সত্যি হবে! সত্যি হতে পারে না। তার জন্যে চাই সূর্যের দীপ্ত আলোক। 'তুমি এত স্পষ্ট কেমন করে জানলে জোয়াঁ?'

'যেহেতু আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

বাকি পানীয়টুকু এক চুমুকে নিঃশেষ করে জোয়াঁ গেলাসটা খাটের নিচে নামিয়ে রাখলো। 'কিন্তু তুমি কেন এমন প্রতিরোধ করছো রাভিক, আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না?'

'প্রতিরোধ! কিসের প্রতিরোধ?' রাভিক ম্লান ঠোঁটে হাসলো। 'প্রতিরোধ করার মতো আমার আর কি আছে বলো?'

'জানি না। তবু মনে হয় কি যেন একটা তুমি কেবলই আড়াল করে রাখতে চাও। তুমি চাও না আমি তার ভেতরে প্রবেশ করি। তবু আমি সুখী রাভিক। সম্পূর্ণ

সুখী। আমি শুধু তোমার সঙ্গে শুতে চাই, আর তোমার পাশে জেগে উঠতে চাই। ব্যস, আর কিছু চাই না।'

'তাই কি?'

'হ্যাঁ রাভিক। যখনই আমাদের দুজনের কথা একসঙ্গে ভাবি—মনে হয় উচ্ছল আমরা যেন গান গাইতে গাইতে পথ চলছি। জলপাইয়ের বন থেকে ভেসে আসছে গীটারের সুর। রাস্তায় লোকজনদের কথায়, গাড়ি-ঘোড়ার শব্দে সুর কেটে গেলেও, সুরটা কিন্তু একেবারে থেমে যায়নি রাভিক।'

অথচ কয়েক সপ্তা আগেও তুমি ছিলে আশ্চর্য অসুখী, রাভিক আপন মনেই ভাবলো। তখন তুমি আমাকে চিনতেও না। কোথায় ছিলো তোমার সেই জলপাইয়ের বন থেকে ভেসে আসা গীটারের সুর!

'তুমি প্রায়ই এমন সুখী হও, তাই না জোয়াঁ?'

'না, প্রায়ই না।'

'অন্তত মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই। আচ্ছা, শেষ কতদিন আগে তোমার মনে হয়েছিলো এমন গান গাইতে গাইতে তুমি পথ চলেছো?

'কেন এসব জিজ্ঞেস করছো?'

'এমনি।'

'আমি ভুলে গেছি। তাছাড়া এখন সে সব মনে করতেও চাই না।'

'নিশ্চয়ই না। তবু তখন ঠিক এই রকমই মনে হয়েছিলো, তাই না?'

জোয়াঁ ছোট্ট করে হাসলো। অস্পষ্ট ফিকে আঁধারে ঝিকমিক করে উঠলো জুঁই ফুলের মতো ওর সাদা দাঁতগুলো। 'হ্যাঁ, আজ থেকে ঠিক দু বছর আগে, মিলানে। খুব অল্প কয়েকদিনের জন্যে রাভিক।'

'সে সময়ে নিশ্চয়ই তুমি একা ছিলে না?

'না। অন্য আর একজনের সঙ্গে থাকতুম। ও-ও ছিলো খুব অসুখী আর আমাকে একটুও বিশ্বাস করতো না।' জোয়াঁ রাভিকের বুকের কাছে বাড়ির পোষা মেনিটার মতো গুটিসুটি হয়ে শুলো। 'আমাকে বলতো—আমি নাকি বেশ্যা আর ভীষণ অকৃতজ্ঞ। কিন্তু কথাটা সত্যি নয় রাভিক! যতদিন আমি ওকে ভালোবাসতুম, ততদিন ওর কাছে বিশ্বস্তই ছিলুম। ও কিন্তু বুঝতে পারতো না আমি ওকে আর সত্যিই ভালোবাসি না।'

'সত্যি করে কাউকে একবার ভালোবাসার পর সে কথা বোঝা অত সহজ নয় জোয়াঁ।'

'জানি! আর এও জানি তুমি আমাকে বুঝবে। কেননা তুমি আর পাঁচজনের মতো নও, আর পাঁচজন থেকে তুমি সম্পূর্ণ আলাদা। ও আমাকে খুন করতে চেয়েছিলো।' জুঁই জুঁই দাঁতে জোয়াঁ করুণ করে হাসলো। কয়েক মাস পরেই সবাই আমাকে খুন করতে চায় রাভিক। কিন্তু আমি জানি, তুমি আমাকে কখনও খুন করতে চাইবে না।'

'আচ্ছা, এমন কখনও হয়েছে—তুমি কাউকে সত্যি করে ভালোবেসেছো আর সে তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে ?'

একটু নিস্তব্ধতার পর জোয়াঁ ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'হ্যাঁ।'

'তখন তুমি কি করতে ?'

'নিজেকে তখন ভীষণ নিঃসঙ্গ আর ম্লান মনে হতো।'

'কতদিন ?'

'প্রায় এক সপ্তা।'

'এক সপ্তা আদৌ কোন দীর্ঘদিন নয়।'

'কিন্তু কেউ যখন সত্যিই অসুখী, এক সপ্তা সময় তাকে নিঃস্ব রিক্ত করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট রাভিক! তখন আমার চোখ মুখ চুল, আমার সারা শরীর, আমার নিঃসঙ্গ শয্যা মনে হতো যেন রিক্ততার কান্নায় কান্নায় ভরে রয়েছে! এ রিক্ততা তোমাকে বুঝিয়ে বলার মতো আমার কোন ভাষা নেই রাভিক। তারপর একটু একটু করে এই রিক্ততা অতিক্রম করে আমি আবার জীবনে ফিরে আসি।'

রাভিক কোন কথা বললো না। মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপনের আলো এসে পড়া কড়ি-কাঠের দিকে স্তব্ধ অপলক চোখে তাকিয়ে রাইলো। মনে পড়লো জোয়াঁ প্রসঙ্গে বরিস মরোসোর সেই উক্তিটা। জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞ মরোসোর দূরদৃষ্টিকে রাভিক মনে মনে প্রশংসা না করে পারলো না। পৃথিবীতে এই ধরনের অতৃপ্ত মেয়েরাই সবচেয়ে বিপজ্জনক! এরা জীবনে কখনও সুখী হতে পারে না। নদীর রেখার মতোই এরা অস্থির চঞ্চল, কেবলই ভাঙতে ভাঙতে নিঃশব্দে দূরে সরে যায়।

'এই ?'

'উঁ।'

'কি ভাবছো ?'

'কই, কিছু না তো।'

জোয়াঁ রাভিকের খোলা বুকের ওপর মুখ রাখলো: কাঁধ ভেঙে গলার দুপাশ থেকে ছড়িয়ে পড়লো ওর সোনালী চুলের গুচ্ছ। 'আমি জানি, তুমি কি ভাবছো। বিপজ্জনক আমি নই রাভিক! বরং আমি নিজেই বিপন্ন। তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না।'

'আমরা কেউ কাউকেই বুঝি না জোয়াঁ, কেউ কাউকে বুঝতে চাই না। আর তাই মনে হয় পৃথিবী দিন দিন এত ভুল বোঝাবুঝির বোঝায় ভরে উঠছে।

'আমি জানি আমার কথা শুনে তুমি হাসছো। তবু বিশ্বাস করো, প্রতি মুহূর্তে আমি যেন অনাবিল উচ্ছলতায় ভরে উঠছি। আমার দেহের শিরা উপশিরা, সমস্ত সত্তা এক নতুন জীবনে আবার স্পন্দিত হয়ে উঠছে রাভিক। আমার এ নিশ্বাস যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন, আমার ঘুম এখন আর মৃত্যুলীন নয়, রিক্ত নয় আমার এই দুটো বাহু। আমি যেন নিঃসীম সুখে রঙিন পাখা মেলে উড়ছি। তুমি যতই হাসো কিংবা ঠাট্টা করো না কেন, তবু আমি বলবো…'

'ঠাট্টা আমি করছি না জোয়াঁ। বরং নিজেকেই আমার কেমন যেন ভাঁড়ের মতো মনে হচ্ছে।'

'আমার কাছে তুমি কি যেন গোপন করছো রাভিক।'

'তোমার কাছে গোপন করার মতো আমার কিছুই নেই জোয়াঁ। বরং বলতে পারো, তোমার চেয়েও আমি অনেক অনেক বেশি শ্লথ।'

'তার কারণ তুমি একা থাকতে চাও। আমার মনে হয়েছে কোথায় যেন একটা প্রতিবন্ধক রয়েছে।'

'প্রতিবন্ধক!' রাভিক শুকনো ম্লান ঠোঁটে হাসলো। 'কোথাও কোন প্রতিবন্ধক নেই তো জোয়াঁ। কেবল অভিজ্ঞতায় তোমার চেয়ে আমি পনেরো বছরের বড়, হয়তো এইটেই একমাত্র কারণ। কি করবো বলো, সবার জীবন তো আর স্মৃতির আসবাব দিয়ে সুন্দর করে সাজানো কোন প্রাসাদ নয় যে হাত পা ছড়িয়ে আয়েশ করে বসা যাবে। অনেকেরই জীবন কাটে যাযাবরের মতো পান্হশালার খড়ের শয্যায়।'

জোয়াঁ কোন জবাব দিলো না। রাভিকের মনে হলো ও বোধহয় তার কথা শুনতেই পায়নি। জানলার দিকে তাকিয়ে দেখলো আকাশে আরক্তিম আভা। থমথম করছে রণাঙ্গনে কামানের গর্জন থেমে যাওয়ার মতো একটা হিমেল নির্জনতা। হঠাৎ রাভিকের কাছে সবকিছু কেমন যেন অদ্ভুত অবাক রহস্যময় বলে মনে হলো। ঠিক এই মুহূর্তে পৃথিবীর কোন প্রান্তে মানুষ নিঃশব্দে কাঁথামুড়ি দিয়ে ঘুমচ্ছে, কোন প্রান্তে গুলিবিদ্ধ হয়ে মানুষ যখন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে, নির্যাতিত হচ্ছে, কারাগারে রক্তাক্ত নিঃসঙ্গ দিন গুনছে, আমি তখন হোটেলের রিক্ত শয্যায় বাহুলগ্না কোন নারীর সঙ্গ-কামনায় উন্মাদ হয়ে উঠছি। আশ্চর্য! অতীতের সুরম্য কানন থেকে নির্বাসিত হয়ে ভালো-বাসার প্রকম্পিত ছায়ায় চন্দ্রমল্লিকার স্নিগ্ধ গন্ধ-ঘন এই নগ্ন হিমেল নির্জনতায় যেন কোন কিছুরই ওপর আমার কোন অধিকারই নেই…

'জোয়াঁ?'

'উঁ!'

'তুমি এখানে রয়েছো, এর চেয়ে বেশি কিছু আমি আর চাই না জোয়াঁ।' রাভিকের কণ্ঠস্বর এখন মনে হলো যেন অন্য কারুর। 'বুঝলে?'

জোয়াঁ কোন কথা বললো না। নিঃশব্দে মুখ তুললো। রাভিক দেখলো সমুদ্র-ঝিনুকের মতো ওর আরত চোখদুটো জলে ভরে গেছে।

এগারো

'আমার পা-টা কেটে বাদ দিয়েছেন ডাক্তারবাবু?' জানেৎ জিজ্ঞেস করলো।

রক্তহীন, ঘষা মোমের মতো বিবর্ণ ম্লান মুখে জানেৎ শুয়েছিলো। নিচে থেকে গলা পর্যন্ত কম্বলে ঢাকা। চোখের নিচে যন্ত্রণার কালো ছায়া।

'তোমার কি কষ্ট হচ্ছে জানেৎ ?' রাভিক ওর কপালে হাত রাখলো।

'হ্যাঁ ডাক্তারবাবু। পায়ে ভীষণ ব্যথা লাগছে। নার্সকে জিজ্ঞেস করলুম, ডাইনি-বুড়ি আমাকে কিচ্ছু বললো না।'

'ও ঠিক জানে না জানেৎ। আমরা তোমার পা-টা কেটে বাদ দিতে বাধ্য হয়েছি, কোন উপায় ছিলো না।'

'হাঁটু থেকে ?'

'হাঁটু থেকে।'

'ভালোই হলো,' ম্লান চোখদুটো ওর যেন দুর্লভ আশায় চকচক করে উঠলো। 'তবু তো বীমা কোম্পানী থেকে মাসে মাসে কিছু টাকা আমাদের হাতে আসবে। কৃত্রিম পা গোড়ালি কিংবা হাঁটু যেখান থেকে লাগানো হোক না, সে তো কৃত্রিম পা-ই, তাই কিনা বলুন ডাক্তারবাবু ?'

'সে তো বটেই।'

'দেখবেন, একখুনি আবার মাকে যেন এসব কিছু বলবেন না, উনি আবার তাহলে কেঁদে কেটে একশা করবেন।'

'না না, ওঁকে আমরা কিচ্ছু বলবো না।'

'বীমা-কোম্পানী কিন্তু খুব অবাক হয়ে যাবে, তাই না ডাক্তারবাবু ?'

'কেন ?'

'বারে, অবাক হবে না ? যখন দেখবে আমার বয়েস মাত্র তেরো, আর ওদেরও অনেক দিন ধরে টাকা গুনতে হবে ?'

'হবে বইকি। তাছাড়া আজ ভোরে পুলিস এসেছিলো তোমার সঙ্গে কথা বলতে তখন তুমি ঘুমিয়েছিলে। ওরা তোমার মার সঙ্গে কথা বলেছে। সন্ধ্যেবেলায় ওরা আবার আসবে বলেছে।'

'মাকে একদম বিশ্বাস নেই ডাক্তারবাবু। কি বলতে কি বলে ফেলবে, তখন হয়তো আর টাকাই পাওয়া যাবে না।'

'না না, উনি আরও দুজন সাক্ষীর ঠিকানা দিয়েছেন। পুলিস ওদের সঙ্গেও দেখা করবে। তুমি ও-জন্যে কিছু ভেবো না।'

'মা এখন কোথায় ডাক্তারবাবু ?'

'সারা রাত তোমার পাশেই বসেছিলেন! অনেক বেলা পর্যন্ত এখানেই ছিলেন। তারপর আমরা জোর করে ওঁকে কোনরকমে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি, একটু পরেই আবার এসে পড়বেন।'

'ধরা-করা করলে কখনও কখনও ওরা একসঙ্গেও টাকাটা দিয়ে দেয়। তাহলে কিন্তু বেশ ভালো হতো, আমি আর মা, দুজনে মিলে একটা ব্যবসা শুরু করতে পারতুম।'

'এখন এসব কিছু ভাবতে হবে না জানেৎ। আগে ভালোভাবে সেরে ওঠো, তারপর···'

'না ডাক্তারবাবু, যা ভাববার পুলিস আসার আগেই সব ভেবে নিতে হবে।'

'বেশ তো, পুলিস আসার এখনও অনেক দেরি আছে।' রাভিক লক্ষ্য করলো জানেৎ-এর জ্বরতপ্ত মুখটা উত্তেজনায় থমথম করছে। 'এখন ভালো করে একটু ঘুমিয়ে নাও।'

'কিন্তু তার মধ্যে যদি পুলিস আসে ?'

'ওরা তোমাকে ডাকবে।'

'রাস্তায় লাল আলো ছিলো, এটা আমার ঠিক মনে আছে। কিন্তু লরির নম্বরটা আমি ভুলে গেছি ডাক্তারবাবু।'

'নম্বরটা আমার লেখা আছে জানেৎ। এখন তুমি ঘুমোও। আর কখনও কিছু দরকার হলে ঘণ্টা বাজিয়ে নার্সকে ডেকো।'

'ডাক্তারবাবু ?'

রাভিক ঘুরে দাঁড়ালো।

'বলো।'

'পুলিস এলে আপনি থাকবেন তো ?'

'নিশ্চয়ই থাকবো জানেৎ। তুমি কিচ্ছু ভেবো না। এবার ঘুমোও।'

'এটা কি পোলিস ভদকা বরিস ?'

'না, এস্তোনিয়ান। রিগার সবচেয়ে ভালো ভদকা রাভিক। ঢালো ঢালো। তারপর পৃথিবীর সবচেয়ে রূপসীর রাস্তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নিজের দুঃখ ভোলবার চেষ্টা করো।'

রাভিক মুচকি হেসে দুটো গেলাস ভর্তি করলো! তারপর একটা মরোসোর দিকে এগিয়ে দিলো।

ফুকে সরাবখানার ভেতরে-রাস্তার ধারের একটা টেবিলে দুজনে বসেছিলো। রাস্তায় অবিশ্রান্ত মানুষের মুখর মিছিল, আকাশে খুন-খারাপি রঙের সন্ধ্যার স্বচ্ছ মেঘমালা। সত্যি, ঠিক এই মুহূর্তের আলোয় ঝলমল করা শহর প্যারিসের কোন তুলনাই হয় না। অনেক অনেকক্ষণ দুজনে নিঃশব্দে বসে পান করলো। হঠাৎ এক সময়ে রাভিক চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো এবং রেস্তোরাঁর সামনের ভিড় ঠেলে পঞ্চম জর্জ আভেন্যুর দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলো

মরোসো মুহূর্তের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। তারপর চকিতে পকেট থেকে কিছু খুচরো টাকা বার করে টেবিলের ওপর রেখে রাভিককে অনুসরণ করলো। ব্যাপারটা ও কিছু বুঝতে পারলো না, তবু অনুসরণ করলো। যদি কোন প্রয়োজনে লাগে। আশেপাশে কোন পুলিস কিংবা সাদা পোশাকে কোন গোয়েন্দাকে ও দেখতে পেলো না। পাশ-রাস্তাগুলো পথচারীর ভিড়ে ঠাসা। তবু ভালো, পেছনে টিকটিকি লাগলে রাভিক সহজে আত্মগোপন করতে পারবে। পঞ্চম জর্জ আভেন্যুর মোড়ে লাল বাতির সংকেতে রাস্তার যানবাহন এতক্ষণ সার বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিলো, এবার ছাড়া পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করছে। তার মধ্যে দিয়েই পথ পেরুতে গিয়ে রাভিক

বোকা বনে গেলো। চকিতে ঠিক ওর পেছনেই একটা ট্যাক্সি প্রচন্ড কর্কশ শব্দে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়লো। 'শা-লা, তোর মাকে…'

চোখের পলক পড়ার আগেই মরোসো পেছন থেকে রাভিকের বগল ধরে এক হেঁচকা টান দিলো। 'তুমি কি পাগল হয়েছো রাভিক? এভাবে কেউ পথ পেরোয়? এক্ষুনি তো মারা পড়ছিলে!'

রাভিক কোন জবাব দিলো না। রাস্তার ওপারে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো। তীরবেগে ছুটে চলেছে পর পর চার সারি গাড়ির প্রবাহ। চলছে তো চলছেই। এর মধ্যে দিয়ে পেরুনো অসম্ভব।

'কি ব্যাপার রাভিক?' মরোসো ওর কাঁধ ধরে নাড়া দিলো। 'পুলিস?'

'না।' রাস্তা থেকে চোখ না সরিয়েই রাভিক জবাব দিলো।

'তাহলে?'

'হাক…'

'হাক!' আপনা থেকেই মরোসোর ভ্রূদুটো গভীর কুঁচকে উঠলো। 'কই? কোথায়? কেমন দেখতে?'

'ছাই রঙের লম্বা কোট পরা…'

লাল বাতির গুঢ় সংকেতে গাড়িগুলো আবার দাঁড়িয়ে পড়লো। রাভিক মরোসের হাত ধরে দ্রুত রাস্তাটা পেরিয়ে এলো। র‍্যু বাসানোয় এসে দেখলো ডজন-খানেক ছাই রঙের লম্বা কোট পরা লোক। যতটা সম্ভব ভিড় ঠেলে দ্রুত পায়ে দুজনে র‍্যু গ্যালিলি পেরিয়ে র‍্যু দ্য প্রেসবুর্জে এসে থমকে দাঁড়ালো। দেখলো সামনেই প্লাস দ্য লেতোয়াল। বিভিন্ন দিকে চলে যাওয়া রাস্তাগুলো যানবাহন আর অজস্র মানুষের ভিড়ে পিণ্ডি পাকিয়ে রয়েছে। এর মধ্যে থেকে কাউকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব!

দুজনে আবার ভিড়ের মধ্যেই খুঁজতে খুঁজতে ফিরে চললো। রাভিকের হঠাৎ কেন বুকের ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা মনে হলো। সত্যি কি ও! আবার সে ভুল করলো না তো! কিন্তু পর পর দুবার কেমন করে ভুল হওয়া সম্ভব? পৃথিবীর বুক থেকে দু-দুবার কেমন করে কেউ নিঃশব্দে হারিয়ে যাবে? হাক নিশ্চয় ভিড়ের মধ্যেই কোথাও মিশে আছে। রাস্তার দুপাশ দেখতে দেখতে ওরা র‍্যু বাসানো পেরিয়ে এলো। চার-দিকে ভিড়, গাড়ি আর মানুষ। অনেক দেরি হয়ে গেছে, এখন আর খোঁজার কোন অর্থ হয় না।

'তুমি ওকে ঠিক চিনতে পেরেছিলে তো?' মরোসো প্রশ্ন করলো!

'হ্যাঁ। অন্তত কয়েক মিনিট আগেও তাই মনে হয়েছিলো।'

'কিছু কিছু মুখ আছে যেগুলো অনেকটা একই রকম দেখতে…'

'কিন্তু কিছু কিছু মুখ আছে যা একবার দেখলে জীবনে আর কখনও ভোলা যায় না বরিস!'

সিগারেট ধরিয়ে মরোসো একমুখ গলগল করে ধোঁয়া ছাড়লো। 'এখন তুমি কি করতে চাও?'

'জানি না। তাছাড়া আর কি-ই বা করার আছে?'

'শোনো, ভিড়ের মধ্যে পথে পথে এভাবে ছুটোছুটি করে কোন লাভ নেই। বরং চলো ফুকেতে ফিরে যাই। ওইটেই সবচেয়ে ভালো জায়গা। যদি হঠাৎ করে হ্যাক ফিরে আসে, ওখান থেকে আমরা ওকে স্পষ্ট লক্ষ্য করতে পারবো।'

ওরা আবার সেই সরাবখানায় ফিরে এলো। আর এক বোতল ভদকা নিয়ে দুজনে চুপচাপ রাস্তার ধারের টেবিলটায় বসে রইলো। বেশ খানিকটা নিস্তব্ধতার পর মরোসো মুখ ফেরালো। 'দেখা হলে কি করবে কিছু ভেবেছো?'

রাভিক মাথা নাড়লো।

'ভাবো। অবাক হয়ে যাওয়া বা বোকা বনে যাওয়ার চাইতে আগেভাগে ভেবে রাখা ঢের ভালো। বিশেষ করে তোমার মতো অবস্থায়···নিশ্চয়ই তুমি চাইবে না কয়েক বছর জেলখানার ঘানি ঘোরাও?'

রাভিক স্থির চোখে মরোসের দিকে তাকালো। কোন কথা বললো না।

'শোন, যদি হঠাৎ করে কখনও দেখা হয়, ওকে অনুসরণ কোরো। প্রথমেই বোকার মতো কিছু করে বোসো না। অনুসরণ করে আগে জানার চেষ্টা করবে কোথায় থাকে। তারপরে কিছু করার অনেক সময় পাবে, বুঝলে?'

রাস্তা থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে রাভিক অন্যমনস্কভাবে বললো, 'হ্যাঁ।'

মরোসো ঘড়ি দেখলো। 'আটটা বাজে। চলো, ও আর আসবে না।'

'আমি এখানে একটু বসি। তুমি বরং যাও বরিস। তোমার হয়তো ক্লাবে যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'দেরির কোন প্রশ্নই আসে না, আজ আমার ছুটি। ইচ্ছে করলে যতক্ষণ খুশি আমরা এখানে বসে থাকতে পারি। কিন্তু এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে অপেক্ষা করাটা অর্থহীন।'

'আমি জানি। কিন্তু···'

'শোনো রাভিক', মরোসো তার বিশাল লোমশ একটা হাত রাখলো রাভিকের কাঁধে। 'আমার বিশ বছরের অভিজ্ঞতা দিয়ে শুধু এইটুকু তোমাকে বলতে পারি—তুমি যদি সত্যিই ওর দেখা পাবার ইচ্ছে পোষণ করে থাকো, নিশ্চয়ই তার দেখা পাবে। নইলে সারা জীবন অপেক্ষা করেও ওকে খুঁজে পাবে না। বুঝতে পেরেছো কি বলছি? শুধু চোখ কান খোলা রাখো আর যে কোন পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত থেকো। তাহলেই যথেষ্ট। নইলে তোমার জীবনটাই দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। চলো, এখন বরং কোথাও গিয়ে রাতের আহারপর্বটা সেরে নেওয়া যাক।'

'তুমি যাও বরিস। আমি একটু পরে যাচ্ছি।'

'তুমি কি এখন এখানেই থাকবে?'

'হ্যাঁ, আর একটু এখানে বসি। তারপর হোটেলেই ফিরে যাবো।'

মরোসো অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলো। তারপর ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'বেশ, যা ভালো বোঝো। আমি প্রথমে মেরী, মারিয়ে,

পরে বুবলিস্কিতে থাকবো। দরকার হলে সেখানে দেখা কোরো কিংবা ফোনে ডেকো।' মরোসা চলে যেতে গিয়েও আবার দরজার কাছ থেকে ফিরে এলো। 'আর শোনো, কোনরকম বিপদের ঝুঁকি নিও না, বা নায়ক হবার চেষ্টা কোরো না। আর পালাবার পথ পরিষ্কার না করে গুলি কোরো না।'

রাভিক ম্লান ঠোঁটে হাসলো। 'ভয় নেই, বরিস। আর যাই করি না কেন, অন্তত বোকার মতো কিছু করবো না।'

হোটেল আন্তর্জাতিকে ফিরে এসেই রাভিক আবার বেরিয়ে পড়লো। পথে ওতল দ্য মিলানের নিয়ন বাতিটা দেখে সে থমকে দাঁড়ালো। ঘড়িতে দেখলো সাড়ে আটটা। জোয়াঁ হয়তো এখন হোটেলেই আছে।

পায়ে পায়ে সে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এলো। 'রাভিক, তুমি!' জোয়াঁ ওকে দেখে বিস্ময়ে প্রায় চমকে উঠলো। 'তুমি এখানে আসবে আমি ভাবতেই পারিনি।'

'কেন?'

'সেই প্রথম দিন আমাকে নিয়ে আসার পর তুমি আর কোনদিন এখানে আসোনি।'

রাভিক মনে মনে হাসলো। কথাটা সত্যি নয়। তবু প্রতিবাদ করলো না। 'কি করবো জোয়াঁ, আমরা যে এক অদ্ভুত জীবন-যাপন করি।'

'হ্যাঁ, ঠিক প্যাঁচার মতো। অন্ধকার না হলে আমরা পরস্পরের সঙ্গে দেখা করতে পারি না।'

আঁটসাঁট আকাশি রঙের সান্ধ্য পোশাকে জোয়াঁকে এক আশ্চর্য রূপসী দেখাচ্ছে।

'কি ব্যাপার জোয়াঁ, তুমি কি এখনই বেরিয়ে পড়ছিলে?'

'না না রাভিক, এখনও আমার হাতে আধঘণ্টা সময় আছে। তুমি বরং ঠিক সময়েই এসে পড়েছো, আমি কফির জল বসিয়েছি। দাঁড়াও, তার আগে কালভাদোর বোতলটা নিয়ে আসি।'

কাচের আলমারি খুলে জোয়াঁ বোতল আর দুটো গ্লাস নিয়ে এলো। রাভিক ওর হাত থেকে বোতলটা নিয়ে টেবিলের ওপর রেখে দিলো। গেলাস দুটো সরিয়ে রাখলো এক পাশে। তারপর এক হাতে জোয়াঁর কোমরটা জড়িয়ে ধরে ওকে কাছে টানলো। 'জোয়াঁ।'

জোয়াঁ তার দীঘল পেলব বাহুদুটো রাখলো রাভিকের গলার দুপাশে। ঝিকমিক করে উঠলো স্বচ্ছ চোখের মণিদুটো। 'কি ব্যাপার রাভিক, তোমার ভাষা যেন আজ অন্য সুরে কথা বলছে?'

'কি জানি, হয়তো ভদকার জন্যে।'

'ধেৎ!'

'তাহলে?'

'জানি না, যাও।'

'আজ রাত্তিরে তুমি আমার হোটেলে যেও না যেন।'

'কেন, তুমি থাকবে না ?'

'না। সম্ভবত কাল কিংবা কয়েক দিনও থাকবো না।'

'হাসপাতালে থাকবে ?'

'না, অন্য একটা ব্যাপারে। ঠিক এখুনি তোমাকে বলতে পারছি না। তবে ব্যক্তিগতভাবে এ ব্যাপারে আমাদের কিছুই করার নেই।'

ঠোঁট কামড়ে জোয়াঁ কিছুক্ষণ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। 'ঠিক আছে।'

'সত্যি, তুমি বিশ্বাস করো।'

'নিশ্চয়ই। তুমি যখন বলছো তখন অবিশ্বাস করার কোন প্রশ্নই আসে না রাভিক।'

'এই, রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি।'

দু হাতে রাভিকের গলাটা মালার মতো জড়িয়ে ধরে জোয়াঁ তার কপালে চুম দিলো। 'না রাভিক, না। তোমার ওপর কখনও রাগ করতে পারি, বলো ?'

এই প্রথম রাভিকের মনে হলো সে যেন হালকা পাখার মেঘের মধ্যে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে আর মেঘ-ছেঁড়া আকাশে লুকোচুরি খেলছে আলোছায়া। ওপর থেকে পৃথিবীটাকে মনে হচ্ছে থৈ থৈ সবুজে সবুজ অরণ্য, আর তার মাথায় কাঁপছে সূর্যের বর্ণালী।

ঘরটাকে এখন হোটেলের নিতান্তই সাধারণ কোন ঘর বলে মনে হচ্ছে না। জানালার ওপারে নিকষ অন্ধকারে থমকে রয়েছে যা কিছু নৈঃশব্দ্য। এপারে উজ্জ্বল আলোর বৃত্তে কেবল একটা মুখ, মোম-পালিশ করা ঝকঝকে দীর্ঘায়ত দুটো চোখ, ঢল নামা হালকা-বাদামী চুলের বন্যা আর অবন্তীর স্নিগ্ধ গন্ধ। জীবন ! রিমঝিম বৃষ্টিতে ভেজা চিরহরিৎ লতাগুল্মের মতো উন্মুখ হৃদয় ! আর বিরামবিহীন বেজে চলা উদাত্ত এক ঘণ্টাধ্বনি—স্পন্দিত রক্তশিরায় আমাকে গ্রহণ করো ! আমাকে রিক্ত করো ! আমাকে পূর্ণ করো !

রাভিক উঠে পড়লো। 'আজ তাহলে চলি জোয়াঁ।'

'শুভরাত্রি রাভিক।'

ফুকে সরাবখানায় সেদিনের সেই রাস্তার ধারের টেবিলটায় রাভিক চুপচাপ বসেছিলো। অতীতের নিকষ অন্ধকারে মগ্ন তন্ময়তায় সে ডুবে গিয়েছিলো, কেবল বুকের ভেতরে টিমটিম করছিলো ক্ষীণ একটা আলোক ঃ প্রতিশোধ !

ওরা ওকে গ্রেফতার করলো উনিশশো তেত্রিশ সালের আগস্টে। গেস্টাপোরা তখন খুঁজছে এমন দুজন বন্ধুকে যাদের সে সপ্তা দুয়েকের জন্যে লুকিয়ে রেখেছিলো একটা গোপন আস্তানায় ; পরে যাদের সে পালিয়ে যেতে সাহায্যও করেছিলো। ওদেরই একজন তার জীবন রক্ষা করেছিলো উনিশশো সতেরো সালে ফ্লেন্ডারসে। মেসিনগানের শব্দ-মুখর রণাঙ্গন থেকে তাকে সরিয়ে আনা হয়েছিলো নিরপেক্ষ সীমান্তে। অজস্র রক্তপাতে সে তখন মৃত্যুমুখী। অন্যজন তার দীর্ঘদিনের পরিচিত এক ইহুদি লেখক।

জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে রাভিককে আনা হলো গেস্টাপোদের ডেরায়। হয়তো ওরা কোন খবর পেয়েছিলো। বন্ধু দুজন কোন্ দিকে গেছে, কি ধরনের অনুমতিপত্র ওদের সঙ্গে রয়েছে, পথে কোথায় কারা কারা ওদের সাহায্য করবে এইসব ওরা জানতে চাইলো। হাক ছিলো পালের গোদা। প্রথমবার মূর্চ্ছিত হয়ে যাবার পর রাভিক ভেবেছিলো সোজা ঝাঁপিয়ে পড়বে ওদের ওপর। চেষ্টাও করেছিলো। কিন্তু তার আগেই দুজন সশস্ত্র এস এস প্রহরী বজ্রমুঠিতে তাকে টেনে এনে ছিলো পেছনে। প্রচণ্ড একটা আঘাতে সে আবার মূর্চ্ছা গেলো। তিন দিন পরে যখন প্রথম চোখ মেললো, দেখলো ক্রুর হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠা হাকের মুখটা ঝুঁকে রয়েছে তার ওপর। দুদিন ধরে সমানে চললো সেই একই প্রশ্ন—কোন্ দিকে গেছে, কোথায় কারা কারা ওদের সাহায্য করবে। তৃতীয় দিনের দিন ধরে আনা হলো সিবিলকে। এ সম্পর্কে ও কিছুই জানতো না, তবু ওরা ওর কাছ থেকে জোর করে স্বীকারুক্তি আদায় করার চেষ্টা করলো। উচ্ছল উদ্দাম যৌবনের প্রতিমূর্তি সিবিল আবার অনন্যা রূপসী। আমি তো ভাবলাম সিবিল বোধহয় ভয়েই আধমরা হয়ে যাবে। কিন্তু না, ও ভেঙে পড়েনি। বরং রুক্ষ নির্মম ভাষায় ও ওদের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করলো। কেননা ও ওর পরিণতি বুঝতে পেরেছিলো। অসহ্য নির্যাতনে মূর্চ্ছিত হয়ে যাবার পর ওকে নিয়ে যাওয়া হলো মেয়েদের বন্দীশিবিরে। পরের দিন হাক আমাকে ব্যাখ্যা করে বললো—সিবিল যদি স্বীকার না করে, তাহলে তার চরম পরিণতি কি হতে পারে। এমনকি তার আগে অশ্লীল আকার ইঙ্গিতে ও জানিয়ে দিলো, রূপসী মেয়েদের ওপর কি ধরনের নির্যাতন হতে পারে। তবু সিবিলের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ আমি অস্বীকার করলাম। হাককে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম—সিবিল শুধু রূপসীই নয়, ফুলের মতো নিষ্পাপ। কোন কিছু গোপন করতে ও জানে না, আর সত্যিই ও কিছু জানে না। এবং এ ক্ষেত্রে স্বীকারুক্তির কোন প্রশ্নই আসে না। হাক কোন কথা বললো না, কেবল মুচকি মুচকি হাসলো। এর তিনদিন পরে সিবিল মারা গেলো। ওরা বললো নিজের সম্মান বাঁচাতে গিয়ে সিবিল নাকি বন্দীশিবিরে গলায় দড়ি দিয়েছে। ঠিক তার পরের দিনই পলাতক দুজনের একজন ধরা পড়লো। সেই ইহুদি লেখককে যখন আনা হচ্ছে রাভিক ওকে চিনতে পারলো না, এমনকি ওর কণ্ঠস্বরও না। হাকের জেরা আর নির্যাতনে বেচারি কয়েকদিন পরে মারাই গেলো। রাভিককে পাঠিয়ে দেওয়া হলো বন্দীশিবিরে। তারপর সেখান থেকে হাসপাতালে। হাসপাতাল থেকেই সে পালিয়ে আসে।

আর্ক দ্য ত্রয়ম্ফের মাথার ওপরে চাঁদ উঠছে। সাঁ এলিজে রাস্তার বাতিগুলো কাঁপছে বাতাসে। টেবিলের কাচে এসে পড়েছে তার প্রকম্পিত রেখা। হঠাৎ এই মুহূর্তে রাস্তার বাতি, টেবিলে প্রকম্পিত আলোর রেখা, নির্জন পথ আর মাথার ওপরে নিঃসঙ্গ চাঁদ রাভিকের মনে হলো কেমন যেন অবাস্তব, ঠিক যেন অজানা কোন রূপকথার মতো। আর সেদিনের সেই রক্তাক্ত স্মৃতি দীপ্ত জ্বলে উঠলো তার বুকের মধ্যে, যেন এইমাত্র বন্দী-শিবিরের গাঢ় জমাট অন্ধকার ছেড়ে সে বেরিয়ে এলো বাইরের উন্মুক্ত আলোকে।

রাভিক উঠে পড়লো।

জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে সারা শহর। দু পাশে সারি সারি বন্ধ জানলা। ভেতরে মানুষের উষ্ণ স্পন্দন। নির্জন সাঁ এলিজে। মাঝে মাঝে ট্যাক্সির যান্ত্রিক শব্দ কেঁপে যাচ্ছে তার নিটোল নির্জনতা। ছায়া ছায়া অন্ধকারে দেহপসারিণীরা বেড়ালের মতো নিঃশব্দ পায়ে ঘুরছে। রাভিক ধীরে ধীরে হেঁটে চললো। র্যু পিয়ের শাঁরোঁ, র্যু মারবোফ, র্যু মারিনাঁ ঘুরে সে আবার আর্ক দ্য ত্রয়ম্ফে ফিরে এলো। অজানা সৈনিকদের বিশাল স্মৃতিস্তম্ভের ছোট্ট প্রাঙ্গণটা মোটা শেকল দিয়ে ঘেরা। মসৃণ স্তম্ভের গায়ে কাঁপছে সবুজ আলোর অস্পষ্ট রেখাগুলো। খানিকক্ষণ সেখানে চুপচাপ বসে থেকে সে আবার উঠে পড়লো। প্লাস দ্য লেতোয়াল অতিক্রম করে সে ফিরে এলো সেই পানশালায় যেখানে হাককে সে প্রথমদিন দেখেছিলো। গরম এক পেয়ালা কফি দিতে বলে রাভিক রাস্তার ধারের সেই আগের টেবিলটায় এসে বসলো। বাইরের চওড়া পথটা নির্জন। কফির পেয়ালা নিয়ে সেদিকে সে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো। ভেতরে ট্যাক্সি-চালকেরা হিটলার সম্পর্কে আলোচনা করছে। ওদের অজস্র টুকরো টুকরো কথা তার কানে এলো···জার্মান সৈন্যবাহিনী ফ্রান্সের সীমান্ত অতিক্রম করবে? এ হতেই পারে না!

হঠাৎ তার মনে হলো আমি এখানে বসে আছি কেন? আমি তো প্যারিসের অন্য কোথাও বসে থাকতে পারতাম, এবং ব্যাপারটা একই দাঁড়াতো। ঘড়িতে দেখলো আড়াইটে বাজে। অনেক দেরি হয়ে গেছে। হাক যদি এখন প্যারিসে থেকেও থাকে, নিশ্চয়ই এত রাতে সে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে না।

রাভিক বাইরে তাকিয়ে দেখলো জ্যোৎস্না প্লাবিত রাস্তায় একটা দেহপণ্যা ঘুরছে। মেয়েটা ধীরে ধীরে জানলার কাছে এসে ভেতরে উঁকি মারলো। তারপর চলে গেলো। রাভিক মনে মনে ভাবলো ও যদি ফিরে আসে, আমি চলে যাবো। মেয়েটা ফিরে এলো। রাভিক কিন্তু উঠলো না। ও যদি আর একবার ফিরে আসে, আমি নিশ্চয়ই চলে যাবো এবং জানবো হাক এখন প্যারিসে নেই। মেয়েটা ফিরে এলো। রাভিক তবু নড়লো না, চুপচাপ বসে রইলো। মেয়েটা আবার ফিরে এলো। রাভিক তবু উঠলো না।

পানশালার পরিচারক চেয়ারগুলো টেবিলের ওপর গোছাতে শুরু করলো। ভেতরে যারা ছিলো এক এক করে পয়সা মিটিয়ে ফিরে গেছে। পরিচারক যখন বাইরের আলোটা নিভিয়ে দিলো, রাভিকের হঠাৎ খেয়াল হলো ভেতরে সে একা বসে রয়েছে। নাঃ, এবার না উঠলেই নয়।

'এই যে, পয়সা।'

নোটটা গেলাসের নীচে চাপা দিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে এলো।

বাইরে এলোমেলো ঝোড়ো বাতাস বইছে। আকাশের অনেক উঁচু দিয়ে একাকী ভেসে যাওয়া স্বচ্ছ মেঘমালা। রাভিক পায়ে পায়ে এগিয়ে চললো। হঠাৎ ওতেল দ্য মিলানে আলোকিত একটা জানলা দেখে সে থমকে দাঁড়ালো। জানলাটা চিনতে তার

কোন অসুবিধে হলো না। আর তখনই মনে পড়লো, জোয়াঁ অন্ধকার ঘরে একলা ঢুকতে ভয় পায়। যেহেতু আজ ও হোটেল আন্তর্জাতিকে যাবে না, তাই ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে গেছে। কেন সে ওকে আসতে বারণ করলো ? অন্য মেয়ের স্মৃতি তো তার জীবন থেকে দীর্ঘদিন আগেই নিঃশেষে মুছে গেছে। এখন যা বেঁচে আছে, সে কেবল রক্তাক্ত একটা মৃত্যুর স্মৃতি। তাছাড়া এ ব্যাপারে জোয়াঁর কিছু করার নেই। এমন কি ব্যক্তিগতভাবে তার নিজেরও না। বিবর্ণ ম্লান হয়ে আসা অতীত স্মৃতি, একটা মরীচিকার পেছনে ছোটা আজ অর্থহীন।

রাভিকের মনে হলো গলার ভেতরটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। পার্কের ওপর থেকে হিমেল ঝোড়ো হাওয়া বয়ে আসছে। আবার যখন সে চোখ তুলে তাকালো, জানলাটা চিনতে পারলো না। হঠাৎ ওটাকে মনে হলো যেন যোজন যোজন মাইল দূরে অন্ধকার দ্বীপে ভাসা ছোট্ট একটা বাতিঘরের মতো। আচ্ছা, সত্যিই কি চাই আমি ? অতীতের দমকা বাতাস যেখানে আমাকে ছুঁড়ে আছড়ে ফেলে দিলো, তারপরে আর কি চাওয়ার আছে ? ভালোবাসা। সে তো প্রজ্বলিত রক্তের এক টুকরো স্মৃতি ! এখন আর তাকে মনে হয় না নারকেল কুঞ্জ শোভিত সবুজ শ্যামলী দ্বীপ থেকে ভেসে আসা অয়ন মণ্ডলের কোন উষ্ণ বসন্তের মতো। প্রবালের গন্ধঘন লবঙ্গ আর লজ্জাবতীর স্নিগ্ধ সৌরভ যেন এখন টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে প্যারিসের পথে পথে !

মানুষের ভিড়, সিগারেটের ধোঁয়া আর নির্যাসের স্নিগ্ধ গন্ধে শেহারাজাদ তখন উন্দাম হয়ে উঠেছে। রাভিক দেখলো জোয়াঁ কার সঙ্গে যেন বসে পান করছে। প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে জোয়াঁ তাকে দেখতে পেলো। টেবিলের লোকটাকে কি যেন বলে জোয়াঁ দ্রুত পায়ে তার কাছে এগিয়ে এলো।

'রাভিক, তুমি !'

'এখানে এখন তোমার কোন কাজ আছে ?'

'কেন ?'

'তোমাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।'

'কিন্তু তুমি যে বললে…'

'সেসব মিটে গেছে। এখন চলো।'

'দাঁড়াও, আমি ওকে বলে আসছি।'

'খুব তাড়াতাড়ি। আমি বাইরে ট্যাক্সিতে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'আচ্ছা।' চলে যেতে গিয়েও জোয়াঁ ঘুরে দাঁড়ালো। 'রাভিক…'

'বলো।'

'তুমি কি আমার জন্যেই এখানে এসেছো ?'

এক মুহূর্তের নিটোল নিস্তব্ধতার পর রাভিক অস্ফুট স্বরে বললো, 'হ্যাঁ জোয়াঁ। শুধু তোমার জন্যেই।'

রু্য দ্য লিজ ধরে ট্যাক্সি হু হু করে ছুটে চললো। 'কি ব্যাপার রাভিক ?'

'কই, কিছু না।'

'জানো, আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলুন।'

'ভুলে যাও ওসব কথা জোয়াঁ।'

'বিশ্বাস করো, ভেবেছিলুম তুমি বোধহয় আর কোনদিনও আসবে না।'

'না জোয়াঁ, না।' রাভিক জোয়াঁর একটা হাত নিজের মুঠোর মধ্যে তুলে নিলো। এখন আর ওসব কিছু ভেবো না, আমাকে কোন প্রশ্ন কোরো না। তুমি জানো না জোয়াঁ, মুমূর্ষু একটা যুগে আমার কাচের জারে রঙিন মাছের মতো বেঁচে আছি। আলো-ঝলমল সারাটা শহর যখন গর্বিত রানীর মতো উচ্ছল, আমরা তখন জীবনের সবকিছু থেকে বঞ্চিত, বিচ্ছিন্ন। হৃদয়টুকু ছাড়া আমাদের আর কিছুই নেই। হাজারো প্রশ্নের অতীত তোমার চুলের গভীরে যে রহস্যটুকু লুকিয়ে রয়েছে, ও-ই আমার কাছে যথেষ্ট জোয়াঁ। জানলার ওপারে ভোরের আলো কেঁপে ওঠার আগেই নিশান্তিকার এই কয়েক ঘন্টা আমরা এক সঙ্গে কাটাতে পারবো, এর চেয়ে বেশি কিছু আমি আর চাই না। স্ট্রবেরির পুষ্পিত গন্ধ-উদ্বেল রাত্রির নির্জনতায় আমি এইটুকু আজ উপলব্ধি করতে পেরেছি ভালোবাসা ছাড়া কারুর জীবন মৃত্যুরই মতো নিস্তব্ধ নিথর।'

জোয়াঁ কোন কথা বললো না, কেবল রাভিকের মুখের দিকে স্তব্ধ বিস্ময়ে মেলে দেওয়া ওর নির্বাক চোখদুটো আরও দীর্ঘায়িত হয়ে উঠলো। মাঝে মাঝে ট্যাক্সির জানলা দিয়ে ভেতরে এসে পড়া বাতির আলোয় রাভিক দেখলো জোয়াঁর বিবর্ণ ম্লান মুখ, আর অন্ধকারে জোনাকির মতো ঝিকমিক করে ওঠা দুটো চোখ।

বারো

'একি! সন্ধ্যে হয়ে গেছে, আলো জেলে দিতে বলোনি কেন জানেৎ? এত কম আলোয় পড়লে চোখ খারাপ হয়ে যায়।'

'চোখ আমার খুব ভালো ডাক্তারবাবু। তাছাড়া এই আলোতে আমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না।'

'উঁহুঁ, তবু উচিৎ নয়। এতে চোখের স্নায়ুর ওপর জোর পড়ে।' রাভিক বড় আলোটা জেলে দিলো। আধ শোয়া অবস্থায় জানেৎ বিছানায় বসে রয়েছে। কম্বলটা কোলের কাছ পর্যন্ত টানা। চারদিকে ছড়ানো কয়েকটা রঙিন পুস্তিকা এবং সবকটাই কৃত্রিম পা সম্পর্কে। কোথা থেকে কোথা থেকে যে সংগ্রহ করেছে একমাত্র ও ই জানে।

'ভেবে দেখলুম ডাক্তারবাবু, আমি এই রবারের পাটাই নেবো। যদিও অনেক দাম, তবু আমাকে তো আর কিনতে হবে না, বীমা কোম্পানীই দেবে।'

'বীমা কোম্পানীর নিজস্ব ডাক্তার আছে জানেৎ।'

'আপনার কি মনে হয়, ওরা আমাকে কৃত্রিম পা দেবে না ?'

'নিশ্চয়ই দেবে। তবে হয়তো এত দামী পা দেবে না।'

জানেৎ হাসলো। 'যাই দিক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে দোকানে গিয়ে বিক্রি করে দেবো। তারপর সস্তা দামে একটা কাঠের পা কিনে নেবো। আমারও কিছু লাভ হয়ে যাবে। চাই কি দরকার হলে আগে থেকে দোকানির সঙ্গেও কথা বলে রাখা যেতে পারে।'

'কেন, বীমা কোম্পানী থেকে কেউ কি দেখা করতে এসেছিলো নাকি ?'

'না তো এখনও আসেনি। তবে নিশ্চয়ই আসবে। রাস্তায় লাল বাতি ছিলো, আমি নিজে চোখে দেখেছি।'

ট্রেতে করে নার্স রাতের খাবার নিয়ে এলো। ডিসগুলো এক এক করে গুছিয়ে রাখলো পাশের টেবিলে। নার্স ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত জানেৎ চুপ করে রইলো। 'এরা আমাকে খুব ভালো ভালো খেতে দেয় ডাক্তারবাবু। আমি একা সব খেতে পারি না। আমার আর মার দুজনের খুব ভালোভাবে কুলিয়ে যায়। মারও আলাদা করে খাবার পয়সা লাগে না।'

রাভিক সস্নেহে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো। 'তুমি খুব বুদ্ধিমান ছেলে জানেৎ।'

'আমরা যে গরীব ডাক্তারবাবু। আজকের দিনে আমাদের বুদ্ধিমান না হলে চলে, বলুন ?'

'নিশ্চয়ই।'

'মার কিন্তু একটুও বুদ্ধি নেই!'

'তোমার মা খুব সরল জানেৎ।'

'জানেন, রাত্তিরে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে গেলে আমার অবাক লাগে—যখন ভাবি আমি এখানে বেশ বড়লোকদের ছেলের মতো সুন্দর একটা ঘরে নরম বিছানায় শুয়ে রয়েছি, ঘন্টা বাজিয়ে যখন খুশি কোন সিস্টারকে ডাকতে পারি, আর এসব কিছুর জন্যে নিজেদের টাকাপয়সা দিতে হবে না।'

'হ্যাঁ জানেৎ। এখানের যা কিছু খরচা সব বীমা কোম্পানীই দিয়ে দেবে।'

'ডাক্তার ভেবরের সঙ্গে আজ সকালে আমি কথা বলেছি। উনি বলেছেন যা টাকা পাবেন, তার দশ ভাগের এক ভাগ আমাকে নগদ দেবেন।'

'নাঃ, সত্যিই তুমি করিতকর্মা।' সিগারেট ধরিয়ে রাভিক কাঠিটা জানলা গলিয়ে ফেলে দিলো। 'নাও, ঠান্ডা হয়ে যাবার আগে খাবারটা খেয়ে নাও।'

'তার আগে বলো, তুমি কি আর একটা কালভাদো নেবে জোয়াঁ ?'

'হ্যাঁ রাভিক।'

রাভিক পরিচারককে ডাকলো। 'তোমাদের এর চেয়ে পুরনো কোন কালভাদো নেই ?'

'কেন মঁসিয়ে, এটা কি ভালো নয় ?'

'খুব ভালো। তবু তোমাদের ভাঁড়ারে নিশ্চয়ই এর চেয়ে পুরনো কিছু থাকতে পারে।'

'দেখছি মঁসিয়ে।' মিনিট পাঁচেক পরেই সে আবার ফিরে এলো। বগলে বিশ্রী দেখতে পুরনো একটা বোতল, দু'হাতে নতুন দুটো গেলাস। সন্তর্পণে ছিপি খুলে সে গেলাসে একটু একটু করে ঢাললো। 'এটা একটু খেয়ে দেখুন মঁসিয়ে।'

রাভিক গেলাসটা তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে চুমুক দিলো। 'বাঃ, চমৎকার!' অন্য গেলাসটা জোয়াঁর হাতে তুলে দিলো। 'এটা খেয়ে দেখো।'

পরিচারক খুশী হয়ে ফিরে গেলো। জোয়াঁ অবাক চোখে রাভিকের দিকে তাকালো। 'এর চেয়ে ভালো মদ আমি কখনও খাইনি রাভিক।' দ্বিতীয় চুমুক দিয়ে গেলাসটা ও নামিয়ে রাখলো। 'নাঃ, তুমি দেখছি আমার অভ্যেস খারাপ না করিয়ে ছাড়বে না।'

'কেন?'

'এই কালভাদো খাবার পর অন্য আর কিছু খেতে ইচ্ছে করবে না রাভিক।'

'শুধু কালভাদো কেন, মাঝে-মধ্যে অন্য কিছ খেতে পারো।'

'তবু আমি চোখ বুজে স্বপ্ন দেখবো, আমি যেন কালভাদোই খাচ্ছি।'

'সেটা অবশ্য মন্দ নয়,' রাভিক দুষ্টুমি করে হাসলো। 'অন্য মদের মর্যাদাও তাতে বাড়বে। অনেকটা তোমার রোমান্টিক প্রেমের মতো।'

জোয়াঁ করুণ চোখে তাকালো। 'তুমি এমনভাবে বলছো রাভিক, যেন আমার প্রেমে তুমি কত ক্লান্ত এবং এখুনি আমাকে ছেড়ে চলে যেতে চাও।'

'আমি নয় জোঁয়া, যদি কখনও সময় আসে দেখবে তুমিই আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।'

'আবার তুমি ওসব বলছো?'

'আমি তোমাকে সত্যিই এসব কিছু শোনাতে চাইনি জোয়াঁ। আমি শুধু তোমাকে ঢেউ আর একটা পাথরের গল্প শোনাতে চেয়েছিলুম। গল্পটা যদিও অনেক কালের পুরনো, আমাদের জন্মের বহু আগে তো বটেই। কোন সমুদ্রে, ধরো ক্যাপরি উপ-সাগরের কোন পাথরকে একটা ঢেউ খুব ভালোবাসতো। ফেন-চঞ্চল উত্তাল উদ্দাম ঢেউটা দিনরাত পাথরটাকে আদর করতো, চুমু দিতো, সফেন শুভ্র বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরতো, হাসতো, কাঁদতো। ঢেউটা দিনরাত পাথরটাকে নিয়ে মগ্ন থাকতো। শেষে একদিন পাথরটা ওর কাছে আত্মসমর্পণ করলো এবং দেখতে দেখতে ওর দুবাহুর মধ্যে মগ্ন-তন্ময়তায় ডুবে গেলো।

জোয়াঁ তার গেলাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিলো। 'তারপর?'

'পাথরটা আর পাথর রইলো না। ও তো তখন সমুদ্রের অতলে তলিয়ে গেছে। ঢেউটা আর কাকে নিয়ে খেলবে, কাকে আদর করবে, কার স্বপ্ন দেখবে? ঢেউটা প্রথম কয়েকদিন খুব মন-মরা হয়ে রইলো, তারপর একদিন অন্য একটা পাথরের খোঁজে বেরিয়ে পড়লো।'

'আহা, তা কেন হবে,' জোয়াঁ অবাক চোখে রাভিকের দিকে তাকালো। 'পাথরটা পাথরই থাকতে পারতো!'

'ঢেউয়েরও তাই ধারণা। কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয়। পাথরের চেয়ে ঢেউয়ের শক্তি যে অনেক বেশি।'

'এ রকম গল্পের কোন অর্থই হয় না। নিশ্চয় তুমি আবার ঠাট্টা করছো।'

'ঠাট্টা নয় জোয়াঁ, এইটেই পৃথিবীর আদিম রীতি···প্রকৃতিও বলতে পারো।' পরিচারককে ডেকে রাভিক জিজ্ঞেস করলো, 'আমরা কালভাদোর এই বোতলটা কিনে নিতে চাই, কত লাগবে ?'

'আপনারা কি এটা বাড়ি নিয়ে যেতে চান মঁসিয়ে ?'

'ঠিক তাই।'

'এটা কিন্তু আমাদের নিয়ম নয়।'

'নিয়মের নিকুচি করেছে, মাদামকে জিজ্ঞেস করে এসো কত দাম লাগবে।'

পয়সা মিটিয়ে ওরা যখন রাস্তায় নেমে এলো, বাইরে তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। ঝিরঝিরে হালকা বৃষ্টির মধ্যেই দুজনে পাশাপাশি হেঁটে চললো।

'তুমি আমাকে ভালোবাসো রাভিক ?'

'হ্যাঁ জোয়াঁ। তুমি যতটা ভাবো তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি।'

'সত্যি রাভিক ?' জোয়াঁ চমকে উঠলো।

'বিশ্বাস করো।'

জোয়াঁ আলতো করে রাভিকের কাঁধে মাথা রাখলো। 'মাঝে মাঝে তোমাকে দেখে কিন্তু আদৌ তা মনে হয় না।' জোয়াঁ বাচ্চাদের মতো ঠোঁট ফোলালো।

'ভালোবাসা স্বচ্ছ কোন হ্রদ নয় জোয়াঁ, যে কেউ যখন খুশি তার বুকে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখবে। ভালোবাসা সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে তরঙ্গের মতো, যে কোন মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে শহরকে শহর। মণিমুক্তো যদি কোথাও থেকেও থাকে, সে আছে তার বুকের গহন গভীরে।'

'আমরা তাকে স্পর্শ করতে পারি না, তাই না রাভিক ?' হিমেল হাওয়ায় জোয়াঁ কেঁপে উঠলো। বন্ধ করে দিলো কোটের বোতামগুলো। এখন ওর কন্ঠস্বর মনে হলো যেন অনেক অনেক দূর থেকে ভেসে আসা কাটা কাটা স্খলিত সুর-মূর্ছনার মতো।

রাভিক কোন জবাব দিলো না। দুজনে নিঃশব্দে পাশাপাশি হেঁটে চললো।

গা থেকে সান্ধ্য-পোশাকটা খুলে জোয়াঁ ছুঁড়ে দিলো বিছনার ওপর। 'প্রতিদিন এই একই কালো পোশাক, একই শেহারাজাদা, প্রতিদিন সব—সবকিছুই একই!'

রাভিক চকিতে ওর মুখের দিকে তাকালো। কোন কথা বললো না।

'কি ভীষণ একঘেঁয়ে লাগে, তোমাকে আমি ঠিক বোঝাতে পারবো না রাভিক।'

'আমি বুঝি জোয়াঁ।'

'তুমি এখান থেকে আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পারো না ?'

'কোথায় ?'

'যেখানে হোক।'

মোড়ক খুলে রাভিক কালভাদোর বোতলটা রাখলো টেবিলের ওপর। তারপর গেলাসে কিছুটা ঢেলে জোয়াঁর দিকে এগিয়ে দিলো। 'নাও, এটুকু খেয়ে ফেলো।'

'না,' জোয়াঁ মাথা নাড়লো। 'কোন লাভ নেই রাভিক। মাঝে মাঝে যখন আমার ভীষণ খারাপ লাগে, কোন কিছুতেই তখন আমার কিছু এসে যায় না। আজ আমি শেহারজাদে যাবো না। কক্খনো না।'

'যেও না। আজ থেকে যাও।'

'তারপর ?'

'ওদের ফোন করে বলে দাও তুমি অসুস্থ।'

'কিন্তু কাল তো আবার যেতে হবে। তখন আরও খারাপ লাগবে।'

'যে কেউ কয়েকদিনের জন্যে অসুস্থ হতে পারে।'

'ব্যাপারটা কিন্তু একই রাভিক।' জোয়াঁর স্বচ্ছ কন্ঠস্বর এখন আর্তনাদের মতো মনে হলো। 'কেন এমন হলো বলো তো ? একটু আগেও আমি যখন তোমার সঙ্গে পানশালায় বসে গল্প করছিলুম, তখন কিন্তু আমার এমন খারাপ লাগেনি, তখন বরং নিজেকে আমার সুখীই মনে হচ্ছিলো। আর এখন মনে হচ্ছে আমি যেন শবাধারের মধ্যে শুয়ে রয়েছি। তুমি কেন এসব বললে রাভিক? কেন তুমি আমার ভয়ের ছবিটাকে এমন করে জাগিয়ে তুললে ? বৃষ্টি আর কবরের মতো গাঢ় অন্ধকারে আমি যেন তাকে আবার স্পষ্ট দেখতে পেলুম ! তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না রাভিক।'

'কেন ?'

'তুমি তো আর আমার মতো ভীরু নও। তুমি কোন কিছুতেই এমন করে ভয় পাও না।'

রাভিক ম্লান চোখে হাসলো। ভয় পাবার মতো আমার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই জোঁয়া।'

জোঁয়া যেন ওর কথা শুনতেই পেলো না। 'এই সবকিছু ছেড়ে আমি কোথাও চলে যেতে চাই রাভিক। ভুতুড়ে এই সরাইখানা, নৈশ ক্লাবে মানুষের লোলুপ দৃষ্টি, নিঃসঙ্গ এই দিনগুলোর হাত থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই। আর পাঁচজনের মতো একসঙ্গে আমরা হাঁফ ছেড়ে একটু স্বস্তিতে বাঁচতে চাই রাভিক।'

রাভিকের মুখ কালো হয়ে গেলো। থমথমে এই ঝড়ের মুখোমুখি হবার আশঙ্কায় সে এতদিন অপেক্ষা করছিলো, জানতো যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে। 'সত্যিই কি তুমি তাই চাও জোয়াঁ ?'

'নিশ্চয়ই! কবোষ্ণ নীড়ে দুজনের নিবিড় আন্তরিকতা, একটু ভালোবাসা, একটু সান্ত্বনা কে না চায় রাভিক ?'

'তার জন্যে নিজেদের প্রস্তুত হতে হয় জোয়াঁ।'

'আমি প্রস্তুত রাভিক।'

রাভিক হাসলো। অস্পষ্ট সে হাসিতে ফুটে উঠলো স্নেহ, বিদ্রূপ, বিষণ্ণতার ম্লান

ছায়া। 'প্রস্তুত তুমি নও জোয়াঁ। এমনকি আমার চেয়েও বেশি প্রস্তুত তুমি নও। কিন্তু সেইটেই একমাত্র কারণ নয়। এছাড়া অন্য কারণ আছে।'

'আমি জানি।'

'না, তুমি জানো না জোয়াঁ। কিন্তু আমি তোমাকে বলতে চাই। আমার মনে হয় এখনই বলা ভালো। তুমি যা ভাবছো, তা কখনও সম্ভব নয় জোয়াঁ।'

'রাভিক!'

রাভিক চকিতে তাকিয়ে দেখলো জোয়াঁর মুখটা বিবর্ণ ম্লান হয়ে গেছে। শঙ্কাতুর বিহ্বল চোখের দৃষ্টিতে থমকে রয়েছে আহত একটা যন্ত্রণা। রাভিক আলতো করে ওর কাঁধে হাত রাখলো। 'ফ্রান্সে আমি অবৈধভাবে বাস করছি জোয়াঁ। অনুমতিপত্র আমার নেই। আমি আলাদাভাবে কোন ঘর ভাড়া নিতে পারি না, বা কাউকে ভালো-বাসলেও বিয়ে করতে পারি না জোয়াঁ। এর জন্যে নিজের পরিচয় এবং ছাড়পত্রের প্রয়োজন। এমনকি এখানে আমার বৈধভাবে কাজ করারও কোন অধিকার নেই। এভাবে বাঁচা ছাড়া আমার আর অন্য কোন উপায় ছিলো না।'

জোয়াঁ মাদুর অপলক চোখদুটো আরও দীর্ঘায়িত হয়ে উঠলো। 'সত্যি রাভিক?'

'শুধু আমি একা নই জোয়াঁ, হাজার হাজার পলাতক উদ্বাস্তুকে আজ এভাবে দিন কাটাতে হচ্ছে।' রাভিক হাসলো।'মরো সোর ভাষায় এরা হলো দুর্ভাগ্যের অবোধ শিশু।'

'কিন্তু…'

'এদের চেয়ে তবু তো আমি অনেক ভালো রয়েছি জোয়াঁ। কাজ করছি, খাচ্ছি, ঘুমচ্ছি—তার ওপর তুমি রয়েছো, কত সুযোগ বলো?'

'আর পুলিস?'

'তার জন্যে আমি তেমন করে কিছু ভাবি না। ধরা পড়লে বড়জোর কয়েকদিনের কারাবাস কিংবা নির্বাসন। সেটা এমন একটা কিছু মারাত্মক নয়। যাগগে ওসব কথা। এখন তুমি ওদের ফোন করে জানিয়ে দাও যে আজ তুমি যাচ্ছো না, অসুস্থ। যদি ডাক্তারি সাক্ষ্যলিপির দরকার হয় আমি ভেবরের কাছ থেকে এনে দেবো।'

'নির্বাসন!' কথাটা জোয়াঁ এমনভাবে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলো, যেন এতক্ষণ পর ওর বোধগম্য হলো! 'ফ্রান্স থেকে নির্বাসন রাভিক?'

'হ্যাঁ।'

'তার মানে তুমি অনেক দূরে চলে যাবে?'

'সামান্য কয়েকদিনের জন্যে।'

জোয়াঁ যেন ওর কথা শুনতেই পেলো না। 'তুমি চলে গেলে আমি কি করবো রাভিক?'

'ধরা যে পড়বোই এমন যথেষ্ট কোন কারণ নেই। এবং দু বছরে এখনও তেমন কিছু ঘটেনি।'

জোয়াঁ স্থাণুর মতো বসে রইলো। মুখের ভাব একটুও বদলায়নি। একটু বিরতির পর ও ম্লান স্বরে বললো, 'কিন্তু যদি ধরা পড়ো?'

'দু-এক সপ্তার মধ্যে আবার ফিরে আসবো।' রাভিক হেসে জোয়াঁর ভয়টাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলো। 'এটা অনেকটা কয়েকদিনের জন্যে বাইরে কোথাও হাওয়া-বদল করতে যাওয়ার মতো। নাও, এবার ফোন করো।'

জোয়াঁ শিথিল পায়ে উঠে দাঁড়ালো। 'কি বলবো?'

'বলো যে বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লেগেছে, গলায় ব্যথা হয়েছে। একটু ধরা গলায় কথা বলার চেষ্টা কোরো।'

গ্রাহকযন্ত্রটা তুলে নিয়ে জোয়াঁ নম্বর চাইলো। কথা বলার আগে এমনভাবে ও রাভিকের দিকে তাকিয়ে রইলো যেন কেউ ওকে গ্রেফ্‌তার করতে আসছে। কিন্তু যখন ও ধীরে ধীরে মিথ্যে বলতে শুরু করলো, রাভিক অবাক হয়ে গেলো। ওর চোখে মুখে ফুটে উঠেছে বিষণ্ন ম্লান একটা যন্ত্রণা, গলাটা ঠাণ্ডায় বসে গেছে, মাঝে মাঝে দু-একবার কেশে সমস্ত পারিপার্শ্বিকতাটাকে ও করুণ করে তুললো। কালভাদোর গেলাসে চুমুক দিতে দিতে রাভিক দেখলো কি অনায়াস অভিনয়ের মধ্যে ও এখন তলিয়ে গেছে। আশ্চর্য। রাভিক ভাবলো, এ যেন ঠিক কোন আয়না—যার বুকে ফুটে উঠলো অনন্য একটা প্রতিবিম্ব, অথচ তাকে ধরে রাখার কোন সুযোগ রইলো না।

জোয়াঁ ফিরে এলো। 'ওরা বিশ্বাস করেছে।'

রাভিক হাসলো। 'ওরে বাব্বাঃ, বিশ্বাস না করে উপায় আছে!'

'ওরা বললো চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকতে। সম্পূর্ণ সেরে না ওঠা পর্যন্ত আসতে বারণ করলো।'

'ভালোই তো। ইচ্ছে না থাকলে কালও যাবে না।'

'কিন্তু রাভিক, তুমি যে আমাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছো।'

জোয়াঁ রাভিকের সামনে দাঁড়িয়ে দু হাতে ওর গলাটা মালার মতো জড়িয়ে ধরলো। 'না রাভিক, না···এ কথা সত্যি নয়, সত্যি হতে পারে না। বলো, তুমি দুষ্টুমি করে বলেছো?'

'দুষ্টুমি করে বলছি জোয়াঁ।'

'তুমি জানো না, তোমাকে ছেড়ে আমি একা থাকতে পারবো না, কিছুতেই না।' একটু নিস্তব্ধতার পর জোয়াঁ বাচ্চা মেয়ের মতো ঠোঁট ফোলালো। 'কি ব্যাপার, কথা বলছো না যে?'

'এই তো বলছি।'

'না, তুমি নিশ্চয়ই কিছু একটা ভাবছো।'

'কি ভাববো!'

'জানি না।'

'ভাবছি কয়েকদিনের জন্যে এখান থেকে কোথাও যাবো।'

'কোথায়?'

'যেখানে হোক। এমন কোন জায়গায়, যেখানে থাকবে সূর্যের অঢেল উত্তাপ, যেখানে এমন অন্ধকারে প্যাঁচার মতো মুখ লুকিয়ে স্বপ্ন দেখতে হবে না, ফুলের বাগান-

ওয়ালা সুন্দর কোন নীড়ের কিংবা হিমেল অন্ধকারে নিজেদের ভরিয়ে তুলতে হবে না নিঃসঙ্গতায়।'

মৃদুল উচ্ছ্বাসে দুলে উঠলো জোয়াঁর সারা শরীর। 'সত্যি রাভিক!'

'হ্যাঁ জোয়াঁ। বুদাপেস্টের মতো কোন জায়গায়, যেখানে বাদামফুলের স্নিগ্ধ গন্ধে ভরা প্লাবিত জ্যোৎস্না ভরে দেবে আমাদের গ্রীষ্মের সারাটা রাত্রি, আর আমরা দুজনে শুয়ে শুয়ে অপলক চোখে আকাশের তারা দেখবো।'

'কিন্তু পুলিস · '

'ওকথা এখন আর ভেবে কোন লাভ নেই জোয়াঁ। আমার কাছে সব জায়গাই সমান বিপজ্জনক। তবে তুমি সঙ্গে থাকলে বরং অনেকটা সুবিধে হবে। তুমি ওখানে কখনও যাওনি তো?'

'না রাভিক! ইতালি ছাড়া আমি আর অন্য কোথাও যাইনি।'

রাভিককে চুপ করে থাকতে দেখে জোয়াঁ প্রশ্ন করলো, 'এই আমরা কবে যাবো?'

'দেখি। হয়তো দু-এক সপ্তার মধ্যে। এইটেই সবচেয়ে ভালো সময়।'

'কিন্তু টাকা কোথায় পাবে?'

'কিছু আছে আর কিছু যোগাড় করে নেবো। হয়তো প্রথম শ্রেণীর কোন হোটেলে থাকা যাবে না, তবু আন্তিবে কয়েকটা ভালো হোটেল আছে যেখানে কাগজপত্তরের জন্যে খুব একটা টানাহেঁচড়া করবে না। তাছাড়া মানুষ হিসেবেও ওরা ভারি চমৎকার।'

'তাহলে এসো রাভিক,' জোয়াঁর চোখ মুখের চেহারা এখন আশ্চর্য রকম বদলে গেছে। দ্রুত হাতে শেষ অন্তর্বাসগুলোও খুলে ও ছুঁড়ে দিলো খাটের নীচে। তারপর কালভাদোর বোতলটা তুলে নিয়ে বিছানায় নিজেকে টানটান করে মেলে দিলো। 'কালভাদোর বোতল দিয়েই আজকের রাতটাকে স্মরণীয় করে রাখা যাক!'

তেরো

আঁদ্রে দুরাঁ প্রচণ্ড রেগে উঠলেন। 'নাঃ' এভাবে আপনার সঙ্গে কাজ করা সত্যিই অসম্ভব।'

রাভিক কাঁধ ঝাঁকালো। ডাক্তার ভেবরের কাছে শুনেছিলো ডাক্তার দুরাঁ এই অস্ত্রোপচারের জন্যে দশ হাজার ফ্রাঁ পাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, এর অর্ধেক টাকা তিনি অগ্রিম নিয়েওছেন। অথচ রাভিক তার পারিশ্রমিক হিসেবে পাবে মাত্র দুশো ফ্রাঁ।

'অপারেশন করার আধ ঘণ্টা আগে আপনি এভাবে বেঁকে বসবেন আমি স্বপ্নেও ভাবিনি ডাক্তার রাভিক।'

'আমিও না।'

'একটা জিনিস আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, আপনি বরাবরই আমার ওপর

নির্ভর করেছেন··· অথচ আজ, এই বিশেষ মুহূর্তে, রোগীর বাঁচা মরা যখন নির্ভর করছে আমাদের হাতে, তখন আমাকে টাকার জন্যে আপনার সঙ্গে দর কষাকষি করতে হচ্ছে।'

'তার জন্যে আমি দায়ী নই ডাক্তার দুরাঁ।'

ঠোঁট কামড়ে ভ্রু কুঁচকে আঁদ্রে দুরাঁ কি যেন ভাবলেন। তারপর সোনালী ফ্রেমের চশমাটা ঠিক করে নিলেন। 'আচ্ছা, আপনি কত আশা করেন ?'

'দু হাজার ফ্রাঁ।'

'নাঃ, আপনি হাসালেন দেখছি,' চেয়ার ছেড়ে ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন 'অসম্ভব !'

'বেশ তো, অন্য কাউকে তাহলে নিয়ে নিন।'

রাভিক এতক্ষণ চেয়ারের হাতল ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলো, এবার টেবিল থেকে তার টুপিটা তুলে নিলো।

'এক মিনিট', আঁদ্রে দুরাঁ রাভিকের পথ আটকে দাঁড়ালেন। 'আপনি কিন্তু এভাবে চলে যেতে পারেন না। টাকার কথা কাল আপনি আমাকে বলেননি কেন ?'

'কাল আপনি শহরের বাইরে ছিলেন, কয়েকবার চেষ্টা করেও আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি।'

'দু হাজার ফ্রাঁ আমার সীমার বাইরে ডাক্তার রাভিক ! আপনি হয়তো জানেন না, রোগী আমার বন্ধুস্থানীয় এবং ওর কাছ থেকে খরচ খরচার সামান্য টাকা ছাড়া আমি আর কিছুই নিতে পারবো না।'

রাভিক জানে আঁদ্রে দুরাঁ আস্তো একটা টাকার কুমির। বয়েস প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। শল্যচিকিৎসক হিসেবে না হলেও, রোগ-বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিঃসন্দেহে লব্ধপ্রতিষ্ঠিত। এবং ওপর মহলে ওঁর যথেষ্ট হাত আছে। কিন্তু এই কৃপণতার জন্যে কেউ ওঁর কাছে টিঁকতে পারে না। ওঁর সহকারী শল্য-চিকিৎসক, ডাক্তার বিনোও এখন স্বাধীনভাবে কাজ করছেন।

'আপনি যদি একটু আগেও আভাস দিতেন···' দরজার সামনে নার্সকে ফিরে আসতে দেখে আঁদ্রে দুরাঁ উদ্বিগ্ন চোখে তাকালেন। 'কি ব্যাপার ?'

'আমরা কি অবচেতন করার কাজ শুরু করবো ডাক্তার ?'

আঁদ্রে দুরাঁ ওকে কিছু না বলে রাভিকের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। 'এখন আপনার কি অভিমত ডাক্তার রাভিক ?'

'সে তো আপনার সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে ডাক্তার দুরাঁ।'

'আচ্ছা নার্স তুমি এখন যাও, আমি একটু পরেই তোমাকে ডেকে পাঠাচ্ছি।' নার্স চলে না যাওয়া পর্যন্ত আঁদ্রে দুরাঁ চুপ করে রইলেন। 'আমাদের কাজে এভাবে দর কষাকষি করা উচিত নয় ডাক্তার রাভিক।'

'আমি আপনার সঙ্গে একমত।'

'তাহলে টাকাপয়সার ব্যাপারটা আমার হাতেই ছেড়ে দিন না ? আপনি বরাবরই তাই করেছেন, এবং নিশ্চয়ই কখনও অখুশি হননি ?'

রাভিকের চিবুকদুটো শক্ত হয়ে উঠলো। 'না, কথাটা সত্যি নয়।'

'আপনি কিন্তু একথা এর আগে কখনও জানাননি।'

'জানানোর প্রয়োজন বোধ করিনি। তাছাড়া এসব আমার ভালো লাগে না। কিন্তু এবারে আমার টাকার বিশেষ প্রয়োজন।'

নার্সটিকে আবার দরজার সামনে দেখা গেলো। 'রোগী কিন্তু ভীষণ অধৈর্য হয়ে উঠেছেন ডাক্তার।'

আঁদ্রে দুরাঁ কঠিন চোখে ওর দিকে তাকালেন। 'রক্তের চাপ, স্পন্দন এসব নিতে বলো।'

'নেওয়া হয়েছে ডাক্তার।'

'ঠিক আছে, অবচেতন করার কাজ শুরু করো।' নার্স চলে গেলো। 'বেশ, আমি আপনাকে এক হাজার ফ্রাঁই দেবো।'

'দু হাজার ফ্রাঁ।'

'শুনুন,' আঁদ্রে দুরাঁ কেশে গলার ভেতরটা পরিষ্কার করে নিলেন। 'উদ্বাস্তু হিসেবে এখানে অস্ত্রোপচার করা...'

'বেশ তো, এখন থেকে আমি আর আপনার হয়ে অস্ত্রোপচার করবো না।' রাভিক দরজার দিকে পা বাড়ালো।

'ঠিক আছে, দু হাজারই পাবেন। যদিও টাকাটা আমার পকেট থেকেই যাবে', আঁদ্রে দুরাঁর বুক খালি করে বেরিয়ে এলো গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস।

'তবু কি আর করবো বলুন!'

মুখ না চিনলেও রাভিক এঁর নাম জানে। লেভাল, উদ্বাস্তু দপ্তরের সর্বময় কর্তা। শুধু ফ্রান্সেই নয়, আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তুদের কাছেও ওঁর নাম আজ সুপরিচিত। ডাক্তার ভেবর ঠাট্টা করে বলেছিলেন—ভালোই তো, ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে। রাভিক জানে কোন কাজে লাগবে না, কেননা উনি কোনদিনই জানার অবকাশ পাবেন না কে তাঁর অস্ত্রোপচার করেছে।

প্রথম ছুরির টানেই পাতাখোলা বইয়ের মতো পেটটা উন্মুক্ত হয়ে গেলো। ভেতরে স্তরে স্তরে সাজানো পীতাভ মেদের স্তূপ। রাভিক আড় চোখে ডাক্তার দুরাঁর দিকে তাকালো। 'উদ্বাস্তুদের উপহার দেবার জন্যে কয়েক পাউণ্ড চর্বি কেটে নেবো নাকি?'

আঁদ্রে দুরাঁ কোন জবাব দিলেন না। থমথমে লেভালের নিমীলিত চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ছুরি এখন মেদের স্তর ভেদ করে এসে পৌঁছেছে পেশীর কাছে। সে জানে এই একটা মানুষ, পশুর চেয়েও কোন অংশে কম নন, নিঃস্ব রিক্ত করে দিয়েছেন কত অগণন মানুষের জীবন। আরও অজস্র উদ্বাস্তুর ভবিষ্যৎ আজ নির্ভর করছে এঁরই হাতে। এই তো সেদিন হোটেল আন্তর্জাতিকে এক বৃদ্ধ ইহুদি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হলেন শুধু এঁরই জন্যে। এঁর কয়েক পাউণ্ড চর্বি উপহার পেলে উদ্বাস্তুরা বরং খুশীই হবে!

'ক্লিপ !' রাভিক হাত বাড়ালো।

'ট্যাম্পন !'

'কাঁচি !'

'ক্লিপ !'

ছুরির নিপুণ ছন্দে রাভিক ডুবে গেছে। জটিল অন্ত্রের অরণ্য থেকে সে পিচ্ছিল পিত্তকোষটা কেটে বার করে আনলো। তারপর ছুঁড়ে দিলো টেবিলের পাশের ট্রেতে। ছুঁচে শেষ টান দিয়ে গিঁট বাঁধতে বাঁধতে রাভিক আড় চোখে ডাক্তার দুরাঁর মুখের দিকে তাকালো। কি যেন এক দুর্লভ আশায় ওঁর চোখদুটো চকচক করছে। এক-একটা চোখে হাজার ফ্রাঁর দ্যুতি ! রাভিক মনে মনে হাসলো। 'ব্যস, হয়ে গ্যাছে।'

হাতের দাস্তানাদুটো টেবিলের নিচে ছুঁড়ে দিয়ে রাভিক স্নানঘরে প্রবেশ করলো। একটু পরে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলো। তারপর ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট ধরালো।

একটু বিরতির পর আঁদ্রে দুরাঁ রূঢ় স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার, কাজ তো মিটে গ্যাছে, আর অপেক্ষা করছেন কেন ?'

'টাকাটা।'

'রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার পর টাকাটা আমি আপনাকে পাঠিয়ে দেবো। হয়তো কয়েক সপ্তা দেরি হবে।'

চামার আর কাকে বলে ! রাভিক মনে মনে অপমানিত বোধ করলেও, এ নিয়ে আর টানাহেঁচড়া করতে তার ইচ্ছে হলো না। ভাবলো তেমন প্রয়োজন হলে বুড়ো ছাগলটার কাছে হাত পাতার চাইতে ডাক্তার ভেবরের কাছ থেকে ধার করে নেওয়া ঢের ভালো। কোন কথা না বলে রাভিক নিঃশব্দে তার কোটটা কাঁধে চাপিয়ে হুক থেকে টুপিটা তুলে নিলো।

'আপনি যদি হঠাৎ করে টাকাটা না চাইতেন, তাহলে হয়তো আমার কোন অসুবিধে হতো না।'

দরজার কাছ পর্যন্ত গিয়েও রাভিক ঘুরে দাঁড়ালো। 'বেশ তো, আপনার যদি এতই অসুবিধে হয় টাকাটা না হয় কয়েকদিন পরেই দেবেন।'

রাভিক আর কোন দিকে তাকালো না। সিঁড়ি দিয়ে গটগট করে নেমে গেলো। রাস্তায় নেমে নতুন করে আর একটা সিগারেট ধরালো।

'তুমি কি এখান থেকেই সোজা বিমান বন্দরে চলে যাবে কেটি ?'

'হ্যাঁ রাভিক।'

'জিনিসপত্তর ?'

'আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'মনে হচ্ছে ফ্লোরেন্সের জন্যে মনটা তোমার হাঁপিয়ে উঠেছে ?'

'হ্যাঁ রাভিক। সারা বাগান জুড়ে এখন জুঁই ফুটবে। রাত্রির বাতাসে [illegible]

ঝরবে তার স্নিগ্ধ গন্ধ। সে যে কি মিষ্টি তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।' একটু বিরতির পর কেটি ছোট্ট করে হাসলো। 'তাছাড়া, তোমার জানা এখানের এই কেটি হেগস্ট্রোম তার অতীত জীবনকে সম্পূর্ণ ভুলে যেতে চায় রাভিক।'

রাভিক চকিতে ওর মুখের দিকে ফিরে তাকালো। বিশীর্ণ ম্লান, অথচ মুক্তির অমিত আনন্দ যেন ঝরে পড়ছে ওর সর্বাঙ্গ থেকে। গোধূলির রাঙা আলো এসে পড়েছে দীঘল দুটি চোখের পাতায়। হাতদুটো ঢোকানো কোটের পকেটে। পিচ বাঁধানো ভিজে রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে ও হেঁটে চলেছে।

'তোমার এখন কেমন লাগছে কেটি ?'

'ভালো। ঠিক কড়া মদের মতো।'

'দাঁড়াও, একটা ট্যাক্সি ডাকি।'

'না। চলো ওই পার্ক পর্যন্ত হেঁটে যাই।'

'তোমার কষ্ট হচ্ছে না তো ?'

'একটুও না। বরং ভালো লাগছে।'

মন্থর পায়ে দুজনে নিঃশব্দে পাশাপাশি হেঁটে চললো। এলোমেলো ঝিরঝিরে হিমেল হাওয়া বইছে।

'কোটের বোতামগুলো এঁটে নাও কেটি। ওহো, ভালো কথা·· ফ্লোরেন্সে আমার পরিচিত একজন ডাক্তার আছেন, অধ্যাপক ফায়োলা। কোন রকম অসুবিধে হলে ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ কোরো!'

কেটি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালো। 'তার কি কোন প্রয়োজন হবে রাভিক ?'

'হয়তো না। তবু সতর্ক থাকা ভালো। ঠিক আছে, আমিই বরং ওঁকে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা চিঠিতে জানিয়ে দেবো। তুমি এখন কিছুদিন ফ্লোরেন্সে থাকছো তো ?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর ?'

'কান হয়ে সোজা নিউ ইয়র্কে চলে যাবো।'

'ট্যাক্সি !'

ট্যাক্সিচালক নিঃশব্দে ওদের সামনের দরজাটা খুলে দিলো। কেটি মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করলো, যেন কিছু বলতে চায়। কিন্তু কিছু বললো না। ভেতরে প্রবেশ করে হাতটা বাড়িয়ে দিলো। 'চলি রাভিক, বিদায় !'

'আমি কি তোমাকে বিমানবন্দর পর্যন্ত পৌঁছে দেবো কেটি ?'

'দাও না লক্ষ্মীটি, এতটা পথ একা একা যেতে আমার ভীষণ খারাপ লাগছে।'

গোধূলির রাঙা আলোয় আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে রাভিক প্রথমে জায়গাটা ঠিক চিনতে পারলো না। মনে হলো সে বোধহয় স্বপ্ন দেখছে। আর ঠিক তখনই

নিবিড় অরণ্যঘেরা জার্মান সীমান্তের ছোট্ট রেল স্টেশনটা সে চিনতে পারলো। কাছেই কোথাও পাহাড়ি ঝরনার শব্দ শুনতে পেলো। অরণ্যের ওপার থেকে ভেসে আসছে দেবদারুর ঝিরঝিরে মিষ্টি বাতাস। লাক্ষার গন্ধে আকুল হয়ে উঠছে গ্রীষ্মের স্তব্ধ সন্ধ্যা। বেলাশেষের সূর্যে রাঙা হয়ে গেছে বিপর্সিল রেলপথটা, ঝকঝক করছে তার মসৃণ ইস্পাত। যেন তার ওপর এইমাত্র রক্ত ঝরাতে ঝরাতে চলে গেছে একটা ট্রেন। কিন্তু আমি এখানে কেন? রাভিক ভাবলো। জার্মান সীমান্তে আমি কেমন করে এলাম! আমি তো ফ্রান্সে ছিলাম—প্যারিসে! মনে পড়লো রঙিন বর্ণালীর মতো কোমল কতকগুলো ঢেউ, তার স্মৃতি।

ছোট্ট প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে সে আনমনে হেঁটে চলেছে। দেখলো পত্রিকা বিক্রির স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে স্টেশনমাস্টার কি যেন একটা কাগজ পড়ছেন। মাঝামাঝি বয়সের গোলগাল ধরনের মানুষ। গাঢ় বাদামী রঙের একজোড়া ঘন গোঁফ। রাভিক ওঁকে জিজ্ঞেস করলো, 'পরের ট্রেনটা কখন আসবে?'

স্টেশনমাস্টার কাগজ থেকে চোখ না তুলেই গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কোথায় যাবেন?'

হঠাৎ একটা আতঙ্কে বুকের ভেতরটা যেন তার কেঁপে উঠলো। তাই তো, এ সে কোথায় দাঁড়িয়ে! জায়গাটার নাম কি? আর স্টেশনটা? প্ল্যাটফর্মের চারদিকে সে তাকিয়ে দেখলো। কোথাও কোন নামের চিহ্নও খুঁজে পেলো না। তাহলে? শুকনো ঠোঁটের প্রান্তে রাভিক একটু করে ম্লান হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলো। 'না, মানে···আমি এখন ছুটিতে।'

'হতে পারে,' স্টেশনমাস্টার এবার কাগজ থেকে চোখ নামালেন। 'কিন্তু কোথায় যাবেন সেটা বলবেন তো?'

'যেখানে হোক, এই এমনি···ধরুন ফ্রেইবুর্গে···'

'এখান থেকে কোন ট্রেন ফ্রেইবুর্গে যায় না।'

'আচ্ছা, এখানে কোন পানশালা নেই? বেশ ভালো ব্রিস্···'

'হ্যাঁ, সোজা প্ল্যাটফর্মের পেছন দিকে চলে যান, দেখবেন ছোট্ট একটা রেস্তোরাঁ আছে।'

'ধন্যবাদ।'

প্ল্যাটফর্ম ঘুরে ধীরে ধীরে ও এগিয়ে চললো। দেখলো বিশ্রামাগারগুলো সব ফাঁকা। পথের মাঝে কেবল একঝাঁক চড়ুই ঠোঁট দিয়ে কি যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। তাকে দেখেই পাখা ঝাপটে উড়ে গেলো। রাভিক দূর থেকে ছোট্ট রেস্তোরাঁটা দেখতে পেলো। ছিমছাম, বেশ সুন্দর সাজানো। কিন্তু ভেতরে কাউকে দেখতে পেলো না। কেউ না। হঠাৎ বুকের ভেতরটা তার ছ্যাঁৎ করে উঠলো। সে আবার প্ল্যাটফর্মে ফিরে এলো। দূর থেকে দেখলো স্টেশনমাস্টার দুজন লোকের সঙ্গে কি যেন ফিসফিস করে বলছেন। ওরা কারা! আসার সময় তো ওদের দেখিনি! তাহলে?, রাভিক চকিতে পেছন ফিরে রেল লাইন পেরিয়ে সোজা অরণ্যের দিকে ছুটতে শুরু করলো।

ছুটতে ছুটতে গভীর অরণ্যে সে পথ হারিয়ে ফেললো। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো— পাইন, পাইন আর পাইন। মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে। পূর্ণিমার বিরাট একটা ঝলসানো চাঁদ। ঝরনার কলোচ্ছ্বাস যেন এখন আরও কাছে মনে হচ্ছে। ঠিক যেন ওর বুকের ভেতরে। এতক্ষণ সারাপথ কে যেন তাকে অনুসরণ করছিলো, এবার পেছন ফিরতেই লোকটা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। রাভিক হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলো! লোকটা তার বুকের ওপর চেপে বসে দু হাত দিয়ে গলাটা চেপে ধরেছে! রাভিকের দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে···সে আর নিশ্বাস নিতে পারছে না···কষ্ট হচ্ছে··· কোন রকমে চোখের পাতা দুটো মেলতেই সে দেখতে পেলো হাকের বীভৎস ক্রূর মুখটা...

রাভিকের ঘুম ভেঙে গেলো।

দেখলো গলার ভেতরটা তার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। স্বপ্নটা এমন জীবন্ত এত স্পষ্ট যে বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে। জানলা দিয়ে এসে পড়া ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় সারা বিছানা যেন ভেসে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকার পর রাভিক উঠে পড়লো, পাশের টেবিল থেকে কালভাদোর বোতলটা নিয়ে এসে দাঁড়ালো খোলা জানলার সামনে। কাকজ্যোৎস্নায় টলটল করছে বোতলের তরল মদিরা। অনেক অনেকক্ষণ সে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে পান করলো।

'রাভিক!'

রাভিক চমকে বিছানার দিকে ফিরে তাকালো। জোয়াঁ জেগে আছে সে ভাবতেই পারেনি। দেখলো ঘন পল্লবের নীচে ওর চোখের মণিদুটো জ্যোৎস্নায় চিকচিক করছে।

'কি ব্যাপার রাভিক? ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছো?'

'পান করছি।'

'কালভাদো?'

'হ্যাঁ।

'কেন? কি হয়েছে রাভিক?'

'কই, কিছু না তো।'

'জানো, আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম।'

'কেন জোয়াঁ?'

হঠাৎ ঘুম ভেঙে তোমাকে বিছানায় দেখতে পেলুম না। ভাবলুম তুমি বোধহয় চলে গেছো। তারপরেই দেখলুম জানলার সামনে তুমি চুপটি করে দাঁড়িয়ে রয়েছো।'

'এভাবে তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়ার জন্যে আমি সত্যিই খুব দুঃখিত জোয়াঁ।'

'ওমা! না না, তুমি ঘুম ভাঙিয়ে দেবে কেন? হঠাৎ স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমটা আপনিই ভেঙে গেলো।'

'স্বপ্ন!' রাভিক বিছানার সামনে এসে দাঁড়ালো।

'হ্যাঁ। আন্তিবের সমুদ্রবেলায় আমরা দুজনে যেন হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াচ্ছি আর সমুদ্রের বড় বড় ঢেউগুলো ছুটে আসছে আমাদের পেছন পেছন।'

রাভিক হাসলো। 'সত্যি ?'

'সত্যি, বিশ্বাস করো। আমি বালির মধ্যে দিয়ে ছুটে পালাতে গিয়ে পড়ে গেলুম আর ঢেউটা আমাকে সম্পূর্ণ ভিজিয়ে দিলো।' জোয়াঁ বাতাসে তরঙ্গ তুলে খিলখিল করে হেসে উঠলো। 'আর আমাকে ধরতে এসে তুমিও ভিজে গেলে।'

রাভিক বিছানায় জোয়াঁর পাশে এসে বসলো। ওর মুখের চারপাশে থমকে রয়েছে বাদামী চুলের বন্যা। কাঁধের ঢাল থেকে খোলা বুক পর্যন্ত পিছলে গেছে গাঢ় জ্যোৎস্না। ওর দেহের বাকিটা হারিয়ে গেছে রাভিকের পিঠের ছায়ায়। জোয়াঁর দীঘল চোখের পাতায় জড়িয়ে রয়েছে কবোষ্ণ একটা আমেজ। হিমেল জ্যোৎস্নায় ঘুম-জড়ানো সারাটা ঘর কেমন যেন রূপকথার মতো মনে হচ্ছে—অচেনা আর রহস্যময়।

'রাভিক!'

'উঁ।'

'আর নেই ?'

'কি ?'

'কালভাদো ?'

'আছে।'

'আমাকে একটু দাও না, লক্ষ্মীটি।'

'ঘুমবে না ?'

'অনেক ঘুমিয়েছি, এখন তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি।'

রাভিক হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে গেলাস নিয়ে প্রায় অর্ধেকটা ভর্তি করলো। জোয়াঁ বিছানায় উঠে বসলো। তারপর রাভিকের হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে নিঃশব্দে চুমুক দিলো। রাভিক দেখলো ওর মসৃণ কাঁধ, নিটোল দুটো স্তনরেখা। এখন ওকে অনন্যা দেখাচ্ছে। ঠিক পাথরের প্রতিমূর্তি বা ছবির মতো অনন্যা নয়, বাতাস-বওয়া দিগন্তহীন খোলা মাঠের মতো আশ্চর্য রূপসী। জীবন যেন আপনিই স্পন্দিত হয়ে উঠছে ওর বুকের ভেতর থেকে, বসন্তের সচ্ছল গাছ যেমন ভরে ওঠে পত্র পুষ্পে। আর তার বুকের ভেতর থেকে অমূর্ত একটা ভালোবাসা যেন ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে মানবী সত্তায়।

'আন্তিবে আমরা কবে যাবো রাভিক ?'

'কাল।'

'কালই !'

'হ্যাঁ জোয়াঁ। এদিকের সব ব্যবস্থা আমার করা হয়ে গেছে।' রাভিক বোতলটা টেবিলে রেখে দিলো। 'তোমাকে কিন্তু এখন ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।'

'তোমাকেও। আমি লক্ষ্য করেছি—দিনের চেয়ে রাত্তিরে তোমাকে সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগে।'

রাভিক হাসলো। 'ভালো, না খারাপ ?'

'অন্যরকম। রাত্তিরে তোমাকে দেখলে কেমন যেন অবাক লাগে। মনে হয় এই-

মাত্র তুমি যেন কোথা থেকে এলে, যার সম্পর্কে আগে থেকে আমি কিছুই জানতুম না।'

'বাঃ, বেশ মজার তো!'

'কেন?'

'কয়েক সপ্তা পরে তুমি যখন আমাকে আরও ভালো করে জানবে তখন আর এমন অবাক লাগবে না।'

জোয়াঁ আবার বাতাসে ঢেউ তুলে খিলখিল করে হাসলো। 'ঠিক আমার মতন?'

'না।'

'বারে, কেন নয়?'

'যেহেতু পঞ্চাশ হাজার বছরের ইতিহাস বলে—ভালোবাসা যখন মেয়েদের দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন করে তোলে, পুরুষেরা তখন হয়ে ওঠে বিভ্রান্ত।'

তুমি আমাকে সত্যিই ভালোবাসো রাভিক?'

'নিশ্চয়ই।'

'একথা তুমি কিন্তু একদম বলো না।'

'সব কথা সব সময় বলা যায় না জোয়াঁ।'

জোয়াঁ রাভিকের কাঁধে আলতো করে মাথা রাখলো। ওর মুখে এসে পড়েছে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না। রাভিক কিন্তু ওর মুখ দেখতে পেলো না, দেখলো গুচ্ছ গুচ্ছ রেশমের মতো নরম মসৃণ ওর চূর্ণ কুন্তল।

'শুধু রাত্তিরে বলা যায় রাভিক?'

'হ্যাঁ জোয়াঁ। রাত্তিরে সবকিছুই অন্য রকম মনে হয়। তুমি যখন ঘুমিয়ে থাকো, আর আমি জেগে উঠে দেখি—তুমি যেন আমার থেকে অনেক অনেক দূরে তলিয়ে গেছো, আমি যেন তোমাকে আর কিছুতেই অনুসরণ করতে পারছি না।'

'অথচ আমি থাকি তোমার পাশেই। হয়তো তোমার বুকের মধ্যে।'

'হ্যাঁ জোয়াঁ। প্রতিদিন রাত্তিরে তুমি যখন সম্পূর্ণ ঘুমে মগ্ন থাকো, তখনই আমার ভালোবাসা যেন তোমাকে পরিপূর্ণ রূপে পেতে চায়।'

জোয়াঁ ওর কাঁধ থেকে মুখ তুললো। গুবরে পোকার মতো কুচকুচে কালো চোখের মণিদুটো জ্যোৎস্নায় ঝিকমিক করছে। 'সত্যি রাভিক!'

'হ্যাঁ জোয়াঁ।'

দু'হাত বাড়িয়ে রাভিকের গলাটা ও মালার মতো জড়িয়ে ধরলো। 'এসো রাভিক, আমাকে চুমু দাও।'

চোদ্দো

আলো। থৈ থৈ আলোর বন্যায় চারদিক ভাসছে। ঘন-নীল সমুদ্র আর তুঁতে-নীল আকাশের অসীম দিগন্ত থেকে এই ফেনিল আলোর তরঙ্গ যেন আছড়ে পড়ছে ওদের চারপাশে। আর সেই অনাবিল উচ্ছলতায় ওদের সবকিছু মনে হচ্ছে কেমন যেন স্পন্দনহীন। অথচ পরক্ষণেই ওরা আবার গভীর স্পন্দনের মতো মগ্ন হয়ে উঠেছে, সত্তার গহনতম গভীব আনন্দের মতো চঞ্চল। রাভিক দেখলো জোয়াঁর মুখ, কাঁধের বর্ণহীন উজ্জ্বল জ্যোতিচ্ছটার মতো একটা দীপ্তি, আর ওর কাঁধ ছড়িয়ে দূরে দূরে, তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকে জড়িয়ে থাকা হালকা কুয়াশার একটা ওড়না।

'আমরা এখানে কতদিন এসেছি রাভিক?'

'আট দিন।'

'মনে হয় যেন আট বছর, তাই না রাভিক?'

'না, ঠিক যেন আট ঘন্টা।' একটু নিস্তব্ধতার পর রাভিক বললো, 'আট ঘন্টা আর তিন হাজার বছর।'

'তিন হাজার বছর!'

'হ্যাঁ জোয়াঁ। এই যে যেখানে তুমি স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছো, তিন হাজার বছর আগে এখানে একদিন জলপরীরা উঠে আসতো সমুদ্র থেকে, আর আফ্রিকার উপকূল থেকে ভেসে আসতো ঝিরঝিরে মিষ্টি বাতাস।'

রাভিকের দু হাঁটুর মাঝে মাথা রেখে জোয়াঁ নীলিম আকাশের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো। অনেক অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর ও জিজ্ঞেস করলো, 'কবে আমাদের আবার প্যারিসে ফিরে যেতে হবে রাভিক?'

'সেটা আজ রাতে কাসিনোতে আমাদের ভাগ্যের ওপর নির্ভর করছে।'

'আমরা কি জিতছি?'

'না, তেমন একটা উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।'

'তুমি যখন খেলো, তোমাকে দেখলে মনে হয় যেন একজন পাকা জুয়াড়ী। তখন আমি তোমাকে সত্যিই চিনতে পারি না রাভিক।'

রাভিক হাসলো। 'কিছুটা পাকা জুয়াড়ির ভান করতে হয়, নইলে জেতা যায় না।'

জোয়াঁ রাভিকের দিকে মুখ ফেরালো। কাঁধের ওপর থেকে সরিয়ে নিলো বাদামী চুলের গুচ্ছ। 'এখান থেকে চলে যেতে আমার মন সরছে না রাভিক। বাকি জীবনটা যদি আন্তিবের এই স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশে কাটিয়ে দিতে পারতুম...'

'এখানে তোমার খুব ভালো লাগছে জোয়া?'

'হ্যাঁ রাভিক। এখানের এই এলোমেলো উষ্ণ বাতাস, সমুদ্র আর উজ্জ্বল আলো ছেড়ে প্যারিসে ফিরে যেতে আমার খুব খারাপ লাগবে।' উত্তপ্ত রুক্ষ পাথরে আলতো হাত বোলাতে বোলাতে জোয়াঁ ম্লান স্বরে বললো, 'তাছাড়া সংক্ষিপ্ত এই জীবনে প্রাগৈতিহাসিক যুগে ফিরে যেতে আর ইচ্ছে করে না। আমি চাই নিঃসঙ্গতার ভাবনা-বিহীন খুব সাধারণ একটু সুখ একটু স্বাচ্ছন্দ্য। ব্যস, তার বেশি কিছু আমার আর চাওয়ার নেই রাভিক।'

'সবাই তাই চায় জোয়াঁ।'

'তুমিও?'

'নিশ্চয়ই।'

রাভিক দেখলো ওর চোখের সেই নীলাভ দীপ্তি। প্রায় বিবর্ণ হয়ে আসা নীলিম দিগন্ত যেখানে ঢালু হয়ে মিশে গেছে সমুদ্রের কোলে, যেখানে ঘনিয়ে উঠেছে ঝড়—সেই ঝড়ও বুঝি ওর দুটি আয়ত চোখের চেয়ে ঘন নীল নয়, আর এই দীপ্তি প্যারিসে ওর চোখের দীপ্তির চেয়ে এখানে যেন আরও বেশি ঊর্মিমুখর, আরও বেশি চঞ্চল!

'আমার মনে হয় চেষ্টা করলে হয়তো আমরা তা পেতেও পারি রাভিক।'

'হয়তো, অন্তত কয়েক মুহূর্তের জন্যে।'

'হ্যাঁ, কয়েক মুহূর্ত কিংবা কয়েকটা দিনের জন্যে। তারপর আবার সেই প্যারিসেই ফিরে যেতে হবে। সেই একঘেয়ে নৈশ ক্লাব, নোংরা হোটেলের সেই বিশ্রী জীবন ...'

'এটা কিন্তু অন্যায়। আমার চাইতে তোমার হোটেলটা কিন্তু ঢের বেশি পরিষ্কার।'

'ব্যাপারটা কিন্তু একই রাভিক।'

দু হাতের স্তব্ধ করপুটে মুখ রেখে জোয়াঁ নির্নিমেষ চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলো। ফেনিল ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে নীচের পাথরে। এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়ায় ওর চুলগুলো উড়ছে। 'মরোসো বলছিলো তুমি নাকি একজন সত্যিকারের বিখ্যাত ডাক্তার। ওদের সঙ্গে এইভাবে কাজ না করলে অনেক টাকা রোজগার করতে পারতে। বিশেষ করে সার্জন হিসেবে। ডাক্তার দুরাঁ...'

রাভিক অবাক হয়ে গেল। 'তুমি ওঁর নাম জানলে কেমন করে জোয়াঁ?'

'উনি তো প্রায়ই শেহারাজাদে আসেন। আমাদের প্রধান পরিচারক রেনে বলছিলো উনি তো দশ হাজার ফ্রাঁর কম কথাই বলেন না।'

'রেনে ঠিকই বলেছে।'

'এবং কখনও কখনও উনি দিনে দুটো তিনটে পর্যন্ত অপারেশন করেন। শহরের বাইরে কোথায় যেন ওঁর প্রাসাদের মতো বিরাট একটা বাড়ি আছে।'

রাভিক কিছু বললো না। কেবল তিক্ত একটা অনুভূতি যেন ওর বুকের মধ্যে কাঁটার মতো এসে বিঁধলো। জোয়াঁর স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখদুটো সে এখন দেখতে পেলো না। দেখলো দূরে দুদিকে ফেনা ছিটিয়ে তীর বেগে ধেয়ে আসছে একটা মোটরবোট। রাভিকের চোয়ালদুটো আপনা থেকেই কঠিন হয়ে উঠলো। 'ওই যে, তোমার বন্ধুরা আসছেন।'

'কই, কোথায়?' বোটটা জোয়া আগেই দেখতে পেয়েছিলো, তবু এমন ভান করলো যেন ও সত্যিই দেখতে পায়নি। 'আহা, শুধু আমার একার বন্ধু হতে যাবে কেন? তোমারও তো বন্ধু!' কৃত্রিম রাগে মুখ ভার করে জোয়াঁ রাভিকের দিকে তাকালো। 'সত্যি বলতে, আমার চাইতে তোমার সঙ্গেই ওদের আলাপ হয়েছে আগে।'

'হ্যাঁ, দশ মিনিট আগে।'

'তবু তো আগে।'

'তা অবশ্য ঠিক'।'

'ঠিক আছে, আমি ওদের সঙ্গে যাবো না। ব্যস, ফুরিয়ে গেলো।'

পাথরের ওপর টানটান করে নিজেকে মেলে দিয়ে রাভিক চোখ বন্ধ করলো। আর সূর্য যেন উষ্ণ সোনালী একটা চাদরে তার সর্বাঙ্গ ঢেকে দিলো। সেজন্য এর পর কি ঘটবে।

রাভিককে ওইভাবে অনড় কুমিরের মতো চুপচাপ পড়ে রোদ পোহাতে দেখে জোয়াঁ করুণ স্বরে বললো, 'আমাদের কিন্তু ওদের সঙ্গে এ রকম অশোভন ব্যবহার করা উচিত নয় রাভিক।'

'প্রেমে পড়লে মানুষ সব সময় শোভন ব্যবহার করতে পারে না জোয়াঁ।'

'কিন্তু এরা আসছেন শুধু আমাদের জন্যে, আমাদেরই নিতে। যদি তুমি না যেতে চাও, নীচে গিয়ে ওদের অন্তত একবার বলে এসো।'

'তার চেয়ে এটাকে আরও সহজ করে নেওয়া যায়।' রাভিক চোখ মেললো, কিন্তু ঘন-নীল আকাশের বুক থেকে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো না। 'তুমি বরং নীচে গিয়ে ওদের বলো আমার কাজ আছে, আমি আসতে পারলাম না। এবং গতকালের মতো তুমি ওদের সঙ্গে চলে যাও।'

'বাইরে বেড়াতে এসে কেউ অত কাজে ব্যস্ত থাকে না, ওসব চালাকি ছেড়ে দাও তো। তাছাড়া যাবে নাই বা কেন? ওরা তোমাকে খুব ভালোবাসে। গতকাল তুমি ওদের সঙ্গে যাওনি বলে ওরা দুঃখ করছিলো।'

'হয়তো সত্যি, কিন্তু ওদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার মতো কোন মানসিকতা আমার কাজ করছে না জোয়াঁ। তা বলে কয়েক দিনের জন্যে বেড়াতে এসে তোমার আনন্দকেও আমি মাটি করে দিতে চাই না। তুমি যখন চড়তে ভালোবাসো, কেন যাবে না?'

জোয়াঁ ব্যথিত চোখে রাভিকের মুখের দিকে তাকালো, যেন প্রকৃত অর্থটা ও হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে না। চোখে মুখে ফুটে উঠলো করুণ অসহায় একটা আর্তি। এক পলকের দেখায় রাভিকের মনে হলো সে কি তাহলে জোয়াঁকে ভুল বুঝেছে! কিন্তু সে জানে ভুল সে কিছুতেই করতে পারে না।

নীচে পিছল পাথরের গায়ে আছড়ে পড়ছে জলের ছলছলাৎ আর্তনাদ। বাতাসে উড়ে আসছে হিমেল জলকণা। জোয়াঁ উঠে দাঁড়ালো। 'ওই যে, নীচে তোমার ঢেউয়ের গান শুনতে পাচ্ছো?'

'ঢেউয়ের গান! মানে?' রাভিক দু কনুইয়ের ওপর ভর রেখে মাথাটা সামান্য একটু তুললো।

বিদ্রূপে তীক্ষ্ম হয়ে উঠলো জোয়াঁর কণ্ঠস্বর। 'প্যারিসে আমাকে ঢেউ আর পাথরের যে গল্পটা বলেছিলে মনে নেই?'

রাভিক হাসলো। 'ও তোমার এখনও মনে আছে তাহলে?'

'হ্যাঁ রাভিক। সহজে আমি কোন কিছুই ভুলি না। কিন্তু তুমি পাথর নও রাভিক, তুমি একটা পাহাড়।'

জোয়াঁ আর কোন দিকে তাকালো না, সোজা সামনের দিকে এগিয়ে গেলো। কনুইয়ে ভর রাখা অবস্থাতেই রাভিক দেখলো সারাটা আকাশ যেন নীচু হয়ে নেমে এসেছে জোঁয়ার মসৃণ কাঁধের ওপর, আর সেই আকাশকে অনায়াসেই বহন করে নিয়ে ও যেন ধাপে ধাপে হারিয়ে যাচ্ছে পাথরের আড়ালে। রাভিক আবার আকাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিজেকে টানটান করে মেলে দিলো। কল্পনার যন্ত্রচালিত ছোট্ট জলযানের ছবিটা স্পষ্ট ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে। হাস্যোচ্ছল জোয়াঁ দাঁড়িয়ে রয়েছে, এলোমেলো বাদামী চুলগুলো ওর উড়ছে দুরন্ত বাতাসে। একটু পরেই নীচে থেকে চলকে-ওঠা জোয়াঁর কাটা কাটা স্খলিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো, তার সঙ্গে ইঞ্জিনের বজ্রনির্ঘোষ। রাভিক জানে সমুদ্রের মধ্যে কাছেই কোথাও পাশাপাশি কয়েকটা নির্জন দ্বীপ আছে। যৌবনের সবুজ শ্যামলী প্রান্তরের মতো ওগুলো তার দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের হাতছানি দিয়ে ডাকে, সারাদিন সারাটা দিন তাদের ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে শোনায়। রাত্রে বিপুল অন্ধকার ভাসিয়ে যখন চাঁদ ওঠে ও তাদের বুকে নিয়ে পুষ্টিতে রম্য-কাননের স্বপ্ন দেখে। রাভিকও কল্পনায় সেইসব নানান রঙিন স্বপ্ন দেখতে দেখতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লো।

বিকেলে হোটেলের গাড়ি রাখার জায়গা থেকে রাভিক তার গাড়িটা বার করে আনলো। দু আসনের ছোট্ট একটা ট্যালবট। আসার সময় মরোসো গাড়িটা ওদের জন্যে ধার করে দিয়েছিলো।

সমুদ্র-সৈকত ধরে সে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো। সুন্দর স্বচ্ছ একটা দিন! কার্নিশ, নিস, মন্তে কার্লো অতিক্রম করে এসে পৌঁছলো ভিলফ্রাঁসে। পুরনো আমলের এই বন্দরটা তার দারুণ ভালো লাগে। জেটিঘাটের কাছে নির্জন সরাইখানাটায় সে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো। তারপর উঠে মন্তে কার্লোর প্রাচীন উদ্যানে খানিকক্ষণ পায়চারি করলো। সামনে সমুদ্র, এপারে সরাসরি বাঁধানো কবর। কবরগুলোর দিকে তাকিয়ে রাভিক ম্লান ঠোঁটে হাসলো, তারপর সমুদ্রের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো। শেষে একসময় পুরনো শহর নিসের গলিঘুপচি ঘুরে নতুন শহরের রম্য-উদ্যান পেছনে ফেলে সে এসে পৌঁছলো কানে। পশ্চিমে সমুদ্র, পুবে ঢালু পাহাড়ের গায়ে সারি সারি জেলে-গ্রাম। পশ্চিমের আকাশে অস্ত যাচ্ছে বেলাশেষের বিরাট সূর্যটা। সমুদ্রে তার ছায়া পড়ছে। ছায়া কাঁপছে পাহাড়ের গায়েও। অস্তরাগের

গাঢ় আলোয় লালে লাল হয়ে গেছে সারা আকাশ। রাভিক স্তব্ধ বিস্ময়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলো। সে এখন ভুলে গেছে জোয়াঁর কথা। ভুলে গেছে নিজের অস্তিত্ব, সমস্ত পারিপার্শ্বিকতা। কেবল তার সামনে শৈশবের রঙে রাঙানো একটুকরো হারানো ছবির মতো জেগে রইলো আরক্তিম এই গাঢ় আকাশ, স্তব্ধ বালিয়াড়ি আর বেলাশেষের দিগন্তলীন সমুদ্র। ফ্রান্সের আকাশে হয়তো এখন ঘনিয়ে উঠেছে মেঘ, ইউরোপের আকাশে হয়তো থমথম করছে পুঞ্জীভূত ঝড়—অথচ কানের এই সংকীর্ণ সমুদ্রবেলা যেন তার কোন খবরই জানে না। এখানের জীবনের স্পন্দন তার কাছে কেমন যেন করুণ আর সম্পূর্ণ অর্থহীন মনে হলো। মনে হলো অনেকটা সস্তা কোন কাফেতে ধ্রুপদী সংগীতের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান, কিংবা ঝড় আসার আগে ধারালো কাস্তের মুখে রঙিন প্রজাপতির উদ্দাম নৃত্যের মতো।

রাভিক সেণ্ট র্যাফায়েলের দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিলো। ছোট বন্দরটা পালতোলা নৌকা আর মোটরবোটে ঠাসাঠাসি। ফেরিঘাটের সামনে বড় বড় রঙিন ছাতার নীচে কফিখানা। কোন কোন টেবিল ঘিরে তামাটে রঙ মেয়েরা আড্ডা দিচ্ছে, পাহাড়ি ঝরনার মতো খিলখিল করে হাসছে। রাভিক অবাক হয়ে ভাবলো—কেমন করে ওরা পেলো এমন সহজ উচ্ছল জীবন! অথচ একটু আগেও ওর মনে হয়েছিলো প্রজাপতির রঙিন পাখার মতো জীবন এখানে কি আশ্চর্য ঠুনকো। এখন আর তা মনে হলো না। ধীরেসুস্থে এক পেয়ালা কফি শেষ করে, গোধূলি আলোয় রাঙানো পথ ধরে সে আবার আন্তিবে ফিরে এলো।

হোটেলে পৌঁছে দেখলো জোয়াঁ একটা চিরকুটে জানিয়েছে—এখনই বেরিয়ে যাচ্ছে, রাত্রে খাওয়ার আগে আর ফিরবে না। রাভিক এডেন রকের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। ইতিমধ্যেই কয়েকজন সেখানে নৈশভোজের জন্যে ভিড় জমিয়েছে। অধিকাংশই এসেছে জুয়াঁ-ল্য-পাঁই আর কান থেকে। ভেতরে না বসে রাভিক সোজা পাথরের গায়ে জাহাজের ডেকের মতো ঝুলনো বারান্দাটায় চলে এলো। সাঁজানোর পেয়ালাটা হাতে নিয়ে একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে সে রেলিংয়ের ওপর চুপচাপ বসে রইলো। নীচে ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফেনিল ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে। গোধূলির আলো মিলিয়ে গিয়ে কমলা আর সোনালী রঙের একটা আভা আলতো করে ছুঁয়ে রয়েছে আকাশের গায়ে। দূরে সমুদ্রের বুক থেকে গুঁড়ি মেরে উঠে আসছে হাল্‌কা কুয়াশা।

রাভিক বারান্দায় দীর্ঘক্ষণ স্তব্ধ নিথর হয়ে বসে রইলো। নিজেকে বিষণ্ণ আর ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হলো। সে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলো এর পরে কি ঘটবে। সে জানে ছলচাতুরীর আশ্রয় নিলে হয়তো সাময়িকভাবে এটাকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে, কিন্তু গভীরতর কোন লাভ হবে না। তাছাড়া ব্যাপারটা বহুদূর পর্যন্ত গড়িয়ে গেছে। এখন একটাই মাত্র পথ তার সামনে খোলা রয়েছে—এর মুখোমুখি দাঁড়ানো। ভীরুর মতো অনুসরণ না করে, আত্মপ্রবঞ্চনাহীন, বলিষ্ঠভাবে এর মুখোমুখি দাঁড়ানো। তিক্ত একটা অনুভূতিতে রাভিকের বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠলো। সে জানে এই

তিক্ততা বেশিদিন টিঁকবে না। জীবনে এই অনুভূতিটা বহুবার নিঃশব্দে আনাগোনা করেছে তার বুকের মধ্যে। তারপর নিঃশব্দেই আবার মিলিয়ে গেছে। এ যেন অন্ধকারে বেড়ে-ওঠা কোন গাছ—যখনই প্রলুব্ধ আলোর হাতছানি পেয়েছে, পল্লবিত শাখাগুলো মেলে দিয়েছে তার দিকে। যদিও এখনও তেমন করে কিছু ঘটেনি তবু পৃথিবীর সবকিছুই নির্ধারিত হয়ে থাকে অনেক অনেক আগে থেকে এবং নিঃশব্দেই। সাধারণত কেউ তা লক্ষ্য করে না। হয়তো সবার অলক্ষ্যে তা ধীরে ধীরে মুকুলিত হতে থাকে কয়েক দিন কয়েক মাস, হয়তো বা কয়েক বছর ধরে, তারপর হঠাৎ করেই একদিন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে সাজানো তাসের ঘরের মতো। নির্ঝরের স্বপ্ন ভেঙে রাভিক যখন জেগে উঠলো, দেখলো একটা দুটো করে অনেকগুলো তারা আকাশের গায়ে ঝিকমিক করছে। সমুদ্রের দিক থেকে বয়ে আসছে হিমেল হাওয়া। রাভিক উঠে পড়লো।

গাড়ি নিয়ে কানের কাসিনোতে এসে হাজির হলো।

রাভিক জানে নিজেকে যতক্ষণ শান্তভাবে ধরে রাখতে পারবে ততক্ষণ সে জিতবে। তাই প্রথম দিকে সে নিজেকে সংযত করে ছোট ছোট বাজি ধরছিলো। পরে দেখতে দেখতে বারো থেকে সাতাশে উঠলো। ঘণ্টাখানেক পরে দেখা গেলো সে তিন হাজার ফ্রাঁ জিতছে। তারপর থেকে দ্বিগুণ টাকায় চারজনের সঙ্গে বাজি রেখে সে সমানে খেলে যেতে লাগলো।

জোয়াঁ ভেতরে প্রবেশ কবার সংগে সংগে রাভিক ওকে লক্ষ্য করলো। নতুন সান্ধ্য-পোশাকে ওকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। সঙ্গে মোটরবোটের সেই দুজন ভদ্রলোকও রয়েছে। একজন লে ক্লের, বেলজিয়ান এবং অন্যজন নুজেন্ট, আমেরিকান। জোয়াঁ অনন্যা রূপসী নয়, তবু বড় বড় ধূসর রঙের ফুলওয়ালা এই সাদা সান্ধ্য-পোশাকে ওকে সত্যিই অতুলনীয় দেখাচ্ছে। এখানে আসার আগে রাভিক পোশাকটা ওকে কিনে দিয়েছিলো। এখন মনে পড়লো প্রথম দিন পোশাকটা পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ও নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিলো আর দু চোখের চাপা হাসি যেন খুশীতে চলকে পড়ছিলো, 'এই, দেখো দেখো, আমাকে কি সুন্দর মানিয়েছে।'

রাভিক হাসতে হাসতে বলেছিলো, 'হ্যঁ, ঠিক ঝুঁটিওলা একটা দুষ্টু কাকাতুয়ার মতো!'

রাভিক জানে দুষ্টু কাকাতুয়াটা এখনও পর্যন্ত তার দাঁড়ে চুপচাপ বসে থাকলেও ডানাদুটো ওর নিসপিস করছে বাতাসে মেলে দেওয়ার জন্যে।

জুয়া-পরিচালক একরাশ টাকা রাভিকের দিকে ঠেলে দিলো। এ দানটায় তার জিত হয়েছে। আড় চোখে তাকাতেই রাভিক দেখলো জোয়াঁ তখন পায়ে পায়ে ওপারে তাসের টেবিলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাকে ও লক্ষ্য করেছে কিনা ঠিক বুঝতে পারলো না। দুষ্টু কাকাতুয়া নয়, ওকে এখন ঠিক শ্বেত মরালীর মতো মনে হচ্ছে। সুদূর সমুদ্রে পাল-তোলা নৌকোর মতো যেন তিরতির করে ভেসে যাচ্ছে হালকা হাওয়ায়। তাসের টেবিল ঘিরে যারা চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিলো,

তারা মুগ্ধ চোখের দৃষ্টিতে ওকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। মুক্তোর মতো সাদা দাঁতে ছোট্ট করে হেসে জোয়াঁ নুজেণ্টকে কি যেন বললো। আর ঠিক তখনই বিদ্যুৎ চমকের মতো রাভিকের সমস্ত শিরা উপশিরা কেমন যেন শিরশির করে উঠলো। দুর্মর ক্রোধে মনে হলো টেবিলের সমস্ত টাকাগুলো দুহাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘরের এই ভিড় ঠেলে জোয়াঁকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যায়···হয়তো আস্তিত্ব থেকে দূরে দিগন্তের গায়ে সুদূর নির্জন দ্বীপে, যেখানে এতক্ষণ ওরা সম্পূর্ণ একা···

আবার সে বাজি ধরলো। এবার সাত এলো। নাঃ, সে দ্বীপটাও নির্জন নয়। উর্মিল বিক্ষুব্ধ হৃদয় অত সহজে শান্ত হবার নয়। বলটা ধীরে ধীরে গড়িয়ে গিয়ে এক-সময় থেমে গেলো। বারো। রাভিক আবার বাজি রাখলো।

হঠাৎ চোখ তুলতেই দেখলো টেবিলের অন্য প্রান্ত থেকে জোয়াঁ নির্নিমেষ চোখে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। রাভিক ওর দিকে ছোট্ট একটু হেসে আবার দৃষ্টি নামিয়ে নিলো। এবার সে টেবিলের ওপর লক্ষ্য স্থির করলো। উনিশ। পরের বারে যখন তাকালো জোয়াঁকে সে আশে পাশে কোথাও দেখতে পেলো না। রাভিক নিজেকে আপ্রাণ ধরে রাখার চেষ্টা করলো। প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে দু ঠোঁটের মাঝে রেখে দেশলাইয়ের জন্যে পকেট হাতড়ালো। পাশ থেকে কে যেন তার সিগারেটটা ধরিয়ে দিলো।

'ধন্যবাদ।'

'হাওয়া এখন ঘুরে গেছে মঁসিয়ে।'

'হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে।'

রাভিক কোন দিকে না তাকিয়ে বলের ওপর লক্ষ্য স্থির করার চেষ্টা করলো। কিন্তু হঠাৎ করেই তার মনে হলো—কেন সে এখানে এমন জুয়ায় মেতে রয়েছে! জিতলে না হয় আরও কয়েকদিন এখানে বেশি থাকা যাবে। কিন্তু তাতেই বা কি লাভ হবে? ঠিক এই মুহূর্তে সে বুঝতে পারলো না—এখানে সে কেন এলো! মরোসো ঠিকই বলে—কোন মেয়েকে পেতে গেলে এমন ভাব দেখাতে হবে যেন কয়েক দিনের বেশি তাকে আর ভালো লাগছে না। কিন্তু সত্যিই তো সে তা চায়নি, চেয়েছিলো কাউকে বুকের মধ্যে চিরদিনের জন্যে নিবিড় করে আগাল রাখতে। তাহলে? নাঃ, প্যারিসে ফিরেই ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে হবে। রাভিক ভাবলো, আমার বরং ওকে স্পষ্টই বলা উচিত।

বিতৃষ্ণায় সারা বুক তার ভরে উঠলো। প্রথমে ভেবেছিলো অন্য টেবিলে গিয়ে খেলবে—কিন্তু একবার উঁচু টাকার বাজিতে খেলে তারপর আর অল্প টাকার বাজি ধরে খেলা যায় না। চেয়ার থেকে কোটটা তুলে নিয়ে সে পানশালায় এলো। সেখানেও জোয়াঁকে দেখতে পেলো না। ভাবলো এক গেলাস কনিয়াক পান করে গাড়ি নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়বে।

সামনের আলো জেলে গাড়িটাকে ঘুরিয়ে নিতেই রাভিক দেখলো জোয়াঁ দ্রুত পায়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

'কি ব্যাপার জোয়াঁ ?'

জোয়াঁ ঠোঁট ফোলালো। 'আমাকে না নিয়েই হোটেলে ফিরে যাচ্ছো যে বড় ?'

'হোটেলে ফিরছি না।'

'তাহলে ?'

'এমনি একটু বাইরের খোলা হাওয়ায় ঘুরবো ভাবছি।'

'মিথ্যে কথা! আমি জানি বোকা দুটোর কাছে আমাকে ফেলে রেখে তুমি চলে যেতে।'

'থাক জোয়াঁ। আমি জানি এর পরে তুমি কি বলবে।'

'কিন্তু সেটা কি আমার দোষ ?' জোয়াঁর কণ্ঠস্বর এখন কান্নার মতো করুণ হয়ে উঠলো। 'আমার রাগ হয়েছিলো বলেই আমি ওদের সঙ্গে বোটে গিয়েছিলুম। তুমি গেলে না কেন ?'

'আমার ভালো লাগেনি বলে যাইনি।'

'আমি যখন ফিরে এলুম তখন তুমি হোটেলে ছিলে না কেন ?'

'থাকলেও নৈশভোজের নিমন্ত্রণ তুমি এড়িয়ে যেতে না জোয়াঁ।'

জোয়াঁ মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করলো। 'তুমি হোটেলে ছিলে না বলেই আমি ওদের প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলুম।'

রাভিক মনে মনে ভাবলো একবার বলে—হোটেলে ফিরে আসার পর নৈশভোজের প্রস্তাব করা হয়নি, এটা সেই দ্বীপের অলস কোন মুহূর্তের ফলশ্রুতি। তবু মুখে সেকথা বললো না। 'থাকগে জোয়াঁ, এখন আর এসব কথা বলে কোন লাভ নেই।'

জোয়াঁ কোন কথা বললো না, নত চোখে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। মাথার ওপরে সবে চাঁদ উঠছে। তার আবছা অস্পষ্ট আলোয় রাভিক দেখলো ওর বিবর্ণ ম্লান মুখ। আজ ঊনচল্লিশ সালের ফেব্রুয়ারি। আর কয়েকদিন পরেই, হয়তো প্যারিসে ফিরেই, মিথ্যার-আশ্রয় নেওয়া। এই ছলনা সবার অলক্ষ্যে একদিন ধীরে ধীরে বুকের মধ্যে বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়ে উঠবে। সেদিন অত সহজে তাকে আর মুছে ফেলা যাবে না। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে তার সামনে—বিবর্ণ ম্লান, ছোট্ট ভীরু একটা পাখির মতো! কেমন করে সে ওকে এড়িয়ে যাবে!

'গাড়ি নিয়ে তুমি এখন কোথায় যাচ্ছো রাভিক ?'

'এমনি ঘুরতে।'

'আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।'

'কিন্তু তোমার বোকাগুলো কিছু বলবে না ?'

'না। আমি ওদের কাছ থেকে বিদায় চেয়ে নিয়েছি। বলেছি তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করছো।'

'চমৎকার! সত্যিই তোমার বুদ্ধির তারিফ না করে পারছি না। কিন্তু এই পাতলা পোশাকে এখন বেড়াতে বেরুলে ঠান্ডা লেগে যাবে।'

'এমন একটা কিছু ঠান্ডা নেই। তাছাড়া আস্তে আস্তে গাড়ি চালালে কোন অসুবিধে হবে না।'

জোয়াঁ ঘুরে রাভিকের পাশের আসনে এসে বসলো। রাভিক হোটেল কার্লটন পেরিয়ে এসে জয়াঁ-লা-পাঁই-এর রাস্তা ধরলো। জোয়াঁ রাভিকের আরও কাছে সরে এসে আলতো করে ওর কাঁধে হেলান দিলো। 'এই প্রথম আমি রিভিয়েরায় গেলুম রাভিক। আমি জানি তোমার হয়তো শুনতে ভালো লাগছে না, তবু বিশ্বাস করো, এতদিন শুধু রিভিয়েরাই নাম শুনেছি। আজ প্রথম চোখে দেখলুম।' জোয়াঁ মাথা তুলে রাভিকের মুখের দিকে তাকালো। রাভিক কিছু বললো না, বা সামনের রাস্তা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো না। নিঃশব্দে একটু একটু করে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলো। 'আমার ওপর তুমি মিছিমিছি রাগ কোরো না রাভিক। আজকের কথা ভুলে যাও লক্ষ্মীটি, আমি আর কোনদিন ওদের সঙ্গে যাবো না।'

গাড়ি এখন নীচু দিয়ে উড়ে যাওয়া একটা পাখির মতো ছুটে চলেছে।

রাভিক জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার ঠান্ডা লাগছে না তো ?'

'একটুও না। বরং সারা দিনের পর এই প্রথম আমার খুব ভালো লাগছে। আর ভালো লাগছে তোমাকে। জানো, তোমাকে এখন আমার ভীষণ ভীষণ ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছে করছে সবুজ মাঠের মতো নিজেকে টান টান করে মেলে দিয়ে আমি বেশ শুয়ে থাকবো আর তুমি দুরন্ত ঝড়ের মতো এসে আমাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে চলে যাবে তোমার শক্ত দুটো ডানায়। তাহলে আমাদের আর কখনও প্যারিসে ফিরে যেতে হবে না।'

রাভিক ছোট্ট একটা পানশালার সামনে এসে দাঁড়ালো। গাড়ির ইঞ্জিন থামাতেই অদূরে শোনা গেলো সমুদ্রের দুরন্ত গর্জন।

'এসো, এখানে একটু পান করি।'

'আমার কিন্তু ভীষণ খিদে পেয়েছে। আজ তুমি জেতোনি।'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে চলো, একটা দিনের জন্যে শহরের নামজাদা কোন রেস্তোরাঁয় যাওয়া যাক। সেখানে আমরা দুজনে বেশ ক্যাভিয়ার খাবো আর শ্যাম্পেনের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে সুন্দর সুন্দর সব স্বপ্ন দেখবো।'

'কিসের স্বপ্ন ?' রাভিক অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালো।

'যুদ্ধের আগে আমাদের মা ঠাকুমারা যেসব ভালো ভালো স্বপ্ন দেখতো—ফুল লতাপাতা চাঁদ পাখি সমুদ্র ভালোবাসা, সেই সবের। আমি বেশ স্বপ্ন দেখবো আমার ছেলেপুলে, বাগানওয়ালা সুন্দর একটা বাড়ি রয়েছে, আর তোমার যেখানে খুশি যাবার ছাড়পত্র…উজ্জ্বল একটা ভবিষ্যৎ…তার জন্যে অবশ্য আমি যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি আছি। আমরা দুজনে বেশ পরস্পরকে নিবিড় করে ভালোবাসবো, দশ বছর বিশ বছর, হয়তো তার চেয়েও বেশি। তুমি আর অন্য কাউকে ভালোবাসলে আমি হিংসে করবো, আর তখন আমাকে তোমার বেশ রূপসী মনে হবে। তুমি কখনও

ফিরতে রাত করলে আমি বসে বসে ভাববো, একলা বিছানায় আমি কিছুতেই ঘুমতে পারবো না…'

গাড়ির সামনের স্বল্প আলোয় রাভিক দেখলো জোয়াঁর দুচোখে অশ্রুবিন্দু টলটল করছে। 'তাহলে চলো, শাতো মাদ্রিদে যাওয়া যাক। রেস্তোরাঁটা এখান থেকে খুব কাছেই, একদম পাহাড়ের গায়ে। আর কিছু না হোক অন্তত রাশিয়ান জিপসিদের গান শোনা যাবে।'

নিশান্তিকা। সামনে নিস্তরঙ্গ ধূসর সমুদ্র। আকাশে একটাও মেঘ নেই, না রঙের বিপুল কোন সমারোহ। কেবল রুপোলী একটা ফিতের মতো দিগন্তরেখা জলের সঙ্গে মিশে গেছে দূরে। চারদিক এমন থমথমে আর নিস্তব্ধ যে ওরা পরস্পরের স্পন্দন শুনতে পেলো।

'চলো, এবার ওঠা যাক।'

দুজনে ভোরের শিশির-ভেজা সমুদ্র-সৈকত মাড়িয়ে গাড়িতে ফিরে এলো। সারা রাতের জাগরণ, শিথিল ক্লান্তিতে ম্লান হয়ে আসা সত্ত্বেও জোয়াঁকে এখন আশ্চর্য রূপসী দেখাচ্ছে। এলোমেলো চুলগুলো বাতাসে মৃদু কাঁপছে।

বিসর্পিল পাহাড়ি পথ ধরে গাড়ি ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো। কর্নিশ পেরিয়ে দূর থেকে শাকসব্জী ফুল বোঝাই কয়েকটা ছাদখোলা গাড়িকে আসতে দেখে রাভিক তার গাড়িটাকে পথের এক পাশে দাঁড় করালো। তারপর আবার নিসের রাস্তা ধরে ছুটে চললো। একটু পরেই চোখে পড়লো আন্তিব উপসাগর। তখনও সূর্য ওঠেনি, কেবল মেঘে মেঘে তার প্রস্তুতি চলেছে। চাপা উত্তেজনার মতো লাল হয়ে রয়েছে পুবের আকাশ। রাভিক জোয়াঁর দিকে মুখ ফেরাতে দেখলো আসনের এক কোণে গুটিসুটি হয়ে ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

পনেরো

হাসপাতালে যাবার পথে হঠাৎ লোকজনদের ছুটতে দেখে রাভিক থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। সপ্তাখানেক আগে সে আন্তিব থেকে ফিরে এসেছে। আনমনে পথ হাঁটতে হাঁটতে চকিতে তার মনে হলো নতুন তৈরি বিশাল বাড়িটার গা থেকে কি যেন একটা… লোহার ভারা…না না, ছোট্ট একটা পুতুল…হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে নীচের দিকে নেমে এলো। তারপরেই লোকজনের ছুটোছুটি চেঁচামেচির শব্দ শুনতে পেলো। হঠাৎ করেই বুকের ভেতরটা তার ছ্যাৎ করে উঠলো। এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে সে অপেক্ষা করেছিলো, এবার ছুটতে শুরু করলো।

একটু আগেও রাস্তাটা ছিলো প্রায় নির্জন, এখন দেখতে দেখতে মানুষের ভিড়ে জমে উঠলো। রাভিক ভিড় ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলো। দেখলো দুজন শ্রমিক

কাকে যেন টেনে তোলার চেষ্টা করছে। 'থাক থাক, তুলবেন না। যেখানে আছে ওখানেই রেখে দিন।' রাভিক চিৎকার করে ওদের বাধা দিলো। 'হ্যাঁ, আস্তে আস্তে শুইয়ে দিন।'

শ্রমিকদের একজন জিজ্ঞেস করলো, 'কেন, আপনি কি ডাক্তার নাকি ?'

'হ্যাঁ।'

ওরা ভিড় ঠেলে রাভিকের জন্যে খানিকটা জায়গা করে দিলো। রাভিক বালির ওপরেই হাঁটু গেড়ে বসে আহতের ওপর ঝুঁকে পড়লো। সন্তর্পণে ওর ঘামে-ভেজা সার্টের বোতামগুলো খুলে দিলো। দেখলো ঘাড়ের নীচে থেকে ছোটখাটো একটা রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে। সারা মুখ যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেছে, চোখের মণিদুটো স্থির। হাতদুটো মৃদু কাঁপছে। 'কোন ভয় নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।' রাভিক জানে বেশিক্ষণ ও বাঁচবে না। তবু ওপর দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বললো, 'আপনারা কেউ শীগগির অ্যাম্বুলেন্সে একটা ফোন করে দিন।'

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন বললো, 'ওই যে, আসছে।'

'কই, কোথায় ?'

'অ্যাম্বুলেন্স নয়, পুলিস।'

'পুলিস !' রাভিক চকিতে উঠে দাঁড়ালো। 'পুলিসের চেয়ে আগে দরকার অ্যাম্বুলেন্স। আপনারা একে দেখুন, আমি দেখছি কি ব্যবস্থা করা যায়।'

'অ্যাম্বুলেন্স এক্ষুনি আসছে। তার জন্যে আপনি ব্যস্ত হবেন না।'

রাভিক চমকে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলো একজন তরুণ পুলিস-অফিসার তার পথ আটকে দাঁড়িয়ে রয়েছে, হাতে ছোট্ট একটা খাতা আর পেনসিল।

'কিন্তু অ্যাম্বুলেন্সের জন্যে বেশি দেরি করলে ক্ষতি হতে পারে।'

'আমি জানি ডাক্তার। শুধু এক মিনিট···' কথা বলতে বলতেই তরুণ অফিসারটি খাতায় কি যেন লিখে নিচ্ছিলো।

রাভিক মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলো ঃ 'এখানে যতটুকু করার ছিলো আমি করেছি। কিন্তু এখন আমার ভীষণ তাড়া আছে। জরুরী একটা অপারেশন···'

'বুঝতে পারছি ডাক্তার। শুধু আপনার নামটা···সাক্ষী হিসেবে··'

'দেখুন, দুর্ঘটনাটা আমি নিজে চোখে দেখিনি। আমি এসেছি ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পরে।'

'না, তাতে কিছু এসে যাবে না। সে সবই আমি লিখে নিচ্ছি। নিশ্চয়ই আপনার বুঝতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না ঘটনাটা নিঃসন্দেহে গুরুতর।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি।' রাভিক একবার আহত, একবার অরণ্য-প্রাচীরের মতো তার চারপাশে ভিড় করে দাঁড়ানো মানুষগুলোর মুখের দিকে করুণ চোখে তাকালো। 'কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার অসম্ভব তাড়া রয়েছে। তাছাড়া এভাবে অহেতুক দেরি করলে লোকটা হয়তো পথেই মারা যাবে।'

'আমার সহকর্মী নিজে অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে গেছে, এখুনি এসে পড়লো বলে। আপনি মিছিমিছি বিব্রত বোধ করছেন ডাক্তার।'

এমন সময় ক্যামেরায় চাবি টেপার শব্দ শোনা গেলো। রাভিক চকিতে ঘাড় ফেরালো। দেখলো মাথায় টুপি, গোলগাল বনেদী চেহারার একজন ভদ্রলোক তার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। 'আপনি যদি অনুগ্রহ করে আলোর দিকে একটু সরে আসেন এবং আহতের পাশে হাঁটু মুড়ে বসেন, খুব ভালো হয়।'

'না।' এবার রাভিক রেগে উঠলো। 'দেখুন, ছেলেমানুষি করার মতো অত সময় আমার নেই।'

'নিশ্চয়ই না। শুধু এক মিনিট। আমি প্রেসের লোক। নামধাম সমেত আপনার ছবি আমরা পত্রিকায় প্রকাশ করবো এবং তার নীচে লেখা থাকবে—সাধারণ শ্রমিকের শুশ্রূষারত একজন চিকিৎসক। আমি সাম্যবাদী একটা পত্রিকার ফটোগ্রাফার।'

'চুলোয় যাক আপনার সাম্যবাদী পত্রিকা। একটা লোক পথের মাঝখানে পড়ে মরতে বসেছে, আর আপনারা সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছেন···'

'উঃ, মাগো···'

অস্ফুট আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে পুলিস অফিসার আহত লোকটার ওপর ঝুঁকে পড়লো। 'হ্যাঁ, বলুন বলুন আপনার নামটা··' আহত আর কোন কথা বললো না, কেবল গলার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসা একটা ঘড়ঘড় শব্দ শোনা গেলো। মুমূর্ষু প্রজাপতির ক্লান্ত ডানার মতো ওর ঠোঁটদুটো দু-একবার মৃদু কাঁপলো। কালশিটে-পড়া ঠোঁটের একপাশ থেকে গড়িয়ে এলো ফেনিল একটা রক্তের ধারা। রাভিক সেদিকে উদাস চোখে তাকিয়ে ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

হঠাৎ অ্যাম্বুলেন্সের সংকেতসূচক ধ্বনিতে সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। রাভিক ভাবলো এই একমাত্র সুযোগ। এক পা দু পা করে সে পেছিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে পুলিস অফিসারটিও সোজা হয়ে দাঁড়ালো। 'উঁহুঁ, আপনি চলে যাবেন না ডাক্তার। সত্যিই আমি দুঃখিত, তবু আপনাকে আমাদের সঙ্গে একবার পুলিস সদর-দপ্তরে যেতে হবে। সাক্ষী হিসেবে আপনাকে আমরা ছেড়ে দিতে পারি না।'

অন্য পুলিস অফিসারটিও ততক্ষণে ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। রাভিক দেখলো এখন আর মিছিমিছি বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই। তাতে পরিস্থিতি বরং আরও জটিল হবে। তাই শুকনো ঠোঁটের প্রান্তে কোনরকমে একটুকরো হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলো। 'বেশ তো, চলুন।'

সদর-দপ্তরে টাক-মাথা একজন পুলিস অফিসার অনেকক্ষণ ধরে কি যেন লিখলেন। তারপর রাভিকের দিকে মুখ তুলে তাকালেন। 'আপনি তো ফরাসী নন, তাই না?'

'না।'

'তাহলে?'

'চেক।'

'কিন্তু কেমন করে আপনি এখানে ডাক্তারি করছেন? নাগরিক না হলে বিদেশী হিসেবে আপনি তো এখানে ডাক্তারি করতে পারেন না।'

রাভিক হাসলো। 'এখানে আমি ডাক্তারি করতে আসিনি। এমনি বেড়াতে এসেছি!'

'আপনার কাছে ছাড়পত্র আছে?'

'তার কি কোন দরকার আছে ফেরনান্দ?' অন্য পুলিস-অফিসারটি এই প্রথম কথা বললেন। 'আমরা তো আহত ব্যক্তির নাম ঠিকানা পেয়ে গেছি। তাছাড়া অন্যান্য সাক্ষীদেরও নাম ঠিকানা আমাদের কাছে রয়েছে।'

'নিশ্চয়ই না' রাভিক আগের সেই একই ভঙ্গিতে হাসলো। 'কে আর সব সময় ছাড়পত্র সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় বলুন?'

'তাহলে কোথায় আছে?'

'দূতাবাসে। সপ্তাখানেক আগে সময়সীমা বাড়ানোর জন্যে ওটা আমাকে ওদের কাছে জমা দিতে হয়েছে।'

রাভিক জানে হোটেলে আছে বললে, পুলিস সেখানে হানা দেবে। অন্য ঠিকানা দিলে, হাতেনাতে ধরা পড়ে যাবে। এদিক থেকে দূতাবাসে হয়তো কোন সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে।

'কোন দূতাবাসে আপনি ওটা জমা দিয়েছেন?'

'চেক দূতাবাসে।'

'আমরা তাহলে ফোন করে জানতে পারি?'

'অবশ্যই।'

'বেশ।' চেয়ার ছেড়ে উনি পাশের ঘরে প্রবেশ করলেন।

'আপনি কিছু ভাববেন না ডাক্তার।' অন্য পুলিস-অফিসারটি এবার তার দিকে সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিলেন। 'বরং আপনার সহযোগিতার জন্যে আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ।'

রাভিক কোন কথা বললো না। নিঃশব্দে বাইরের দিকে তাকিয়ে ধূমপান করলো।

ফেরনান্দ ফিরে এলেন। 'না, আপনার নামের কোন ছাড়পত্র দূতাবাসে নেই।'

'নিশ্চয়ই আছে।'

'কেমন করে তা সম্ভব?'

'টেলিফোনে যার সঙ্গে কথা বলেছেন সে হয়তো এই ব্যাপারটা জানে না।'

'সে জানে না, কিন্তু ছাড়পত্র বিভাগের লোকজনেরা তো জানে। তাছাড়া আপনি চেকও নন।'

'কি করে বুঝলেন?'

'আপনার কথা বলার ধরন দেখে।'

'শোনো ফেরনান্দ...' অন্য অফিসারটি মাঝপথে ওঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন।

'আপনি জার্মান এবং আপনার কোন ছাড়পত্র নেই।'

'কথাটা সত্যি নয়।'

'বেশ, যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত ব্যাপারটা আমাদের পরিষ্কার হচ্ছে, আপনি এখানে

থাকুন। কোনদিকে না তাকিয়ে ফেরনান্দ গটমট করে সোজা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

'নাঃ, সত্যিই ওর মাথায় ভূত আছে।' দ্বিতীয় অফিসারটি হতাশভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন। 'আপনার জন্যে আমি অনুতপ্ত ডাক্তার।'

'না না, আপনি মিছিমিছি বিব্রত বোধ করছেন।' রাভিক এদিক-ওদিক তাকালো। 'আপনাদের ফোনটা একটু ব্যবহার করতে পারি ?'

'নিশ্চয়ই, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি।'

রাভিক মরোসোকে ফোন করলো। ভাঙা ভাঙা রাশিয়ান ভাষায় ওকে সমস্ত ঘটনাটা জানালো এবং ভেবরকেও খবর দিতে বললো।

'আর জোয়াঁকে ?' মরোসো জিজ্ঞেস করলো।

'থাকগে, ওকে এখন আর এসব কিছু জানাতে হবে না। তাছাড়া দু-এক দিনের মধ্যেই হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে। কি যেন নামটা বললে ? ভোজেক ?'

'হ্যাঁ।'

গ্রাহকযন্ত্রটা রেখে রাভিক যখন ঘুরে দাঁড়ালো, দেখলো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ফেরনান্দ মুচকি মুচকি হাসছেন।

'এটা কি আপনার চেক ভাষা ?'

'না, স্পেরান্তো।'

পরের দিন সকালে ভেবর দেখা করতে এলেন। 'এটাকে তো ইঁদুরের গর্ত বললেও চলে।'

রাভিক হাসলো। 'এ তো তবু ভালো, ভেবর। হামবুর্গের কোন হাজতখানা দেখলে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যেতো।'

'সত্যি, এ ভাবা যায় না।'

'হ্যাঁ ভেবর। এখন মনে হচ্ছে কারুর কোন উপকার করা উচিত নয়। লোকটাকে যদি পথে পড়ে মরতে দেখেও মুখ ফিরিয়ে চলে যেতুম তাহলে সেইটেই হতো একমাত্র মানবতা।'

'আচ্ছা, ওরা কি জানতে পেরেছে তুমি অবৈধভাবে এখানে বাস করছো ?

'খুব স্বাভাবিক।'

'আর তোমার ঠিকানা ?'

'না, হোটেল আন্তর্জাতিকের কোন উল্লেখ আমি করিনি। করতে পারি না ভেবর। তাতে হোটেলওয়ালীই বিপদে পড়তেন। শুধু তাই নয়, অনুসন্ধান হলে প্রায় ডজনখানেক উদ্বাস্তুকে আজ হাজতবাস করতে হতো।'

'সে তো বটেই। তাহলে এখন তোমার নতুন নাম ভোজেক ?'

'হ্যাঁ, ভ্লাদিমির ভোজেক। আমার চতুর্থ নাম।'

'তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু এখন আমার কি করণীয় শুধু তাই বলো ?'

'বিশেষ কিছুই না। অন্তত যখন আমার আগের পরিচয় জানতে পারেনি...'

'জানতে পারলে ?'

'ছ মাসের কারাবাস।'

'না হলে ?'

'বহিষ্কার।'

'তারপর ?'

রাভিক হাসলো। 'তারপর আর কি ? যথারীতি আবার ফিরে আসবো।'

'এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না আবার ধরা পড়ছো ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এভাবে চলতে পারে না রাভিক।'

'কিন্তু তুমি একা এর বিরুদ্ধে কি করবে ভেবর ?'

ভেবর সেই মুহূর্তে কোন জবাব দিলেন না। একটু ইতস্তত করে হঠাৎ বললেন, 'দুরাঁ! দুরাঁ হয়তো এ ব্যাপারে কোন রকম সাহায্য করতে পারে। তুমিই তো সেদিন লেভালের অস্ত্রোপচার করলে...'

'আমি নয়, আঁদ্রে দুরাঁ।'

ভেবর মুচকি মুচকি হাসলেন। 'খুব স্বাভাবিক। তবু আমি ফোন করলে দুরাঁ নিশ্চয়ই ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে।'

'হয়তো পারবেন, কিন্তু খুব একটা লাভ হবে বলে আমার মনে হয় না। তুমি কি ভাবো দু'হাজার ফ্রাঁর শোক উনি অত সহজে ভুলে যাবেন ?'

'কিন্তু অস্ত্রোপচারের জন্যে ওকে আমার কাছেই এসে হাত পেতে দাঁড়াতে হবে।'

'বাজে বোকো না। টাকা ফেললে অস্ত্রোপচারের লোকের অভাব দুরাঁর কোন দিন হবে না।'

'জেনে রেখো, তোমার মতো শল্যচিকিৎসকের অভাব নিতান্ত না হলে ও-ও তোমাকে কোন দিন পুঁছতো না। সে যাই হোক, আমি এখুনি একবার ওর সঙ্গে কথা বলে দেখছি। তার আগে এখানে তোমার কি কি চাই তাই বলো ?'

'সত্যিকারের যা চাই, তার তুমি কিছু করতে পারবে না ভেবর।'

'তবু বলো ?'

'চান। শুধু ভালো করে একটু চান করতে চাই।'

ভেবর কোন জবাব দিলেন না। মনে মনে অস্বস্তি বোধ করলেন।

রাভিক ওর মুখ দেখে হেসে ফেললো। 'যদি পারো, তুমি বরং আমার জন্যে কয়েক প্যাকেট সিগারেট পাঠিয়ে দিও।'

পরের দিন সকালে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আবার তাকে উদ্বাস্তু দপ্তরে নিয়ে যাওয়া

হলো। রাভিককে প্রথমে ভদ্রলোক চিনতেই পারেন নি। চিনতে পারার কথাও নয়। অস্ত্রোপচারের সময় রোগীর মুখের চাইতে তার অস্ত্রোপচারের জায়গার ওপরেই নজর থাকে বেশি। অবচেতন অবস্থায় নিশ্চল শায়িত মানুষ আর সুস্থ সচল মানুষের মধ্যে পার্থক্যটাও নিতান্ত কম নয়। তাছাড়া লেভাল নিজে এই তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা গলাবেন, রাভিক কল্পনাও করতে পারেনি। কেননা ভেবর যাই বলুক, দুরাঁ যে কোন রকম সহযোগিতা করবেন, এ আশা রাভিক এখনও করে না।

লেভাল প্রথমে ওকে নিঃশব্দে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন। তারপর হঠাৎ যখন কথা বললেন, সারা ঘর সে কণ্ঠস্বরে গমগম করে উঠলো।

'আপনার নাম নিশ্চয়ই ভোজেক নয়?'

'না।'

'তাহলে?'

'নয়মান।' ভেবরের সঙ্গে এ সম্পর্কে সে আগে থেকেই আলাপ-আলোচনা করে রেখেছিলো।

'আপনি তো জার্মান, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'উদ্বাস্তু?'

'হ্যাঁ।'

'অবশ্য আপনি নিজে স্বীকার না করলে দেখে বোঝা মুশকিল।'

রাভিক হাসলো। 'যেহেতু উদ্বাস্তু মাত্রেই ইহুদি নয়।'

'আচ্ছা, আপনি আপনার নামটা মিথ্যে বলছেন কেন?'

'যেহেতু আপনি খুব ভালো করেই জানেন, এ সম্পর্কে মিথ্যে না বলে কোন উপায় নেই! তবে আমরা সব সময়ই আপ্রাণ চেষ্টা করি যতটা সম্ভব কম মিথ্যে বলতে।'

'কোথায় থাকেন? ঠিকানাটাও তো দেখছি ভুল।'

'নিশ্চয়ই, যেহেতু আমরা নির্দিষ্ট কোথাও থাকতে পারি না। আজ এখানে, কাল ওখানে…'

'কতদিন এখানে রয়েছেন?'

'তিন সপ্তা। তিন সপ্তা আগে সুইজারল্যান্ড থেকে আমি এখানে আসি। অনুমতিপত্র না থাকলে স্বাভাবিকভাবেই যা হয়, কিছুদিন এ দেশ কিছুদিন ও দেশ করে আমাদের ঘুরে বেড়াতে হয়।'

'কেন এমন করেন?'

'যেহেতু আত্মহত্যার কথা আমরা এখনও ভেবে উঠতে পারিনি।'

'জার্মানিতেই থাকলে পারতেন। লোকে যতটা অতিরঞ্জিত করে বলে আসলে জার্মানি ততটা বাজে নয়।'

'নিজের দেশে থাকা সম্ভব হলে কেউ পরের দেশে যাযাবরের মতো আত্মগোপন করে ঘুরে বেড়ায় না মঁসিয়ে লেভাল। তাছাড়া আমি নাৎসি নই।'

'এখানে আপনি কোথায় কোথায় বাস করেছেন?'

'কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর হোটেলে, বিভিন্ন নামে এবং মাত্র অল্প কয়েক দিনের জন্য।'

'কথাটা আদৌ সত্যি নয়।'

'এতই যদি ভালো জানেন তবে আমাকে আর মিছিমিছি জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'বাধা দেবেন না।' লেভাল ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। রুমালে মুখ মুছে রুমালটা আবার সযত্নে ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিলেন। 'আপনি তো এখানে শল্য চিকিৎসা করেন, তাই না?'

'না।'

'এটা অবশ্য খুবই দুঃখের। এই তো কয়েকদিন আগেই আমার বিশেষ বন্ধু, ডাক্তার দুরাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। সরকারী কর্তৃপক্ষ যদি বহিরাগতদের বিশেষ অনুশীলনের সুযোগ না দেন, তাহলে নানা ধরনের অবৈধ কাজের সঙ্গে তাঁরা জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হবেন···অবশ্য শুধু বহিরাগতই নয়, আমাদের দেশের অনেক ছাত্রও সম্পূর্ণরূপে ডাক্তারি পাস করার আগেও এই ধরনের অবৈধ কাজের সঙ্গে লিপ্ত রয়েছেন।

রাভিক মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলো। এটা কি তাহলে সেই দু হাজার ফাঁর প্রতিশোধ নাকি! অন্যমনস্ক হয়ে সে ভাবলো, এবার নিশ্চয়ই ডাক্তার ভেবরের নামটাও শুনতে পাবে। হ্যাঁ, ঠিক তাই, হুবহু মিলে গেলো।

'ডাক্তার ভেবর আপনার হয়ে কিছু বলার জন্যে ডাক্তার দুরাঁকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু আপনার জন্যে আমি কিছু করতে পারলাম না বলে সত্যিই দুঃখিত। এ ক্ষেত্রে কঠোর হওয়া ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই। আপনাকে আমরা বহিষ্কারের নির্দেশ দিলাম।'

'আমি জানতাম।'

'এর আগে আপনি কখনও ফ্রান্সে ছিলেন?'

'না।'

'আপনি হয়তো জানেন, আবার ফিরে এলে ছ মাস কারাবরণ করতে হবে?'

'জানি।'

'আপনার কাছে ফিরে যাবার মতো টাকা পয়সা আছে?'

'না।'

'ঠিক আছে, আপনাকে তাহলে সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হবে।'

'ধন্যবাদ।'

'জোয়াঁ···'

'রাভিক! রাভিক তুমি! তুমি এখন কোথায় রাভিক? কোত্থেকে কথা বলছো?'

'স্থানীয় একটা পানশালা থেকে।'

'সত্যি বলো তো কোত্থেকে ফোন করছো ?'

'সত্যিই স্থানীয় একটা পানশালা থেকে ফোন করছি জোয়াঁ।'

'কিন্তু মরোসো বললো যে তোমাকে ওরা…'

'ও তোমাকে ঠিকই বলেছে জোয়াঁ।'

'কিন্তু ওরা তোমাকে কোথায় নিয়ে গেছে সে সম্পর্কে ও আমাকে কিছুই বলেনি।'

'সে কথা বরিস নিজেও জানতো না জোয়াঁ।'

'কিন্তু তুমি পানশালা থেকে ফোন করছো কেন ? কেন সোজা এখানে চলে এলে না ?'

'চলে আসা সম্ভব নয় জোয়াঁ। আমাকে সুইজারল্যান্ডে পাঠানো হচ্ছে। পথে শুধু দু মিনিটের জন্যে অনুমতি চেয়ে নিয়েছি। সঙ্গের পুলিস অফিসারটি আমার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

'কিন্তু রাভিক…'

'তুমি কিছু ভেবো না জোয়াঁ। আমি আবার কয়েক দিনের মধ্যেই ফিরে আসবো।'

'না। তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি এক্ষুনি আসছি।'

'তা হয় না জোয়াঁ। প্রথমত সময় নেই, দ্বিতীয়ত তোমার থেকে আমি এখন অনেক অনেক দূরে।'

একটু বিরতির পর রাভিক শুনতে পেলো কান্না-ভেজা ওর আর্তকণ্ঠস্বর, 'আমি জানি রাভিক, তুমি আমাকে দেখতে চাও না !'

'কথাটা আদৌ সত্যি নয় জোয়াঁ।'

'একশো বার সত্যি। ডাক্তার ভেবর তোমাকে দেখতে যেতে পারেন, অথচ আমি পারি না ! মরোসো তোমার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে পারে, অথচ আমি বলতে পারি না ! আর এখন তুমি বলছো,তুমি চলে যাচ্ছো…'

'কিন্তু সে তো মাত্র কয়েকদিনের জন্যে। আমি তো আবার ফিরে আসবো জোয়াঁ।'

'আসবে না রাভিক, আসবে না। আমি জানি। এলেও আমার কাছে তুমি আর কোনদিনও ফিরে আসবে না, আমি বুঝতে পেরেছি।'

'শোনো জোয়াঁ, শোনো…এখন, ঠিক এই মুহূর্তে আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই না…'

'ঝগড়া আমিও করছি না রাভিক। যা সত্যি শুধু তাই বলছি।'

'ঠিক আছে জোয়াঁ। তাহলে এখন আমি ছেড়ে দিচ্ছি ?'

'না রাভিক, শোনো…লক্ষ্মীটি…'

'বলো।'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুমি আবার ফিরে এসো। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো।'

'নিশ্চয়ই, তুমি দেখো—খুব শীগ্‌গিরই ফিরে আসবো।'

'আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো রাভিক !'

'ধন্যবাদ জোয়াঁ। বিদায় !'

'গ্রাহকযন্ত্রটা নামিয়ে নিয়ে রাভিক সামনের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে কি যেন ভাবলো। এখন মনে হলো জোয়াঁকে ফোন না করলেই বুঝি ভালো হতো। তাছাড়া সত্যিই তো আমি ওকে দেখতে চাইনি, তাহলে কেন মিছিমিছি ওকে বিব্রত করতে গেলাম? গ্রাহকযন্ত্রটা জায়গায় রেখে দিয়ে রাভিক ফিরে এলো। তরুণ পুলিস অফিসারটি ওকে দেখে মৃদু হাসলো।

'হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

ষোলো

স্টেশনের পিণ্ডিপাকানো ভিড় ঠেলে রাভিক কোনরকমে বাইরে বেরিয়ে এলো। তারপর সোজা এলিজের চওড়া রাস্তা ধরে শ্লথ পায়ে ধীরে ধীরে সে এগিয়ে চললো। একটানা দীর্ঘ তেরো ঘণ্টা যাত্রার পর নিজেকে এখন কেমন যেন ক্লান্ত, শ্রান্ত আর রিক্ত মনে হচ্ছে। গোধূলির কনে-দেখা আলোয় দুধারে পরিচিত দৃশ্যালীও তার মনে যেন কোন সাড়া জাগাতে পারছে না। বাদামগাছগুলো ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে, অথচ সারা গাছে কোথাও একটা পাতা নেই। দীর্ঘ এই তিন মাসের পরবাস, তিন বছর না তিনটে দিন, সেইটেই সে অনুভব করতে পারছে না। নিজেকে তার কেমন যেন নিঃস্ব মনে হচ্ছে। সন্ধিশর্ত ভঙ্গ করে জার্মানি আবার সমগ্র চেকোস্লোভাকিয়া গ্রাস করেছে, জেনেভায় জাতিসংঘের সামনে উদ্বাস্তু জোসেফ ব্লুমেনথাল নিজের বুকে গুলিবিদ্ধ করে আত্মহত্যা করেছেন। আর সে এখন গোধূলির রাঙা আলো সর্বাঙ্গে মেখে ফিরে আসছে এক পরবাস থেকে আর এক পরবাসে। হত্যা প্রেম ঘৃণা আত্মোৎসর্গ হতাশা সত্ত্বেও মাথার ওপরে রয়েছে সেই একই আকাশ, সীমাহীন নীলিম আকাশ। আর এই প্যারিস! দেখতে দেখতে একটা দুটো করে আলো জ্বলে উঠলো। রাস্তার দুধারে সারি সারি বিজ্ঞাপনের রঙিন আলো, কোনটা বা জ্বলছে নিভছে। রূপসী শহর প্যারিস এখন আলোয় আলোয় ঝলমল করছে। রাত্রি-আলোকিত শহরের এই মদালসা রূপ দেখলে কে বলবে ফ্রান্স একটু একটু করে আজ জড়িয়ে পড়ছে যুদ্ধের জালে! দূর থেকে চোখে পড়লো আলোকমালায় সুসজ্জিত আর্ক দ্য ত্রয়ম্ফের উঁচু চূড়া। সেদিকে তাকিয়ে রাভিক স্তব্ধ বিস্ময়ে ভাবলো—নগরীর বিজয়-তোরণ, সত্যিই তুমি আজ বিপন্ন!

'আরে, রাভিক যে!' হোটেল আন্তর্জাতিকের পাতাল-ঘরে রাভিককে প্রবেশ করতে দেখে মরোসো ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে উঠলো। বেঁটে বাহারে তালগাছটার পাশের টেবিলে ভুভরার পুরো একটা বোতল নিয়ে ও চুপচাপ বসেছিলো। ঠিক এমনি সময়ে রাভিককে ও আশা করেনি। তাই ওকে দেখে অনাবিল খুশীতে ও চলকে উঠলো। 'এসো, এসো!'

'তাহলে ঠিক সময়ে এসে পড়েছি বলো ?'

'নিশ্চয়ই। বসো।'

'বোতলটা ভদকার বলে মনে হচ্ছে ?'

'না. ভূভরার।'

'সন্ধ্যের মুখে ভূভরা অবশ্য মন্দ জমে না।'

'নিশ্চয়ই। একই সঙ্গে হালকা অথচ কড়া। মরোসো অদ্ভুত ভঙ্গিতে টেবিল চাপড়ে পরিচারককে ডাকলো। পাতাল-ঘরে বৈদ্যুতিক ঘণ্টার কোন ব্যবস্থা নেই, আর তেমন করে তার কোন দরকারও হয় না। 'এবার যেন অনেক বেশি দিন হয়ে গেলো মনে হচ্ছে, তাই না রাভিক ?'

'হ্যাঁ, প্রায় তিন মাস। কি করবো—জেনেভা সীমান্ত দিয়ে ঢুকতে পারলুম না। দারুণ কড়া পাহারা। শেষে বেসিল হয়ে ঘুরে আসতে হলো। খোলা মাঠে ঠাণ্ডা লেগে কয়েকদিন অসুস্থই হয়ে পড়লুম। ফলে স্বাভাবিকের চেয়ে একটু দেরীই হয়ে গেলো!'

'এবারে তোমার নাম…'

'না না, এখনও রাভিকই আছে।' রাভিক হাসলো। আসল নামের মতো এ নামটার ওপরেও একটা মায়া পড়ে গেছে, তাই সহজে ছাড়তে পারলুম না। পুলিসের খাতায় আমার পরিচয়—ভোজেক, নুমান আর গেনথার, একজন বেকার বিশ্ব-ভবঘুরে।'

'ওরা তোমার ঠিকানা জানতে পারেনি তো, তাই না ?'

'না।'

'পারলে অবশ্য আমরা এখানে বসেই টের পেতুম।'

'হোটেলওয়ালী এ সম্পর্কে কিছু জানেন ?'

'না। আমি ওঁকে বলেছি তুমি কয়েক দিনের জন্যে রুঁয়েতে গেছো।'

'ভালোই করেছো।'

'ওমা! মঁসিয়ে রাভিক, আপনি?'

রাভিককে দেখে পরিচারিকা ইভ চোখ কপালে তুললো। 'অ্যাদ্দিন কোথায় ছিলেন? কখন এলেন?'

'এই তো সবে আসছি।' রাভিক পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করলো। তারপর, তোমরা সবাই কেমন আছো, ভালো তো ?'

'হুঁ।' একটু বিরতির পর ইভ বললো, 'আপনি কিন্তু খুব রোগা হয়ে গেছেন মঁসিয়ে রাভিক।'

'ও কিছু নয়। ট্রেনের ধকলের জন্যে ওরকম মনে হচ্ছে। একদিন ভালো করে ঘুমলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মরোসো বললো, যাও তো ইভ, লক্ষ্মী মেয়ের মতো রাভিকের জন্যে চট করে একটা গেলাস নিয়ে এসো তো।'

'যাচ্ছি মঁসিয়ে।' ইভ প্রায় ছুটেই বেরিয়ে গেলো।

রাভিক সিগারেট ধরালো। 'তারপর, নতুন কোন খবর আছে ?'

'না, তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নেই।'

'কেউ কোন খোঁজ করেনি ?'

'হ্যাঁ, ডাক্তার ভেবর বেশ কয়েকবার তোমার খোঁজ করেছিলেন। যদি পারো কালই ওঁর সঙ্গে একবার যোগাযোগ কোরো।'

'দেখি।'

ইভ এসে গেলাস দিয়ে গেলো।

রাভিক ওকে ডাকলো। 'ইভ, ঘণ্টাখানেক পরে রাতের খাবারটা আমার ঘরে পৌঁছে দিও। আজ আর কোথাও বেরুবো না, একটু বিশ্রাম নেবো।'

'আচ্ছা মঁসিয়ে রাভিক।' ইভ চলে গেলো।

'নাও।' মরোসো ভর্তি গেলাসটা রাভিকের দিকে এগিয়ে দিলো। 'আগে একটু চাঙ্গা হয়ে নাও।'

নিঃশব্দে খানিকটা পান করে রাভিক গেলাসটা নামিয়ে রাখলো। 'আচ্ছা বরিস, জোয়াঁর কোন খবর জানো ?'

'না রাভিক। অনেকদিন হলো ওর কোন খবর পাইনি বা দেখিনি।'

'তার আগে ?'

'কয়েকবার তোমার খোঁজ খবর করেছিলো বটে ··'

'কেন, ও এখন শেহারাজাদে নেই ?'

'না ·'

'সে কি !'

'ও তো প্রায় মাস দেড়েক হলো চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।'

'তারপর তোমার সংগে আর ওর দেখা হয়নি ?'

'হ্যাঁ, তারপরেও দু-তিন বার দেখা হয়েছিলো। কিন্তু সেই শেষ।'

একটু নিস্তব্ধতার পর রাভিক মুখ তুলে তাকালো। দু চোখের নীচে আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে ক্লান্ত বিষাদের ছায়া। 'ও কি তাহলে এখন প্যারিসে নেই ?'

'ঠিক বলতে পারবো না। তবে না থাকাটাই স্বাভাবিক। নইলে মাঝে মাঝে শেহারাজাদে এসে নিশ্চয়ই তোমার খোঁজ খবর নিতো।'

'কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব !'

রাভিকের স্বগত সংলাপে মরোসো কোন জবাব দিলো না। নিঃশব্দে কেবল গেলাসদুটো ভর্তি করলো।

'আচ্ছা বরিস, ও এখন কি করছে কিছু জানো ?'

'সম্ভবত কোন চলচ্চিত্রে অভিনেত্রী না কিসের যেন কাজ করছে।'

রাভিক খানিকক্ষণ গুম হয়ে কি যেন ভাবলো। তারপর হঠাৎ এক চুমুকে গেলাসের বাকিটা শেষ করে উঠে পড়লো।

'কি ব্যাপার রাভিক !'

'নাঃ, কিছু না।'

'তাহলে এর মধ্যে উঠে পড়লে যে ?'

'যাই, ভালো করে একটু চান করতে হবে।'

পরের দিন রাভিকের ঘুম ভাঙলো অনেক বেলায়। জামা কাপড় পরে সে যখন নীচে নেমে এলো, বাইরে তখন রোদ ঝলমল করছে।

'আপনাদের ফোনটা একটু ব্যবহার করতে পারি ?'

'অবশ্যই।' পানশালার মালিক রাভিকের অপরিচিতা নন। উনি বিনীত স্বরে বললেন, 'কিন্তু আমাদের আলাদা কোন ঘর নেই মঁসিয়ে।'

'না না, তাতে কোন অসুবিধে হবে না।'

রাভিক ঘড়ির দিকে তাকালো। ভেবরকে নিশ্চয়ই এখন হাসপাতালে পাওয়া যাবে। 'ডাক্তার ভেবর আছেন ?'

প্রত্যুত্তরে মিষ্টি মেয়েলী কণ্ঠস্বরটা রাভিক চিনতে পারলো না। হয়তো কোন নতুন নার্স। 'ডাক্তার ভেবরকে এখন পাওয়া সম্ভব নয়।'

'উনি কি আছেন ?'

'আছেন। তবে আপনার সঙ্গে এখন কথা বলতে পারবেন না।'

'কেন ?'

'উনি এখন অপারেশন-রুমে রয়েছেন।'

'শুনুন, আপনি ওকে বলুন রাভিক ফোনে কথা বলতে চায়···বিশেষ জরুরী। আমি বরং একটু অপেক্ষা করছি।'

'ধরুন, দেখছি। তবে উনি আসতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না।'

'আপনি শুধু আমার নামটা বলবেন—রাভিক।'

'আচ্ছা, একটু ধরুন।'

পরমুহূর্তেই দূরভাষে কলোচ্ছ্বাস শোনা গেলো। 'রাভিক! রাভিক, তুমি! কি ব্যাপার ? কি খবর তোমার ?'

'ভালো।'

'কবে এলে ?'

'কাল।'

'এখন কি প্যারিসেই তো ?'

'হ্যাঁ। নিশ্চয়ই তুমি এখন খুব ব্যস্ত ছিলে ?'

'না, তেমন একটা কিছু নয়। এমনি ছোট একটা অস্ত্রোপচার করতে হবে।'

'ঠিক আছে, পরেই না হয় তোমার সঙ্গে দেখা করবো।'

'পরে কেন ? তোমার কি এখন খুব জরুরী কোন কাজ আছে ? না থাকলে সোজা চলে এসো।'

'কখন ?'

'কখন আবার কি। এক্ষুনি।'

'ধন্যবাদ ভেবর।'

'ওসব কথা পরে হবে, আগে কফিটা খেয়ে নাও।' ভেবর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। 'এই নাও আজকের সংবাদপত্র আর এ মাসের সাময়িক পত্রিকা। এবার একটু আরাম করে বসো।'

রাভিক হাসলো। 'তা না হয় বসলুম। কিন্তু তার সংগে অস্ত্রোপচারের পোশাক আর দস্তানাও নিয়ে এসো।'

ভেবর অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালেন। 'খুব সাধারণ অস্ত্রোপচার রাভিক। অ্যাপেনডিসাইটিস্। মোরেলকে আমি খবর পাঠিয়েছি।'

'ঠিক আছে, আমি না হয় ওঁর সংগে সহযোগিতা করবো।'

'না না রাভিক, সেজন্যে নয়। আমি ভেবেছি তুমি ক্লান্ত। তাছাড়া এটা তোমার যোগ্য অস্ত্রোপচার নয়।'

'তবু তুমি আমাকে টেবিলের কাছে অন্তত একটু থাকতে দাও ভেবর।'

রাভিকের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ডাক্তার ভেবর ধীরে ধীরে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'বুঝতে পেরেছি রাভিক, তুমি আসলে মনে মনে হাঁফিয়ে উঠেছো। বেশ, তাহলে তৈরি হয়ে নাও।'

প্রস্তুত হয়ে ওরা যখন অস্ত্রোপচারের ঘরে এলো, দেখলো ভারি সুন্দর দেখতে একজন নার্স টেবিলের ওপর ঝুঁকে রোগীকে অবচেতন করছে আর উজেনি অস্ত্রোপচারের সাজসরঞ্জাম সব গুছিয়ে রাখছে। নিটোল নিস্তব্ধতা আর ইথারের গন্ধে সারা ঘর থমথম করছে।

'সুপ্রভাত উজেনি।'

রাভিকের কণ্ঠস্বরে উজেনি চমকে উঠলো। 'সুপ্রভাত ডাক্তার রাভিক।'

রাভিক ঠোঁট চেপে মুচকি মুচকি হাসলো। উজেনি এই প্রথম তাকে ডাক্তার বলে সম্বোধন করলো। আর কোনদিকে না তাকিয়ে রাভিক সোজা টেবিলের সামনে এগিয়ে গেলো। একটু বিরতির পর সে যখন ছুরিটা তুলে নিলো, মনে হলো সত্যিই যুদ্ধ-সীমান্ত থেকে সে যেন নিশ্চিন্তে ফিরে এসেছে তার শান্তির নীড়ে।

উজ্জ্বল আলোর নীচে ছুরির নিপুণ টানে ফুটে উঠলো রক্তের রেখা।

রোলাঁ ট্রেতে মদের বোতল আর গেলাস নিয়ে এলো।

রাভিক পত্রিকাটা মুড়ে রাখলো টেবিলের এক পাশে। 'এই সাতসকালে কিছু পান করতে ইচ্ছে করছে না রোলাঁ।'

'সে কি! মদে আবার তোমার অরুচি হলো কবে থেকে?' রোলাঁ মুক্তোর মতো ঝকঝকে দাঁতে সুন্দর করে হাসলো। 'খুব ভালো ভদকা আছে, একটু চেখে দেখো।'

'আজ থাক। তুমি বরং আমার জন্যে এক পেয়ালা কফি নিয়ে এসো। খুব কড়া এক পেয়ালা কফি।'

'ঠিক আছে রাভিক।'

' রোলাঁ ট্রে নিয়ে চলে গেলো। রাভিক উঠে পায়ে পায়ে জানলার সামনে এসে দাঁড়ালো। সিগারেট ধরিয়ে কাঠিটা ছুঁড়ে দিলো বাইরে। বড় বড় কাঁড় গাছগুলো এখন চওড়া চওড়া ঝাঁকড়া পাতায় ঢেকে গেছে। অথচ গতবারে ওগুলোর একটা পাতাও ছিলো না।

'এসো রাভিক।' রোলাঁ কফি নিয়ে ফিরে এলো।

রাভিক ঘুরে দাঁড়ালো। 'এবারে তোমাদের আগের চেয়ে অনেক নতুন নতুন মেয়ে এসেছে দেখছি।'

'হ্যাঁ, প্রায় কুড়িটা নতুন মেয়ে এসেছে।'

'তাহলে এই গ্রীষ্মেও তোমাদের ব্যবসা বেশ ভালোই চলছে?'

'খুব ভালো। সে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না রাভিক।' রোলাঁ পেয়ালায় কফি ঢেলে চামচে দিয়ে নাড়লো। তারপর পেয়ালাটা রাভিকের দিকে এগিয়ে দিলো। 'এখন আর দিন রাতের কোন বালাই নেই, লোকে যেন সব পাগল হয়ে গেছে।'

'তাই নাকি!'

'হ্যাঁ রাভিক। এদের অধিকাংশই আবার বিদেশী।'

'বিদেশী বলতে, আমেরিকান?'

'না, সবচেয়ে বেশি জার্মান। এত জার্মান ফ্রান্সে এর আগে আমার আর কখনও চোখে পড়েনি।'

রাভিকের দু ঠোঁটের প্রান্তে ফুটে উঠলো তিক্ত হাসির রেখা। 'এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই রোলাঁ।'

'এদের অধিকাংশই আবার বেশ ভালো ফরাসী বলতে পারে।'

'আমার মনে হয় এরা রঙরুট—এবং ঔপনিবেশিক সৈন্য।' রাভিক কফির পেয়ালাটা সরিয়ে রাখলো। 'নিশ্চয়ই দু হাতে পয়সা ওড়ায়?'

সারা শরীরে ঢেউ খেলিয়ে রোলাঁ চপল ভঙ্গিতে হাসলো। 'সে কথা আর বলতে, প্যারিস বলে কথা! মেয়েদের কাঁচা শরীরের চাইতে স্যাম্পেনের ওপর ওদের লোভ কম নয়।'

'আর সেইটেই তোমাদের ব্যবসার সবচাইতে বড় মৌকা, তাই না রোলাঁ?'

'নিশ্চয়ই। অন্তত যতদিন না ওদের মার্ক এখানে অচল হচ্ছে।'

সেদিন সন্ধেবেলায় রাভিক ক্লশ দ্যর-এ চুপচাপ বসেছিলো। অন্যান্য রেস্তোরাঁর তুলনায় জায়গাটা কিছুটা নির্জন। কেবল কয়েকজন দেহপসারিণী পাখির মতো কলকল করছে, রাস্তায় বেরিয়ে পড়ার আগে গলা ভিজিয়ে নিচ্ছে। ওপরের তলায় কয়েক জোড়া প্রেমিক যুগলের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। নীচে, রাভিকের ওপাশে দুজন লেসবিয়ান সেরি ব্রান্ডির বোতল নিয়ে বসেছে। চাপা গলায় ওরা নিজেদের মধ্যে কি যেন আলোচনা করছে।

হঠাৎ রাভিকের নিজেকে কেমন যেন নিঃসঙ্গ আর বোকা বোকা মনে হলো। মনে হলো এভাবে পালিয়ে বেড়ানোর কোন অর্থই হয় না। অন্তরীণের দিনগুলোতে যাকে সে সবচেয়ে বেশি করে ভুলতে চেয়েছিলো, সে-ই সবচেয়ে নিঃশব্দে বাসা বেঁধেছে তার বুকের মধ্যে। তারাহীন রাত্রির নির্জনতায় কখন যে ও উঠে এসেছে তার বুকের মধ্যে, রাভিক টেরও পায়নি।

কোথায় যেন পরিচিত একটা মেয়েলি হাসির শব্দে রাভিকের চমক ভাঙলো। কিন্তু ভেতরে বা আশেপাশে সে কাউকে দেখতে পেলো না। তাহলে হয়তো আমারই মনের ভুল! ইঙ্গিতে সে পরিচারককে ডাকলো। 'আর একটা কালভাদো নিয়ে এসো।'

'কেন, এটা ভালো নয় মঁসিয়ে?'

'ভালো। এইটেই আর এক গেলাস চাই।'

পরিচারক আগের গেলাসটা তুলে নিলো। 'ডবল?'

'ডবল।'

পরিচারক চলে যেতেই রাভিক জোয়াঁকে দেখতে পেলো। ঠিক তার সামনে, দু-একটা টেবিল পরেই বসে রয়েছে। সঙ্গে দুজন ভদ্রলোক। আশ্চর্য! রাভিক ভেবেই পেলো না কেমন করে তা সম্ভব! কখনই বা ও ভেতরে প্রবেশ করলো? পরিচারকের সঙ্গে কথা বলার সময়? জোয়াঁও প্রথমে খেয়াল করেনি। কিন্তু চোখে চোখ পড়তেই সারা মুখ ওর বিবর্ণ হয়ে গেলো। পলকের জন্যেও দৃষ্টি সরিয়ে না নিয়ে কয়েক মুহূর্ত ও নিথর নিস্পন্দ হয়ে বসে রইলো। তারপর চকিতে চেয়ার ঠেলে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলো। এই মুহূর্তে সারা মুখ ওর উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো আরক্ত কোমল একটা আভায়। কেবল চোখের কালো মণিদুটো স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ আর স্থির। রাভিকের মনে হলো চাপা উত্তেজনায় এমন উজ্জ্বল চোখের মণি এর আগে সে আর কখনও দেখেনি।

'রাভিক, তুমি!'

স্পন্দনহীন অস্ফুট ওর কণ্ঠস্বর। এমন ভঙ্গিতে ও সামনে এসে দাঁড়ালো যে দু হাতের নিবিড় আলিঙ্গনে এখনই ও রাভিককে জড়িয়ে ধরবে। কিন্তু তা করলো না। এমনকি হাতটাও বাড়িয়ে দিলো না।

'কবে এলে রাভিক?'

রাভিক কোন জবাব দিলো না। কেবল নির্নিমেষ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো।

'কি ব্যাপার, কথা বলছো না যে? কবে এলে?'

'প্রায় সপ্তাখানেক আগে।'

'দু-সপ্তা! অথচ আমি কিছুই জানি না!'

'তোমার ঠিকানা আমার জানা ছিলো না। তাছাড়া তোমার হোটেল বা শেহারাজাদে খোঁজ করেও তোমার কোন খবর জানতে পারিনি।'

'কিন্তু শেহারাজাদেতে তো আমি···তুমি কেন চিঠিতে জানাওনি?

'চিঠি লেখা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না।'

'মিথ্যে কথা। ওটা কোন কারণই নয়।'

'বেশ। তাহলে আমি তোমাকে চিঠি লিখতে চাইনি! ফিরে আসতে পারবো কি না আমি নিজেই জানতুম না।'

'কিন্তু তুমি ফিরে এসেছো এবং দু সপ্তা হয়ে গেলো, অথচ আমি কিছুই জানতে পারলুম না।'

পরিচারক রাভিকের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালো। একবার জোয়াঁ একবার রাভিকের মুখের দিকে তাকিয়ে গেলাসটা টেবিলের ওপর রেখে নিঃশব্দে চলে গেলো।

একটু নীরবতার পর জোয়াঁ বললো, 'আমি জানতাম না রাভিক, তুমি এখন প্যারিসে রয়েছো।'

রাভিক তেতো ঠোঁটে হাসলো। 'জানলে বোধহয় ওই বাঁদরদুটোকে তোমার সঙ্গে জোটাতে না, তাই না?'

'রাভিক! বিশ্বাস করো, আমি ভেবেছিলুম তুমি বোধহয় আর কোনদিনও ফিরবে না।'

'তোমার টেবিলে ফিরে যাও জোয়াঁ।'

হঠাৎ জোয়াঁর দুচোখ জলে ভরে উঠলো।

'ফিরে যাও জোয়াঁ।'

'কিন্তু দোষ তো তোমারই রাভিক!' এবার ও সত্যিই ঝরঝর কান্নায় ভেঙে পড়লো। 'তোমার, সম্পূর্ণ তোমার...'

অপ্রত্যাশিতভাবেই চোখ মুছতে মুছতে জোয়াঁ ওর টেবিলে ফিরে গেলো। রাভিক কালভাদোর গেলাসটা তুলে নিলো। আলোয় গেলাসটা দু-একবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলো। তারপর দীর্ঘ কয়েকটা চুমুকে প্রায় অর্ধেকই খালি করে ফেললো। হঠাৎ তার মনে হলো জোয়াঁ এখনও স্থির অপলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। রাভিক সেদিকে তাকালো না। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করলো। এখন তার মনে হলো চাপা উত্তেজনায় হাতদুটো যেন মৃদু কাঁপছে। প্রকম্পিত হাতেই গেলাসের বাকি পানীয়টুকু গলায় ঢেলে দিলো। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে সে উঠে পড়লো। পরিচারককে ডেকে পয়সা মিটিয়ে সোজা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। তখনও রাভিকের মনে হলো জোয়াঁর চোখদুটো যেন অপলক তাকে লক্ষ্য করছে।

'এই রাভিক। এত রাত্তিরে এখানে, কি ব্যাপার?'

মরোসোর হঠাৎ-কণ্ঠস্বরে রাভিক চমকে উঠলো।

'বরিস, তুমি!'

পথে ঘুরতে ঘুরতে কখন শেহারাজাদের সামনে এসে পড়েছিলো রাভিক খেয়ালই করেনি।

'বুঝেছি,' দরজা ছেড়ে মরোসো দু-এক ধাপ নীচে নেমে এলো। 'কিন্তু ভেতরে এখন কেউ নেই। আমাদের বন্ধের সময় হয়ে গেছে। মিছিমিছি খুঁজে কোন লাভ হবে না।

'জানি। আর তোমাদের এখানে ওকে খোঁজার জন্যে আমার অত দায়ও পড়েনি।'

'মানে ?'

'ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।'

'কোথায় ?'

'ক্লশ দ্যর-এ।'

'কবে ?'

'আজই।'

'দাঁড়াও, এক মিনিট। আমি এক্‌খুনি পোশাকটা পালটে আসছি। তুমি কি ভেতরে গিয়ে বসবে ?'

'না, আমি বরং বাইরেই অপেক্ষা করছি।'

রাভিক দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। প্রবেশ পথের ওপাশে একজন বৃদ্ধা ফুলওয়ালী বাড়ি ফেরার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। ঘোলাটে চোখে একবার তার দিকে তাকিয়েও বৃদ্ধা ফুল নেবার কথা কিছু জিজ্ঞেস করলো না। সম্ভবত ও বুঝতে পেরেছিলো। তবু রাভিকের ইচ্ছে হলো বৃদ্ধা তাকে ফুল কেনার জন্যে পীড়াপীড়ি করুক। কিন্তু করলো না। না করলে তো ভারি বয়েই গেলো! রাভিক অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো। সারিসারি বিশাল বাড়িগুলোর কয়েকটা জানলা মাত্র আলোকিত। বাকিগুলো আঁধারে মোড়া। মাঝে মাঝে দু-একটা ট্যাক্সি অতিক্রম করে যাচ্ছে। রাভিক কিছুতেই বুঝতে পারলো না, মনে মনে কেন সে এত ছটফট করছে! জোয়াঁ তো কোন অন্যায় করেনি। বরং সে-ই ওকে নিঃশব্দে মন থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছিলো। তাহলে ?

রাভিক ঘড়ি দেখলো। কয়েকজন পরিচারক বাইরে বেরিয়ে এলো। ঘরোয়া পোশাকে ওদের এখন কেমন যেন অন্যরকম আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে। অথচ হোটেলের লাল সাদা ডোরাকাটা উর্দি'তে ওদের এই স্বাতন্ত্র্য কোনদিন চোখেও পড়তো না।

'চলো।' মরোসো ওর পাশে এসে দাঁড়ালো।

দুজনে পাশাপাশি এগিয়ে চললো।

একটু নিস্তব্ধতার পর মরোসো জিজ্ঞেস করলো, 'এবার কোন্‌ চুলোয় যাবে কিছু ঠিক করেছো ?'

রাভিক হাসলো। 'সেই বিকেল থেকে আজ আমার কোন চুলোয় আর ঘুরতে বাকি নেই।'

'তাহলে চলো, হোটেলে ফিরে গিয়ে দাবা খেলি।'

'দাবা !'

'নিশ্চয়ই। পৃথিবীতে এই একটি মাত্র জিনিস যা তোমাকে এখন সান্ত্বনা দিতে পারবে রাভিক। দেখবে একটু একটু করে কাঠের ঘুঁটিগুলো তোমার চোখের সামনে কেমন জীবন্ত হয়ে উঠছে আর তুমি সমস্ত প্রশ্নের অতীত কোন্‌ অতলে তলিয়ে যাচ্ছো।'

'বেশ, চলো।'

ঘুম ভাঙতেই রাভিকের মনে হলো জোয়াঁ এসেছে। তখনও অন্ধকার এবং ওকে সে দেখতেও পায়নি, তবু অবচেতন মনে সে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারলো সোফায় ও বসে রয়েছে। দরজা-জানলা, সারা ঘর, ভেতরের বদ্ধবাতাস, এমনকি তার নিজেকেও কেমন যেন অন্যরকম মনে হচ্ছে।

'অদ্ভুত! অন্ধকারে এমন ভূতের মতো চুপটি করে বসে আছো কেন? আলোটা জ্বালিয়ে দাও।'

'জোয়াঁ নড়লো না। এমন কি ওর নিশ্বাসের শব্দও শোনা গেলো না।

'এরকম লুকোচুরি খেলার কোন অর্থই হয় না জোয়াঁ।'

'লুকোচুরি আমি খেলছি না রাভিক।'

'তাহলে এখানে এসো।'

'তুমি জানতে আমি আসবো?'

'না।'

'তোমার দরজা কিন্তু খোলা ছিলো।'

'রাত্তিরে দরজা আমার সাধারণত খোলাই থাকে।'

একটু নিস্তব্ধতার পর জোয়াঁ বললো, 'আমি ভাবিনি সত্যি তোমাকে ঘরে পাবো। ভেবেছিলুম…'

'ভেবেছিলে আমি অন্য কোন মেয়ের ঘরে রাত কাটাচ্ছি, তাই না?'

'না রাভিক, না। সত্যই, বিশ্বাস করো…আমি ভেবেছিলুম তুমি বোধহয় কোন পানশালার…'

'হ্যাঁ, প্রথমে আমিও তাই ভেবেছিলুম—সারা রাত মদ খেয়ে মাতলামি করবো। কিন্তু হলো না, মরোসো দাবা খেলার জন্যে ধরে নিয়ে এলো।'

'কি বললে?'

'মরোসো দাবা খেলার জন্যে ধরে নিয়ে এলো। দুজনে নীচের তলায় বসে অনেকক্ষণ দাবা খেললুম।'

'এ অবস্থায় কি করে দাবা খেলা সম্ভব, সেইটেই আমার মাথায় ঢুকছে না রাভিক।'

'আমারও তেমন করে কোন ইচ্ছে ছিলো না। মরোসো জোর করলো। পরে দেখলুম দারুণ মাথা খুলে গেছে। মরোসোকে পর পর দুটো খেলায় হারিয়ে দিলুম। ও তো রেগেমেগে আর খেললোই না।'

'সত্যিই তুমি অদ্ভুত রাভিক!'

'অদ্ভুত আমি নই জোয়াঁ। শুধু ন্যাকামি আমি সহ্য করতে পারি না। অন্তত আজ আমি কোন নাটক করতে চাইনি।'

'নাটক আমি করিনি রাভিক। শুধু তুমি যদি জানতে আমি কি নিঃসঙ্গ, কি অসুখী!'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে জোয়াঁ। ছেড়ে দাও এসব কথা।'

জোয়াঁ এবার সোফা ছেড়ে ধীরে ধীরে বিছনায় তার পাশে এসে বসলো। নিশান্তিকার

অস্পষ্ট আলোয় রাভিক দেখতে পেলো ওর মুখ, স্বচ্ছ দুটো চোখ। কোথাও কোন ক্লান্তির চিহ্ন নেই, বরং দীপ্ত তরুণিমায় যেন টলটল করছে সাদা মুখ। রাভিক অবাক হয়ে গেলো। স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখলো—ক্লশ দ্য-এ যে পোশাক পরেছিলো সেটাও পালটে এসেছে। ফ্রকের ওপর পরেছে বেশ সুন্দর হালকা তঁতে রঙের একটা পাতলা কোট, যেটা এর আগে রাভিক কখনও দেখেনি।

'আমি ভেবেছিলুম তুমি বোধহয় আর ফিরবে না রাভিক।'

'এর চেয়ে তাড়াতাড়ি ফেরা সম্ভব হলো না। নানান সীমান্ত ঘুরে আসতে আসতে অনেক দেরি হয়ে গেলো।'

'তুমি চিঠি লেখোনি কেন?'

'তাতে কি কোন লাভ হতো?'

'হ্যাঁ রাভিক।' উদাস স্বরে জোয়াঁ বললো। 'অনেক ভালো হতো!'

'সব চেয়ে ভালো হতো যদি একেবারে না ফিরতুম। কিন্তু মাথা গোঁজার মতো এ পৃথিবীতে কোন দেশ কোন শহরই খুঁজে পেলুম না। সুইজারল্যান্ড ভীষণ ছোট, ফ্যাসিস্ট সৈন্যতে গিজগিজ করছে।'

'কিন্তু এখানেও যদি আবার···'

'না, এখানে সে সম্ভাবনা খুব কম। ধরা পড়েছিলুম নিতান্তই আকস্মিকভাবে।' রাভিক হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিলো। 'যাক্‌গে, সেসব কথা ভেবে এখন আর কোন লাভ নেই।'

'আমাকেও একটা সিগারেট দাও রাভিক।'

রাভিক কোন জবাব দিলো না নিঃশব্দে ওর সিগারেটটা ধরিয়ে দিলো। তারপর নিজেরটা ধরিয়ে খানিকক্ষণ জানলার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো।

'আমি কিন্তু তোমার জন্যে অনেকক্ষণ ক্লশ দ্যর-এ অপেক্ষা করেছিলুম।' বাতাসের মতো ফিসফিস করে জোয়াঁ বললো।

'কেন?'

'ভেবেছিলুম তুমি যদি ফিরে আসো। কেন এলে না রাভিক?'

'কি লাভ হতো?'

'আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারতুম।'

মিথ্যে! মিথ্যে! মিথ্যে! রাভিকের ভেতরটা যেন আর্তনাদে হাহাকার করে উঠলো। ইচ্ছে হলো চিৎকার করে প্রতিবাদ করে। কিন্তু করলো না। জানলার দিকে আবার মুখ ফিরিয়ে নিলো। তারপর সিগারেটে গভীর কয়েকটা টান দিয়ে ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়লো। পাখির ঝাঁকে আকাশ তার রঙ বদলে না নিলেও, বাইরে তখন দ্রুত ভোর হচ্ছে। তারই একটা লালচে আভা পর্দার নীচে দিয়ে চুঁইয়ে এসে পড়েছে ঘরের ভেতরে। ভোরের মৃদুল হাওয়ায় জানলার পর্দাটা কাঁপছে।

'আমি এসেছি, তুমি খুশী হওনি, তাই না রাভিক?'

'জানি না জোয়াঁ। ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'তুমি জানো,' জোয়াঁ রাভিকের বুকের ওপর ঝুঁকে এলো। কান্নায় ভিজে উঠলো ওর আর্তস্বর। 'আমি জানি, তুমি জানো।'

জোয়াঁর মুখটা নেমে এলো তার মুখের ওপর। মসৃণ রেশমের মতো হালকা বাদামী চুলের বন্যা ছড়িয়ে পড়েছে কাঁধের চারপাশে। চূর্ণ কুন্তল, মেয়েলি প্রসাধনের স্নিগ্ধ গন্ধ। রাভিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো—এ যেন তার সেই কত পরিচিত দৃশ্যালী, আবার পরিচিত নয়ও বটে। কেমন যেন রহস্যময়—অজানা, অচেনা। মসৃণ কপালে পড়েছে ভোরের কোমল আলো। সারা মুখ, গভীর আয়ত দুটো চোখ—সব কেমন মুহূর্তে তলিয়ে গিয়ে আবার ভেসে উঠেছে ভেনাসের অনন্য তন্ময়তায়, পবিত্র অথচ উন্মাদ অনাবিলতায়। ঠিক এখন, এই মুহূর্তে রাভিক ভেবে পেলো না সে কি করবে। তবে এটুকু অনুভব করতে পারলো—একটু একটু করে সে যেন তলিয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে, দু বাহুর পেলব স্নিগ্ধতায় গলা মোমের মতো ঝরে সে যেন মিলিয়ে যাচ্ছে কোন অতল শূন্যতায়।

'রাভিক?'

'বলো।'

'বলো, তুমি খুশী হয়েছো।'

'আজকের দিনে আমরা বোধহয় এত সহজে খুশী হতে পারি না জোয়াঁ।'

'কিন্তু আমাকে তুমি এভাবে নিঃসঙ্গ ফেলে রাখতে পারো না।'

'তুমি কি এখনও নিঃসঙ্গ?'

বিচিত্র ভঙ্গিতে ঠোঁট চেপে জোয়াঁ হাসলো। 'তার জন্যে তুমিই একমাত্র দায়ী রাভিক!'

ঠিক এই মুহূর্তে জোয়াঁর হাসিটা যেন রাভিক সহ্য করতে পারলো না। 'বোকার মতো বোলো না জোয়াঁ।'

'আমি নই, বোকার মতো বলছো তুমিই! তুমি যদি এখানে থাকতে…'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। মেনে নিচ্ছি সবকিছুর জন্যে আমিই দায়ী। কিন্তু এখন কি চাও, তাই বলো?'

'কি বললে?' জোয়াঁ ছিটকে সরে এলো। আয়ত দু চোখে ফুটে উঠলো স্তব্ধ বিস্ময়। 'তুমি চাও না আমি এখানে থাকি?'

'না।'

'তুমি আমাকে ভালোবাসো না আর?'

'সব কিছুরই একটা সীমা থাকে জোয়াঁ।' ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো রাভিকের কণ্ঠস্বর।

'কিন্তু আমি কি করতে পারতুম রাভিক? বড় জোর ওতল দ্য মিলানে বসে দেয়ালগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে পাগল হতে পারতুম।'

'কৈফিয়ত দিও না জোয়া। কৈফিয়ত আমি তোমার কাছ থেকে শুনতে চাইনি।'

'তোমাকে বলার ইচ্ছে আমার ছিলো না, তোমাকে বলতে আমি চাইও না। তুমিই বরং সব সময় জোর করে আমার কাছ থেকে শুনতে চাও।'

রাভিক খানিকক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো। তারপর গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'বেশ।'

প্রদীপ্ত আভায় এবার লালে লাল হয়ে গেছে সারা আকাশ। শোনা যাচ্ছে পাখিদের বিচিত্র কলতান। নীচের তলায় দরজা খোলার আওয়াজ; কলতলায় জল পড়ার শব্দ। যাত্রা শুরু হলো নতুন একটা দিনের।

বেশ কিছুটা নিস্তব্ধতার পর শান্তস্বরে রাভিক জিজ্ঞেস করলো, 'এখানে তুমি কেন এলে জোয়াঁ?'

'আবার কেন ও কথা জিজ্ঞেস করছো?'

তাই তো, কি বোকা আমি! কেন ওকে জিজ্ঞেস করছি?

'আমি এসেছি, কেন তুমি খুশী হবে না রাভিক?'

সত্যিই আমি বোকা! রাভিক মনে মনে ভাবলো। ও যদি না আসতো নিঃসঙ্গ শয্যায় শুয়ে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে আমি কেবল আকাশ-পাতাল ভাবতাম, ভাবতাম আর ভাবতাম। আর মনে মনে নিজেকেই সান্ত্বনা দিতাম—ও আসবে। সেটাও কি এক ধরনের আত্মপ্রবঞ্চনা নয়? তাহলে সবকিছু কেন আমি এমন চুল-চেরা বিচার করছি!'

জোয়াঁ আবার তার বুকের ওপর ঝুঁকে এলো, কাঁধের চারপাশে ছড়িয়ে পড়লো চূর্ণ কুন্তল। 'বলো, তুমি খুশী হওনি?'

'হয়েছি জোয়াঁ,' রাভিক দু হাতে নিবিড় করে ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো। 'পাগলের মতো খুশী হয়েছি। ছোট্ট শিশুর মতো খুশী হয়েছি···'

গোলাপের ঝরা পাপড়ির মতো ওর মসৃণ চিবুক বেয়ে গড়িয়ে এলো দু ফোঁটা অশ্রু। 'সত্যি রাভিক!'

'হ্যাঁ জোয়াঁ। বুকের ভেতরটা এখন যেন পুষ্পিত উদ্যানের মতো ভরে উঠেছে। আর আমার উদ্বাস্তু জানলার দিকে তাকিয়ে দেখো ভোরের রাঙা আলো কেমন লাল দোপাটির মতো ফুটে উঠছে। রক্তের কল্লোলে শুনতে পাচ্ছো না পাখপাখালির গান?'

'পাচ্ছি রাভিক, পাচ্ছি!'

জোয়াঁ তৃষিত ঠোঁটদুটো চেপে ধরলো রাভিকের ঠোঁটের গভীরে।

সতেরো

ত্রস্ত পায়ে উজেনি অস্ত্রোপচারের ঘরে এসে প্রবেশ করলো 'আপনার ফোন, মঁসিয়ে রাভিক।'

'আমার!'

'হ্যাঁ।'

'কে ফোন করছে?'

'তা তো জানি না। আমি জিজ্ঞেস করিনি।'

রাভিক ভেবেই পেলো না এই ভরদুপুরে কে আবার তাকে ফোন করতে যাবে।

উজেনি ইতস্তত করলো। 'আমি কি জিজ্ঞেস করবো?'

'না, থাক।'

পাশের ঘরে এসে রাভিক গ্রাহকযন্ত্রটা তুলে নিলো। কিন্তু সেই মুহূর্তে সে জোয়াঁর কণ্ঠস্বর চিনতে পারলো না। শব্দটা কেমন যেন অস্পষ্ট আর অনেক অনেক দূর থেকে ভেসে আসা কণ্ঠের মতো মনে হচ্ছে। 'কে, জোয়াঁ? সে কি! কোত্থেকে কথা বলছো?'

সঙ্গে সঙ্গে রাভিকের মনে হলো এক্ষুনি হয়তো শুনবে রিভিয়েরা কিংবা প্যারিসের বাইরে কোন শহরের নাম। তাছাড়া এর আগে ও আর কখনও হাসপাতালে ফোন করেনি।

ওপার থেকে ভেসে এলো জোয়াঁর জড়ানো কণ্ঠস্বর। 'কেন, আমার হোটেল থেকে।'

'প্যারিসে?'

'নিশ্চয়ই! তাছাড়া আবার কোত্থেকে ফোন করবো?'

'তুমি কি অসুস্থ?'

'না। কেন বলো তো?'

'হাসপাতালে ফোন করলে কি না, তাই।'

'প্রথমে তোমার হোটেলে ফোন করেছিলুম। পেলুম না। তাই হাসপাতালে ফোন করলুম।'

'কেন, তোমার কি কিছু হয়েছে নাকি?'

'না না, কি আবার হবে! কয়েক দিন তোমার কোন খবর পাইনি, তাই ফোন করলুম।'

এবার ওর কণ্ঠস্বর স্পষ্ট বোঝা গেলো। রাভিক পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বার করলো। দেশলাইটা কনুই দিয়ে চেপে এক হাতেই কায়দা করে সিগারেটটা ধরিয়ে নিলো।

'হাসপাতালে ফোন করলেই মনে হয়—হয় কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে, নয়তো কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।'

'না না, অসুখ কেন হবে? যদিও এখন বিছানাতে শুয়ে শুয়েই তোমার সঙ্গে কথা বলছি। তবু আমি অসুস্থ নই রাভিক।'

'বাঃ, বেশ ভালোই!' রাভিক অপেক্ষা করলো। কিন্তু ওপার থেকে কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেলো না, কেবল শোনা গেলো ওর বুকের স্পন্দন। সম্ভবত জোয়াঁ চাইছিলো রাভিকই কথা বলুক।

'জোয়াঁ?'

'বলো।'

'বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা যাবে না জোয়াঁ। আমাকে এক্ষুনি আবার অপারেশন টেবিলে ফিরে যেতে হবে।'

সামান্য একটু বিরতির পর ওপার থেকে ভেসে এলো, 'আমাকে তুমি ফোন করলে না কেন?'

'তোমার ফোন নম্বর আমি জানি না জোয়াঁ। এমন কি তুমি কোথায় থাকো আমি তাই-ই জানি না।'

'কিন্তু আমি তো তোমাকে বলেছিলুম।'

'বলোনি জোয়াঁ।'

'না, আমি তোমাকে বলেছিলুম। আমার খুব ভালো মনে আছে। বরং তুমিই ভুলে গেছো।'

'হয়তো তাই হবে। তুমি আর একবার বলো। আমি লিখে নিচ্ছি। দাঁড়াও··· হ্যাঁ, এবার বলো।'

জোয়াঁ তাকে ঠিকানা আর ফোন নম্বর দিলো। 'কিন্তু আমি তোমাকে বলেছিলুম রাভিক।'

'হয়তো···হয়তো কেন, নিশ্চয়ই বলেছিলে। আমারই ত্রুটি, আমি মনে রাখতে পারিনি। তারপর রাত্তিরে আসছো তো?'

একটু বিরতির পর ওপার থেকে শোনা গেলো আদুরে কণ্ঠস্বর। 'কেন, তুমি বুঝি আমার এখানে আসতে পারো না?'

'হ্যাঁ, তাও যাওয়া যায়। ঠিক আছে, আজ রাত আটটার সময়, কেমন?'

'না, এখন।'

'এখন! এখন যে আমার কাজ রয়েছে জোয়াঁ।'

'অপারেশন?'

'হ্যাঁ।'

'কতক্ষণ লাগবে?'

'প্রায় ঘণ্টাখানেক।'

'বেশ তো, না হয় তার পরেই এসো।'

'কেন, সন্ধ্যেবেলায় তোমার সময় হবে না?'

'এই সহজ জিনিসটা কেন বুঝতে পারছো না রাভিক···এখনই যে আমি তোমাকে কাছে পেতে চাই আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে। রাত্তির পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে পারবো না। বিশ্বাস করো নইলে এ সময়ে তোমাকে হাসপাতালে ফোন করে বিরক্ত করতুম না।'

'না না, বিরক্তের কি আছে। ঠিক আছে। এখানের কাজ মিটলেই আমি সোজা তোমার ওখানে হানা দিচ্ছি।'

'ঠিকানাটা আবার হারিয়ে ফেলবে না তো?'

'না না, এবার আর কোন ভুল হবে না। তাহলে এখন ছাড়ছি, কেমন?'

বাড়িটা রু পাসকালের একেবারে শেষ প্রান্তে। ঝাঁ-ঝাঁ করছে দুপুরের চড়া রোদ। ওপরতলায় এসে রাভিক কড়া নাড়লো।

'রাভিক, তুমি!' জোয়াঁ একপাশে সরে দাঁড়ালো। 'তুমি এসেছো, আমি ভীষণ খুশী হয়েছি। এসো, ভেতরে এসো।'

খুব সাধারণ ঢিলে বহির্বাসে ওকে এখন আশ্চর্য রূপসী দেখাচ্ছে। শিথিল সারা অঙ্গে যেন চলকে উঠছে খুশীর আমেজ। ঝিকমিক করছে মুক্তোর মতো সাদা দাঁত।

জোয়াঁ হাসলো। 'অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছো কি, ভেতরে এসো।' পেছন থেকে জোয়াঁ আলতো করে দরজার কপাটদুটো ভেজিয়ে দিলো। 'জানো সেই কখন থেকে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি!'

জোয়াঁ তার হাত ধরে টানতে টানতে বড় একটা ঘরের মাঝখানে নিয়ে এলো। বেশ খোলামেলা, প্রশস্ত ঘর। খোলা জানলা দিয়ে চোখে পড়ে দুদিকে ভাগ হয়ে যাওয়া চওড়া রাজপথ, এদিকে আভেন্যু র‍্যাফেল, ওপারে আভেন্যু প্রুদোঁ। সামনে পোর্ট দ্য লা মুয়েতের উঁচু চূড়ায় আড়াল করা বয়ার একটা অংশ।

ঘরের ভেতরে নিপুণ হাতে সাজানো সোফা-সেটি। নীল ঢাকনাগুলো সুন্দর সাদা সুতোয় কাজ-করা। নীচু টেবিলে ফুলদানিতে রাখা কৃত্রিম ফুলের ঝাড়। সব মিলিয়ে মোটের ওপর বেশ ছিমছাম।

এতক্ষণ জোয়াঁ নিঃশব্দে ওকে লক্ষ্য করছিলো। এবার চোখে চোখ পড়তে ও ঠোঁট টিপে হাসলো। 'কি, কেমন দেখছো?'

'কেন, বেশ ভালোই তো।'

'এটা দেখেছো?'

ঘরে এক কোণে এসে জোয়াঁ সুতির ঢাকনা সরিয়ে দেখালো। জিনিসটা রাভিক চিনতে পারলো। আমেরিকার তৈরি ভিকট্রোলা রেকর্ড প্লেয়ার। কম করেও দু হাজার ফ্রাঁ দাম।

রাভিক দুষ্টুমি করে হাসলো। 'ওরে বাব্বা, এ যে দারুণ জিনিস দেখছি!'

'খুব ভালো আওয়াজ হয়, জানো। শুনবে নাকি বেথোবেন?'

'না, এখন থাক।'

'তাহলে এসো আমার শোবার ঘরে।'

বসার ঘরের তুলনায় শোবার ঘরটা ছোট। বড় একটা বিছানা, পাশে ছোট একটা নীচু টেবিল। একদিকে মাথা-সমান উঁচু আয়না লাগানো সাজগোজের টেবিল, অন্যদিকে জামা-কাপড় রাখার আলমারি। প্রতিটা জানালায় সুদৃশ্য পর্দা লাগানো। খাটের নীচে দুজোড়া স্যাণ্ডেল। বিছানাটা রীতিমতো ধাপসানো। রাভিক কল্পনায় অনুমান করে নিলো, কোথায় কিভাবে জোয়াঁ বিছানায় শুয়েছিলো।

জোয়াঁ এতক্ষণ রাভিকের একটা বাহু আঁকড়ে ধরে চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিলো। এবার দু হাতে রাভিকের গলাটা নিবিড় করে জড়িয়ে ধরলো। 'এই, আমার এ ঘরটা ভালো নয়?'

'খুব ভালো জোয়াঁ। তোমাকে এখানে ভারি চমৎকার মানাবে।'

'সত্যি ?'

'সত্যি।'

এবার রাভিক তার বুকে অনুভব করলো ওর স্তনভার, যেন কোন অদৃশ্য হাতে তাকে ও টেনে নামাবে অতল অন্ধকারে। অথচ ওর ভোরের আকাশ-স্নিগ্ধ মুখে উত্তেজনার কোথাও কোন চিহ্ন নেই, শান্ত স্থির। কেবল চিকচিক করছে ওর অশান্ত চঞ্চল চোখের মণিদুটো। এই মুহূর্তে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রাভিকের মনে হলো, আত্মতৃপ্তির আড়ালে কোথায় যেন প্রায়-অদৃশ্য একটা বেদনার ছায়া লুকিয়ে রয়েছে।

আশ্চর্য! নিজে ডেকে এনে এসব আমাকে না দেখালেই ভালো করতো জোয়াঁ, রাভিক মনে মনে ভাবলো।

'একবার এখানে নিজেকে মানিয়ে নেবার পর অন্য কোন হোটেলে গিয়ে বাস করতে খুব অসুবিধে হবে, তাই না রাভিক ?'

'হ্যাঁ জোয়াঁ। আমার তো মনে হয় এখানে তোমার কোন অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।' ওর আলিঙ্গন থেকে রাভিক ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করে নিলো। 'আমি এখন যাই জোয়াঁ।'

'ওমা, সে কি! এখনই কেন যাবে রাভিক ?'

'তুমি ভালো রয়েছো, এইটেই সবচেয়ে বড় কথা। আমি বরং এখন যাই জোয়াঁ।'

'কিন্তু আমি কিছু বুঝতে পারছি না—কেন তুমি চলে যাবে ? এই তো সবে এলে!'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। তবু আমার মনে হচ্ছে চলে যাওয়াই ভালো।'

'কিন্তু কেন ?'

'তুমি এখানে অন্য কারুর সঙ্গে বাস করছো। আমি চাই না কোন মেয়ের ভালোবাসাকে অন্য কারুর সঙ্গে ভাগাভাগি করে দিতে।'

'এ তুমি কি বলছো রাভিক,' অজানা আতঙ্কে যেন বিস্ফারিত হয়ে উঠলো ওর আয়ত চোখের মণিদুটো। '...আমি কিছু বুঝতে পারছি না! এ কথা তোমাকে কে বললো ? নিশ্চয়ই মরোসো ?'

'না, বরিস তোমার সম্পর্কে আমাকে একটি কথাও বলেনি। তোমার সারা ঘর নিজেই এ কথা বলছে জোয়াঁ।'

'বুঝতে পেরেছি,' তীব্র ক্রোধে অপমানে জোয়াঁর সারা মুখ থমথম করে উঠলো। 'শেহারাজাদে কাজ করি না অথচ এত বড় দুটো ঘর নিয়ে রয়েছি, নিশ্চয়ই তুমি ভেবেছো কেউ আমাকে রক্ষিতা হিসেবে রেখেছে, তাই না রাভিক ?'

'না, রক্ষিতার কথা আমি একবারও বলিনি জোয়াঁ।'

'ব্যাপারটা কিন্তু একই। প্রথমে তুমিই আমাকে নৈশক্লাবের বিশ্রী জঘন্য পরিবেশে টেনে নিয়ে এসেছিলে, তারপর আমাকে নিঃসঙ্গ একা ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলে। এখন

কেউ যদি আমার সঙ্গে কথা বলে বা দেখাশোনা করে, তখনই আমি হয়ে গেলাম তার রক্ষিতা!'

'চুপ করো,' রাভিক অসহ্য জোরে চিৎকার করে উঠলো। 'রক্ষিতার কথা তুমিই বারবার উল্লেখ করছো। তাছাড়া দেখো·· খাটের নীচে স্যাণ্ডেল, ছাড়া জামাকোপড়গুলো তাকিয়ে দেখো। এর পরেও কি তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বলবে, তুমি অন্য কারুর সঙ্গে বাস করছো না?'

জোয়াঁর সারা মুখ চকিতে বিবর্ণ হয়ে গেলো। বিস্ময়-আহত চোখে ও সামনের দিকে অপলক তাকিয়ে রইলো। এক টুকরো নিটোল নিস্তব্ধতায় ও ধীরে ধীরে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারপর অনেকটা রাগতস্বরে বললো, 'আমি তোমাকে অন্যরকম ভেবেছিলুম রাভিক! সাধারণ আর পাঁচজনের চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের!'

'আমার মনে হয় এ সম্পর্কে আর কিছু না বলাই ভালো।'

'আমি তো কিছু বলিনি। প্রথম শুরু করেছো তুমিই।'

'বেশ, আমিই না হয় শেষ করছি।'

শোবার ঘর ছেড়ে রাভিক বেরিয়ে এলো। কিন্তু দরজার কাছে পৌঁছবার আগেই জোয়াঁ ওর পথ আগলে দাঁড়ালো। 'তুমি এভাবে সবকিছু ভেঙে চুরমার করে দিয়ে চলে যেতে পারো না রাভিক।'

রাভিক স্থির চোখে ওর দিকে তাকালো, কোন জবাব দিলো না। দিতে ইচ্ছে করলো না। সবকিছুই তার কাছে কেমন যেন সস্তা আর ছেলেমানুষি বলে মনে হচ্ছে। বিতৃষ্ণায় গলার ভেতরটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে নিঃশব্দে একটা সিগারেট ধরালো।

'সেদিন ক্লশ দার-এ নিজে চোখে আমাকে দেখার পরেও রাত্তিরে আমি যখন তোমার হোটেলে গেলুম, তখন তোমার কোন অসুবিধে হয়নি। আমার সঙ্গে তুমি শুলে, ঘুমলে, আমাকে আদর করলে, চুমু খেলে—তখন তুমি খুশী হওনি? তাহলে এখন কেন হিংসুক স্বামীদের মতো এমন লোক হাসাচ্ছো?'

'লোক হাসাতে আমি চাইনি জোয়াঁ। আর চাইনি বলেই নিঃশব্দে চলে যেতে চেয়েছিলুম।'

'এতই যদি খারাপ লাগে তাহলে সেদিনই বা বললে না কেন, যেদিন রাত্তিরে তোমার হোটেলে গেলুম?'

'সেদিন রাত্তিরে ভেবেছিলুম তুমি বুঝি আমার কাছে ফিরে এসেছো। কি হয়েছে না হয়েছে সেসব আমি কিছুই জানতে চাইনি। তুমি ফিরে এসেছো সেই যথেষ্ট। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তুমি ফিরে না এলেই ভালো হতো।'

'ফিরে না আসা ছাড়া আমার আর অন্য কোন উপায় ছিলো না।'

'সেটা তুমি জানতে, আমার জানার কথা নয়। আমি কেবল আজই জানতে পারলুম তুমি অন্য কারুর সঙ্গে বাস করছো।'

'উঃ, আবার সেই এক কথা!' জোয়াঁর কণ্ঠস্বর এখন হেরে-যাওয়া ক্লান্ত বিধ্বস্ত

মানুষের মতো মনে হলো। 'তাছাড়া আমি যদি কারুর সঙ্গে বাস করেই থাকি, তাতেই বা কি এসে যায়?'

'কিছু না জোয়াঁ।'

'তাহলে?'

রাভিক কোন জবাব দিলো না। উপেক্ষার ভঙ্গিতে পরপর কয়েকটা ধোঁয়ার কুণ্ডলি ছুঁড়ে দিলো স্তব্ধ বাতাসে!

'আমি তো শুধুমুধু একটা মানুষকে পথে বসাতে পারি না। ও আমার কোন ক্ষতি করেনি। তাছাড়া তুমি কবে ফিরবে, আদৌ ফিরবে কিনা, সে সম্পর্কে আমি কিছুই জানতুম না।'

'ভালোই তো। সেজন্যে আমি তো তোমাকে কিছু বলিনি।'

'তাহলে এখন কেন আমাকে মিছিমিছি দোষ দিচ্ছো?'

'দোষ আমি তোমাকে দিইনি জোয়াঁ। দোষ সম্পূর্ণ আমার···আমারই বোঝা উচিত ছিলো।'

জানলার কাছে ফিরে এসে রাভিক সিগারেটটা বাইরে ছুঁড়ে দিলো। আর তখনই তার মনে পড়লো জোয়াঁর সম্পর্কে মরোসোর সেই কটুক্তিটা। আশ্চর্য! মনে মনে ওর দূরদৃষ্টিকে রাভিক প্রশংসা না করে পারলো না।

'তুমি কিন্তু সব জানতে।'

'জানতুম না জোয়াঁ।' রাভিক ঘুরে দাঁড়ালো। 'জানলে আর যাইই হোক, অন্তত এখানে আসতুম না।'

'মিথ্যে কথা, আমি বিশ্বাস করি না।'

রাভিকের দু ঠোঁটে ফুটে উঠলো ম্লান তেতো হাসি। 'ভালো না লাগলে করো না। কিন্তু এখন দরজার ওখান থেকে চলে এসো।'

দূর থেকে জোয়াঁকে দেখে মনে হচ্ছিলো দরজার সামনে ওত পেতে থাকা শিকারী একটা বন-বেড়ালের মতো। ওকে ইতস্তত করতে দেখে রাভিক বললো, 'ভয় নেই, পালাবো না।'

এবার গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে এসে জোয়াঁ সোফার এক কোণে চুপটি করে বসলো। ওকে এখন যতটা ক্লান্ত দেখাচ্ছে, রাভিক জানে আসলে ও ততটা ক্লান্ত নয়। এটা ওর অভিনয়। এবং পরমুহূর্তেই চালাকিটা ধরতে পারলো, যখন ও বললো, 'ছোট ওই আলমারি থেকে মদের বোতলটা দাও না লক্ষ্মীটি।'

রাভিক দেখলো নীচু কাচের আলমারিতে সারি সারি সাজানো রয়েছে রঙিন বোতল—কুর্ভয়াসিয়ে, দুবেন, মার্তেল, কনিয়াক, মার্তিনি। কনিয়াকের বোতলটা বার করে রাভিক মেঝেতে রাখলো।

জোয়াঁ চকিতে সোফায় সোজা হয়ে বসলো। 'কি এটা?'

'কনিয়াক।'

'উঁহু, পেছনের সারিতে একটা কালভাদোর বোতল আছে। ওটা তোমারই জন্যে লুকিয়ে রেখেছিলুম রাভিক।'

'ধন্যবাদ।'

পেছনের সারি থেকে কালভাদোর বোতলটা বার করে রাভিক কনিয়াকের বোতলটা আবার যথাস্থানে রেখে দিলো। নীচের তাক থেকে পাতলা দুটো গেলাস নিয়ে সোফায় ফিরে এলো। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলো বাইরে রুপোলী রোদ ঝলমল করছে। হালকা তুঁতে রঙের ঝকঝকে নির্মেঘ আকাশ। রাভিক ঘড়ি দেখলো। প্রায় তিনটে। প্রথমে ভাবলো ঘড়িটা বুঝি বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সেকেণ্ডের কাঁটাকে টিকটিক করে এগুতে দেখে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

'কি ব্যাপার রাভিক! কি ভাবছো?'

'নাঃ, কিছু না।'

'বোতলটা দাও, আমি ঢেলে দিচ্ছি।'

রাভিক মনে মনে ভাবলো এটাও একটা চালাকি।

জোয়াঁ রাভিকের গেলাসটা ভর্তি করে এগিয়ে দিলো। 'নাও।'

রাভিক বসলো না। গেলাসটা নিয়ে জানলার সামনে এসে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো।

'রাভিক?'

'বলো।'

'আমি তাড়াহুড়ো করতে পারি না রাভিক। আমার অন্তত একটু সময় চাই।'

'কিসের সময়!'

'ওকে বুঝিয়ে বলার। ও তো আমার কোন ক্ষতি করেনি। তাছাড়া আমি সত্যিই জানতুম না তুমি ফিরে আসবে কি না। তাই এ সম্পর্কে আমি ওকে কিছুই বলিনি।'

'কিন্তু এখন কি আর এসবের কোন দরকার আছে?'

'আছে রাভিক, আছে। সময় বুঝে ওকে বুঝিয়ে বলতে হবে। নইলে ও হয়তো ভাববে···কি ভাববে সে ওই-ই জানে। তবু আমি তো জানি, ও আমাকে ভীষণ ভালোবাসে, পাগলের মতো ভালোবাসে। আমাকে ছাড়া ওর এক পাও চলবে না। তাছাড়া ওর কোন দোষ নেই।'

'নিশ্চয়ই না। এবং তুমি যত খুশি সময় নিতে পারো জোয়াঁ।'

'বেশীদিন না, অল্প কয়েকদিন হলেই হবে।' গেলাসের বাকি পানীয়টুকু এক চুমুকে নিঃশেষ করে জোয়াঁ গেলাসটা নামিয়ে রাখলো। তারপর মাথাটা হেলিয়ে দিলো সোফার পেছনে। তাছাড়া এই ঘর সম্পর্কে তুমি যা ভাবছো, সবটা সত্যি নয় রাভিক। আমি নিজে রোজগার করি, এবং আগের চাইতে অনেক বেশিই রোজগার করি। ও শুধু আমাকে সাহায্য করেছে। ও নিজে একজন অভিনেতা, আমাকে চিত্রজগতে নামার সুযোগ করে দিয়েছে।'

'আমারও তাই মনে হয়েছিলো।'

জোয়াঁ যেন ওর কথা শুনতেই পেলো না। অনেকটা স্বগত ম্লান স্বরে বলে চললো, 'কিন্তু আমি তোমাকে ঠকাতে চাইনি রাভিক। আমি শুধু এই জঘন্য

নৈশক্লাবটা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলুম। অথচ আমার তেমন কোন মৌলিক প্রতিভা বা খুঁটির জোর ছিলো না যে নিজে থেকে কোন কাজ যোগাড় করে নেবো। ঠিক সেই মুহূর্তে ও যদি সহযোগিতার হাত না বাড়িয়ে দিতো, আমি কোনদিনই চলচ্চিত্রে নামার সুযোগ পেতুম না…'

রাভিক তেতো ঠোঁটে হাসলো। 'ভালোই তো!'

জোয়াঁর মুখ দেখে তার মনে হলো প্রথম ঝড়ের ঝাপটাটা ও কাটিয়ে উঠেছে, একটু একটু করে স্নিগ্ধ প্রশান্তিতে ভরে উঠেছে ওর সারা মুখ, তিরতির করে কাঁপছে চোখের মণিদুটো। যেন অসীম ক্ষমায় এখনই ও সবকিছু ভুলে যেতে পারে, শুনিয়ে দিতে পারে গত তিন মাসের বিস্তারিত বিবরণ। আর শেষ পর্যন্ত হয়তো তাকে শুনতে হবে—ওর ওই সাজানো ফুলের বাগান তছনছ করে দেওয়ার জন্যে একমাত্র রাভিকই দায়ী। এই মুহূর্তে ওর পক্ষে কিছুই বলা অসম্ভব নয়।

জোয়াঁ সোজা হয়ে তার দিকে হাসি হাসি চোখে তাকালো। 'তাহলে তুমি বলছো?'

'নিশ্চয়ই! এবং তোমার উচিত অভীপ্সার পথ ধরেই ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়া।'

'সত্যি রাভিক?'

'অবশ্যই!'

রাভিক জানে এর পরেই শুরু হবে ওর সিনেমার গল্প। এবং যত বেশি ও কথা বলার সুযোগ পাবে, হাতের মুঠোয় গলা মোমের মতো রাভিক ততই নিজের সত্তার বলিষ্ঠতাকে একটু একটু করে হারিয়ে ফেলবে, রূপ পাবে ওর নিজের মনের মতো করে। তাছাড়া প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে আজ জোয়াঁর কিছুই এসে যাবে না, এটাও ওর ছলনা। রাভিক মনস্থির করে ফেললো। ধীরে ধীরে তলানির পানীয়টুকু শেষ করে গেলাসটা নামিয়ে রাখলো টেবিলের ওপর।

'এবার আমি যাই জোয়াঁ।'

'এখনই?'

'হ্যাঁ।'

'বোতলটা অন্তত শেষ করে যাও।'

'তা হয় না জোয়াঁ। আমাকে একবার হাসপাতালে যেতে হবে।'

'এই তো সবে হাসপাতাল থেকে এলে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু ভদ্রলোকের অবস্থা ভালো নয়। আমার মনে হয় ওঁর কাছে আমার থাকা দরকার।'

'ডাক্তারদের অনেক সুবিধে', বিমর্ষ ম্লান হয়ে এলো জোয়াঁর কণ্ঠস্বর। 'যা হোক একটা কিছু কারণ দেখাতে পারলেই হলো।'

'হ্যাঁ, অনেকটা মেয়েদের মতো। তোমাদের সম্পর্ক শুধু ভালোবাসার সঙ্গে, আমাদের সম্পর্ক মৃত্যুর সঙ্গে। এবং এ ব্যাপারে কারণ দেখাবার অভাব কারুরই হয় না জোয়াঁ। আজ চলি।'

'আর কোনদিন তুমি আসবে না রাভিক ?'

'সে জন্যে কিছু ভেবো না জোয়াঁ। দেখো, নিজের পথ তুমি নিজেই খুঁজে পাবে।'

আর কোন দিকে না তাকিয়ে রাভিক সোজা তরতর করে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে এলো। জোয়াঁ তার পেছন পেছন ছুটে আসেনি। তবু রাভিক জানে জানলা থেকে ওর অপলক চোখদুটো এখন তাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করছে।

দ্রুত পায়ে সে রাস্তাটা পেরিয়ে গেলো।

আঠারো

গোল্ডবার্গদের জানলা থেকে অস্পষ্ট ভেসে আসা চিৎকার চেঁচামেচির শব্দে রাভিকের ঘুম ভেঙে গেলো। প্রথমে সে কান পেতে শুনলো, ভাবলো বৃদ্ধ গোল্ড-বার্গের সঙ্গে বুঝি ওঁর স্ত্রীর ঝগড়া হচ্ছে। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু বোঝা গেলো না। সিঁড়িতে শুনলো দুড়দাড় ছুটে চলা পায়ের শব্দ আর কাটা-কাটা বিচ্ছিন্ন সংলাপ। রাভিক পাশ ফিরে আবার ঘুমবার চেষ্টা করলো।

একটু পরেই শুনলো দরজায় ঘন ঘন কড়া নাড়ার শব্দ আর হোটেলওয়ালির চকিত কণ্ঠস্বর। 'মঁসিয়ে...মঁসিয়ে রাভিক...শীগগির একবার বাইরে আসুন...' একটা সম্ভাবনার কথা মনে হতেই রাভিক তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলো। একটানে খুলে ফেললো দরজার কপাটদুটো।

'কি ব্যাপার মাদাম ?'

'মঁসিয়ে গোল্ডবার্গ ...'

'কি হয়েছে মঁসিয়ে গোল্ডবার্গের ?'

'আত্মহত্যা করেছেন। জানলায় দড়ি ঝুলিয়ে...আপনি শীগগির একবার আসুন...'

'পুলিস এসেছে নাকি ?'

'না না, পুলিস এলে আপনাকে ডাকতাম না। এখনও অনেকে এ খবরটা জানে না। এই সবে ওঁর স্ত্রী জানতে পারলেন।'

'চলুন।'

মাদামের সঙ্গে সে নীচের তলায় চলে এলো। 'দড়ি কেটে ওঁকে নামানো হয়েছে নাকি ?'

'এখনও হয়নি।'

স্বল্প-আলোকিত ঘরে জানলার সামনে কয়েকজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাভিক আলোটা জ্বালিয়ে দিলো। রুথ গোল্ডবার্গ আর মিসেস বৃদ্ধ গোল্ডবার্গকে নীচে থেকে তুলে

ধরেছেন এবং তৃতীয় জন কাঁপা কাঁপা হাতে জানলার মাথায় বাঁধা ফাঁসটা আলগা করে দেবার চেষ্টা করছে।

'ওতে হবে না। ফাঁসটা কেটে দিন!'

'একটা কাঁচি আনো…'

'কাঁচি না, ছুরি…ছুরিতেই সবচেয়ে সুবিধে হবে।'

কে যেন একটা ছুরি…রাভিকের দিকে এগিয়ে দিলো।

'আপনি নামুন, আমি দেখছি।'

চেয়ারে উঠতেই বৃদ্ধের মুখটা রাভিকের মুখের সামনে দুলে উঠলো, যেন ভিত থেকে আলগা হয়ে যাওয়া নড়বড়ে একটা প্রতিমূর্তি। চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, জিভটা ঝুলছে। দড়িটা কেটে দিতেই, রুথ গোল্ডবার্গ হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। যেন এতক্ষণ উনি ভেবেছিলেন প্রাণের সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু এবার সুনিশ্চিত হলেন। তাছাড়া টাল সামলাতে না পেরে দেহটা পড়েছিলো ঠিক ওঁরই বুকের ওপর।

ভিসেনফের সাহায্যে রাভিক দেহটা মেঝেতে লম্বা করে শুইয়ে দিলো তারপর গলার ফাঁসটা আলগা করলো।

কে যেন রুথ গোল্ডবার্গকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে গেলো। ইতিমধ্যে সারা ঘর লোকে ভরে গেছে।

কে যেন জিজ্ঞেস করলো, 'মারা গেছেন?'

'হ্যাঁ, কয়েক ঘণ্টা আগেই মারা গেছেন।' রাভিক দরজার দিকে মুখ তুলে তাকালো। 'আপনারা কিন্তু অযথা ভিড় বাড়িয়ে নিজেদের বিপদ ডেকে আনবেন না।'

'এখন কি করণীয়?'

'অ্যাম্বুলেন্স ডাকুন না।'

'আচ্ছা মাথামোটা তো, অ্যাম্বুলেন্স এসে কি করবে?'

'অ্যাম্বুলেন্সের কম্মো নয় মশাই…পুলিস ডাকতে হবে…'

'ডাকতে হবে না, দেখবেন হয়তো তার আগেই এসে হাজির হয়েছে।'

রাভিক জিজ্ঞেস করলো, 'মাদাম কোথায়? ওঁকে তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'উনি রুথ গোল্ডবার্গকে নিয়ে গেছেন।'

'দয়া করে একবার ডেকে দিন না।…আর আপনারা মিছিমিছি দরজার সামনে এভাবে জটলা করবেন না। আমি বলছি, পুলিস এলে এতে কিন্তু আপনাদেরই অসুবিধে হবে।'

এতে কাজ হলো। দরজার সামনের ভিড় এখন অনেকটা পাতলা হয়ে গেলো।

রাভিক ভিসেনফকে জিজ্ঞেস করলো, 'গোল্ডবার্গদের কাগজপত্র কি কিছু ছিলো?'

'হ্যাঁ। স্বাভাবিক ছাড়পত্র।'

'বাঃ, আর আপনার?'

'আমারও অনুমতিপত্র আছে। তবে সময়-সীমাকে বাড়ানো হয়েছে।'

'তাতে কোন অসুবিধে হবে না। আপনি এবং রুথ গোল্ডবার্গ পুলিসের কাছে কিন্তু আমার কথা কিছু বলবেন না। বলবেন উনিই প্রথম মৃতদেহ দেখতে পেয়েছেন এবং আপনি ওঁকে দড়িটা কেটে নামাতে সাহায্য করেছেন।'

'আপনি কিছু ভাববেন না মঁসিয়ে রাভিক।' মাদামের কথায় রাভিক দরজার দিকে ফিরে তাকালো। সম্ভবত উনি তার শেষ কথাগুলো শুনতে পেয়েছিলেন। 'এখানকার সমস্ত দায়িত্ব আমার।'

'শুনে খুশী হলাম মাদাম।'

'আমি অ্যাম্বুলেন্স এবং পুলিস, দু জায়গাতেই ফোন করেছি।'

'অ্যাম্বুলেন্সের এখন আর কোন প্রয়োজন হবে না মাদাম।'

'আপনি জানেন না মঁসিয়ে রাভিক।' পাখির মতো উজ্জ্বল চোখে মাদাম তাকালেন। 'অ্যাম্বুলেন্সে আমি ফোন করেছি সবার আগে। সঙ্গে আর্দালি বা ডাক্তার যেই আসুক না কেন, প্রয়োজন হলে ওরাই পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে নেবে এবং তাতে আমাদের দায়িত্ব অনেকটা কমে যাবে। তবু সতর্কতার জন্যে আমি সবাইকে অনুরোধ করবো, যাঁদের অনুমতিপত্র নেই তাঁরা যেন তাঁদের জিনিসপত্র নিয়ে পাতালঘরে জমা রাখেন এবং কিছুক্ষণের জন্যে গা ঢাকা দেন। বলা যায় না, সাক্ষীর জন্যে পুলিস যদি জিজ্ঞাসাবাদ করে, অন্তত তাঁরা যেন না বিপদে পড়েন।'

'বাঃ, চমৎকার পরিকল্পনা!'

'আর রুথ গোল্ডবার্গকে বোঝানোর দায়িত্বও আমি নিলাম। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মঁসিয়ে রাভিক।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ মাদাম।'

হালকা পায়ে রাভিক ফিরে এলো। সিঁড়িতে দেখা হলো এর্নস্ট সিডেনবমের সঙ্গে। লম্বা ছিপছিপে চেহারার মানুষ, যেমন রসিক তেমনি মিশুকে। আগে ছিলেন ভাষা-বিজ্ঞান আর দর্শনের অধ্যাপক। একটানা দীর্ঘ ছ বছর উনি এখানে বাস করছেন। রাভিককে দেখে মুচকি মুচকি হসলেন। 'কি, নাটকের মহড়া তাহলে শুরু হলো?'

'আর বলবেন না।'

'আপনি কি পাতালঘরেই থাকবেন?'

'না। ভাবছি কোথাও কেটে পড়বো। আপনি?'

সিডেনবম্ ছোট্ট করে হাসলেন। 'এই বয়েসে আর দৌড়ঝাঁপ করতে ভাল্লাগে না। তাছাড়া আমার মনে হয় এ ব্যাপারে সাক্ষীসাবুদ সংগ্রহ করা ছাড়া ওরা আর বিশেষ কিছুই করবে না। একজন বুড়ো জার্মান ইহুদির মৃত্যু নিয়ে কে আর হৈচৈ করছে।'

'প্রশ্নটা তো জার্মান ইহুদিকে নিয়ে নয়, প্রশ্নটা এখানকার অবাঞ্ছিতদের নিয়ে।' একবার কি হয়েছিলো জানেন না?' সিডেনবম্ তাঁর পানসে-চশমাটা ঠিক করে নিলেন। 'বছর আড়াই আগে, তখন বোধহয় আপনি এখানে আসেননি···হঠাৎ পুলিস হানা দিলো। যে যেখানে পারলো পালালো। আমি আর কি করি, পাতালঘরে গিয়ে

হাজির হলাম। সামনের বারান্দায় শুকোচ্ছিলো পরিচারকদের একটা কোট। আসার সময় সেটা টেনে নিলাম। ভেতরে ঢোকার আগে কোটটা পরে নিলাম। তারপর টেবিলে টেবিলে ব্রান্ডি পরিবেশন করতে লেগে পড়লাম, পুলিস-সার্জেন্টাকেও এক গেলাস খাইয়ে ছাড়লাম।

র‍্যাভিক হেসে উঠলো। সম্ভবত কোন মন্তব্যও করতে যাচ্ছিলো, কিন্তু তার আগেই দেখলো ওদের পাশ কাটিয়ে কয়েকজন উদ্বাস্তু তাদের জিনিসপত্র নিয়ে দুড়দার করে নেমে গেলো।

ওপরতলা থেকে কে যেন বললো, 'এত তাড়াতাড়ি কিসের, পুলিস আসতে এখনও ঢের দেরি।'

সিঁড়ির এপার থেকে জবাব এলো, 'ঘর-পোড়া গোরু ভাই, সিঁদুরে মেঘ দেখলে একটু ডরাই। তোমার যদি তাই মনে হয়, তুমি না হয় পরেই এসো।'

র‍্যাভিক মনে মনে হাসলো। সে জানে ঘা-খাওয়া মানুষ নিজেদের জীবন ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিতে পারে না। দোতলার মুখে দেখা হলো সেই স্প্যানিস সৈনিক, জেইমঁ আলভারেজের সঙ্গে। পাটা সামান্য একটু টেনে টেনে হাঁটছে। র‍্যাভিকের চোখে চোখ পড়তেই ও ক্ষমাপ্রার্থীর ভঙ্গিতে হাসলো। র‍্যাভিক বুঝতে পারলো না ও কেন হাসলো। ওকে অতিক্রম করে নিজেদের ঘরে ফিরে আসতে আসতে কেন জানি তার মনে হলো সামান্য একটু অস্ত্রোপচার করলেই হয়তো ওর পায়ের ত্রুটিটা সেরে যেতো।

নৈশভোজের অনেকক্ষণ পরেও র‍্যাভিক মদের গেলাস নিয়ে চুপচাপ বসে রইলো। তারপর পয়সা মিটিয়ে পথে নামতেই তার মনে হলো আজ রাত্তিরে জোয়াঁ আসবে। যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারবে না কেন, তবু তার মন বলছে ও আসবেই।

আলোয় ঝলমল করছে রূপসী প্যারিস। গ্রীষ্মের উষ্ণ বাতাস বইছে। চোখ-ধাঁধানো বিজ্ঞাপনের আলো, জানলার পর্দার ওপরে জীবনের স্পন্দন। কি যেন একটা আর্দ্রতা ফেনিয়ে উঠছে ওর বুকের ভেতরে। দেহপণ্যাদের পেছন পেছন হাসতে হাসতে চলেছে একদল মাতাল সৈনিক। বয়েসে তরুণ, স্যাম্পেন আর গ্রীষ্মের উত্তাপে দরদর করে ঘামছে, কথা বলছে অনর্গল। কোন কোন রেস্তোরাঁ থেকে ভেসে আসছে উদ্দাম চটুল নৃত্যের সুরমূর্ছনা।

দূর থেকে হোটেল আন্তর্জাতিকের আলোটা চোখে পড়তেই, অন্ধকারে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠা স্বপনপুরীর মতো ভাবনাটা যেন র‍্যাভিককে পেয়ে বসলো। জোয়াঁ নিশ্চয়ই আমার জন্যে হোটেলে অপেক্ষা করছে, এবং আজ ও বলবে পেছনের সব স্মৃতি মুছে আমি তোমার কাছে ফিরে এসেছি র‍্যাভিক! কিন্তু আজকের দিনে একদা-বেঁচে-থাকা জীবন নিয়ে কেউ ফিরে আসতে পারে না! বড়জোর শুরু থেকে শুরু করা যেতে পারে।

পেছনের দরজা দিয়ে র‍্যাভিক পা টিপে টিপে পাতালঘরে প্রবেশ করলো। ভেতরে

কয়েকজন বসে গল্পগুজব করছে। দেখে মনে হলো ঝড় কেটে গেছে। মরোসা ওকে দেখে এগিয়ে এলো। 'আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি রাভিক। ক্লাবে যাবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা হবে না ভেবে তোমার সুটকেসটা আমার ঘরে রেখে দিয়েছি। এই নাও, চাবি খুলে নিয়ে নিও।'

'এদিকের খবর কি?'

'ভালো। পুলিস আর ফিরে আসেনি। মৃতদেহও ফিরিয়ে দিয়েছে।'

'উদ্বাস্তুদের নিয়ে কোন ঝামেলা হয়নি?

'না, সেসব কিছু হয়নি। তুমি নির্দ্বিধায় তোমার স্বগৃহে পুনঃপ্রবেশ করতে পারো।'

হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গিতে ওকে সাধু ভাষা প্রয়োগ করতে দেখে রাভিক না হেসে পারলো না। 'যাক, বাঁচা গেলো।'

'আমাদের ডন কুইসোট তো সারাক্ষণ পুলিসের সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন।'

'কি রকম, কি রকম?'

'এবার উনি আর ব্রাণ্ডি পরিবেশনকারী পরিচারক নয়, চোখে পানসেচশমা আঁটা জীবনবীমার প্রতিনিধি।'

'তাই নাকি?'

'শুধু তাই নয়, পুলিসের কাছ থেকে কায়দা করে অ্যারন গোল্ডবার্গের ছাড়পত্র-টাও হাতিয়ে নিয়েছেন। আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন—আর কিছু না হোক, একটা রদবদল করে নিলে এটা দিয়ে অনেক বিপন্ন উদ্বাস্তুকে বাঁচানো যাবে।'

'ওঁর সাহসের ওপর আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে বরিস।'

'নিশ্চয়ই।'

সুটকেস নিয়ে ফিরে আসার পথে রাভিক শুনতে পেলো গুমরে গুমরে ওঠা চাপা একটা বিলাপ ধ্বনি। হঠাৎ বৃদ্ধ গোল্ডবার্গ দম্পতির জন্যে তার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো।

দরজার কপাটদুটো ঠেলতেই উজ্জ্বল আলোয় রাভিক দেখলো জোয়াঁ জানলার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

পায়ের শব্দে জোয়াঁ চমকে ঘুরে দাঁড়ালো। 'রাভিক, তুমি! কি হয়েছে রাভিক? তোমার হাতে সুটকেস কেন? তুমি কি আবার চলে যাচ্ছো?'

'না,' সুটকেসটা সে খাটের নীচে ঢুকিয়ে দিলো। 'তেমন কিছু নয়। এখানে এক ভদ্রলোক মারা গেছেন। সতর্কতার দরুন আমাদের কিছুক্ষণের জন্যে হোটেল ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিলো।'

'কিন্তু আজ আমি এখানে ফোন করেছিলুম। কে যেন বললেন তুমি আর এখানে থাকো না।'

'কোন মহিলা কি?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে হোটেলের মাদাম। সতর্কতার জন্যেই উনি তোমাকে এ কথা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন জোয়াঁ।'

'এখানে এসে দেখলুম তোমার দরজা খোলা, জিনিসপত্তরও কিছু নেই। আমি ভাবলুম, তুমি···তুমি বোধহয়···' শেষের দিকে গলা ওর ধরে এলো।

রাভিক বাঁকা ঠোঁটে হাসলো। 'তাহলে বুঝতেই পারছো—আমি কি নির্বোধ। নতুন করে আমরা কিছুই গড়ে তুলতে পারি না জোয়াঁ।'

হঠাৎ নীচে থেকে ভেসে আসা বিলাপের করুণ সুরে বাতাস ভারি হয়ে উঠলো। রাভিক এগিয়ে গিয়ে দরজার কপাট দুটো বন্ধ করে দিলো।

'জানো রাভিক, আজ আমার ভীষণ খারাপ লাগছিলো। সারাদিন একা একা পথে ঘুরে বেড়িয়েছি। এখন আমি তোমার এখানে থাকবো।

সেই মুহূর্তে রাভিক কোন জবাব দিতে পারলো না। মনে মনে এই ধরনের কিছু একটা আশা করলেও এত সরাসরি প্রস্তাব করবে সে কল্পনাও করতে পারেনি। তাই বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠে সে জিজ্ঞেস করলো, 'কতক্ষণ ?'

'কাল সকাল পর্যন্ত।'

'বেশ, থাকো।'

জোয়াঁ বিছনায় এসে বসলো। 'আর একবার আমরা সবকিছু ভুলে যেতে পারি না রাভিক ?'

'না জোয়াঁ।'

'আমি কিছু চাইবো না রাভিক। শুধু চুপটি করে তোমার কাছে শুয়ে থাকবো। ভালো না লাগলে সোফায় শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দেবো।'

'তার কোন দরকার হবে না। আমি এখুনি চলে যাবো। আমাকে একবার হাসপাতালে যেতে হবে।'

জোয়াঁ ছোট্ট করে হাসলো। 'প্রথম দিনের মতো আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবো।'

রাভিক কোন কথা বললো না। নিজেকে শান্ত স্থির দেখে সে নিজেই অবাক হয়ে গেলো। ভেবেই পেলো না আসার পথে বুকের ভেতরে উদ্বেলিত সেই তুমুল রোলো-রোল এখন কেমন করে নিঃশব্দে মিলিয়ে গেলো! তাছাড়া ওর সঙ্গে ঘুমনো মানেই নিজেকে হারিয়ে ফেলা, ক্রীতদাসের মতো নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়া। যতক্ষণ না ওর হাতের মুঠোয় সম্পূর্ণ ধরা দিচ্ছে, বারবার ঘুরে ফিরে স্বর্ণমৃগ মারীচের মতো নিপুণ ছলনায় তাকে ও অনুসরণ করবেই। আর নিজের বিক্ষিপ্ত কামনা, নিজের ভীরু দুর্বলতার কাছে হেরে গিয়ে তাকে আবার ফিরে যেতে হবে সেই নিঃসঙ্গ আঁধারে।

'আমি জানি রাভিক, তুমি মিথ্যে বলছো। এত রাত্তিরে তোমার হাসপাতালে যাবার কোন দরকার নেই।'

'হ্যাঁ জোয়াঁ, তুমি ঠিকই বলেছো। শক্ত হয়ে উঠলো সারাদিন পাগলের মতো ঘুরে

ফেরা রাভিকের রুক্ষ চিবুক দুটো। 'কিন্তু আমি চাই না তুমি এখানে থাকো।'

বিক্ষুব্ধ ঝড়ের আশঙ্কায় রাভিক স্থির হয়ে রইলো। কিন্তু না, শান্ত স্বরেই জোয়াঁ জিজ্ঞেস করলো, 'কেন ?'

যদিও রাভিক জানে জবাব দেওয়া অর্থহীন, তবু বললো, 'সে তুমি ভালো করেই জানো।'

'তুমি আমাকে আর চাও না ?'

'না।'

জোয়াঁ আর্তস্বরে ককিয়ে উঠলো। 'রাভিক···'

সত্যি, মেয়েরা কি অদ্ভুত। রাভিক অবাক হয়ে ভাবলো। ইচ্ছে হলো দুর্মর প্রতিরোধের একটা দুর্গ গড়ে তোলে। 'হ্যাঁ জোয়াঁ, অন্তত এভাবে নয়।'

গোল্ডবার্গদের ঘর থেকে ভেসে আসছে বিলাপের করুণ সুর।

একটু নিস্তব্ধতার পর জোয়াঁ বললো, 'আমাকে তুমি সাহায্য করো রাভিক।'

'একা হলে তোমাকে আমি নিশ্চয়ই সাহায্য করতুম।'

কিন্তু আমি তোমাকে মিথ্যে বলতে চাইনি রাভিক। সবই তো স্বীকার করেছি। যার সঙ্গে বাস করি সে তোমার মতন নয়। তোমার মতন হলে আমি এখানে আসতুম না।'

অসহ্য ! রাভিকের ইচ্ছে হলো চিৎকার করে প্রতিবাদ করে। 'ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের এ পৃথিবীতে কেউ কারুর মতো হয় না জোয়াঁ, হতে পারে না।'

জোয়াঁ যেন ওর কথা শুনতেই পেলো না ! 'একজন কেবল একজনকেই ভালোবাসবে, কথাটা সত্যি নয় রাভিক। যারা পারে, নিঃসন্দেহে তারা সুখী। কিন্তু যারা বিক্ষিপ্ত, যারা নি সঙ্গ, তারা কি করবে বলো ?'

বিতৃষ্ণায় গলার ভেতরটা শুকিয়ে উঠেছে। ঠিক এই মুহূর্তে রাভিক ভেবে পেলো না কি বলবে। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে নিঃশব্দে সিগারেট ধরালো। ছোট ছোট কয়েকটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছুঁড়ে দিলো মাথার ওপরে। প্রথমে ধূম্রবলয়গুলো ঘরের বন্ধ বাতাসে খানিকক্ষণ ধরে ঘুরলো, তারপর জানলার কাছাকাছি আসতেই ছুটে বেরিয়ে গেলো বাইরে। রাভিক আড় চোখে তাকিয়ে দেখলো জোয়াঁকে এখন ঠিক সেদিনের সেই ওত পেতে থাকা শিকারী বেড়ালের মতো মনে হচ্ছে। বাইরে থেকে বিষণ্ণ ম্লান মনে হলেও, ভেতরে ভেতরে ও নিজেকে তীক্ষ্ন সজাগ করে রেখেছে।

'এছাড়া আমি আর কি করতে প্যারতুম রাভিক, তুমিই বলো ?' জোয়াঁর কণ্ঠস্বর এখন মনে হলো দূর থেকে ভেসে আসা ঝরনার করুণ কলোচ্ছ্বাসের মতো। 'এভাবে আমি তোমাকে হারাতে চাই না, হারাতে পারি না রাভিক।'

না আমাকে, না তাকে—কাউকেই তুমি হারাতে চাও না, আমি জানি। রাভিক ভাবলো'। আর হারালেও, অন্য কাউকে খুঁজে পেতে তোমার একটা ঘণ্টাও সময় লাগবে না।

'আমি জানি তুমি কি ভাবছো। কিন্তু কথাটা সত্যি নয় রাভিক।' আবার শোনা গেলো ঝরণার সেই করুণ কলোচ্ছ্বাস। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তোমাকে ভালোবাসবো। আমার সম্পর্কে তুমি যা-ই ভাবো না কেন, আমি জানি—দিগন্তের গায়ে সমুদ্রের রেখার মতো আমার ভাবনা তোমার বুকের গহন গভীরে মিশে যাবেই। আর যেহেতু আমি কোন অপরাধ করিনি, তাই তোমার কাছে বার বার ফিরে আসতে আমার কোন দ্বিধা নেই, কোন সংকোচ নেই রাভিক।'

'দ্বিধা বা সংকোচের প্রশ্ন এটা নয় জোয়াঁ। প্রশ্নটা বোধের।'

'এ সম্পর্কে আমি অনেক ভেবেছি রাভিক··· তোমার আমার দুজনেরই সম্পর্কে। কিন্তু আমার নিজের সম্পর্কে আমি কতটুকু জানি বলো। তবু আমি জানি, আমাকে তুমি সম্পূর্ণ করে কখনও চাওনি। সব সময়েই আমার কাছে তুমি কি যেন একটা আড়াল করে রাখতে চেয়েছো। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে সম্পূর্ণ করে পেতে চেয়েছিলুম রাভিক।' জোয়াঁ বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসলো। ঠিক এই মুহূর্তে রাভিক ওকে চিনতে পারলো না—না ওকে, না ওর সেই মুখ। কেবল পাখির মতো অবাক চোখের মণিদুটো যেন আলতো করে ভেসে রইলো। 'আজও চাই। ঠিক যেমন অন্যরা আমাকে চাইতো··· চিরজন্মের মতো, সম্পূর্ণ করে। অথচ আমি ওদের কাউকে চাইতুম না। আমার হাসি পেতো, মনে হতো কি তুচ্ছ, কত সহজ—যেন যে কোন মুহূর্তে আমি ওদের দূরে ঠেলে সরিয়ে দিতে পারি। সত্যি করে আমি যা চাই, ওদের মধ্যে তা কখনও খুঁজে পাইনি রাভিক, পেয়েছি তোমার মধ্যে।'

জানলা গলিয়ে রাভিক সিগারেটটা ছুঁড়ে দিলো। জমাট অন্ধকারে জোনাকির মতো ঘুরতে ঘুরতে সিগারেটটা নীচে নেমে গেলো। 'যা হবার হয়ে গেছে জোয়াঁ, এখন আমরা আর নিজেদের পালটে নিতে পারি না।'

'পালটাতে আমি চাইও না রাভিক। আমি শুধু তোমার কাছে থাকতে চাই। নইলে কেন তোমার কাছে এমন করে বারবার ফিরে আসি বলো? কেন তোমার দরজায় এসে হাত পেতে দাঁড়াই? কেন তোমার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে থাকি? আজ যদি তুমি আমাকে তাড়িয়েও দাও, তবু আমি আবার ফিরে আসবো। আমি জানি তুমি মনে মনে হাসছো, আমার একটা কথাও বিশ্বাস করছো না, ভাবছো আমি বুঝি ছলনা করছি। কিন্তু কেন ছলনা করবো বলো? আমি যদি সত্যিকারের সুখী হতুম, তোমার কাছে কখনও ফিরে আসতুম না। তোমাকে উপেক্ষা করতুম, তোমাকে ভুলে যেতুম। তুমি হয়তো বলবে নিরাপত্তার জন্যেই আমি তোমার কাছে বারবার ফিরে আসি। কিন্তু কথাটা সত্যি নয় রাভিক। এ আমার ভালোবাসা। আমি তোমাকে সত্যিই ভালোবাসি।'

কথা, কথা আর কথা! শুধু কথা! আকাশ ঝামরে রিমঝিম বৃষ্টিপাতের মতো অজস্র মিষ্টি-মধুর কথা! দুটো দেহের এই সহজ সরল নির্মম নিষ্ঠুর ভালোবাসার জন্যে আর কত কথা থাকতে পারে! রাভিক অবাক হয়ে ভাবলো। সে বুঝতে পারলো না সত্যিকারের ভালোবাসা সত্যিই কি এমন রক্তম্লান!

'তুমি এখন চলে যাও জোয়াঁ।'

জোয়াঁ উঠে দাঁড়ালো। 'আমি এখানে থাকতে চাই। শুধু রাত্তিরটার জন্যে আমাকে এখানে থাকতে দাও।'

রাভিক মাথা নাড়লো। 'আমার কাছ থেকে তুমি কি পাবে বলো? আমি তো আর যন্ত্র নই।'

জোয়াঁ আলতো করে তার কাঁধে মাথা রাখলো। 'আমি কিছুই চাই না রাভিক। আমি শুধু তোমার কাছে থাকতে চাই।'

'তা হয় না জোয়াঁ।' রাভিক আলতো করে ওকে ঠেলে সরিয়ে দিলো 'তুমি তোমার সঙ্গী-ভদ্রলোককে এভাবে ঠকাতে পারো না।'

'ওকে আমি ঠকাচ্ছি না।'

'তুমি এখন বাড়ি যাও জোয়াঁ।'

'আমি কোথাও এখন একা একা যেতে পারবো না।'

'চলো, আমি তোমাকে পৌঁছে দিচ্ছি।'

'না। ওখানে কেউ নেই, আমি একা। কয়েক দিনের জন্যে ও বাইরে চলে গেছে।'

রাভিক স্তম্ভিত হয়ে গেলো। 'ও, তাই বুঝি…'

'না, সেজন্যে আমি তোমার এখানে আসিনি।' ম্লান অথচ প্রতিবাদে তীক্ষ্ন হয়ে উঠলো জোয়াঁর কণ্ঠস্বর।

'নিশ্চয়ই না।'

'তাহলে আর জিজ্ঞেস করছো কেন?'

রাভিকের মনে হলো—সত্যি, ওকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করা অর্থহীন।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে জোয়াঁ আদুরে গলায় প্রায় ধমকের সুরে প্রশ্ন করলো, 'তুমি আমাকে আর একটুও ভালোবাসো না?'

'কেন, রাতদুপুরে তুমি কি তাই খুঁজতে এলে নাকি?' জোয়াঁ কোন জবাব দিলো না। 'আর যাই হোক, তোমাকে আমি রক্ষিতার মতো দেখি না জোয়াঁ।'

জোয়াঁ চমকে উঠলো। অপলক চোখে তাকিয়ে থাকা চোখের মণিদুটো এখন ধীরে ধীরে রঙ বদলাচ্ছে। ও হাসছে। ঠিক হাসি নয়, যেন সদ্য-জ্বালা প্রদীপের মতো একটা হালকা আভা ছড়িয়ে পড়ছে অন্ধকার ঘরে। 'ধন্যবাদ রাভিক। আমি শুধু এইটুকুই জানতে চেয়েছিলুম। এখন তুমি না চাইলেও, দীর্ঘদিন আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকতে পারবো।'

আশ্চর্য! মেয়েরা কত সহজে বদলে যেতে পারে, একথা ভাবতেই রাভিক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলো।

জোয়াঁ দরজার কাছ পর্যন্ত গিয়েও আবার ঘুরে দাঁড়ালো। 'আমি যাই। তোমাকে আসতে হবে না রাভিক, এখন আমি একাই যেতে পারবো।'

'ধন্যবাদ। আর কখনও এখানে এসো না।'

'শুভরাত্রি রাভিক।'

'শুভরাত্রি।'

মুখে বললেও রাভিকের মনটা হঠাৎ কেন জানি ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো। অব্যক্ত এক যন্ত্রণায় টনটন করে উঠলো বুকের ভেতরটা। ঘরের বাতিটা নিভিয়ে সে নিঃশব্দে জানলার সামনে এসে দাঁড়ালো। নীচের তলা থেকে, তখনও গুমরে গুমরে উঠছে বিলাপের করুণ সুর।

উনিশ

'হ্যাঁ রাভিক, আবার ফিরে এলাম।' কেটি হেগস্ট্রোম মিষ্টি করে হাসলো।

ও বসেছিলো হোটেল লাংকস্টারে তার বসার ঘরে। আগের চাইতে অনেক রোগা হয়ে গেছে। তবু রেশমের মতো মসৃণ ত্বক, চোখ মুখের তীক্ষ্ণ অভিব্যক্তি থেকে যেন একটা দীপ্তি ঠিকরে পড়ছে।

'আমি ভেবেছিলুম তুমি বোধহয় ফ্লোরেন্স থেকে কান কিংবা আমেরিকাতেই চলে গেছো।'

'না রাভিক, এতদিন ফ্লোরেন্সের ফিয়েসোলেই ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর টিঁকতে পারলাম না। এমন কি ফ্রানসিস্ শহরেও আজকাল লোক গিজ গিজ করছে। সেখানে আজকাল মাতাল আর সৈনিকের ভিড়ে কান পাতা দায়।'

'সব জায়গাতে এই একই অবস্থা কেটি।'

'তুমি জানো না রাভিক, কয়েক বছর আগেও যে ছিলো আমার বাজার সরকার, বেশ হাসিখুশি একজন সাধারণ মানুষ, উঁচু বুট আর খাঁকি পোশাকে আজ কিনা সে হয়ে উঠেছে একজন লায়েক। যেমন শয়তান ঠিক তেমনি বিপজ্জনক। বুক ফুলিয়ে সে বলে বেড়ায় ভূমধ্যসাগর ইতালির, ইংল্যাণ্ডকে ধ্বংস করো, নিস, কর্সিকা আর স্যাভয় আবার ইতালিকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। তুমি ভাবতেও পারবে না রাভিক, সেদিনের সেই সুন্দর ছোট্ট একটা দেশ আজ ইথিওপিয়া আর স্পেনকে পাবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে। যে সব বন্ধুরা একদিন আমার সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করতো, আজ তারা বিশ্বাস করে তিন মাসের মধ্যে ইংল্যাণ্ডকে নাকি জয় করতে পারবে। ভিয়েনার সৈনিকদের উন্মাদ বর্বরতা দেখে আমি পালিয়ে এলাম রাভিক।'

'আপাতদৃষ্টিতে তোমার যাই মনে হোক না কেন, একদিন এ সবকিছুই বদলে যাবে কেটি। সেদিন পৃথিবীতে কেবল একটাই রঙ থাকবে—লাল।'

'লাল?' বিস্ময়ে কেটির ভ্রূদুটো আপনা থেকেই কুঁচকে উঠলো।

'হ্যাঁ কেটি। রক্তের মতো গাঢ় লাল।'

ঝাঁকড়া বাদাম গাছের ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে বিকেলের রাঙা নরম রোদ এসে পড়েছে ঘরের ভেতরে, ঠিক ওদের পায়ের কাছে।

'বিশ বছরের মধ্যে দ্ দুটো যুদ্ধ—এ যেন বিশ্বাসই করা যায় না, তাই না রাভিক ?'

'হ্যাঁ কেটি।'

গলায়দামী মুক্তোর মালাটা শীর্ণ দীঘল আঙুল দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে ঘোরাতে ঘোরাতে কেটি পাতলা ঠোঁটে হাসলো। 'একটু শান্তির খোঁজে আজ আমার অবস্থা অনেকটা তোমারই মতো…'

'কেন, তোমার তো আমেরিকায় যাবার কথা ছিলো ? এখনও যথেষ্ট সময় আছে।'

'তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছো রাভিক ?'

'না না, সেজন্যে নয়। গতবারে তুমি বলেছিলে না আমেরিকায় ফিরে গিয়ে গুছিয়ে ঘর-সংসার পাতবে ?'

'বলেছিলাম। কিন্তু এখন আর সেরকম কোন ইচ্ছে করছে না। অন্তত এখনও পর্যন্ত না। ভাবছি আর কটা দিন প্যারিসে কাটিয়ে যাবো।'

'গ্রীষ্মে প্যারিস এখন জঘন্য কেটি।'

কেটি হাসলো। 'যদি না শেষ গ্রীষ্ম হয়।'

'শেষ গ্রীষ্ম !'

'হ্যাঁ। অবশ্য তার আগেই আমি চলে যাবো।'

রাভিক শান্ত স্থির চোখে কেটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। বাস্তব পৃথিবী সম্পর্কে ওর এই অভিজ্ঞতা, জটিলতাবিহীন ওর এই স্বচ্ছ জীবনবোধ রাভিকের ভালো লাগে।

'শেহারাজাদের খবর কি রাভিক ?'

'অনেক দিন ওখানে যাইনি। মরোসো বলছিলো, আজকাল নাকি সারাক্ষণ ওখানে ভীষণ ভিড় থাকে।'

'আমাকে একদিন ওখানে নিয়ে যাবে না ?'

'নিশ্চয়ই। যেদিন তুমি বলবে।'

'কিন্তু আজকাল তোমার শেহারাজাদে যেতে ভালো লাগে না, তাই না রাভিক ?'

একটু নিস্তব্ধতার পর রাভিক ছোট্ট করে জবাব দিলো, 'হ্যাঁ।' তারপর উঠে পড়লো। 'আজ আমি চলি কেটি।'

কেটি পায়ে পায়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসে পাখির ডানার মতো হালকা একটা বাহু বাড়িয়ে দিলো রাভিকের দিকে। 'আমার কি হয়েছে তুমি কিন্তু কিচ্ছু বললে না ?'

রাভিক স্থির চোখে ওর মুখের দিকে তাকালো। কোন জবাব দিলো না।

মুক্তোর মালার মতো সারিসারি সাজানো সুন্দর দাঁতে ঝিলিক তুলে কেটি হাসলো। সে হাসিতে জড়িয়ে রইলো কৃত্রিম একটা বিদ্রূপ। 'ঠিক আছে, তোমাকে বলতে হবে না —আমি নিজেই জেনে নিতে পারবো। বিদায় রাভিক।'

'বিদায় কেটি।'

কাফে ত্রয়ম্ফে জানালার ধারের একটা টেবিলে রাভিক চুপচাপ বসে রইলো। পর

পর দু পেয়ালা কফি শেষ করার পরেও তার উঠতে ইচ্ছে হলো না। সারা বিকেল অসম্ভব গুমোট ছিলো। এখনও অন্ধকার মেঘলা আকাশে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। অথচ বাইরে লোক চলাচলের অন্ত নেই, পাশ-রাস্তাগুলো মানুষের ভিড়ে ঠাসা। উৎকট সাজগোজ করা একজন মহিলা রাভিকের টেবিলের ঠিক উল্টো দিকের চেয়ারটায় এসে বসলো।

'একটা ভারমুথ কিনে দেবেন মঁসিয়ে ?'

'দিতে পারি, কিন্তু আমাকে একা থাকতে দিতে হবে।'

'আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করতে পারি।'

'কোন দরকার নেই। আমি আর একজনের অপেক্ষা করছি।'

'আমাকে দেখে যতটা ভাবছেন, আসলে ততটা গরীব কিন্তু আমি নই। আমার খুব সুন্দর একটা কামরা আছে।'

রাভিক মাথা নেড়ে পাঁচ ফ্রাঁর একটা নোট গুঁজে দিলো ওর হাতে। 'নিন। আর একবারও এ-মুখো হবেন না।'

'আমাকে পছন্দ না হলে অন্য কোন তরুণী···উঁচু বুক, নরম পাছা ···'

'ঠিক আছে ঠিক আছে, অন্য কোন সময়ে দেখা যাবে।'

'ধন্যবাদ মঁসিয়ে।'

মহিলাটি উঠে দু-একটা পরের টেবিলে গিয়ে বসলো। কয়েকবার ও রাভিকের দিকে আড়চোখে তাকিয়েও দেখলো। তারপর বুকপকেট থেকে খেলাধুলোর কাগজ বার করে ঘোড়দৌড়ের ফলাফলের ওপর চোখ বোলাতে লাগলো।

ভেতরের হালকা সুরে ভিয়েনিজ ওয়াল্টজ বাজছে। মাঝেমাঝে সে সুর ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে হাসির হলকা আর পুরুষ-বেশ্যাদের কলকলানি।

'মঁসিয়ে!'

রাভিক চমকে মুখ তুলে তাকালো। দেখলো বেশ সুন্দর দেখতে একজন বারবনিতা তার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। খুব অল্প বয়েস। মুখটা চিনেও রাভিক চিনতে পারলো না।

'আমাকে চিনতে পারছেন না মঁসিয়ে ?'

'নিশ্চয়ই। তারপর, কেমন আছো ?'

'সত্যিই কি আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন মঁসিয়ে ?'

'না, মানে···নামটা ভুলে গেছি। অনেকদিন দেখা হয়নি তো ···'

হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, আপনিই আমার জীবন বাঁচিয়েছিলেন। বোবোকে আপনার মনে পড়ে ?'

'ওঃ হো, তুমি তো লুসিয়েঁ···লুসিয়েঁ মার্তিনে, তাই না ?'

লুসিয়েঁ সলজ্জ ভঙ্গিতে হাসলো। 'হ্যাঁ।'

'তখন তুমি অসুস্থ ছিলে। এখন তোমার স্বাস্থ্য অনেক ভালো হয়ে গেছে। তাই তোমাকে ঠিক চিনতে পারিনি।'

'তবু তো আপনার মনে আছে ডাক্তারবাবু। মাসীর কাছ থেকে একশো ফ্রাঁ ফেরত পাওয়ার জন্যে সত্যিই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি কি পরে ওঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন নাকি ?'

'হ্যাঁ, তোমার মাসী, মাদাম বুশের ভেবেছিলেন আমি পুলিসের লোক। তাছাড়া আমি নিজেই বলেছিলুম অর্ধেক টাকা এক সপ্তার মধ্যে ফিরিয়ে না দিলে পুলিসে ধরিয়ে দেবো। তাও তো তোমাকে সবটা দেয়নি।'

'যা পেয়েছি তাই-ই যথেষ্ট ডাক্তারবাবু। তাছাড়া ওসব কথা আমি এখন ভুলেই গেছি।'

'বাঃ, এই তো লক্ষ্মী মেয়ে! এসো, আমার সঙ্গে একটু পান করো।'

সতর্ক পাখির মতো লুসিয়েঁ ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকালো। তারপর টুক করে রাভিকের মুখোমুখি সামনের চেয়ারটায় বসে পড়লো।

'কি খাবে বলো ?'

'সাঁজানো।'

রাভিক পরিচারককে ডেকে দুটো সাঁজানো আনতে বললো।

'তারপর, তোমার কাজকর্ম কেমন চলছে ?'

'ভালো।'

'আর বোবো ? ও এখনও তোমার সঙ্গে আছে ?'

'হ্যাঁ। এখন ও অনেক পালটে গেছে ডাক্তারবাবু।'

'বাঃ!'

কবে থেকে ও দেহ ফেরি করছে, সে সম্পর্কে রাভিক ওকে কিছু জিজ্ঞেস করলো না। শিশুর মতো সরল, দীঘল চোখের পাতায় ওর কোথাও একটুক গ্লানিমা জড়িয়ে নেই, শুধু এইটুকু উপলব্ধি করতে পেরেই রাভিক মনে মনে খুশী হলো।

উজ্জ্বল আলোয় টলটল করছে সুবর্ণ মদিরা, স্বচ্ছ কাচের পেয়ালা থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে রঙিন একটা দীপ্তি। দুজনে অনেকক্ষণ ধরে নিঃশব্দে পান করলো। এক সময়ে রাভিক প্রশ্ন করলো, 'তুমি সুখী লুসি ?'

লুসিয়েঁ ছোট্ট করে হাসলো, তারপর অস্ফুট স্বরে বললো, 'হ্যাঁ।'

রাভিকের সবচেয়ে ভালো লাগলো নাটকীয়তাবিহীন ওর এই সরল মাধুর্যটুকু।

একমুঠো নিটোল নিস্তব্ধতার পর লুসিয়েঁ কোন রকমে তার চোখের পাতাদুটো টেনে তুললো। 'আপনি আজ একা ডাক্তারবাবু ?'

'হ্যাঁ লুসি।'

'এমন বাদলা দিনে ?'

'কি আর করবো বলো।'

'আমার কিন্তু সময় আছে।'

রাভিক মনে মনে চমকে উঠলো। কি ব্যাপার, আমাকে কি এমনই ক্ষুধার্ত দেখাচ্ছে যে প্রতিটা বারাঙ্গনা তাদের দেহের উষ্ণতা ধার দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু

হালকা হাসিতে মেশা লুসিয়ের চোখদুটোর দিকে তাকাতেই রাভিক বুঝতে পারলো, লজ্জায় রাঙা হয়ে গেছে সারা মুখ। তাই আন্তরিক ভঙ্গিতে ফিরিয়ে দিলো তার সমবেদনা। 'তোমার বাড়িটা এখান থেকে অনেক দূর লুসিয়ে, আমার অতটা সময় নেই।'

'আমরা অন্য কোথাও যেতে পারি।'

'বোবো এসব জানে?'

'হ্যাঁ।'

'ও এখন আর কিছু বলে না?'

'না। টাকা পেলেই ও খুশী।'

'লুসি.' টেবিলের ওপর রাখা ওর পেলব একটা বাহু রাভিক আলতো করে তুলে নিলো। 'আমার নিঃসঙ্গতা তোমার চোখ এড়িয়ে যায়নি বলে অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু তা হয় না লুসি. অসীম যত্নে যার শরীরে একদিন অস্ত্রোপচার করেছি, তাকে নিয়ে আমি কখনও শুতে পারি না।'

'আমিও সত্যি তা চাইনি মঁসিয়ে।' ঝলমলে রোদের মতো অবাধ হাসিতে প্রসন্ন হয়ে উঠলো ওর সারা মুখ। 'বিশ্বাস করুন, আপনাকে আমি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার চোখে দেখি।'

'ধন্যবাদ লুসি।'

লুসিয়ে উঠে দাঁড়ালো। 'আজ আমি তাহলে যাই?'

'এসো। আর শরীরের যত্ন নিও। দেখো, রোজগারের সব টাকা যেন আবার বোবোর হাতে তুলে দিও না।'

গালের দু পাশে টোল ফেলে লুসিয়ে সুন্দর করে হাসলো। 'মনে থাকবে মঁসিয়ে। বিদায়।'

'বিদায় লুসি।'

ভিড়ের মধ্যে সম্পূর্ণ হারিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত রাভিক ওর দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো। তারপর পরিচারককে ডেকে পয়সা মিটিয়ে দিলো। বাইরে বেরিয়ে আসবার সময় রাভিক দেখলো উৎকট সাজগোজ করা সেই মহিলাটি তার দিকে জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে রয়েছে।

রাভিক দুষ্টুমি করে হাসলো। 'বিদায় মাদাম!'

রাভিক যখন রাস্তায় নেমে এলো, বড় বড় ফোঁটায় তখনও বৃষ্টি ঝরছে। বাতাস পড়ে গেছে। আর মেঘলা আকাশটা নেমে এসেছে ঠিক যেন মাথার ওপরে। আকাশে একটাও তারা নেই। নির্জন রু দ্য রিভোলি ধরে সে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো। দূরে কুয়াশার মতো আবছা আঁধার জড়ানো রাস্তার আলোয় বৃষ্টির ফোঁটাগুলোকে মনে হচ্ছে টুপটাপ ঝরা বকুলের মতো।

রাভিক সিগারেট ধরালো। আর তখনই তার মনে পড়লো কত দীর্ঘদিন জোয়ান্‌র সঙ্গে দেখা হয়নি।

ঠিক এই মুহূর্তে সে সুখী, না অসুখী—রাভিক স্পষ্ট করে উপলব্ধি করতে পারলো না, কেবল বিতৃষ্ণার মতো কি যেন একটা তিক্ততা তার বুকের মধ্যে জেগে রইলো। ভালোবাসার নির্জন আকাশে অলীক ছায়ামূর্তিগুলো কাঁপছে, দুলছে। অথচ সে জানে, তাদের মাথার চারপাশে রামধনুর মতো উজ্জ্বলতর কোন বর্ণচ্ছটা নেই।

হঠাৎ গাছের নির্জন ছায়া ছেড়ে দুজন প্রেমিক প্রেমিকা বেরিয়ে এলো। তারপর ছোট একটা ছাতার মধ্যে দুজনে জড়াজড়ি করে হেঁটে চললো। রাভিক দ্রুত পায়ে ওদের অতিক্রম করে যাওয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু তার আগেই আকাশ ঝামরে বৃষ্টি এলো। বসন্তের মতো উষ্ণ আর সীসের মতো ভারি বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটাগুলো টুপ-টাপ টুপটাপ ঝরে পড়তে লাগলো তার চোখে মুখে সারা শরীরে। তবু রাভিক পেছন ফিরে তাকালো না, কিংবা কোথাও কোন আশ্রয় নেবার চেষ্টা করলো না। শৈশবের স্মৃতির মতো পরিতৃপ্ত একটা মন নিয়ে সে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এগিয়ে চললো। অদৃশ্য কোন নিকুঞ্জ থেকে ভেসে আসছে হাসনুহানা আর ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ।

এখন তার চারপাশে ঝালর দেওয়া রুপোলী পর্দার মতো অঝোর ধারায় রিমঝিম বৃষ্টি ঝরছে। আর রাত্রির এই হিমেল নির্জনতায় নিজেকে মনে হচ্ছে সে যেন কার অভিসারে চলেছে।

কুড়ি

'কি আনবো মঁসিয়ে?'

'যা তোমার খুশি।'

পরিচারককে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে দেখে রাভিক আবার বললো, 'যা তোমার খুশি নিয়ে এসো।'

'পেরনো?'

'তাই নিয়ে এসো।'

পরিচারক চলে যেতে রাভিক মাথাটা চেয়ারের পেছনে হেলিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে চোখের পাতাদুটো বন্ধ করলো। তারপর এক সময়ে যখন চোখ মেললো, দেখলো লোকটা তখনও সেখানে বসে রয়েছে। এবার আর কোন ভুল হয়নি।

কোণের দিকের একটা টেবিলে বসে হাক একা একা খাচ্ছে। রুপোলী রেকাবিতে বিরাট দুটো গলদা চিংড়ি, অন্য পাত্রে লেটুস আর টমেটোর স্যালাড। একপাশে বড় একটা স্যাম্পেনের বোতল। মাঝে মাঝে বোতল থেকেই খানিকটা করে স্যাম্পেন গলায় ঢেলে দিচ্ছে। গোলগাল ফোলা ফোলা আঙুল দিয়ে যখন ও বোতলটা চেপে ধরছে, আলোয় ঝিকমিক করে উঠছে ওর রক্তমুখী চুনীটা। ফোলা ফোলা এই আঙুল, আঙুলে

দুর্লভ চুনীবসানো এই আংটি, দুটোই রাভিক স্পষ্ট চিনতে পারলো। 'তাহলে আজ থেকে শুরু হলো!' রাভিক মনে মনে ভাবলো। তীক্ষ্ম হয়ে উঠলো তার চোখের দৃষ্টি।

পরিচারক তার টেবিলে পেরনোর গেলাসটা নামিয়ে রেখে গেলো। পরিচারকের ছায়াটা সরে যেতেই রাভিক দেখলো হাক সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। রাভিক কোন রকমে নিজেকে শক্ত করে ধরে রাখলো। গেলাসটা তুলে নিয়ে তারিয়ে তারিয়ে কয়েকটা চুমুক দিলো। দৃষ্টি নামিয়ে নিলো ওর স্যাম্পেনের বোতলের দিকে। হাক তাকে চিনতে পেরেছে কি না ঠিক বুঝতে পারলো না, তবু অনুভব করলো তার পিঠটা ঘামে সম্পূর্ণ ভিজে গেছে।

একটু পরে যখন চোখের পাতাদুটো টেনে তুললো, দেখলো হাক একমনে গলদা চিংড়ির মাথা চুষছে। টাক-পড়া মাথাটা আলোয় চিকচিক করছে। রাভিক সতর্ক ভঙ্গিতে চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো। সারা ঘর লোকে লোকারণ্য। এখানে কিছু করা অসম্ভব। সঙ্গে অস্ত্রও নেই। সে যদি হাকের ওপর ঝাঁপিয়েও পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে দশজন পেছন থেকে তার কলার ধরে টেনে আনবে। তারপরই শুরু হবে পুলিসের টানা-হেঁচড়া। আপাতত হাককে নিঃশব্দে অনুসরণ করা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই। সবার আগে ওর আস্তানাটা খুঁজে বার করতে হবে।

ধীরেসুস্থে সিগারেট ধরিয়ে রাভিক আস্তে আস্তে গেলাসে চুমক দিলো, যেন সে কারুর জন্যে অপেক্ষা করছে। হাক তার খাওয়া শেষ করে রুমালে মুখ মুছলো। মেয়েরা যেমন ঠোঁটে রঙ বোলায়, ঠিক তেমনি ভাবে হাকও প্রথমে নীচে পরে ওপরের ঠোঁটটা আলতো করে মুছে নিলো। এবং সেই সময় ও সোজা রাভিকের চোখে চোখ রাখলো। রাভিক দৃষ্টি সরিয়ে নিলো। তবু তার মনে হলো হাক এখনও তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। হাক যদি তাকে চিনতে পারে···ব্যস্ত পরিচারককে ডেকে রাভিক পয়সা মিটিয়ে দিলো। সেই ফাঁকে একবার আড় চোখে তাকিয়ে দেখলো হাক তখনও তাকিয়ে রয়েছে। মনে মনে ভাবলো হাক যদি সত্যিই তাকে চিনতে পারে, তার একমাত্র কাজ হবে হাককে না চিনতে পারার ভান করা।

তাই ত্রস্ত পায়ে সে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো।

পাশ থেকে কে যেন ডাকলো, 'রাভিক!'

রাভিক চমকে উঠলো, যেন সপাং করে কে তার মুখে চাবুক মারলো। ঘুরে তাকাতেই দেখলো জোয়াঁ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'কি ব্যাপার রাভিক, আমাকে তুমি চিনতে পারছো না?'

'পারছি জোয়াঁ।' মুখে বললেও চোখ ছিলো হাকের দিকে। পরিচারক তার জন্যে কফি নিয়ে এসেছে। যাক, তাহলে অন্তত কয়েক মিনিট সময় পাওয়া যাবে। রাভিক সহজ হবার চেষ্টা করলো। 'তারপর তুমি এখানে কেমন করে এলে?'

'আহা, কি প্রশ্নের ছিরি! যে কেউ যখন খুশি ফুকতে আসতে পারে।'

'তুমি একা ?'

'হ্যাঁ।'

আর কোন কথা না বলে রাভিক হ্যাকের দিকে তাকালো।

'চলো রাভিক, ভেতরে গিয়ে বসি।'

'তুমি যাও জোয়াঁ, আমার একটু কাজ আছে।'

'আমি না হয় তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'আমি একটু একা থাকতে চাই জোয়াঁ।'

'কিন্তু আমি যে দেখতে চাই ভদ্রমহিলাকে কেমন দেখতে ?'

'ভদ্রমহিলা ! কোন্ ভদ্রমহিলা ?'

'যাঁর জন্যে তুমি হাপিত্যেশ হয়ে অপেক্ষা করছো।'

'উনি কোন ভদ্রমহিলা নন।'

'তাহলে ?'

'তুমি ওঁকে চিনতে পারবে না।'

'খুব পারবো। ওই বলে তুমি আমাকে সরিয়ে দিতে চাইছো। কিন্তু আমি জানি মনে মনে তুমি উত্তেজিত হয়ে রয়েছো। নিশ্চয়ই তুমি কারুর জন্যে অপেক্ষা করছো, এবং আমি তাকে দেখতে চাই।'

রাভিক মনে মনে হিসেব করে দেখলো পাঁচ মিনিট কি বড় জোর দশ মিনিট সময় সে হাতে পাবে। তার মধ্যে যে ভাবে হোক জোয়াঁকে সরাতে হবে। 'বেশ তো, ভেতরে গিয়ে তুমি তাহলে অপেক্ষা করো।'

জোয়াঁ নড়লো না। কেবল আরও তীক্ষ্ম হয়ে উঠলো ওর আয়ত চোখের দৃষ্টি।

'কোন মহিলা নয় জোয়াঁ!' রাভিক এবার অধৈর্য হয়ে উঠলো। 'আর যদি হয়ও, তাতে তোমারই বা কি এসে যায় ?'

জোয়াঁ তার কথা কানেই তুললো না। রাভিক যেদিকে তাকিয়ে ছিলো, সেদিকে তাকিয়ে ও কাউকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করলো। 'ওপারের টেবিলে ওই মহিলাটি কি ?'

'না।' রাভিকের ইচ্ছে হলো ওর গালে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দেয়। কিন্তু কোন রকমে নিজেকে সামলে নিলো, মাথা গরম করার সময় এটা নয়। 'শোনো জোয়াঁ, বিশেষ একটা মুহূর্তে আমি এখান থেকে চলে যাবো। এর পরও যদি তোমার উৎসাহ থাকে ট্যাক্সি নিয়ে আমাকে অনুসরণ করতে পারো।'

'কেন তুমি এমন রহস্যময় হয়ে উঠছো রাভিক ?'

'রহস্যময় আমি হয়ে উঠছি না। এখানে একটা লোকের জন্যে আমি অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি, যাকে আমি দীর্ঘ কয়েক বছর দেখিনি। আমি শুধু জানতে চাই এখানে ও কোথায় থাকছে। ব্যস, আর কিছু নয়।'

'তাহলে কোন মেয়ে নয় ?'

'না, একটা লোক। এর বেশি তোমাকে এখন আর কিছু বলতে পারছি না।'

'তুমি ভীষণ স্বার্থপর রাভিক।'

'এ সম্পর্কে আমরা পরে একদিন আলোচনা করবো জোয়াঁ।'

'কিন্তু রাভিক, একথা তুমি আজ আর অস্বীকার করতে পারবে না, এতদিন তুমি আমার সঙ্গে শুধু ভালোবাসার অভিনয় করেছো। তুমি জানতে আমি তোমাকে ভালোবাসি, অথচ তুমি তাকে কোনদিনই গুরুত্ব দাওনি।'

'সত্যি জোয়াঁ।'

'কি বললে?'

'বললুম—সত্যি।' হ্যাকের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে না নিয়েই রাভিক জবাব দিলো। কিন্তু পরে তোমার অন্য রকম মনে হবে।'

'পরে যাই-ই মনে হোক, ত্রুটিটা কিন্তু সম্পূর্ণ তোমার।'

'আমি জানি।'

'এভাবে কেন কথা বলছো? আমার সঙ্গে তুমি এভাবে কখনও কথা বলবে না।' রাগে থমথম করছে জোয়াঁর সারা মুখ। 'এমন কি তুমি আমার কথা পর্যন্তও মন দিয়ে শুনছো না।'

'শুনছি তো।' রাভিক জোয়াঁর মুখের দিকে তাকালো। 'কি ব্যাপার, তুমি কি তোমার অভিনেতা ভদ্রলোকের সঙ্গে ঝগড়া করেছো নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'ওসব ঠিক হয়ে যাবে।'

'ঠিক হবে না। ও আমাকে গুলি করবে বলে ভয় দেখিয়েছে। আমি ভয়ে পালিয়ে এসেছি রাভিক। আমি তোমাকেই খুঁজছি।'

'এখন আমাকে এসব কথা বলার কোন অর্থই হয় না।' রাভিক আড় চোখে তাকিয়ে দেখলো কফি শেষ করে হ্যাক সিগারেট ধরাচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে ও উঠে পড়তে পারে। রাভিক ব্যস্ত হয়ে উঠলো। 'তুমি এখানে একটু দাঁড়াও, আমি ভেতর থেকে একবার ঘুরে আসছি।'

'না', জোয়াঁ রাভিকের একটা হাত আঁকড়ে ধরলো। 'আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।'

আচ্ছা ঘ্যানঘ্যানে মেয়ে তো! রাভিক বিরক্ত হলো। 'তাহলে ভেতরে গিয়ে অন্য একটা টেবিলে বসো, আমি একটু পরে এসে তোমার সঙ্গে কথা বলছি।'

ভেতরে প্রবেশ করে জোয়াঁ অন্য দিকে চলে গেলো, রাভিক দরজার সামনে তার আগের চেয়ারটায় এসে বসলো। আর ঠিক তখনই তার শিরায় শিরায় চলকে উঠলো উষ্ণ রক্তস্রোত। হ্যাক তার আসন ছেড়ে পায়ে পায়ে তারই দিকে এগিয়ে আসছে। রাভিক সতর্ক হয়ে অপেক্ষা করলো। তাহলে ও কি ওদের দুজনকে লক্ষ্য করেছে?

'যদি কিছু মনে না করেন, আমি কি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?'

সেই মুহূর্তে রাভিক কোন কথা বলতে পারলো না। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। তবু কোন রকমে ঘাড় নেড়ে অস্ফুট স্বরে বললো, 'নিশ্চয়ই।'

'সন্ধ্যেটা ভারি চমৎকার, তাই না ?' হাক জার্মানিতে বললো।

'হ্যাঁ।'

হাক সামনের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলো। 'প্রথম থেকেই আমি আপনাকে লক্ষ্য করেছি।'

মনোযোগের সঙ্গে অথচ উদাস ভঙ্গিতে রাভিক ঘাড় নাড়লো। দেহের প্রতিটা শিরা-উপশিরা এখন তার টান টান হয়ে উঠেছে। তবু হাকের প্রকৃত উদ্দেশ্য সে অনুমান করতে পারলো না। গেস্টাপোটা কি জানতে পেরেছে সে এখন ফ্রান্সে অবৈধভাবে বসবাস করছে ? যদি তাই হয়...

'প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমি আপনাকে চিনতে পেরেছিলাম।' হাক ঠোঁট টিপে মুচকি মুচকি হাসলো। তারপর রাভিকের স্তম্ভিত চোখে চোখ রেখে বললো, 'হ্যাঁ, আমি তখনই বুঝতে পেরেছিলাম, হয় আপনি জার্মানিতে ছিলেন, না হয় জার্মানিতে পড়াশোনা করছিলেন।'

যাক, বাঁচা গেলো ! রাভিক মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। তাহলে প্রকৃত পরিচয় ও এখনও জানতে পারেনি !

হাক যেন নিজের খুশীতে নিজেই চমকে উঠলো।

'ঠিক কিনা বলুন ?'

রাভিক হাসলো। 'খুব ঠিক।'

আগের টেবিলে খুঁজে না পেয়ে পরিচারক হাকের গেলাসটা এখানে নিয়ে এলো। হাক তার ফোলা ফোলা হাতের আঙুল দিয়ে গেলাসটা আঁকড়ে ধরলো, ঝিকমিক করে উঠলো দুর্লভ বস্তুর দ্যুতি। রসজ্ঞ বিজ্ঞের ভঙ্গিতে ও গেলাসে চুমুক দিলো। 'চমৎকার কনিয়াক। সত্যি, ফ্রান্সে এ জিনিসটার কোন তুলনাই হয় না।'

রাভিক কোন জবাব দিলো না। এক্ষেত্রে ওকেই কথা বলতে সুযোগ দেওয়া ভালো।

হাক জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি তো এখানেই থাকেন, তাই না ?'

'হ্যাঁ।'

'অনেক দিন এখানে আছেন ?'

'বরাবর।'

'তার মানে প্রবাসী জার্মান ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি এখানেই জন্মেছেন ?'

'হ্যাঁ।'

হাক আবার গেলাসে চুমুক দিলো। 'জার্মানীর কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তিই বিদেশে জন্মেছেন। ফুয়ারের নিজস্ব প্রতিনিধি জন্মেছেন মিশরে। রোসেনবার্গ রাশিয়ায়। দারে এসেছেন আর্জেন্টিনা থেকে। অবশ্য এদের সবাইকে রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়।'

'হ্যাঁ, আমিও তাই শুনেছি।'

'ওহো, ভুলেই গেছি···ইতিমধ্যে নিজের পরিচয়টা দিয়ে নিই···ভন হাক।'

রাভিক একই ভঙ্গিতে সৌজন্যের প্রত্যুত্তরে জানালো, 'হর্ন'।'

হর্ন তার প্রথমদিকের একটা ছদ্মনাম।

হাক জিজ্ঞেস করলো, 'ভন হর্ন'?'

'হ্যাঁ।'

হাকের কণ্ঠস্বর এখন আন্তরিকতায় গাঢ় হয়ে উঠলো। 'প্যারিসের সব কিছু আপনার বেশ ভালোই জানা বলে মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, খুবই ভালো জানা।'

'তা বলে আমি অবশ্য যাদুঘর বা ওই ধরনের দর্শনীয় কোন বস্তুর কথা বলছি না।'

'আমি জানি আপনি কি বলতে চাইছেন।'

রাভিক মনে মনে ভাবলো ওকে কোনরকমে নির্জন কোন জায়গায় কোন পানশালা কিংবা শহরতলীর জনবিরল কোন বেশ্যাপল্লীতে একবার নিয়ে যেতে পারলে হয়।

'আপনি কি অনেকদিন প্যারিসে রয়েছেন?'

'না, এই কিছুদিন হলো। বিশেষ একটা জরুরী কাজে এক সপ্তাহ অন্তর দু'তিন দিনের জন্যে আমাকে মাঝে মাঝেই প্যারিসে আসতে হয়।' হাক বোকা বোকা ভঙ্গিতে হাসলো। 'আপনার কাছে বলতে বিশেষ আপত্তি নেই··আসি বিশেষ একধরনের সংবাদ সংগ্রহের কাজে। গত বছর থেকে আমাদের কয়েকটা সংস্থা এখানে কাজ করছে। যা কিছু জানার সবই আমরা জানতে পারি। ফ্রান্সের সবচেয়ে সুবিধে খবর এখানে খুঁজতে হয় না, খবর এখানে আপনিই এসে হাজির হয়।' হাতের খালি গেলাসটা একবার শূন্যে তুলে আবার নামিয়ে রাখলো! 'সব পার্টির মধ্যেই আমাদের লোক রয়েছে। বুঝতেই পারছেন···নিজেদের মধ্যে ওরা যত খাওয়াখাওয়িয় কামড়াকামড়ি করবে, আমাদেরই তত লাভ।'

রাভিক এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শুনছিলো, চমক ভাঙতেই মাথা তার ঝিমঝিম করে উঠলো। সত্যি, নরকের শয়তানও বুঝি এত কুৎসিত নয়!

হাক আন্তরিক হবার চেষ্টা করলো, 'আপনার জন্যে পানীয়ের কথা কিছু বলবো হের হর্ন?'

'ধন্যবাদ। আজ আমার মাত্রাতিরিক্ত হয়ে গেছে।'

হাক পরিচারককে ডেকে আর একটা স্যাম্পেন আনতে বললো। 'এখানে বেশ ভালো ভালো বেশ্যালয় আছে, আর মেয়েগুলোকেও ভারি চমৎকার দেখতে।'

রাভিক দেখলো হাকের স্বচ্ছ হালকা তুঁতে রঙের চোখের মণিদুটো উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে। ঠিক যেমন কয়েক বছর আগে জ্বলজ্বল করতে দেখেছিলো চোরা-কুঠরির নগ্ন আলোয়।

'আপনি কখনও গেছেন নাকি?'

• হাক হাসলো। 'একটা আধটা নয়, নামকরা প্রায় সব ক'টা বেশ্যাখানাতেই আমার ঘোরা হয়ে গেছে। অবশ্য এই চোখ-বোলানোর কাজে…'

'তা তো বটেই।'

'আপনি অনেক কিছুই জানেন দেখছি?'

'নিশ্চয়ই। অজস্র কিছুও বলতে পারেন।'

পরিচারকের নতুন করে নিয়ে আসা গেলাসে হাক গোটা কয়েক ছোট ছোট চুমুক দিলো। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রাভিক ভাবলো আপাতত যখন কিছুই করার নেই, অন্তত ও মাতাল হোক। তারপর ব্যাটাকে টেনে নিয়ে যাবো কোন অন্ধকার কোণে। বিশেষ করে এখনও ও যখন তাকে চিনতে পারেনি।

'এক দিন রাত্তিরে ওইসব জায়গাগুলো আপনার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখবো।'

রাভিক কিছু বললো না। হাক কোন রকম সন্দেহ করুক এটা তার ইচ্ছে নয়।

'আজই আমি বার্লিনে ফিরে যাচ্ছি।' হাক ঘড়ি দেখলো। 'আর ঘন্টা দেড়েক পরেই।'

রাভিক তার চেয়ারে স্থির হয়ে বসে রইলো। মনে মনে ভাবলো আমি ওর সঙ্গে যাবো। এই একমাত্র সুযোগ। নিশ্চয় ও কোন হোটেলেই উঠেছে। যদি সম্ভব হয় আমি ওর সঙ্গে ওর হোটেলে পর্যন্ত যাবো। তারপর সুযোগ বুঝে ওর ঘরেই ওকে সাবাড় করবো।

'দুজন পরিচিত ভদ্রলোকের জন্য আমি অপেক্ষা করছি। ও'রা যেকোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারেন। ও'রাও আমার সঙ্গে ফিরে যাচ্ছেন। আমার জিনিসপত্তর আগেই স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছি। সেখান থেকেই আমরা সোজা ট্রেনে চেপে রওনা হবো।'

ইস্. হাতের কাছে পেয়েও ফসকে গেলো! মনে মনে রাভিকের হাত কামড়াতে ইচ্ছে হলো। বোকা! ভীষণ বোকা! নইলে সঙ্গে একটা পিস্তল রাখলাম না কেন? রাস্তায় ওকে গুলি করে ভিড়ের মধ্যে সহজেই গা ঢাকা দিতে পারতাম।

'যদি কিছু মনে না করেন, পরের বারে হয়তো আপনার সঙ্গে ঘুরে দেখার পরিকল্পনাটা কার্যকর করতে পারি। দিন পনেরোর মধ্যেই আমি আবার ফিরে আসছি।'

এতক্ষণ পরে রাভিকের শ্বাস প্রশ্বাস যেন আবার স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে শুরু করলো। তবু অনেকটা নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে শুধু বললো, 'ঠিক আছে।'

'আপনি কোথায় থাকেন? অন্তত ফিরে এলে যেখানে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবো?'

'প্রিন্স দ্য গালে। এই রাস্তার ঠিক উলটো দিকে।'

হাক পকেট থেকে লাল রাশিয়ান চামড়ায়-বাঁধানো ছোট্ট একটা খাতা বার করে ঠিকানাটা টুকে রাখলো। সরু পেনসিলটা আবার পাতলা সোনার পাতে মোড়া। বলা যায় না, হয়তো বন্দীশিবিরে কারুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। গেলাসের বাকি পানীয়টুকু বড় বড় কয়েকটা ঢোকে শেষ করে হাক খাতাটা আবার পকেটে রেখে দিলো।

এখন ওর চকচকে চোখের তারা দুটো যেন নাচছে। 'আচ্ছা, বেশ চেকনাই মতো দেখতে ওই মেয়েটা কে বলুন তো?'

রাভিক অবাক হয়ে গেলো। 'আপনি কার কথা বলছেন?'

'যার সঙ্গে আপনি একটু আগে কথা বলছিলেন!'

রাভিক মুহূর্তের জন্যে চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলো। 'ও হো! হ্যাঁ হ্যাঁ…'

'চিত্রতারকা কেউ?'

'হ্যাঁ, তাও বলতে পারেন।'

'বাঃ, ভারি চমৎকার চেহারা তো! যেমন জেল্লা, তেমনি তার চটক।'

'তা সত্যি।'

স্থির চোখে হাক খানিকক্ষণ হাতে-ধরা খালি গেলাসটার দিকে তাকিয়ে রইলো। 'সত্যি কথা বলতে কি জানেন, এখানে কারুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মিশতে গেলে অনেক সময় চাই, সুযোগ চাই ·'

'তার ব্যবস্থা করাও এমন একটা কিছু কঠিন নয়।'

'সত্যি?'

'নিশ্চয়।'

'আচ্ছা, ওই ভদ্রমহিলা কি ফরাসী?'

'না। আমার মনে হয় ইতালিয়ান। আবার দো-আঁশলাও হতে পারেন।'

'আচ্ছা,' হাক সতর্ক চোখে একবার চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো। 'উদ্বাস্তুদের সঙ্গে আপনার কোন যোগাযোগ আছে?'

রাভিক চকিতে যেন চমকে উঠলো, মনে মনে খুশী হলো তার চাইতে কম নয়। আর যাই হোক, হাক এখনও পর্যন্ত তাকে কোনরকম সন্দেহের আওতায় আনতে পারেনি।

'তা কিছু কিছু আছে বইকি।'

চমৎকার!' হাকের সর্বাঙ্গ যেন খুশীতে চলকে উঠলো। 'আমরা তো তাহলে আপনার কাছ থেকেও কিছু খবরাখবর পেতে পারি, অবশ্য নিঃসন্দেহে পয়সার বিনিময়ে আপনাকে নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলতে হবে না। সে যত ছোট খবরই হোক না কেন…' হাক রাভিকের দিকে ঝুঁকে এলো। 'যেকোন দিন, যেকোন মুহূর্তে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে, তাই কি না বলুন?'

রাভিক বোদ্ধার ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো, 'তা তো বটেই, তা তো বটেই।'

হাক তার চেয়ারটা টেবিলের আরও কাছে সরিয়ে আনলো। 'আমার আসল কাজ কি জানেন, ভেতর থেকে বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। এর জন্যে অবশ্য আমাদের অনেক দক্ষ কর্মী রয়েছে।' হাক অদ্ভুত ভঙ্গিতে তার ভ্রূ দুটো বেঁকিয়ে তুললো। 'কিন্তু আপনার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। এটা সম্মানের প্রশ্ন, এর সঙ্গে পিতৃভূমির একটা দায়িত্বও জড়িত রয়েছে, তাই কি না বলুন?'

'অবশ্যই।'

'কিন্তু এবার আমাকে যে উঠতে হবে, হের হুন। আমার বন্ধুরা এসে পড়েছেন।'

হাক চেয়ার ঠেলে উঠে পড়লো। চীনামাটির রেকাবিতে চাপা দিয়ে রাখলো কয়েকটা নোট। 'সত্যি, আপনার সঙ্গে আলাপ করে দারুণ খুশী হলাম। আশা করি দিন পনেরোর মধ্যেই আবার আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবো।'

'নিশ্চয়ই। যদি আপনি ভুলে না যান…'

হাক হাসলো। 'জীবনে আমি কোন কিছুই ভুলি না, হের হুর্ন। না মুখ, না কোন সাক্ষাৎকার। এইটে যে আমার পেশা।'

দুজনে মুখোমুখি দাঁড়াতেই রাভিকের ইচ্ছে হলো হাকের টুঁটিটা প্রচন্ড শক্তিতে টিপে ধরে। দুর্মর জিঘাংসায় হাতের আঙুলগুলো তার আপনা থেকেই মুঠো হয়ে এলো। আর ঠিক তখুনি হাকের একটা ভারি হাত অনুভব করলো তার কাঁধে। উষ্ণ আর আশ্চর্য কোমল একটা হাতের স্পর্শ। 'আজ তাহলে চলি, বিদায়।'

'বিদায়।'

মুহূর্তের জন্যে রাভিক বিহ্বল চোখে দরজার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর আবার তার চেয়ারে বসে পড়লো। এখন মনে হচ্ছে ভেতরের সমস্ত শিরা উপশিরা যেন থরথর করে কাঁপছে। নিজেকে আপ্রাণ সংযত করার চেষ্টা করলো। কয়েক মিনিট পরেই রাভিক পানশালা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। এখন আর হাককে অনুসরণ করার কোন মানেই হয় না। একটু আগেই ও বন্ধুদের সঙ্গে স্টেশনের দিকে চলে গেছে। বরং হঠাৎ করে চোখে পড়লে সন্দেহই বাড়বে। তাই খানিকটা এদিক ওদিক ঘুরে সে হোটেল আন্তর্জাতিকে ফিরে এলো।

'নিশ্চয়ই, তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছো, রাভিক।' সব শুনে মরোসো খুশী হলো। রোঁ পঁর একটা কাফের সামনে বসে ওরা দুজনে গল্প করছিলো। 'সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করেছো কোনরকম বিপদের ঝুঁকি নেবার চেষ্টা না করে।'

রাভিক অপলক চোখে তার ডান হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে ছিলো। সেখান থেকে দৃষ্টি সরিয়ে না নিয়েই সে বললো, 'কিন্তু একটা জিনিস তুমি বুঝতে পারছো না বরিস, কি ভীষণ সুযোগ আজ আমার হাত ছাড়া হয়ে গেলো। কয়েক ঘন্টা আগে ইচ্ছে করলে আমি ওকে কোথাও টেনে নিয়ে যেতে পারতুম, কিংবা…'

মরোসো রাভিকের গেলাসটা ভর্তি করে দিলো। 'নাও, এই ভদকাটা খেয়ে ফেলো। আর ওকে টেনে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ তুমি এর পরেও বহুবার পাবে রাভিক।'

'কিংবা নাও পেতে পারি।'

'নিশ্চয়ই পাবে। ফিরে ওকে আসতে হবেই। আর সেদিন ওকে খেলিয়ে তোলাটা তোমাব পক্ষে মোটেই কঠিন হবে না।'

রাভিক তার গেলাসটা তুলে নিলো। 'ওর হোটেলের ঠিকানাটা আমার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিলো।'

'তাতে ওর সন্দেহ বাড়তো বই কমতো না। শোন রাভিক, আমি বলছি—এখনও

পর্যন্ত সব ঠিক আছে। ও নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে বরং ভবিষ্যতে কি করা উচিত, সেই সম্পর্কে চিন্তা করো।'

'তার জন্যে দিন পনেরো সময় এখনও হাতে আছে।'

'তবু সমস্ত পরিকল্পনাটা আগে থেকে ছকে রাখা ভালো।'

'আমি জানি।' বড় বড় কয়েকটা চুমুক দিয়ে রাভিক গেলাসটা নামিয়ে রাখলো। 'কিন্তু ভাবনায় কতদিন কতবার যে ওকে মনে মনে আমি খুন করেছি সে তুমি ভাবতেও পারবে না বরিস।'

'না, আমি ঠিক সে ধরনের কোন পরিকল্পনার কথা বলিনি।' এক চুমুকে সবটুকু ভদকা নিঃশেষ করে মরোসো খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলো। এক সময়ে ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাভিকের মুখের দিকে তাকালো। 'এসো রাভিক আমরা বরং সম্পূর্ণ নতুন কিছু বলি।'

'নতুন আমাদের কিছুই বলার নেই, বরিস। উনচল্লিশের গ্রীষ্মে থমথম করছে ঝোড়ো মেঘে। বাতাসে বারুদের গন্ধ। গোলাপগুলোকে দেখাচ্ছে যেন গণ-কবরে ঝরা-তুষারের মতো। ইস্, নিস্পৃহতার কি আদিম শতাব্দীতেই না আমরা বাস করছি! প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তেই কত অজস্র মানুষ নিহত হচ্ছে, তুমি কল্পনা করতে পারছো বোরিস? কত শহর জ্বলছে, ইহুদিদের কান্নায় ভরে উঠছে নিঃসঙ্গ আকাশ, চেক বিপ্লবীদের গুলি করে মারা হচ্ছে গভীর অরণ্যে, জাপানী পেট্রোলে দাউ দাউ করে জ্বলছে চীন, রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত বুকে মৃত্যু গুঁড়ি মেরে হাঁটছে বন্দীশিবিরে, আর আমরা এখানে বসে বসে মদের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছি। যা বলেছি, যা বলি, তার চাইতে নতুন কিছু আমরা বলতে পারি না বোরিস।'

মরোসো খানিকক্ষণ স্থির চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর হঠাৎ এক-সময় দুম করে বলে বসলো, 'না, তোমার একটা মেয়েমানুষ দরকার বলে মনে হচ্ছে।'

রাভিক অবাক চোখে তাকালো। 'মেয়েমানুষ! কেন?'

'কেন আবার কি? ভালো ঘুম হবে। রাত্তিরে তোমার ভালো করে ঘুমনো দরকার।'

'কোন দরকার নেই, এমনিতেই ঘুমে দু'চোখের পাতা আমার জুড়ে আসছে।'

'যদি বলো, জোয়াকে আমি নিজেই ফোন করতে পারি।'

এতক্ষণ রাভিক বুঝতে পারেনি। এবার মরোসোর মুখের দিকে তাকাতেই হেসে ফেললো। আসলে ওর উদ্দেশ্য ছিলো রাভিকের গুমোট ভাবনাটাকে তরল কোন স্রোতে বইয়ে দেওয়া। তাছাড়া জোয়ার কথা রাভিকের সত্যিই মনে ছিলো না। এবং মনে না থাকার জন্যে মনে সে খুশীই হলো।

একই গম্ভীর ভঙ্গিতে রাভিক ফিরিয়ে দিলো মরোসোর তরল পরিহাস। 'তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না। যদি পারো ভদকায় পেয়ালাটা আর একবার ভরিয়ে দাও। পান করতে করতে গোলাপগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকবো। স্পেনে প্রচণ্ড গোলা-বর্ষণের পর জ্যোৎস্না রাতে মৃত মুখগুলোর দিকে যেমন তাকিয়ে থাকতুম, ঠিক তেমনি-

ভাবে তাকিয়ে থাকবো। জানো, ওখানে একবার পাবলো নামে একজন খনিশ্রমিকের একটা পা কেটে বাদ দিতে হয়েছিলো। ওর কাটা পাটা অ্যালকহলে সংরক্ষণ করে রাখিনি বলে ও তো আমার ওপর খেপেই আগুন। কেননা ওর ধারণা পাটা খোয়া যাওয়ায় নাকি ওর দেহের এক চতুর্থাংশকেই কবর দেওয়া হয়েছে। আসলে ও জানতো না ওর কাটা পাটা ততক্ষণে শিয়াল কুকুরের পেটে চলে গেছে…'

একুশ

ভেতরে প্রবেশ করতেই ভেবর উঠে দাঁড়ালেন। যেন উনি এতক্ষণ রাভিকের জন্যেই মনে মনে ছটফট করছিলেন। 'একটু আগে আঁদ্রে দুরাঁ তোমাকে টেলিফোনে খুঁজছিলো। বিশেষ জরুরী একটা কেসে তোমাকে তার প্রয়োজন। এক্ষুণি একবার যেতে হবে।'

রাভিক থমকে ওঁর মুখের দিকে তাকালো। 'তার মানে কোন অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে শেষে আমার ঘাড়ের ওপর দায়িত্ব চাপাতে চেষ্টা করছেন। কি, তাই তো?'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না। ওকে তো খুবই উত্তেজিত মনে হলো। আমার মনে হয়, কি করা উচিত ও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।'

রাভিক মাথা নাড়লো। একটু বিরতির পর সে জিজ্ঞেস করলো, 'উনি কি করে জানলেন, আমি ফিরে এসেছি?'

ভেবর কাঁধ ঝাঁকালেন। 'কি জানি!'

'উনি বিনোকে ডাকলেন না কেন? বিনো তো যথেষ্ট যোগ্য ব্যক্তি।'

'আমি এ কথা ওকে জিজ্ঞেস করেছিলুম। ও বললো কেসটা অত্যন্ত জটিল, এবং একমাত্র নাকি তোমার পক্ষেই সম্ভব।'

'বাজে কথা। প্যারিসে ডাক্তারের অভাব নেই। উনি মার্তোর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন না কেন? ওঁর মতো শল্যচিকিৎসক পৃথিবীতে খুব অল্প কয়েকজনই আছেন।'

'কিন্তু ওর প্রয়োজন তোমাকেই। তুমি কি যাবে?'

'নিশ্চয়ই। না গিয়ে আর উপায় কি? কিন্তু একটি মাত্র শর্তে, যদি তুমি আমার সঙ্গে যাও।'

'বেশ, চলো।'

দুজনে নীচে নেমে এলো। ভেবরের সাদা গাড়িটা দাঁড় করানো ছিলো হাসপাতালের ঠিক সামনে বেগনবেলিয়ার ঘন ছায়ার নীচে। ফটক পেরিয়ে গাড়িটা তীর বেগে ছুটে চললো। খোলা জানলা দিয়ে ভেতরে এসে পড়েছে সকালের চড়া রোদ। আভেন্যু মার্সো পেরিয়ে বড় একটা বাঁক নিয়ে দু-আসনে ছোট গাড়িটা আবার সোজা সামনের দিকে ছুটে চললো।

রাভিক সিগারেট ধরালো। 'তুমি যদি সামনে দাঁড়িয়ে থাকো তবেই আমি অস্ত্রোপচার করবো। নইলে উনি হয়তো আমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করবেন।'

'এখনই কেন ওসব ভাবছো রাভিক? আমার মনে হয় না ও সেরকম কিছু করবে।'

'না করলে আমি তোমার চাইতে কম খুশী হবো না ভেবর।'

উজ্জ্বল আলোর বৃত্তে ঝকঝক করছে মুক্তোর মতো মসৃণ, ঈষৎ নীলাভ ত্বক। সারা মুখ বিবর্ণ পাংশুল, সমুদ্রিত ঝিনুকের মতো টানা টানা দুটো চোখ। চারপাশে ছড়ানো একরাশ সোনালী চুল। অজস্র প্রাচুর্যে গড়া ঠিক যেন একটা পুতুলের মতো নিস্পন্দ, নিথর।

'রক্তস্রাব তো খুবই সামান্য হয়েছে দেখছি। আপনি কি জরায়ুতে অস্ত্রোপচার করেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আর?'

দুরাঁ কোন জবাব দিলেন না। রাভিকের দিকে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

'ঠিক আছে। আমরা তিনজন ডাক্তার তো এখানে রয়েছি। আপাতত অন্য কোন সহযোগীর দরকার হবে না।'

ডাক্তার দুরাঁ ইঙ্গিতে নার্স এবং সহকারী ডাক্তারদের চলে যেতে বললেন।

ওরা সবাই চলে যাবার পর রাভিক ঘুরে দাঁড়ালো। 'হ্যাঁ, আর?'

'সে তো আপনি নিজেই দেখতে পাচ্ছেন।'

'না। আমি আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই, এবং ডাক্তার ভেবরের সামনে।'

'তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা। রক্তস্রাব হচ্ছিলো।'

'তারপর?'

'সম্ভবত কোন কারণে ভেতরের পর্দায় আঘাত পেয়েছিলো।'

'আর?'

আঁদ্রে দুরাঁ এবার রীতিমতো বিব্রত বোধ করলেন। বিশেষ করে ডাক্তার ভেবরের সামনে এভাবে প্রশ্ন করাতে তিনি নিজেকে অপমানিত বোধ করলেন। তবু নিজেকে এখন সংযত করা ছাড়া কোন উপায় নেই।

'পারফোরেসন করেছি।'

'কিউরেট দিয়ে?'

'নিশ্চয়ই।' মুহূর্তের জন্যে দুরাঁর মুখটা থমথম করে উঠলো। 'তাছাড়া আর কি দিয়ে?'

কথা বলতে বলতেই রাভিক এতক্ষণ পরীক্ষা করছিলো। স্রাব অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। এবার সে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। 'কিন্তু ডাক্তার দুরাঁ, আপনি পারফোরেসন করেছেন, অথচ লক্ষ্যই করেননি—ভ্রূণের ঝিল্লী ভেবে এই রক্তবাহী শিরাটা

কেটে ফেলেছেন। আসলে আপনি চিনতেই পারেননি। এতে রোগীর যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। এ সম্পর্কে আপনি কি বললেন?'

ততক্ষণে আদ্রে দ্যুরাঁর কপালে গঁড়ি গঁড়ি ঘাম জমে উঠেছে। 'হয়তো আমার ভুলই হয়েছে।'

'হয়তো কেন বলছেন, ডাক্তার দ্যুরাঁ?' রাভিক সোজাসুজি ও'র চোখের দিকে তাকালো।

আঁদ্রে দ্যুরাঁ কোন জবাব দিলেন না।

'কতক্ষণ ধরে আপনারা কাজ করছিলেন?'

'প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট।'

'সব মিলিয়ে যা দেখছি—এখনই জরায়ুটা সরিয়ে ফেলতে হবে।'

'কি বললেন!'

'আপনি নিজেও তা ভালো করে জানেন।'

আঁদ্রে দ্যুরাঁ তাঁর চোখের দৃষ্টি নামিয়ে নিলেন। 'হ্যাঁ, আমি জানি। কিন্তু আমাকে এইসব উপদেশ দেবার জন্যে আমি আপনাকে ডাকিনি। ডেকেছিলাম আমার হয়ে অস্ত্রোপচার করার জন্যে।'

'ডাক্তার ভেবরও আপনার হয়ে অস্ত্রোপচার করে দিতে পারেন।'

'এর আগে কিন্তু আপনি বহুবার আমার হয়ে অস্ত্রোপচার করেছেন। যদি টাকার প্রশ্ন...'

'না, টাকার প্রশ্ন এখানে আসছে না। রোগীর অনুমতি না পেলে আমি এ ধরনের অস্ত্রোপচার করবো না।'

'কিন্তু অবচেতন অবস্থা থেকে রোগীকে টেনে তুলে তো আর জিজ্ঞেস করা যায় না।'

'হয়তো না। এক্ষেত্রে ডাক্তার ভেবরের সামনে আপনাকে স্বীকার করতে হবে আপনি ভুল করেছেন এবং এই অস্ত্রোপচারের ভালো মন্দ যা কিছু দায়িত্ব সম্পূর্ণ আপনাকে নিতে হবে।'

মুহূর্তের মধ্যে কে যেন এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিলো আঁদ্রে দ্যুরাঁর দু'চোখের সমস্ত দীপ্তি। তবু কোনরকমে ঢোক গিলে আমতা-আমতা করে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি আমার ভুল স্বীকার করছি এবং ফলাফলের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার।'

'ঠিক আছে। বেশ অভিজ্ঞ এবং চটপটে দুজন নার্সকে আমার সঙ্গে দিন। অন্য আর কোন সহযোগীর দরকার হবে না।'

রাত একটার সময় শেহারাজাদ থেকে রাভিক দ্যুরাঁর হাসপাতালে ফোন করলো। রাতের নার্স জানালো ভদ্রমহিলা এখন ঘুমচ্ছেন। ঘণ্টা দুই আগে যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন। ডাক্তার ভেবর তখন উপস্থিত ছিলেন এবং উনি ওষুধ দিয়েছেন। এখন কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

কাচের পাল্লা ঠেলে বাইরে পা বাড়াতেই এক ঝলক মিষ্টি গন্ধ রাভিকের নাকে

এলো। একটা সিগারেট ধরিয়ে রাভিক তার চেয়ারে ফিরে এলো। অর্কেস্ট্রায় তখন মৃদু হয়ে রাশিয়ান জিপসী সংগীতের সুর বাজছে।

কেটি হেগস্টাম জিজ্ঞেস করলো, 'খবর পেলে ?'

'হ্যাঁ, ভালোই আছেন।'

হঠাৎ সামনের চেয়ারে নজর পড়তে রাভিক চমকে উঠলো। জোয়াঁ বসে রয়েছে। এতক্ষণ ওখানে কেউ ছিলো না। সম্ভবত টেলিফোন করতে যাওয়ার সময় ও এসেছে।

পরিচারক এসে দু পেয়ালা পানীয় দিয়ে গেলো।

'কি ব্যাপার ?'

কেটি রাভিকের গেলাসটা এগিয়ে দিলো। 'ভদকা। আমি বলেছিলাম।'

জিপসি সংগীতের সুর থেমে গিয়ে এবার অর্কেস্ট্রায় প্রচন্ড উদ্দাম নিগ্রো সংগীতের সুর বেজে উঠলো। ধীরে ধীরে কমে গেলো কক্ষের আলো।

জোয়াঁ উঠে নৃত্যমঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলো। রাভিক ওকে স্পষ্ট দেখতে পেলো না। কেবল অন্ধকারে থেকে থেকে নীল-আলোর ঝলকে দেখলো ওর স্বচ্ছ চোখদুটো চকচক করছে।

কেটি জিজ্ঞেস করলো, 'সেই ভদ্রমহিলা না, যিনি এখানে গান গাইতেন ?'

'হ্যাঁ।'

'উনি এখন আর গান গান না ?'

'আমি ঠিক জানি না।'

'আশ্চর্য রূপসী কিন্তু।'

'তাই কি ?'

'নিশ্চয়ই। শুধু রূপসীই নয়, মুখটা কেমন যেন জীবন্ত। একবার দেখলে জীবনে কখনও ভোলা যায় না।'

'হতে পারে।'

কেটি অপাঙ্গে রাভিকের মুখের দিকে তাকালো। ঠোঁটের প্রান্তে চাপা একটুকরো হাসি। 'চলো রাভিক, এই গেলাসটা শেষ করে বাইরে কোথাও বেরিয়ে পড়ি।'

'চলো।'

রাভিক যখন উঠে দাঁড়ালো, দেখলো জোয়াঁ নির্নিমেষ চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। রাভিক কেটির হাতটা জড়িয়ে ধরলো।

দুপুরে রাভিক আর একবার দুর্বার হাতপাতালে গেলো। মেয়েটি তখনও ঘুমচ্ছে। মুখের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে সোনালী কুন্তল, কপালে গুঁড়ি-গুঁড়ি ঘাম জমেছে। চিবুকে সামান্য রঙের ছোপ ধরেছে, পাতলা ঠোঁটদুটো ঈষৎ উন্মুক্ত।

রাভিক পাশের নার্সকে জিজ্ঞেস করলো, 'জ্বর ?'

'এক শো।'

'ঠিক আছে।'

মেয়েটির অনিন্দ্যসুন্দর মুখের ওপর রাভিক ঝুঁকে পড়লো। অনুভব করলো ওর নিশ্বাসের প্রতিটি স্পন্দন। এখন আর ইথারের কোন গন্ধ নেই। বরং স্পন্দনে স্পন্দনে ঝরে পড়ছে সুগন্ধি লতার মতো সতেজ একটা পবিত্রতা। হঠাৎ ওর মনে পড়লো—বারুদ-গন্ধী সীমান্ত থেকে দূরে গভীর অরণ্য-ঘেরা সেই পাহাড়ী মাঠটার কথা, সূর্যস্নাত রোদে চারদিক নিস্পন্দ নিথর, আর সেই নিস্তব্ধতা ছাপিয়ে ভেসে আসছে সুগন্ধি লতার মিষ্টি একটা গন্ধ। ঠিক এমনই অস্পষ্ট অথচ ভারি মিষ্টি সেই গন্ধটা। গভীর অরণ্যে আত্মগোপন-করা সেই সুদীর্ঘ কুড়িটা বছরের অতীত ধূসর স্মৃতি ছাপিয়ে আজ একটুকরো ছবি স্পষ্ট ফুটে উঠলো তার মনের নিভৃত কোণে।

শহরের প্রচণ্ড উত্তপ্ততা মাড়িয়ে রাভিক ফিরে এলো তার হোটেলে।

তখন ভরা দুপুর।

দরজা খুলতেই দেখলো সামনে একটা খাম পড়ে রয়েছে। খামটা তুলে নিলো। ওপরে তার নাম লেখা। অথচ তাতে না ডাকটিকিট, না কোন শিলমোহরের ছাপ। ভাবলো নিশ্চয় জোয়াঁর চিঠি। খামের মুখটা সে ছিঁড়ে ফেললো। বেরিয়ে এলো একটা চেক—ডাক্তার আঁদ্রে দুরাঁর সই করা। টাকার অঙ্কে চোখ পড়তেই রাভিক চমকে উঠলো। চিরাচরিত প্রথায় এবার আর দুশো নয়, দু হাজার ফ্রাঁ। না চাইতেই ডাক্তার দুরাঁর হাত দিয়ে দু হাজার ফ্রাঁ গলে যাওয়া, পৃথিবীর এ এক অষ্টম বিস্ময়।

টাকা পয়সা রাখার ব্যাগে চেকটা ভরে রাভিক সোফায় গা এলিয়ে দিলো। সবে যখন চোখের পাতাদুটো ভারি হয়ে উঠেছে, দূরভাষ যন্ত্রটা বেজে উঠলো। রাভিক নড়লো না। বেশ কয়েকবার বেজে যখন আপনা থেকেই থেমে গেলো, রাভিক গ্রাহকযন্ত্রটা তুলে নিলো। দূরভায বিনিময় কেন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলো কে ফোন করছিলেন।

ওপার থেকে জানালো, 'একজন ভদ্রমহিলা। উনি তাঁর নাম বলেননি।'

'কেমন উচ্চারণ বলুন তো?'

'ফরাসী নন। বিদেশিনী বলেই মনে হলো।'

রাভিক ফোন ছেড়ে দিলো। নিশ্চয়ই জোয়াঁ।

ঘণ্টাখানেক পরে আবার ফোন বেজে উঠলো। বুকের ওপর থেকে বইটা সরিয়ে রাভিক জানলার সামনে এসে দাঁড়ালো। লিলির গন্ধ নিয়ে মৃদু বাতাস বইছে। উদ্বাস্তু ভিসেনফ তাঁর জানলার সামনের টব থেকে নির্জীব শুকনো কার্নেশন সরিয়ে এই লিলিগুলো বসিয়েছেন। এখন বিকেলের পড়ন্ত রোদে সারা বাড়ি ম ম করছে তারই স্নিগ্ধ গন্ধে। দূরভাষের শব্দ থেমে গেছে। যাক আজ রাতটুকু অন্তত একটু শান্তিতে ঘুমনো যাবে।

জোয়াঁ এলো রাভিক ঘুমিয়ে পড়ার পর। আলোটা জ্বালিয়ে দরজার সামনেই ও থমকে দাঁড়িয়ে রইলো। রাভিকের ঘুম ভেঙে গেলো।

অস্পষ্ট জড়ানো স্বরে জোয়াঁ জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি একা?'

'না। আলোটা নিভিয়ে সোজা কেটে পড়ো।'

প্রথমে জোয়াঁ ইতস্তত করলো। তারপর স্নান ঘরের দিকে এগিয়ে গেলো। ধীরে ধীরে কপাট দুটো ঠেলে ভেতরে উঁকি মারলো। 'মিথ্যে কথা!' খুশীতে যেন উপচে উঠলো ওর দু চোখের পেয়ালা।

'চলে যাও জোয়াঁ। আজ আমি ভীষণ ক্লান্ত।'

'ক্লান্ত! কেন?'

'আমার ভালো লাগছে না। তুমি যাও।'

'তুমি নিশ্চয়ই একটু আগে এসেছো? জানো, প্রতি দশ মিনিট অন্তর আমি তোমাকে ফোন করেছি।'

রাভিক স্তব্ধ বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। ওর মিথ্যেটা যে হাতেনাতে ধরে ফেলেছে, সে-কথা আর মুখে বললো না। শেহারাজাদে দেখা পোশাকটা জোয়াঁ পালটে এসেছে। সম্ভবত ও কোটকে ভেবেছে প্রথম শ্রেণীর কোন বেশ্যা এবং তার সঙ্গে রাত কাটাচ্ছে। কথাটা ভাবতেই রাভিক হেসে ফেললো।

জোয়াঁ রেগে গেলো। 'হাসছো যে বড়?'

'হাসছি তোমাকে দেখে।'

'কাল তোমার সঙ্গে যে বেশ্যাটা ঘুরছিলো, ও কে?'

'বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে'। রাভিক বিছনায় সোজা হয়ে বসলো।

'ওঃ বাবা! জল অনেক দূর গড়িয়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

রাভিক হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিলো। 'দেখো, এই রাত দুপুরে মিঝিমিছি আর লোক হাসিও না। তুমি নিজে বাস করছো অন্য একটা লোকের সঙ্গে, আর এমন ভঙ্গি করছো যেন ও তোমার সতীন। যাও, আর না জ্বালিয়ে আমাকে একটু একা থাকতে দাও।'

'তুমি খুব ভালো করেই জানো ওর ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যরকম।'

'নিশ্চয়ই অন্যরকম।'

'এবং এর জন্য আমি দায়ী নই। আমি সুখীও নই রাভিক।'

'সুখী তুমি জীবনে কোনদিন হতেও পারবে না।'

'তুমি তো তাই চাও। তুমি চাও না আমি তোমার কাছে আসি, তুমি চাও না আমি তোমাকে ভালোবাসি। অথচ ও আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসে। হেসো না···আমাকে ছাড়া সত্যিই ও আর কিছু চায় না, আমাকে ছাড়া ও আর কিছুই ভাবে না!'

'তাহলে এখানে এলে কেন?' সিগারেট ধরিয়ে রাভিক প্যাকেটটা আবার টেবিলে ছুঁড়ে দিলো।

'আমি জানতে চাই—তুমি ওকে ভালোবাসো কি না?'

'তাতে তোমার কি?'

'তুমি ওকে ভালোবাসো?'

'বেশ্যাকে কেউ ভালোবাসে না।'

'আমি জানি ও বেশ্যা নয়। বেশ্যা হলে আমি ওকে এখানে দেখতে আসতুম না। তুমি ওকে ভালোবাসো ?'

'আমি ক্লান্ত জোয়াঁ। আলোটা নিভিয়ে দিয়ে তুমি চলে যাও।'

'চলে যাবো বলে আমি এখানে আসিনি রাভিক। আমি তোমার কাছে থাকতে এসেছি।'

'তা হয় না জোয়াঁ। রাভিক তেতো ঠোঁটে হাসলো। 'বাতাসকে কেউ বেঁধে রাখতে পারে না। চাইলেও না। বন্দী বাতাস কেবল বিষাক্তই হয়ে ওঠে। তাছাড়া আমার সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না। জানো না ভালোবাসার সম্পর্কে। তুমি জানো—একটু একটু করে রক্তের অপ্রতিরুদ্ধ প্রবঞ্চনা কেমন করে একটা দৃশ্যালী হয়ে হয়ে ওঠে, যেখানে সব স্বপ্ন মিথ্যা, বিবর্ণ ম্লান ? রুপোলী দৃশ্যালী, সোনালী কারুকার্য করা একটা শহর, স্ফটিক-স্বচ্ছ গোলাপ, পুষ্পিত রক্তের উজ্জ্বল প্রতিফলন—কি জানো তুমি তার সম্পর্কে ? তুমি কি ভাবো এসব সম্পর্কে কিছু বলা এতই সহজ ? কি জানো তুমি মৃত রাত্রির কবন্ধ অতীত সেই অগনন কবর সম্পর্কে, সেখানে যে কেউ নিঃশব্দে এসে দাঁড়াতে পারে ? তুমি জানো কেবল তোমার কথা। তুমি ভালোবাসো সস্তা প্রমোদ, তোমার বিজয়, তোমার রক্তের উম্মাদ প্রবঞ্চনা। আর বড়ো জোর চেনো এমন কাউকে যে মরবে তোমার বুকের গভীরে, অথচ তোমার বুক থাকবে নিঃস্ব রিক্ত। কেননা কেউ তোমার বুকের মধ্যে স্বস্তিতে নিঃশ্বাস নিতে পারবে না, দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে।'

'আমি জানি, আমি বুঝি রাভিক।' জোয়াঁর মুখের রঙ এখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। ঠিক যেন আয়না, যেখানে প্রতিফলিত হচ্ছে ওর গভীর ভাবনা। 'ঠিক এমনি ভাবে বহুবার আমিও ভেবেছি। কিন্তু তুমি, তুমিই আমাকে ঠেলে দিয়েছো দূরে—তোমার জীবন, তোমার ভালোবাসা থেকে। আমি তো চলেই যাচ্ছিলুম, তুমি আমাকে টেনে আনলে। তারপর তুমিই চলে গেলে তোমার রুপোলী শহরে, তোমার ভাবনায়, আমার দিকে একবার ফিরেও তাকালে না।'

'হতে পারে।'

'তুমি তোমার নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলে, আমি পড়ে রইলুম জীবনের একপ্রান্তে।'

'হতে পারে। কিন্তু তুমি এমনই একটা চরিত্র জোয়াঁ, যার ওপর কেউ কোনদিন কিছু গড়ে তুলতে পারবে না।'

'তুমি কি কিছু গড়তে চেয়েছিলে রাভিক ?'

'না।'

মুহূর্তের জন্যে মনে হলো রাত্রির প্রশান্তি যেন আশ্চর্য একটা স্নিগ্ধতায় ভরে উঠছে। দিগন্তের ওপার থেকে ভেসে আসছে মৃদু একটা গুঞ্জরণ।

'রাভিক, রাভিক···' মিনতির মতো করুণ, কান্নার মতো আদ্র' হয়ে উঠলো জোয়াঁর কণ্ঠস্বর। আমাকে তুমি ভালোবাসো রাভিক। যদিও আমাদের দুজনকে আর কিছুতেই

একসঙ্গে কল্পনা করতে পারছি না. তবু এখানে আমাকে থাকতে দাও। আমি আর কোনদিন ফিরে যেতে চাই না রাভিক·· কোন দিনও না।'

'কিন্তু তুমি খুব ভালো করেই জানো—আজ কিংবা কাল. কিংবা একদিন না একদিন তুমি আবার ফিরে যাবেই।'

জোয়াঁর চিবুক বেয়ে তখন নেমে এসেছে জলের দুটো ধারা। অস্ফুট স্বরে ও বললো, 'হ্যাঁ. আমি জানি।'

'শুধু করুণই নয়, ভালোবাসা কখনও কখনও রক্তাক্তও হতে পারে, তাই না জোয়াঁ?'

'এ পৃথিবীতে ভালোবাসা কেবল আমাদেরই জন্যে রক্তাক্ত রাভিক। কিন্তু কেন বলো তো?'

'আমি জানি না জোয়াঁ। বোধ হয় আমাদের ধরবার মতো কিছু নেই, তাই। অনেকের অনেক কিছু থাকে—নিরাপত্তা, পিছুটান, প্রত্যয় কিংবা উচ্চাশা—ভালোবাসার আগে কোনটা না কোনটাকে নিবিড় করে আঁকড়ে ধরতে হয়। আজকের দিনে আমাদের আঁকড়ে ধরার মতো কিছু নেই, না ছোট একটা হতাশাও।' গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো রাভিক। 'কি জানি, আমাদের বোধ হয় এত ভাবাও উচিত নয়। ভাবি বলেই হয়তো দিনদিন এমন তুচ্ছ অর্থহীন হয়ে পড়ছি।'

'হ্যাঁ, রাভিক।'

রাভিক টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা আবার তুলে নিলো। বিছানায় বসতে গিয়েও সে কি ভেবে কালভাদোর বোতল আর দুটো গেলাস নিয়ে এলো বইয়ের তাক থেকে। নিঃশব্দে গেলাস দুটো ভর্তি করলো। একটা এগিয়ে দিলো জোয়াঁর দিকে।

'মেয়েটা কে রাভিক?'

'আমার রোগিনী। ইতালিতে ফিরে যাবার আগেও তুমি ওকে একবার দেখেছিলে, শেহারাজাদে তুমি তখন গান গাইতে। সে প্রায় একশো বছর আগের কথা জোঁয়া।'

জোয়াঁ কিছু বললো না। নিঃশব্দে পান করে শূন্য গেলাসটা নামিয়ে রাখলো টেবিলের ওপর।

'তুমি কি এখনও চলচ্চিত্রেই কাজ করছো?'

'হ্যাঁ। যে কোন মুহূর্তে ছেড়ে দিতে পারি। আমার আর কোন স্বপ্ন বা উচ্চাশা নেই।' জোয়াঁ সোফা থেকে তার ব্যাগটা তুলে নিলো! 'আমি যাই রাভিক।'

রাভিক কোন জবাব দিলো না. কেবল নিষ্কম্প স্থির চোখ দুটো ওর দিকে মেলে দিলো। দেখলো জোয়াঁ ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কান্নার মতো কি যেন একটা দলা পাকিয়ে উঠলো রাভিকের বুকের মধ্যে। জোয়াঁ চলে যাচ্ছে! কথাটা ভাবতেই হঠাৎ সব কিছু তার কাছে কেমন যেন অবাস্তব মনে হলো, ভেতর থেকে কে যেন হাহাকার করে উঠলো—একটা রাত্রি. কেবল আর একটি বারের জন্যে ওর নিদ্রালস মাথাটা থাকুক আমার কাঁধে, আমার বুকের স্পন্দনে মিশে যাক ওর স্পন্দন। যদিও কোমল প্রতীতির মতো এ-ও এক ধরনের ভীরু প্রবঞ্চনা। তুমি চলে গেলে

আমার, একান্ত আমার বলতে আর কিইবা থাকবে। আমার অদম্য সাহস? আমার ঝরে পড়া বিস্মৃতি? আমার উজ্জ্বলতম স্বপ্ন? আমার নিঃসঙ্গতা: আমার বিস্মরণের ধাবন্ত নদী? ও চলে গেলে এই অনিশ্চিত অন্ধকারে আমি একা একা কি করবো? কাকে নিয়ে ভাসবো হৃদয়-সাম্পান?. আমার আত্মকেন্দ্রিকতার এই নগ্ন প্রাচীর-দুর্গ যদি একান্তই ভেঙে দিলে, তবে আর আমাকে নিঃসঙ্গ ফেলে রেখে কি লাভ?

'জোয়াঁ?'

জোয়াঁ চমকে ঘুরে দাঁড়ালো। স্পন্দনহীন আশ্চর্য উজ্জ্বলতায় ওর মুখের সমস্ত রঙ যেন একসঙ্গে চলকে উঠলো। হাতের জিনিসপত্তর সব ওখানেই ফেলে রেখে জোয়াঁ চকিতে ছুটে এলো।

'রাভিক!'

বাইশ

প্রিন্স দ্য গালে-এর নির্জন টানা বারান্দা পেরিয়ে রাভিক নীচের তলায় নেমে এলো। সুন্দর সাজানো হলঘরের এক কোণে আপ্যায়কের টেবিলে ছোট একটা বেতারযন্ত্র বাজছে। দুজন ঝি ঘর-দোর ঝাড়মোছ করছে। নির্ভীক সহজ পায়ে রাভিক হলঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। হাক ফিরে আসার একদিন আগেই ঘরটা পেয়ে রাভিক মনে মনে দারুণ খুশী হয়েছে। রাস্তার ওপারের ঘড়িতে দেখলো পাঁচটা বাজে। প্যারিস তখনও ভোরের কুয়াশা জড়িয়ে ঘুমুচ্ছে।

ট্যাক্সি নিয়ে রাভিক শেহারাজাদে ফিরে এলো। মরোসো দাঁড়িয়েছিলো দরজার সামনে। ওকে দেখে সপ্রশ্ন চোখে তাকালো।

রাভিক বললো, 'নাঃ, কোন খবর নেই।'

'আমিও তাই ভেবেছি! আজ ফিরেই ও তোমাকে খবর পাঠাবে, এমন কোন মানে নেই।'

'কিন্তু আজ চোদ্দ দিন।'

'হয়তো কাল ও তোমাকে ডাকবে।'

'কাল সকালে আমাকে আবার অস্ত্রোপচার করতে হবে।'

'অত সকালে ও তোমাকে নাও ডাকতে পারে।'

রাভিক কিছু বললো না।

'তুমি বরং যদি চাবিটা আমাকে দাও, হাসপাতাল থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি ওখানে অপেক্ষা করতে পারি।'

'হাসপাতাল থেকে এগারোটার আগে ফিরতে পারবো বলে মনে হয় না।'

'ঠিক আছে, চাবিটা আমাকে দিয়ে দাও। নইলে হয়তো অস্ত্রোপচারের সময় দেখা যাবে উত্তেজনার ঝোঁকে ভদ্রলোকের অণ্ডকোষ জুড়ে দিয়েছো তার পেটের মধ্যে।'

রাভিক হেসে ফেললো। 'ভদ্রলোক নয়, ভদ্রমহিলা।'

'তাহলে অণ্ডকোষ না হয়ে ডিম্বকোষ হবে, ওই একই ব্যাপার। এখন চাবিটা আমাকে দাও তো।'

একটা ট্যাক্সি এসে থামলো। মরোসো দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে ট্যাক্সির দরজাটা খুলে একপাশে সরে দাঁড়ালো। কয়েকজন আমেরিকান্ পর্যটক শেহারাজাদের ভেতরে প্রবেশ করলো।

রাভিক রীতিমত অবাক হয়ে গেলো, 'শেহারাজাদের মতো নাম করা পানশালাতেও এ সময়ে লোক আসে?'

'এইবারের গ্রীষ্মে এই প্রথম দেখছি। শেহারাজাদ এখন তো চব্বিশ ঘণ্টাই খোলা থাকে।'

'তাই নাকি!'

'শুধু তাই নয়, ভেতরে এখন পিণ্ড-পাকানো ভিড়।' রাভিকের মুখের দিকে তাকিয়ে মরোসো চাপা চোখে হাসলো, 'জোয়াঁও তো এখন ভেতরে রয়েছে।'

'তাই কি?'

'নিশ্চয়ই। এবার দেখলুম সঙ্গে একজন বিদেশী ভদ্রলোক। দেখবে নাকি?'

'না।' যাবার জন্যে পা বাড়ালো রাভিক। আবার কি ভেবে ঘুরে দাঁড়ালো। 'তাহলে কাল দুপুরের আগে তো আর তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না, তাই না?'

'না।'

'ভাবছি আমি আজ আর প্রিন্স দ্য গালে যাবো না, হোটেল আন্তর্জাতিকেই থাকবো।'

'সেই ভালো। ওখানে যত কম লোকে আমাকে চেনে ততই তোমার কাজের পক্ষে সুবিধে।'

'তাছাড়া এখন একটু নিতান্ত না ঘুমলেই নয়।'

'তুমি কিছু ভেবো না রাভিক,' মরোসো রাভিকের কাঁধে চাপ দিলো। 'কোন প্রয়োজন হলে আমি নিজে তোমাকে হোটেলে ফোন করে জানাবো।'

'ধন্যবাদ বরিস।'

আবার সেই রাস্তা। শহর। রক্তাভ আকাশ। প্রকম্পিত আলোর মালা। পায়ে-পায়ে জড়ানো বেড়ালছানার মতো বাতাসের ব্যস্ত আনাগোনা। রাস্তার দু'ধারে অজস্র মানুষের চলমান স্রোত। অসিরির সামনে এসে রাভিক থমকে দাঁড়ালো। কয়েকজন মাতাল টলতে টলতে বেরিয়ে আসছে। মুখগুলো টকটকে লাল, চোখগুলো চক্‌চক্ করছে। পরস্পরের কাঁধ জড়িয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করতে করতে ওরা এগিয়ে গেলো। সবাই কমবয়সী জার্মান সৈনিক।

ভেতরে যাবার কোন ইচ্ছে রাভিকের ছিলো না, হঠাৎ রোলাঁর কথা মনে পড়লো।

পানশালার ভেতরে চিরাচরিত পরিচালিকার পোশাকে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে। মিশরীয় শিল্পরীতিতে গড়া দেওয়ালের গায়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সুরমূর্ছনা।

'রোলাঁ?'

'রাভিক, তুমি!' রোলাঁর মুখ দেখে স্পষ্টই বোঝা গেলো ও দারুণ খুশী হয়েছে। 'অনেকদিন এখানে আসোনি। তারপর, কি খবর বলো?'

'ভালো।'

'তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হলো।'

রাভিক হাসলো। 'কেন?'

রোলাঁ ইতস্তত করলো। 'আমি চলে যাচ্ছি রাভিক। এই সপ্তার শেষের দিকেই।'

'সে কি!'

ব্লাউজের ভেতর থেকে রোলাঁ একটা তারবার্তা বার করে রাভিকের হাতে দিলো। রাভিক পড়ে দেখলো। 'তোমার জ্যেঠিমা মারা গেছেন?'

'হ্যাঁ। আমি ফিরে যাচ্ছি। মাদামকেও বলেছি। উনি প্রথমে ছাড়তে চাননি, পরে অবশ্য রাজি হয়েছেন।'

'তাহলে অসিরি কে দেখাশোনা করবে?'

'জানেৎ।'

'তুমি তো ওখানে নিজে একটা কাফে খুলবে, তাই না?'

'হ্যাঁ। সব কিছু আমি প্যারিস থেকেই কিনছি। কিছু কিছু ইতিমধ্যেই কেনা হয়ে গেছে। গত বছরের মজুত থেকে খুব ভালো কিছু পর্দার কাপড় পেয়েছি, শতকরা তিরিশ ভাগ ওরা ছাড় দিয়েছে। এতে আমার অনেক টাকা বেঁচে যাবে রাভিক।'

'সত্যিই তোমার বুদ্ধি আছে রোলাঁ।'

রোলাঁ হাসলো। 'ভালো হয়নি, বলো?'

'খুব ভালো হয়েছে। তারপর, নিশ্চয়ই বিয়ে করছো?'

'হ্যাঁ। পুরুষমানুষ ছাড়া সত্যিকারের ব্যবসা চলে না। আমরা দুজনেই দেখা-শোনা করবো। আমি স্বামীকে শ্রদ্ধা করবো, ও-ও আমার ওপর নির্ভর করবে। কেমন হবে বলো তো?'

'খুব ভালো হবে রোলাঁ। সত্যিই তোমার দূরদর্শিতার প্রশংসা না করে পারছি না।'

রোলাঁ ব্যস্ত হয়ে উঠলো। 'তুমি কি কিছু পান করবে রাভিক?'

'না।'

'মেয়ে চাই?'

'না রোলাঁ। এমনিই ঘুরতে ঘুরতে এলুম। এক্ষুনি আবার চলে যাবো

কয়েকজন আমেরিকান হৈচৈ করতে করতে ভেতরে প্রবেশ করলো।

'আসছে বেসপতিবার আমার শেষদিন রাভিক। মাদাম সেদিন একটা ভোজ দিচ্ছেন। তোমাকে কিন্তু আসতে হবে।'

'বেসপাতিবার ?'

'হ্যাঁ।'

রাভিক মনে মনে হিসেব করে দেখলো এখনও সাতদিন বাকি। তার জীবনে সাত দিন এখন যেন সাতটা বছর। অত দিনের কথা স্পষ্ট করে সে কিছু ভাবতে পারলো না। তবু বললো, 'নিশ্চয়ই আসবো। কোথায় হবে,বলো ?'

'এখানে। সন্ধ্যে ছটায়।'

'ঠিক আছে আমি আসবো। আজ চলি রোলাঁ।'

'এসো রাভি শুভরাত্রি।'

অস্ত্রোপচারের তন্ময় মুহূর্তগুলোতে রাভিকের একবারও মনে পড়েনি, মনে পড়লো অস্ত্রোপচারের কাজ প্রায় শেষ হয়ে আসার মুহূর্তে, একেবারে আচম্বিতে। যেন তার অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে ভাবনাটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো বুকের মধ্যে। প্রথমে সে ঠিক বুঝতে পারেনি, বুঝতে পারলো উর্জেনির অবাক চোখের দৃষ্টি দেখে। আর তখনই তার মনে হলো—হ্যাঁ, হাতটা যেন মৃদু কাঁপছে। তবু ভাবনাটাকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে রেখে নিজেকে আপ্রাণ সংযত করে সে কাজ করে যাওয়ার চেষ্টা করলো।

সামান্য রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়া বন্দী-শিরাগুলোকে আবার যথাস্থানে বসিয়ে রাভিক নিপুণ হাতে চুঁচে ফোঁড় দিলো। হাতটা তখনও মৃদু কাঁপছে। বগলের নিচ দুটো ঘেমে উঠছে। শুকিয়ে আসছে গলার ভেতরটা। হঠাৎ কেন জানি পপি ফুলে ফুলে ছাওয়া ফ্লেনজারসের বিস্তীর্ণ সেই প্রান্তরের কথা তার মনে পড়ে গেলো। গোলাপের মতো টকটকে লাল পাপি। সূর্যাস্তের রাঙা আলোয় সারা প্রান্তর যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে। আর তার মাঝে, জীবন-মৃত্যুর এক প্রান্তে, সংজ্ঞাহীন আহত অবস্থায় সে পড়ে রয়েছে নিঃসঙ্গ একা। .বোধ হয় সেদিনের সে-তিক্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে আজকের এই অনুভূতির একটা মিল রয়েছে।

'কি ব্যাপার রাভিক, তোমার কি কিছু হয়েছে ?' ডাক্তার ভেবর উদ্বিগ্ন চোখে তাকালেন।

'কই, না তো।' রাভিক এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলো। আর ঠিক তখুনি আর একবার অনুভব করলো উর্জেনির সেই মর্মভেদী কঠিন চোখের দৃষ্টি।

'কাঁচি।'

উর্জেনি কাঁচিটা এগিয়ে দিলো।

ভেবর এগিয়ে এলেন। 'অপারেশন কি হয়ে গেছে ?'

'হ্যাঁ।'

'ট্রলি।'

হাতের পাতলা দস্তানা দুটো ছুঁড়ে দিয়ে রাভিক সোজা কলঘরে চলে এলো। হাত-টাত মুছে যখন ফিরে এলো, অন্য একজন নার্স তার সাদা ঢিলে পোশাক-আচ্ছাদনীর

ফিতেগুলো খুলে দিলো। ভেবর তার দু ঠোঁটের মাঝে একটা সিগারেট গুঁজে দিয়ে নিজেই ধরিয়ে দিলেন।

রাভিক জিজ্ঞেস করলো, 'আপাতত আর কিছু করার নেই তো ?'

'না। চলো, ও ঘরে গিয়ে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিই।'

'আজ নয়। আমার একটু বিশেষ তাড়া আছে। আমি চলি ভেবর।'

রাভিক আর দাঁড়ালো না। তরতর করে নীচে নেমে এলো। সামনেই একটা খালি ট্যাক্সি দেখে দাঁড় করালো।

'ওতল প্রিন্স দ্য গালে। জলদি।'

তার মনে হলো কয়েকদিন ব্যস্ত থাকবে, কথাটা আভাসে ইঙ্গিতে ভেবরকে জানাতে পারলে ভালো হতো। পরমুহূর্তেই আবার মনে হলো কাউকে কিছু ঘুণাক্ষরে না জানানোই শ্রেয়। কিন্তু এভাবে অস্ত্রোপচারের সময় যদি মনে হয় যে হাক যেকোন মুহূর্তে ওকে ফোন করতে পারে, তাহলে সে কেমন করে নিজেকে স্থির রাখবে ?

'হ্যাঁ, বেঁধে বেঁধে।'

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে সে দ্রুত পায়ে হোটেলের অভ্যর্থনা ঘরটা পেরিয়ে এলো। স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক লিফটে চড়তেই মনে হলো অন্তহীন এই ওঠার বুঝি আর শেষ নেই। তেতলার টানা বারান্দা পেরিয়ে রাভিক নিজের ঘরের চাবি ঘোরালো। সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে ক্লান্ত হাতে গ্রাহকযন্ত্রটা তুলে নিলো। 'ভান হর্ন কথা বলছি। কেউ কি আজ আমাকে খুঁজেছিলেন ?'

'এক মিনিট, মঁসিয়ে।'

রাভিক অপেক্ষা করে রইলো। একটু পরে ওপার থেকে ভেসে এলো আপ্যায়কের ভরাট কণ্ঠস্বর। 'না, মঁসিয়ে।'

'ধন্যবাদ।'

দুপুরে মরোসো এলো। 'তুমি কিছু খেয়েছো ?'

'না। আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি। ভেবেছি দুজনে এক সঙ্গে এখানে খাবো।'

'বাঁদর !' মরোসো দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠলো। 'নইলে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সুবিধে হবে কেন। অসুস্থ না হলে কেউ প্যারিসে তার ঘরে বসে খায় না। আমি খেয়ে এসেছি, তুমি নীচে গিয়ে খেয়ে এসো। আমি অপেক্ষা করছি। যদিও এসময়ে কেউ ফোন করবে না, তবু যদি করে আমি ধরবো। নম্বর চাইবো, বলবো আধ ঘন্টার মধ্যে তুমি ফিরে আসবে।'

'আধ ঘন্টার মধ্যেই আমি ফিরে আসবো।'

'তাড়াহুড়ো করার কোন দরকার নেই। যত খুশি সময় নিও। আর নিজের ওপর আস্থা রাখার চেষ্টা কোরো। তুমি কি ফুকেতে যাচ্ছো ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ভুভরা সাঁইত্রিশ দিতে বোলো। আমি এইমাত্র খেয়ে আসছি…সত্যি, দারুণ।'

রাভিক নীচে নেমে এলো। রাস্তা পেরিয়ে রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করলো। ভেতরে এখন রীতিমত ভিড়। চারদিকে ঘুরে ঘুরে সে চোখ বুলিয়ে নিলো। না, হাক ওখানে নেই। আভেনু্য পঞ্চম জর্জের দিকের একটা খালি চেয়ার পেয়ে রাভিক মনে মনে খুশী হলো। পরিচারক পরিষ্কার টেবিলটা ঝাড়ন দিয়ে আর একবার মুছে দিলো। রাভিক ওকে বিউফ আলামোদ, স্যালাড, পনীর আর ভুভরা সাঁইত্রিশের একটা বোতল দিতে বললো।

দরজার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে ধীরে ধীরে আহার্যগুলো শেষ করলো। পানীয়ের স্বাদটা সত্যিই চমৎকার! খুব কড়া নয়, অথচ মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রীতে রঙিন একটা আমেজ সৃষ্টি করছে। এর জন্যে মনে মনে মরোসোকে এক প্রস্থ ধন্যবাদ না দিয়ে পারলো না। সূর্যের কড়া আলোয় পাতলা স্বচ্ছ কাঁচের গেলাসটা মেলে ধরে রাভিক নিঃশব্দে পান করলো। বাইরে তাকিয়ে দেখলো বিজয়-তোরণের ওপর ঢেউ-খেলানো নির্মেঘ ধূসর আকাশ। বহু দূরে, একেবারে মেঘের বুক ছুঁয়ে ছোট্ট একটা শঙ্খচিল পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে। গরম এক পেয়ালা কফি শেষ করার পর রাভিক মন্থর হাতে সিগারেট ধরালো, তারপর অনেকক্ষণ গা এলিয়ে চুপচাপ বসে রইলো। শেষে একসময় প্রিন্স দ্য গালে ফিরে এলো।

মরোসো এতক্ষণ বিছানায় চিৎপাত হয়ে শুয়েছিলো, রাভিককে দেখে উঠে বসলো। 'ভুভরা পেয়েছিলে?'

'পেয়েছিলুম। সত্যিই, ভারি চমৎকার।'

'এখন কি করবে?'

'সেই তো ভাবছি।'

'দাবা খেলবে?'

'হলে তো ভালোই হতো, কিন্তু পাবে কোথায়?'

মরোসো চোখ মিটমিট করে হাসলো। তারপর পকেট থেকে টেনে বার করলো ভাঁজ-করা দাবার বোর্ড। নীচু টেবিলটা টেনে আনলো সোফা আর চেয়ারের মাঝখানে। টেবিলে বোর্ডটা পেতে ঘুঁটিগুলো সাজিয়ে ফেললো।

'এসো। কি নেবে—সাদা না কালো?'

'সাদা।' সিগারেটের প্যাকেটটা টেবিলের পাশে রেখে রাভিক সোফায় এসে বসলো। 'আমার মনে হচ্ছে, ছাড়পত্র ছাড়াই চার-পাঁচদিন এখানে কাটিয়ে দিতে পারবো।'

'কেন, ছাড়পত্রের জন্যে কেউ তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছে নাকি?'

'না, এখনও করেনি।'

'চার-পাঁচদিনের জন্যে কেউ জিজ্ঞেসও করবে না।'

'তবু ভেবেছি রাত্তিরে এখানে থাকবো না।'

'না থাকাই ভালো। আচ্ছা, হোটেলের খাতায় তুমি কি নাম লিখিয়েছো? আমেরিকান?'

'না। উৎরেচের একজন ডাচম্যান হিসেবে। কেননা নামটার আমি সামান্য একটু রদবদল করেছি। ভান হ্যান, ভন হুন নয়। হ্যাক যদি ডাকে অনেকটা একই রকম শোনাবে।'

মরোসো হাসলো। 'নাঃ, তুমি আটঘাট বেঁধেই নেমেছো বলে মনে হচ্ছে।'

'অবশ্যই। এখানকার কাজ হাঁসিল হলেই দেখবে ভান হর্নও হাওয়া হয়ে গেছে।'

'কিন্তু তার আগে তোমার কিস্তি সামলাও।'

'অত সস্তা নয় ভায়া···মাত।'

মরোসো ফ্যাল ফ্যাল করে বোর্ডের দিকে তাকিয়ে রইলো।

সাড়ে আটটা পর্যন্ত খেলার পর মরোসো উঠে পড়লো। 'আজ আমি চলি রাভিক। তুমি নিশ্চয়ই আরও খানিকক্ষণ এখানে থাকছো?'

'হ্যাঁ।'

'ওহো, বলতে ভুলেই গেছি,' মরোসো পকেট হাতড়ে একটা চাবি বার করলো। 'এটা তোমার গাড়ির চাবি। নীল রঙের ট্যালবট। আমার পরিচিত একটা গ্যারেজ থেকে পনেরো দিনের জন্যে ভাড়া নিয়েছি।'

'অপূর্ব!'

'চালবার সময় সব সময় জানলা খুলে রাখবে।'

হঠাৎ সকালের সেই ছবিটা রাভিকের মনে পড়লো, আর মনে হতেই চকিতে সবকিছু তার চোখের সামনে কেমন যেন অবাস্তব মনে হলো। ঠিক অবাস্তব নয়, মনে হলো চলচ্চিত্রে দেখা রোমাঞ্চকর কোন কাহিনী কিংবা স্বপ্নের মতো।

'গাড়ির এই কাগজপত্রগুলোও রেখে দাও। কাজ মিটে গেলে শাম্প এলিসের গ্যারেজে আমার নামে গাড়িটা জমা দিয়ে দিও।'

'ধন্যবাদ বরিস।'

'আর কোন প্রয়োজন হলে শেহারাজাদে আমাকে ফোন কোরো।'

'ঠিক আছে। তুমি কিছু ভেবো না।

'শুভরাত্রি রাভিক।'

'শুভরাত্রি।'

মরোসোর পেছনে দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই ঘরটা কেমন যেন নির্জন আর অপরিচিত মনে হলো। হাওয়ায় জানলার কারুকার্য-করা নীল পর্দাগুলো মৃদু দুলছে। একা ঘরে নিজেকে রাভিকের মনে হলো ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রে বিধ্বস্ত কোন নাবিকের মতো।

তেইশ

তখনও ভালো করে ভোর হয়নি। নিশান্তিকার মিষ্টি একটা আমেজ জড়িয়ে রয়েছে প্যারিসের সর্বাঙ্গে। বাউলের গেরুয়া আংরাখার মতো হালকা একটা রঙের ছোপ লাগতে শুরু করছে পূর্বদিগন্তে। রাভিক নিপুণ হাতে নীল ট্যালবটটাকে গাড়ি-দাঁড়ানোর জায়গা থেকে বার করে আনলো প্রিন্স দ্য গালের উন্মুক্ত আঙিনায়। তারপর মৃদু গুঞ্জন তুলে বড় একটা মোচড় নিয়ে সোজা এসে পড়লো রাজপথে।

নির্জন ফাঁকা পথে রাভিক গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলো। হঠাৎ করেই তার মনে হলো সত্যিই কি এসবের কোন প্রয়োজন ছিলো? হাক হয়তো বীরগাথার এই ক্ষুদ্র উপাখ্যানটুকু অনেক আগেই ভুলে গেছে, কিংবা আদৌ প্যারিসে ফেরেনি। আর যদি ফিরেও থাকে হয়তো অন্য কোন কাজে আটকে পড়েছে।

মরোসোকে শেহারাজাদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রাভিক গাড়িটাকে রাস্তার একধারে এনে দাঁড় করালো। তারপর হালকা পায়ে হাসতে হাসতে মরোসোর সামনে এসে দাঁড়ালো।

'সুপ্রভাত বরিস।'

'সুপ্রভাত রাভিক। আমার টেলিফোনের খবর তুমি পাওনি?'

'কই, না তো!'

'মিনিট পাঁচেক আগে তোমাকে হোটেল আন্তর্জাতিকে ফোন করেছিলুম। চারজন জার্মান পর্যটক ভেতরে প্রবেশ করেছে। ওদের মধ্যে একজনকে দেখতে ঠিক···'

'কই কোথায়?'

'অর্কেস্ট্রার ঠিক পাশের টেবিলে ওরা চারজনেই একসঙ্গে বসে পান করছে। তুমি ইচ্ছে করলে দরজার কাছ থেকেই ওদের লক্ষ্য করতে পারো।'

'দাঁড়াও দেখে আসি।'

'শোনো, দরজার পাশের ছোট টেবিলটায় বোসো। ওটা আমি এখনও পর্যন্ত ফাঁকা রেখেছি।'

ধন্যবাদ বরিস।'

ভারি পাল্লা ঠেলে রাভিক ভেতরে প্রবেশ করলো। সারা ঘর অন্ধকার কেবল মঞ্চে রুপোলী একটা আলো ঘুরছে। কে যেন গীটার হাতে মঞ্চে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান গাইছে। অর্কেস্ট্রার ঠিক পাশের টেবিলটা রাভিক লক্ষ্য করে দেখলো। কিন্তু আবছা কয়েকটা ছায়ামূর্তি ছাড়া স্পষ্ট করে সে কিছুই দেখতে পেলো না।

দরজার পাশের ছোট ফাঁকা টেবিলটায় রাভিক বসলো। মৃদুলয়ে বাজছে অর্কেস্ট্রা। সমুদ্রবেলায় আছড়ে পড়া ঢেউ-এর মতো ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে জিপসি সংগীতের মিষ্টি একটা সুরমূর্ছনা···'যৌবন যে পাখিরই মতো অশান্ত চঞ্চল!'

রাভিক চোখ বুজিয়ে মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে দিলো। তার কাছে এই প্রতীক্ষা অসহ্য বলে মনে হলো। গান শেষ হতে করতালির শব্দে তার চমক ভাঙলো। সোজা হয়ে বসে রাভিক তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালো। ঘরের আলো ততক্ষণে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। কিন্তু ওদের চারজনের কেউই হাক নয়। হঠাৎ নিজেকে তার ভীষণ ক্লান্ত আর কেমন যেন ঘুমের ঘোরে মাতালের মতো মনে হলো। ঠিক মাতাল নয়, ছেলেবেলায় দেখা চোঙের মধ্যে চোখ রেখে সেই বিচিত্রদৃক্‌ৎ-এর মতো মনে হলো, সে যেন নানা রঙের বর্ণালী আর বিচিত্র সব মূর্তি দেখছে।

উদ্দাম নৃত্যসংগীতের সঙ্গে সারা মঞ্চ জুড়ে এখন নানা রঙের আলোগুলো দ্রুত ঘুরছে, আর তার সঙ্গে কয়েক জোড়া তরুণ-তরুণী। হঠাৎ করেই রাভিকের চোখ পড়লো জোয়াঁর ওপর। কামনা-বিদ্ধ তৃষিত মুখটা পেছন দিকে একটু হেলানো, ঠোঁটদুটো ঈষৎ উন্মুক্ত, মাথাটা পুরুষের কাঁধের ওপর আনত। রাভিক ব্যথিত বা মর্মাহত হলো না, বুকের ভেতরটা তার দাউ দাউ করে জ্বলেও উঠলো না। নিজেকে কেবল ক্লান্ত, ক্লান্ত, পাহাড়ের মতো ক্লান্ত আর স্থবির মনে হলো। দ্রুত লয়ে ঘুরে চলেছে মঞ্চের আলো—লাল, নীল, হলদে, সবুজ। আ-যৌবন তৃষিত ক্ষুধায় যেন অরণ্য জ্বলছে আর তার গভীরে উদ্দাম নেচে চলেছে পৃথিবীর যত আদিম মানব-মানবী। মাঝে মাঝে খসে পড়ছে তারাদের চুমকি।

রাভিক এতক্ষণ নিজেকে শক্ত করে ধরে রেখেছিলো, এবার উঠে পড়লো পয়সা মিটিয়ে দেবার জন্যে পরিচারককে ডাকলো। 'বিলটা নিয়ে এসো।'

'আপনার বিল তো নেই মঁসিয়ে।'

'কেন?'

'আপনি তো কিছু পান করেননি।'

'ও হো, তাই তো!'

পরিচারককে বখশিশ দিয়ে রাভিক বাইরে বেরিয়ে এলো।

'পেলে কিছু?' মরোসো উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'না।'

মরোসো ঠোঁট টিপে হাসলো। 'কিচ্ছু না?'

রাভিক স্থির চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো। 'না।'

'ঠিক আছে। তুমি এখন প্রিন্স দ্য গালে গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও। আমি দুপুরে তোমার সঙ্গে ওখানে দেখা করবো।'

'ঘুম আমার আসবে না বরিস।'

'তবু একটু চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?'

অসিরি থেকে একটু দূরে, রাস্তার এক কোণে রাভিক গাড়িটা দাঁড় করালো। প্রথমে ভেবেছিলো হোটেলে ফিরে মুখ হাত পা ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে কয়েক ঘণ্টা

ঘুমবে। কিন্তু এখন মনে হলো গলাটা একটু না ভিজিয়ে নিলেই নয়। আজ সোমবার। গণিকালয়গুলো বন্ধের দিন। আঁসিরিতে নিশ্চয়ই এত ভোরে ভিড় হবে না। আর সত্যিই তখন ভেতরে কেউ ছিল না। দারোয়ান বা রোলাঁকে আশে-পাশে কোথাও দেখতে না পেয়ে রাভিক অবাক হলো। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলো মিশরীয় কারুকার্য-করা দেওয়ালের উলটো দিকে, ঘরের একেবারে শেষ প্রান্তে একজন লোক তার দিকে পেছন ফিরে বসে রয়েছে তার দু-পাশে দুটি মেয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে গল্প করছে। ওদের জড়ানো কণ্ঠস্বর শুনে রাভিক বুঝলো সম্পূর্ণ মাতাল। লোকটির এক হাতে মদের বোতল, অন্য হাতে একটি মেয়ের স্তন নিয়ে খেলা করছে। এক পাশ থেকে লোকটির মুখের সামান্য একটা অংশ চোখে পড়তেই রাভিক চমকে উঠলো। শুধু চমকে নয়, সমস্ত রক্তস্রোত যেন এক সঙ্গে চলকে উঠলো তার দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরায়। হাককে চিনতে তার কোন অসুবিধে হলো না।

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ওঠার আগেই রাভিক দেখলো রোলাঁ মুখ মুছতে মুছতে তার দিকে এগিয়ে আসছে। রাভিক চট করে দরজার কাছ থেকে সরে এসে টুপি রাখার ঘরটায় এসে দাঁড়ালো।

'কি ব্যাপার রাভিক, আজ আমাদের বন্ধের দিন।'

'আমি জানি। সে জন্যে আসিনি রোলাঁ।'

'তাহলে?'

'আমি তোমার পার্টির দিনটা কবে ভুলে গিয়েছিলাম। বেসপতিবার না শুক্রবার ঠিক মনে করতে…'

'বেসপতিবার রাভিক। তুমি আসছো তো?'

'নিশ্চয়ই, কি যে বলো…দেখো, ঠিক সময়ে এসে হাজির হবো। আজ চলি, কেমন?'

'কিছু পান করবে না?'

'আজ থাক।'

রাভিক তার গাড়িতে ফিরে এলো। গভীর স্পন্দনে তখনও তার বুকটা দ্রুত ওঠা-নামা করছে, যেন কারা তার রক্তের কল্লোলে কথা বলছে। নিজেকে সে আপ্রাণ ধরে রাখার চেষ্টা করলো। প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরালো। দীর্ঘ কয়েকটা টান দিয়ে রাভিক ধোঁয়াটা চালান করে দিলো ফুসফুসের মধ্যে, তারপর ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়লো। এমন ভঙ্গিতে সে ধোঁয়াটা ছাড়লো যেন ছাড়া উচিত কি না তখন পর্যন্ত সে স্থির নিশ্চিত হতে পারেনি।

ভোরের আলো তখনও ভালো করে ফোটেনি। দূরে সারি সারি রাস্তায় বাতিগুলো একচক্ষু দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাভিক তার নীল ট্যালবটটাকে আরও খানিকটা পেছিয়ে এনে অপেক্ষা করলো। নিজের স্নায়ুগুলোকে সচেতন রাখার জন্যে আর একটা সিগারেট ধরালো।

'ট্যাক্সি !'

জড়ানো, অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে রাভিক চমকে উঠলো। দেখলো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাক তার দিকে হাত নাড়ছে।

সিগারেটটা ছুঁড়ে দিয়ে রাভিক ধীরে ধীরে গাড়িটাকে ওর সামনে নিয়ে এলো।

'ট্যাক্সি ?'

'না।' রাভিক জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালো। 'এ সময়ে ট্যাক্সি এখানে পাবেন না। আরে! কি আশ্চর্য!' রাভিক জার্মান ভাষায় আন্তরিক ভঙ্গিতে উচ্ছল হয়ে উঠলো। 'আপনি···মানে আপনাকে তো আমি চিনি!'

'নিশ্চয়ই, আমিও।' অবাধ হাসিতে প্রসন্ন হয়ে উঠলো হাকের সারা মুখ। 'আপনি তো হের ভন···ভন···'

'হুর্ন।'

'ঠিক···ঠিক, হের ভন হুর্ন। কি অদ্ভুত যোগাযোগ! তারপর এ ক'দিন কোথায় ছিলেন বলুন তো ?'

রাভিক অবাক হলো। 'কেন, প্যারিসে? আপনি এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন আমি ভাবতেই পারিনি।'

'আমি বহুবার ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। ওরা আপনার কোন খবরই দিতে পারলো না। আপনি কি এর মধ্যে হোটেল পালটেছেন ?'

'না তো! সেই প্রিন্স দা গালেই আছি।' রাভিক পেছনের দরজাটা খুলে দিলো। 'আসুন, আপনাকে পৌঁছে দিই।'

'প্রিন্স দা গালে! ঈশ্, কি বোকা আমি!' হাকের থমথমে লাল মুখটা ভোরের রাঙা আলোয় এখন ঝকঝক করছে। 'আর আমি কিনা বার বার জর্জ ফাইভে ফোন করে গেছি।' হাক হাসলো। 'হ্যাঁ, এখন আমার মনে পড়েছে···ঠিক, আপনি প্রিন্স দা গালের কথাই বলেছিলেন বটে।'

রাভিক মনে মনে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। যে কেউ এসে পড়তে পারে, বিশেষ করে অসিরির মেয়েরা। রাভিককে চনমন করতে দেখে হাক চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি এখানেই এসেছিলেন নাকি ?'

রাভিক ইতস্তত করলো, হ্যাঁ···মানে, এই একটু···কিন্তু আজ সোমবার আমার মনেই ছিলো না।'

'তাছাড়া এখন বন্ধও হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ। ভাবছি অন্য কোথাও যাবো।'

'এ সময়ে কি খোলা পাবেন ?'

'নিশ্চয়ই।' রাভিক বোদ্ধার ভঙ্গিতে হাসলো। 'প্যারিসের প্রথম শ্রেণীর বেশ্যা-খানাগুলো তো শুরু হয় ঠিক এই সময় থেকে। সেগুলো অবশ্য সাধারণ পর্যটকদের জন্যে। দাম যেমন হাঁকে, মালও তেমনি··দেখলে একবার চোখ ফেরানো যাবে না।'

'তাই নাকি? তাই নাকি? বাঃ, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে তাহলে তো বেশ

ভালোই হলো। হাক ভেতরে প্রবেশ করে দরজাটা বন্ধ করে দিলো। দু ঠোঁটের মাঝে একটা সিগারেট রেখে এ পকেট ও পকেট হাতড়ে দেশলাই খুঁজলো।

রাভিক ঘাড় ঘুরিয়ে দু'হাতের আড়ালে লাইটার জেবলে হাকের দিকে এগিয়ে ধরলো। হাক সামনের দিকে ঝুঁকে সিগারেটটা ধরিয়ে নিলো। তারপর আবার পেছনের আসনে গা এলিয়ে দিয়ে গলগল করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো।

'ধন্যবাদ হের ভন হর্ন। সত্যি আপনাকে দেখে খুব খুশী হয়েছি।'

'আমিও হের ভন হাক। হঠাৎ করে আপনার সঙ্গে এভাবে দেখা হয়ে যাবে আমি আশা করিনি।'

মসৃণ পথ বেয়ে গাড়ি তখন তীরবেগে ছুটে চলেছে।

'সত্যি, প্যারিস একটা অদ্ভুত জায়গা।'

'নিশ্চয়ই।'

বেশ কিছুটা বিরতির পর হাক জিজ্ঞেস করলো, 'আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?'

'মুলারুজে।'

'সেটা আবার কি?'

'বিচিত্র অভিজ্ঞতার খোঁজে যেখানে শৌখিন মেয়েরা যায়।'

'কি রকম, কি রকম!' হাক তার আসনে সোজা হয়ে বসলো।

'প্রোষিতভর্তৃকা কাকে বলে জানেন?'

'শব্দটা শুনেছি, কিন্তু মানেটা ঠিক মনে করতে...'

'যে সব স্ত্রীদের স্বামী বিদেশে থাকেন, তারা তো বটেই—যাদের স্বামীরা বৃদ্ধ, অথর্ব বা অক্ষম, সেইসব আধুনিকারা এখানে পুরুষ সঙ্গী খুঁজতে আসে। ঠিক যে অর্থের প্রয়োজনে তা কিন্তু নয়, আসে নিজেদের যৌন তৃপ্তির তাগিদে।'

'তাই নাকি? ভারি মজার ব্যাপার তো!'

'বয়ায় কয়েকটি বাড়ি আছে, আমি নিজে জানি, বেশ সুন্দর সাজানো গোছানো... হঠাৎ করে দেখলে মনে হবে ঠিক যেন নিজের বাড়ির মতো।' শান্ত স্বরে খুব ধীরে ধীরে রাভিক বলে চললো। যেন মুগ্ধ এক পর্যটককে প্রাচীন স্থাপত্য সম্পর্কে অনর্গল বুঝিয়ে চলেছে অভিজ্ঞ কোন পথপ্রদর্শক। নিজেকে শক্ত করে ধরে রাখার এর চাইতে সহজ উপায় রাভিকের জানা ছিলো না। 'সত্যি, সে আপনি ভাবতেই পারবেন না।'

হাক দরাজ গলায় হাসলো। 'নাঃ, এসব ব্যাপারে আপানার অভিজ্ঞতার কোন তুলনাই হয় না।'

রাভিক হাসলো। কোন কথা বললো না।

'ওহো, আপনাকে বলতে ভুলে গেছি, হের ভন হর্ন। আজ সকাল সাতটা ত্রিশের ট্রেনে আমাকে ফিরে যেতে হবে। তার মধ্যে গার দু নরে পেঁছতে পারবো তো?'

'খুব।' রাভিক ঘড়ি দেখলো। 'এখনও দু-ঘণ্টা বাকি! স্টেশনে পেঁছোনোর আগে হোটেলে যাবেন কি?'

'না। আমার জিনিসপত্র সব স্টেশনেই আছে! কাল বিকেলেই আমি হোটেল ছেড়ে দিয়েছি।' হাক হাসলো। 'বুঝতেই পারছেন বৈদেশিক মুদ্রার জন্যে…'

'তা তো বটেই।' রাভিক আন্তরিক হবার ভান করলো। শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরে গাড়ির গতি আরও বাড়িয়ে দিলো। মনে মনে ভাবলো এই একমাত্র সুযোগ।

ভোরের ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় হাক তখন ঝিমুচ্ছে। আসনের এক কোণে নিজেকে এলিয়ে দিয়েছে। ভারি মাথাটা মৃদু দুলছে, চোখের পাতাদুটো বন্ধ। গাড়ি তখন বয়ার নির্জন প্রান্তরে প্রবেশ করছে। নীচে চাকার অস্পষ্ট শব্দ, ইঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন ছাড়া আর কোথাও কোন শব্দ নেই। খোলা জানালা দিয়ে মৃদুল হাওয়ায় ভেসে আসছে আকাসিয়ার মিষ্টি গন্ধ। ঘাসে ঘাসে টলটল করছে ভোরের শিশির। ঘুমন্ত মাঠ গ্রাম পেরিয়ে রু দ্য মাদ্রিদ, রু দ্য লা পোর্ট সেন্ট জেমস্ ছাড়িয়ে রাভিক রু দা নুয়েলি ধরে হু হু করে ছুটে চললো।

হঠাৎ নাকে এলো নদীর ঝাঁঝালো গন্ধ। সেইনের মৃদু কলতান। নদীর উঁচু পাড় থেকে দেখলো বড় বড় দুটো বজরা পাশাপাশি ভেসে চলেছে। শোনা যাচ্ছে মাঝি-মাল্লাদের ভাটিয়ালি। রাভিক প্রথমে ভেবেছিলো এখানেই কাজ সারবে। কিন্তু অসম্ভব। যে হারে বজরা দুটো এগুচ্ছে, বুলভার দ্য লা সেইন পেরুতে হয়তো এক ঘন্টাই লেগে যাবে। উঁচু পাড় ধরে খানিকটা এগুবার পর, হঠাৎ সামনের আয়নায় দেখলো হাক জেগে উঠেছে। অপলক চোখদুটো ওর স্থির তাকিয়ে রয়েছে তারই দিকে। সমুদ্র নীল স্বচ্ছ কাচের মতো চোখের মণিদুটো চিকচিক করছে।

রাভিক ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ঘুম ভাঙলো?'

সেই মুহূর্তে হাক কোন জবাব দিলো না। এতটুকু নড়লো না বা চোখের পলক ফেললো না। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে কেবল রাভিকের দিকে তাকিয়ে রইলো।

'আমরা এখন কোথায়?' হাকের কণ্ঠস্বরে এখন আর কোন জড়তা নেই।

'বুলভার দ্য লা সেইনের কাছে।'

'কতক্ষণ আমরা গাড়িতে চড়েছি?'

'দশ মিনিট।'

'তার চাইতেও বেশি।'

'হতে পারে।'

'ঘুমিয়ে পড়ার আগে আমি ঘড়ি দেখেছি। আধ ঘন্টা হয়ে গেছে।'

'তাই নাকি! তাহলে আমি হয়তো খেয়াল করিনি।'

'গাড়ি ঘোরান।'

'এখনই?'

'হ্যাঁ।'

হাক এখন আর মাতাল নয়। মুখের চেহারা ওর সম্পূর্ণ বদলে গেছে। গেস্টাপোর চোরাকুঠরিতে দেখা, আতঙ্কিত তার দুর্লভ স্মৃতির মধ্যে গাথা সেই মুখটা এখন

রাভিক আর একবার স্পষ্ট দেখতে পেলো। আর তখনই তীব্র ঘৃণা, একটা ক্রোধ পাকিয়ে পাকিয়ে উঠলো তার পেশীর মধ্যে। অস্পষ্ট ধূসর আলোয় আবছা ভেসে উঠলো একটা নির্যাতনকক্ষ। হাতদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা···সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত··· রক্তের গন্ধ, ঘাম, যন্ত্রণা আর একরাশ দুঃসহ বীভৎস আতঙ্ক···

'এত তাড়াতাড়ির কি কোন দরকার ছিলো ?' হ্যাকের মুখটা আর একবার দেখার জন্যে রাভিক ঘাড় ঘোরালো।

'হ্যাঁ। ফেরার আগে কয়েকটা কাজ সেরে নিতে হবে। তখন আমার মনে ছিলো না। আপনি বরং ফিরেই চলুন।'

গত সপ্তাহে বেশ কয়েকবার রাভিক এ পথে যাওয়া-আসা করেছে। বয়ার প্রতিটি পথ তার খুব ভালো করে জানা। বাঁ-হাতি সরু একটা পথে সে গাড়ি ঘুরিয়ে নিলো।

'আমরা কি এখন ফিরে যাচ্ছি।'

'হ্যাঁ।'

গাছ-গাছালির ঘন ছায়ার ফাঁকে প্রথম সূর্যের আলো তখনও ঝিকমিক করছে। চিকন পাতায় পড়েছে ভোরের নরম রোদ। দু'পাশের ঘন ঝোপঝাড় থেকে শোনা যাচ্ছে পাখপাখালির গান। সিগারেট ধরাতে গিয়ে রাভিক আয়নায় দেখলো হ্যাকের একটা হাত পৌঁছেছে দরজার হাতলে, ধূর্ত বনবেড়ালের মতো সতর্ক ভঙ্গিতে ও অপেক্ষা করছে। মরোসোকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভাগ্যিস তার এই ট্যালবটটা ডান-হাতি চালাতে হয়! বাঁ হাতে শক্ত করে স্টিয়ারিং চেপে রাভিক খুব বড় একটা বাঁক নিলো এবং বাঁক নেওয়ার সময় ইচ্ছে করে বাঁদিকে হেলে পড়ার ভান করলো।

পরমুহূর্তেই গাড়ি মসৃণ চওড়া পথে এসে পড়লো. সঙ্গে সঙ্গে রাভিক প্রাণপণ শক্তিতে পা দিয়ে ব্রেক কষলো। তীব্র কর্কশ আর্তনাদ করে গাড়িটা প্রচন্ড ঝাঁকুনি দিলো। টাল সামলাতে না পেরে হ্যাক সামনের দিকে ঝুঁকে এসেই আবার পেছনের আসন আর দরজার কোণে আছড়ে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে রাভিক চোখের পলক পড়ার আগেই ওর চিবুকের নীচে গলার ঠিক মাঝখানে গুলি চালালো।

আকাশ-কাঁপানো অন্তিম কোন আর্তনাদ নয়, কেবল অস্ফুট একটা ধ্বনি ছাড়া আর কোন শব্দই প্রতিধ্বনিত হয়নি বাতাসে। গুলির শব্দটাও তলিয়ে গিয়েছিলো ব্রেক কষার তীব্র কর্কশ আর্তনাদে। এমনকি হ্যাক হাত-পা পর্যন্ত ছোঁড়েনি, দরজার এক কোণে শুধু বুড়ো বেবুনের মতো তালগোল পাকিয়ে পড়েছিলো।

আড়চোখে একবার তাকিয়ে রাভিক পায়ের চাপ আলগা করে দিলো। তারপর চকিতে আবার ঝড় উড়িয়ে হু হু করে ছুটে চললো। না, ব্রেকের শব্দও কারুর কানে পৌঁছয়নি, কেবল পাখিরা গান ভুলে একবার চমকে উঠেছিলো। দু-মুখো দুই রাস্তার মোড়ে এসে রাভিক গাড়ি থামালো। ইঞ্জিন থামিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো, তারপর সামনের হুড খুলে এদিক ওদিক তাকালো। কোথাও কেউ নেই। চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। নিজের উষ্ণ রক্তে স্পন্দনও বুঝি তার কানে বাজছে। অদূরে ঝোপঝাড়ের

আড়াল থেকে ভেসে আসছে নাম-না-জানা একটা পাখির মিষ্টি শিস—চিরিপ্ চিরিপ চিরিপ্! দূরে শিশির-ভেজা মাঠে এখন সোনালী রোদ ঝলমল করছে।

না, আর দেরি করা ঠিক নয়। পেছনের দরজাটা একটানে খুলে ফেললো, হাকের দেহটা হুমড়ি খেয়ে ঝুঁকে এলো সামনের দিকে। দু'বগলের নীচে হাত রেখে রাভিক ওকে বাইরে টেনে আনলো, তারপর টানতে টানতে নিয়ে গেলো জঙ্গলের মধ্যে। অদূরে কাঁটাঝোপ আর বড় বড় ঘাসে ছাওয়া একটা খাদ। অনেক নীচে শ্যাওলা-ভরা নুড়িতে ধাক্কা খেয়ে জলের শব্দ উঠছে—কলকল, ছলছল। হাক তখনও মরেনি, গলার ভেতর থেকে ঘড়ঘড় একটা শব্দ হচ্ছে, ঠোঁটদুটো নীল হয়ে গেছে। রাভিক সমস্ত শক্তি দিয়ে দু হাতে ওর কণ্ঠনালীটা চেপে ধরলো, আর ঠিক তখনই হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো, 'কি হচ্ছে! কি হচ্ছে!' রাভিক চমকে উঠলো। একটা পাখি ডানা ঝাপটে উড়ে গেলো। বুকের ভেতরটা তখনও ওর ঢিপঢিপ করছে, উদ্দাম রক্তস্রোতে একটানা বেজে চলেছে দ্রিমি দ্রিমি মাদলের সুর। হাকের দুটো চোখ ঠিকরে বাইরে বেরিয়ে এসেছে, শিথিল হয়ে গেছে সারা শরীর। রাভিক ওকে গড়িয়ে দিলো। গাছের কোটরে কোথায় যেন একটা তক্ষক ডেকে উঠলো। রাভিকের সারা শরীর তখন ঘামে ভিজে গেছে, পেটের মধ্যে থেকে কি যেন একটা পাকিয়ে উঠে আসছে! বমি পাচ্ছে। নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করলো, পারলো না। হড় হড় করে বমি করে ফেললো, পেটের ভেতর থেকে নাড়িভুঁড়ি যেন সব মুচড়ে উঠে আসছে। গাছের গায়ে হেলান দিয়ে রাভিক দম নিলো। তারপর ধীরে ধীরে তার গাড়িতে ফিরে এলো।

দু-এক মিনিট অপেক্ষা করলো। আশেপাশে কাউকে দেখতে পেলো না। মনে মনে স্বস্তি পেলো। পেছনের দরজা বন্ধ করার সময় দেখলো হাকের একপাটি জুতো পড়ে রয়েছে সামনের পাদানিতে। জুতোটা ও টান মেরে ছুঁড়ে দিলো জঙ্গলের মধ্যে, রুমাল দিয়ে ঘসে ঘসে রক্তের দাগগুলো মুছে ফেললো। পেছনের আসনে পড়েছিলো হাকের টাকাপয়সার পেটমোটা ব্যাগটা। ওটা সে ভরে রাখলো নিজের পকেটে। তারপর গাড়ির হুডটা নামিয়ে একটা সিগারেট ধরালো।

চব্বিশ

ঘণ্টাখানেক পরে ছোট একটা রেস্তোরাঁর সামনে সে গাড়ি থামালো। খিদেয় তখন মাথা ঝিমঝিম করছে। বড় একটা ছাতিম গাছের নীচে গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে রাভিক বাইরে বেরিয়ে এলো। রেস্তোরাঁটা ছোট হলেও ভারি চমৎকার। বাইরে দুটো টেবিল আর গুটিকয়েক চেয়ার পাতা। ধবধবে সাদা টেবিলের ঢাকার ওপর সকালের সোনালী রোদ ঝলমল করছে। রুটি, মাখন, ডিম সেদ্ধ আর কফির কথা বলে রাভিক ভেতরে মুখ হাত ধুতে গেলো।

পরিষ্কার হয়ে যখন ফিরে এলো, দেখলো টেবিলে প্রাতঃরাশ সাজানো রয়েছে। প্রথমে ভেবেছিলো খাবার বোধহয় কিছু ছুঁতেই পারবে না, কিন্তু পরিষ্কার করে হাত-মুখ ধোবার পর সমস্ত দ্বিধা সে মন থেকে মুছে ফেললো। বরং তৃপ্তি করেই সবটুকু খেয়ে গরম কফির পেয়ালাটা সে তুলে নিলো। চেয়ারে আয়েস করে হাত পা ছড়িয়ে সিগারেট ধরালো। এত সুন্দর শান্ত সমাহিত সকাল বুঝি তার জীবনে আর কখনও আসেনি।

এই প্রথম কয়েকজন শ্রমিক কলকল করতে করতে রেস্তোরাঁর সামনে দিয়ে চলে গেলো। রাভিক আর এক পেয়ালা কফি নিলো। গাড়ির মাথায় সূর্যের আলো পড়ে চিকচিক করছে। গাছের গায়ে কয়েকটা কাঠবিড়ালী ছুটোছুটি করছে। দুটো রঙিন প্রজাপতি উড়তে উড়তে এসে বসলো টেবিলের ওপর। তাদের চিত্রিত রঙিন পাখার দিকে রাভিক অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো। তারপর এক সময় পয়সা মিটিয়ে আবার তার গাড়িতে ফিরে এলো। মৃদু গর্জন করে ছুটে চললো নীল ট্যালবট।

"আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন, হের ভন হাক?"

হাকের দু চোখে ফুটে উঠেছে স্তব্ধ বিস্ময়। "না, কেন বলুন তো? কে আপনি? আগে কি আপনাকে আমি দেখেছি?"

"অবশ্যই।"

"কোথায় বলুন তো? আমরা কি পরস্পর পরস্পরের বন্ধু ছিলাম? নিশ্চয়ই বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রে আমাদের আলাপ হয়েছিলো? আমি কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছি না।"

"সত্যিই কি আপনি কিছু মনে করতে পারছেন না, হের ভন হাক? বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রে আমাদের আলাপ হয়নি। তারও পরের ঘটনা।"

"তারও পরের ঘটনা! কিন্তু আপনি তো বরাবরই বিদেশে ছিলেন? আমি তো জার্মানির বাইরে কোথাও যাইনি। কেবল এই দু-বছরই যা শুধু প্যারিসে যাতায়াত করছি। আমরা হয়তো মাতাল…"

"না, আমরা দুজনে একসঙ্গে মাতাল হইনি, হের ভন হাক। আর ঘটনাটা প্যারিসেও ঘটেনি, ঘটেছিলো জার্মানিতে।"

প্রাচীর-ঘেরা একটা বাগান। সূর্যস্নাত রক্তগোলাপ আর সূর্যমুখীর ফুল। নির্জন রেলপথের দুদিকে ঢালু প্রান্তর।

"জার্মানিতে? ও, এবার বুঝতে পেরেছি! নিশ্চয়ই, নুরেমবার্গের পার্টি সমাবেশে?"

"না, হের হাক, না। নুরেমবার্গে নয়, বার্লিনে।"

"বার্লিনে!" ধীরে ধীরে হাকের সারা মুখে ফুটে উঠলো সন্দেহের কালো ছায়া। "দেখুন, আমি তো কিছুই স্মরণ করতে পারছি না। এভাবে আর কুয়াশার মধ্যে না রেখে বরং সবটা খুলেই বলুন।"

"কুয়াশা।" দরাজ গলায় রাভিক হো হো করে হেসে উঠলো। "বেশ বলেছেন হের হাক, বেশ বলেছেন। কুয়াশা…"

"এভাবে ঠাট্টা করবেন না, হের ভন হর্ন। সত্যই আমি আপনাকে চিনতে পারছি না।"

রাভিকের চোখদুটো এবার জ্বলে উঠলো। "কিন্তু চেনা উচিত ছিলো।"

"কি করে চিনবো বলুন? কত অজস্র লোককে দেখেছি, সবাইকে কি মনে রাখা সম্ভব? বিশেষ কোন ক্ষেত্রে..."

"হ্যাঁ, বিশেষ ক্ষেত্রেই, হের হাক—গেস্টাপোর ডেরায়।"

"আপনাকে কি ওখানে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলা, হের ভন হর্ন?"

"হ্যাঁ। আপনার মনে পড়ছে না?"

"কেমন করে মনে পড়বে? কত হাজার হাজার মানুষকেই তো আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করেছি।"

"না, তারা মানুষ নয়," রাভিক চিৎকার করে উঠলো। "আপনাদের চোখে তারা পশু! আর কোন্ লজ্জায় একে জিজ্ঞাসাবাদ বলছেন? মারতে মারতে অচেতন করে ফেলা, বুক থেঁতলে দেওয়া, হাড়গোড় গুঁড়িয়ে দেওয়া, সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত করাটা কি জিজ্ঞাসাবাদ? সীমাহীন আতঙ্কের মধ্যে ভয়ে যারা কাঁদতে পারেনি—তাদের পেটে কাঁটা মারা বুটের লাথি মেরে চাবুকে চাবুকে সারা মুখ ছিন্নভিন্ন করে ছুঁড়ে দিয়েছেন মৃত্যুর অতল গহ্বরে—তাকে আপনারা কোন্ ভাষায় বলেন জিজ্ঞাসাবাদ?"

হু হু করে ছুটে চলা গাড়ির সামনের কাচে রাভিক দেখলো হাকের বীভৎস মুখ, আতঙ্কে ঠেলে বেরিয়ে আসা বিস্ফারিত দুটো চোখ।

"উঁহু, একটুও নড়বার চেষ্টা করবেন না। নড়লেই আমি কিন্তু গুলি চালাবো। তরুণ ম্যাক্স রোসেনবার্গকে আপনার মনে পড়ে? আমার সঙ্গে একই কারাকুঠরিতে থাকতো, আপনাদের জিজ্ঞাসাবাদের বহর সহ্য করতে না পেরে যে পাথরের দেওয়ালে মাথা কুটে মরলো? কিন্তু কেন, কেন, কেন? কি অপরাধ করেছিলো ও, মরতে হলো একটি মাত্র কারণে, যেহেতু ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতো। আর উইলমানকে আপনার মনে আছে? ঝাড়া দু ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর আপনি যাঁকে কারাকুঠরিতে ফিরিয়ে দিলেন—রক্তস্নাত, একটিও দাঁত নেই, একটা চোখ ওপড়ানো...কিন্তু কেন? যেহেতু উনি ছিলেন ক্যাথলিক, আপনাদের ফুরারের মতবাদে বিশ্বাস করতেন না। আর রিসেন-ফেল্ড? যেহেতু ও ছিলো যুদ্ধের বিপক্ষে। তাকে আপনি একতাল রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডের মতো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন শিকারী কুকুরের মুখে। কিন্তু আজ? তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করা প্রতিটি মানুষের হয়ে আজ আমি এর প্রতিশোধ নেবো। রোসেনবার্গ হত্যার প্রতিশোধ, উইলমান হত্যার প্রতিশোধ, রিসেনফেল্ড হত্যার প্রতিশোধ, আরও অগণন নাম-না-জানা মানুষ হত্যার প্রতিশোধ..."

হঠাৎ রাভিকের মনে হলো অস্বাভাবিক গতিতে ঝড় উড়িয়ে সে ছুটে চলেছে। কথাটা মনে হতেই গাড়ির গতি সে কমিয়ে নিলো। বহুদিন পর আজ নিজেকে কেমন

যেন সুখী মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে অতীতের কালো একটা ছায়া সরে গিয়ে বুকের ভেতরটা যেন তার আলোকিত হয়ে উঠছে। দু পাশ থেকে গ্রাম সরে গিয়ে এখন শহরতলীর চিহ্ন ফুটে উঠছে। ধোপার বাড়ির সামনে মেয়েরা দড়িতে সারি সারি কাপড় শুকতে দিচ্ছে, ছেলেরা খেলছে। সামনে পিচ-ঢালা মসৃণ পথ, মাঝে মাঝে বিশাল গাছের ছায়া পড়েছে পথের বুকে। রৌদ্রছায়ার কারুকার্য মাড়িয়ে রাভিক প্রবেশ করলো প্যারিসে।

রু্য পঁসালার এক পাশে গাড়ি থামিয়ে রাভিক বাইরে বেরিয়ে এলো। কোণের দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনলো। আর তখনই তার মনে হলো অনেক জরুরী কাজ বাকি রয়েছে। আপাতত ট্যালবটটাকে শাম্প এলিসের গ্যারেজে জমা দিতে হবে। প্রিন্স দ্য গালের কথা সে সম্পূর্ণ ভুলেই গিয়েছিলো, সুটকেসটা ওখান থেকেই নিতে হবে। তারপর লম্বা একটা ঘুম। সিগারেট ধরিয়ে যখন গাড়িতে ফিরে এলো, রাভিকের মনে হলো শিথিল ক্লান্তিতে তার সর্বাঙ্গ যেন ভেঙে আসছে, পাতাদুটো মৃদু কাঁপছে। হাকের অদৃশ্য একটা উপস্থিতি অনুভব করলো ঠিক তার পাশে। শাম্প এলিসের গ্যারেজে গাড়িটা জমা দিয়ে রাভিক ফিরে এলো প্রিন্স দ্য গালে। ট্যাক্সিটাকে দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে দ্রুত পায়ে কাউণ্টারের দিকে এগিয়ে গেলো। পরিচারককে তার ঘর থেকে সুটকেসটা আনতে বলে রাভিক কাউণ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে ব্যস্ততার ভান করলো। ডানদিকের একটা টেবিল ঘিরে কয়েকজন বিদেশী মার্তিনের বোতল নিয়ে গম্পগুজব করছে। পরিচারক ফিরে এলো। হোটেলের টাকা পয়সা মিটিয়ে রাভিক পরিচারককে সুটকেসটা ট্যাক্সিতে তুলে দিতে বললো, তারপর ওর হাতে এক ফ্রাঁর একটা নোট গুঁজে দিলো।

'রু্য দ্য সেলো, জলদি।'

ট্যাক্সিচালককে রাভিক এমনভাবে কথাটা বললো যাতে পরিচারক বা দারোয়ানের শুনতে কোন অসুবিধে না হয়।

রু্য দা লা বোয়েতির কাছাকাছি এসে রাভিক ট্যাক্সি থামাতে বললো। 'ওহো, একটা জিনিস ভুল হয়ে গেছে। একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিলো···আপনি বরং এখানেই বেঁধে দিন।'

ভাড়া মিটিয়ে সুটকেস নিয়ে রাভিক নেমে এলো। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো। তারপর অন্য একটা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেল আন্তর্জাতিকে ফিরে এলো।

নীচের তলায় কাউকে দেখতে পেলো না। শ্লথ পায়ে সিঁড়িগুটা ভেঙে রাভিক ওপরে উঠে এলো। সুটকেসটাকে চালান করে দিলো খাটের নীচে। তারপর জামা-কাপড় ছেড়ে স্নানঘরে প্রবেশ করলো। ধারাস্নানের নীচে অনেক অনেকক্ষণ ধরে সাবান মেখে স্নান করলো। একটু একটু করে ধুয়ে মুছে গেলো ভেতরে জমানো গ্লানি। পরিষ্কার ঝরঝরে একটা প্রশান্তি নিয়ে রাভিক ফিরে এলো। এক প্রস্থ নতুন পোশাক পরে হানা দিলো মরোসোর ঘরে।

• 'এইমাত্র তোমার কথা ভাবছিলাম রাভিক।' রাভিককে ভেতরে প্রবেশ করতে দেখে মরোসো বাচ্ছাদের মতো খুশীতে কলকল করে উঠলো। 'আজ আমার ছুটি। ভেবেছিলুম প্রিন্স দ্য গালে থেকে তোমাকে পাকড়াও করে নিয়ে যাবো। তারপর কোথাও গিয়ে দুজনে একসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সেরে নেবো। এর মধ্যে হাক যদি '

'তার আর কোন দরকার হবে না বরিস।'

মরোসো স্তব্ধ বিস্ময়ে রাভিকের মুখের দিকে তাকালো। 'কি ব্যাপার রাভিক?'

'সব শেষ হয়ে গেছে। আজ ভোরেই সে কাজ সেরে ফেলেছি। এখন আমাকে আর কোন প্রশ্ন কোরো না। আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।'

'সে কি!'

'হ্যাঁ বরিস। ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। সব কাজ বেশ সহজেই মিটে গেছে।'

'আর গাড়িটা?'

'গ্যারেজে জমা দিয়ে দিয়েছি।'

'এখন আর কিছু করার নেই?'

'কিছু না। শধু মাথাটায় ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে, মনে হচ্ছে একটু ঘুমলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'কিন্তু কোন কিছু ভুলে যাওনি তো?'

'না বরিস। সবকিছু ছিলো জলের মতো সহজ। তাছাড়া ভালো করে একটু ঘুমিয়ে না নিয়ে নতুন করে কিছু ভাবাও যাচ্ছে না।'

'ঠিক আছে, তুমি বরং এখন একটু ঘুমিয়েই নাও। পরে তোমার সঙ্গে দেখা করবো।'

'সন্ধ্যের দিকে তুমি ঘরে থাকবে তো?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমি তখন তোমার সঙ্গে দেখা করবো বরিস। বিশ্বাস করো, এখন আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।'

রাভিক তার ঘরে ফিরে এসে একটা সিগারেট ধরিয়ে জানলার সামনে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। চোখে পড়লো ভিসেনফের জানলার সামনে টবে বসানো সুন্দর লিলিগুলো। রাভিক এখন আর কিছু ভাবলো না। সিগারেটটা শেষ করে বিছানায় ফিরে এলো। তারপর প্রকাণ্ড একটা ক্লান্ত গাছের মতো শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুম যখন ভাঙলো বিকেল গড়িয়ে গেছে। গোধূলিবেলার শেষ কনেদেখা আলোটুকুও মিলিয়ে যাচ্ছে ছাদের আনাচে-কানাচে। তারই একটা আভা জড়িয়ে রয়েছে রাভিকের জানলায়। ভিসেনফ আর মিসেস গোল্ডবার্গ'দের ঘর থেকে ভেসে আসছে কাটা কাটা কণ্ঠস্বর। রাভিক তার একবর্ণও বুঝতে পারলো না। কেবল অনুভব

করলো তার অসম্ভব ক্ষিদে পেয়েছে। রাভিক উঠে পড়লো। শরীরটা এখন বেশ ঝরঝরে আর হালকা মনে হচ্ছে। জামা কাপড় পরে সে নীচে নেমে এলো।

মরোসো তার ঘরের টেবিলে দাবা নিয়ে একা একাই বসে ছিলো। ওর ঘরটা বেশ সুন্দর, ফাঁকা আর খোলামেলা। আসবাবপত্রের বালাই প্রায় নেই বললেই চলে। দেওয়ালে ঝুলছে একটা সামরিক কোট। এক কোণে তাকে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর একটা প্রতিমূর্তি, বাতিদানে মোম জ্বলছে। অন্য একটা টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম। এক পাশের দেওয়ালে আধুনিক একটি ফ্রীজ রয়েছে।

এইটেই মরোসোর একমাত্র বিলাসিতা। এতে খাবার ফল ভদকা আর অন্যান্য পানীয় ও সঞ্চয় করে রাখে। উলটো দিকের দেওয়ালে, জানলার সামনে বিছানা, তাতে এলোমেলো অবস্থায় একটা টার্কিস কম্বল পড়ে রয়েছে।

'বরিস ?'

'এসো রাভিক, তোমারই জন্যে অপেক্ষা করছি।'

মরোসো উঠে ভদকার বোতল আর দুটো গেলাস নিয়ে এলো।

রাভিক টেবিলের পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো।

'তারপর, এখন কেমন লাগছে ?'

'ভালো।'

একটা গেলাস ভর্তি করে মরোসো রাভিকের দিকে এগিয়ে দিলো।

'নাও, সাব্রোভকা।'

'আমার এখন কিছু পান করতে ইচ্ছে করছে না বরিস।'

'সে কি !'

'আসলে আমার ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে।'

'তাহলে চলো, কোথাও গিয়ে খেয়ে আসি। না, দাঁড়াও। তার আগে··' ফ্রীজের পাল্লা খুলে মরোসো রুটি মাখন শশা আর ক্যাভিয়ারের ছোট একটা কৌটো বার করে আনলো। 'এগুলোর সদ্ব্যবহার করো।'

'চমৎকার ! তাহলে তো আর বাইরে যাবার কোন দরকারই হবে না।' ক্যাভিয়ারের ছোট কৌটোটা তুলে নিয়ে রাভিক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলো। 'এটা আবার কি ?'

'ক্যাভিয়ার। নুনে জরানো স্টারজন মাছের ডিম···খোদ রাশিয়া থেকে আনানো। আজই ভোরে শেহারাজাদের মালিকের কাছ থেকে এটা উপহার পেয়েছি !' মরোসো ভদকার বোতল আর গেলাস দুটো এক পাশে সরিয়ে রাখলো। 'তুমি খাও রাভিক।' আমি ততক্ষণে কফির একটু জল বসিয়ে দিই।'

নিপুণ হাতে রুটির দুটো টুকরো কেটে নিয়ে রাভিক মাখন মাখিয়ে ফেললো। কৌটোর মুখ কেটে দু চামচে ক্যাভিয়ার ঢেলে নিলো চীনামাটির পাত্রে।

'তুমি কিছু খাবে বরিস ?'

'না, তুমি খাও।'

রাভিক গোগ্রাসে সবটুকু শেষ করে প্লেটদুটো নামিয়ে রাখলো তক্তপোশের নীচে। একটু পরে মরোসো দু পেয়ালা কফি নিয়ে টেবিলে ফিরে এলো।

'তারপর ? গোড়া থেকে সবটা বলো···আমি শুনবো।'

রাভিক খানিকক্ষণ ধূমায়িত পেয়ালার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো। মরোসো ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করলো।

'ভোরে শেহারাজাদ থেকে ফিরে আসার পথে অসিরিতে আমি ওকে প্রথম দেখি। তখন ও রীতিমতো মাতাল। ওকে ট্যালবটে তুলে নিয়ে গিয়ে আমি বয়ায় খুন করি। তারপর ওখানেই জঙ্গলের মধ্যে একটা খাদে ওকে ফেলে দিই।'

'কেউ তোমাকে দেখতে পায়নি ?'

'কেউ না।'

'অসিরিতে -'

'না।'

'তারপর ?'

'কাজ সারার পর খুব অসুস্থ লাগছিলো। ঠিক অসুস্থ নয়, গা-টা কেমন যেন ভীষণ গুলোচ্ছিলো।'

'খুব স্বাভাবিক।'

'বমি করার পর একটু সুস্থ বোধ করলুম। কিছু দূরে ছোট একটা কফিখানায় পর পর দু-পেয়ালা কফি খেলুম। তখন থেকে অবশ্য খুব ভালো লাগছিলো।'

'গাড়িতে কোন রক্তের দাগ ছিলো না ?'

'না, গলায় গুলি করেছিলুম। সম্ভবত···সম্ভবত কেন নিশ্চয়ই, ভেতরের সার্টটা ভিজে গিয়েছিলো। তাছাড়া বেশিক্ষণ অপেক্ষা করার ঝুঁকি আমি নিতে চাইনি বরিস।'

'নিশ্চয়ই।' মরোসো কফির পেয়ালাটা নীচে নামিয়ে রাখলো। 'গাড়িটা তো তুমি আগেই গ্যারেজে জমা দিয়েছো, তাই না ?'

'হ্যাঁ। প্রিন্স দা গালের ঘরটাও ছেড়ে দিয়েছি।'

'ভালো করেছো। আর তোমার জিনিসপত্তর ?'

'সঙ্গে নিয়ে এসেছি। কিন্তু মুশকিল হয়েছে হাকের জিনিসপত্তর নিয়ে। হোটেলের ঘর ও গতকালই ছেড়ে দিয়েছিলো। কিন্তু ওর জিনিসপত্তর রয়েছে গার দ্যু নর স্টেশনের মালখানায়। বার্লিনের টিকিট, মালখানার রসিদ আর কিছু কাগজপত্র ছিলো ওর টাকাপয়সা রাখার ব্যাগে, ওগুলো এখন আমার কাছেই রয়েছে। রসিদ দেখিয়ে যদি কোন রকমে ওর মালপত্তরগুলো ছাড়িয়ে নিতে পারি তাহলে ওর আর কোন চিহ্নই থাকবে না।'

'না রাভিক, না। বোকার মতো আর কোন ঝুঁকি নেবার চেষ্টা কোরো না। স্টেশন থেকে ওর জিনিসপত্তর সরিয়ে নিলেও, ও যে বার্লিনে ফেরেনি একথা ওরা জানতে পারবেই আর তখনই শুরু হবে অনুসন্ধানের পালা।'

'কিন্তু ওর জিনিসপত্তর যদি এখানে না থাকে, তাহলে ও কোথায় গেছে কেউ জানতে পারবে না।'

'জানতে ওরা পারবেই। কেননা ট্রেনে ঘুমিয়ে-যাবার আসনটা ও ব্যবহার করেনি।'

রাভিক বিহ্বল চোখে তাকালো। 'তাহলে ?'

'ঠিক যেখানে যা আছে থাক। বেশি সপ্রতিভ হতে গেলে ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনাটাই বেশি। বরং ওরা ধরে নিক ভন হাক স্রেফ উধাও হয়ে গেছে। প্যারিসের মতো জায়গায় এমন হওয়াটা বিচিত্র কিছু নয়। অনুসন্ধান ওরা করবেই। ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয় ওরা আবিষ্কার করবে ওকে শেষ কোথায় দেখা গিয়েছিলো। হয়তো খুঁজতে খুঁজতে ওরা অসিরিতে এসে হাজির হবে। তুমি কি অসিরির ভেতরে প্রবেশ করেছিলে ?'

'হ্যাঁ, মিনিটখানেকের জন্যে। আমিই হাককে প্রথম দেখতে পেয়েছিলুম, ও আমাকে দেখতে পায়নি।'

'তারপর ?'

'রোলাঁকে দেখে আমি বাইরে বেরিয়ে আসি।'

'পুলিস হয়তো রোলাঁকে প্রশ্ন করবে সে সময়ে আর কে কে সেখানে উপস্থিত ছিলো। রোলাঁ হয়তো তোমার কথা বলে দেবে।'

'না, আমার তা মনে হয় না। আমি প্রায়ই অসিরিতে যাই।'

'আচ্ছা, ও কি তোমার ঠিকানা জানে ?'

'না। তবে ভেবরের ঠিকানা জানে। ভেবর ওদের বহুদিনের স্থায়ী চিকিৎসক। ভেবরের কাছ থেকে আমার ঠিকানা পাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। তবে সবচেয়ে সুবিধে হচ্ছে আর দুদিন পরেই রোলাঁ অসিরির কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে।'

'পুলিস ওকে ঠিক খুঁজে বার করবে।'

'কিন্তু অসিরির কেউ ওর সত্যিকারের ঠিকানা জানে না, একমাত্র আমি ছাড়া।'

'তবু আমার মনে হয় রাভিক কয়েকদিনের জন্যে তোমার গা ঢাকা দিয়ে থাকা ভালো।'

রাভিক মাথা নাড়লো। 'না বরিস, না। আমি এখানেই থাকবো।' একটু নিস্তব্ধ তারপর রাভিক মুখ তুললো। 'ছাড়পত্র ছাড়া আমার পক্ষে গা ঢাকা দেওয়া অত সহজ নয়, তাছাড়া আমি তা চাইও না। গা ঢাকা দিলে আমার সব সময় মনে হবে আমি হাককে খুন করেছি, আমি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি! আমি সহজ হতে চাই বরিস, আমি ভুলে যেতে চাই। তাই আমি আর কোথাও পালাবো না।'

মরোসো খানিকক্ষণ স্তব্ধ বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, কোন কথা বলতে পারলো না।

রাভিক জিজ্ঞেস করলো, 'কি ভাবছো বরিস ?'

'নাঃ, কিছু না। তুমি ঠিকই বলেছো রাভিক। তাহলে হাকের রসিদ, টিকিট, কাগজপত্তরগুলো আগে সব পুড়িয়ে ফেলো।'

ব্যাগের মধ্যে থেকে এগুলো বার করে রাভিক টেবিলের ওপর জড়ো করে রাখলো। মরোসো মেঝেতে আগুন জেবলে এক এক করে সব পুড়িয়ে ফেললো। তারপর তামার ছাইদানিতে করে পোড়া ছাইগুলো তুলে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলো। 'যাক, আপদ বিদেয় হলো। তোমার কাছে ওর আর কিছু নেই তো?'

'হ্যাঁ, এই টাকাগুলো।'

'কই দেখি।'

'এক হাজার ফ্রাঁর দুটো নোট আর পাঁচ ফ্রাঁর নোট প্রায় একশোটা।'

'ওগুলো তুমি রেখে দাও।'

'না, ভেবেছি উদ্বাস্তু তহবিলে দিয়ে দেবো।'

'সেটা অবশ্য মন্দ নয়।' মরোসো ভদকার গেলাস রাভিকের হাতে তুলে দিলো। 'নাও, এবার এটা মেরে দিয়ে চলো দেখি কোথাও কিছু খাওয়া যায় কি না।'

রাভিক হাসলো। 'কিন্তু তার আগে বলো, আমাকে খুনীর মতো দেখাচ্ছে না তো?'

মরোসো দরাজ গলায় ঘর কাঁপিয়ে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো। 'না না, তোমাকে দেখাচ্ছে ঠিক দেবদূতের মতো। নাও, এবার উঠে পড়ো।'

'উঁহু তার আগে এসো, বরং একহাত দাবা খেলে নিই।'

'আমার কিন্তু সাদা।

পঁচিশ

ঠিক ছ'টায়, কাঁটায় কাঁটায় যখন ছ'টা, রোলাঁর জন্যে বিদায় উৎসব শুরু হলো। এই উৎসব কেবল এক ঘন্টার জন্যে। সাতটা থেকে আবার যথারীতি শুরু হবে স্বাভাবিক কাজকর্ম।

দোতলার বড় হলঘরটার চেয়ার টেবিল সরিয়ে নতুন করে সাজানো হয়েছে। অসিরির সব মেয়েরাই সুন্দর করে সেজেছে—কালো রেশমী ফ্রক, গলায় ঝুটো মুক্তোর মালা। পাখির মতো কলকল করছে, জুঁই জুঁই দাঁতে হাসছে। এখন ওরা আর অসিরির বুক-খোলা, অর্ধনগ্না দেহপসারিণী নয়। রাভিকের চোখে ওরা এখন আগের চাইতে অনেক অনেক বেশি রূপসী। সে জানে ভদ্রঘরের মেয়েদের চেয়ে ওরা কম বিনম্র নয়।

মেয়েরা নিজেদের মধ্যে থেকে চাঁদা তুলে রোলাঁর রেস্তোরাঁর জন্যে ছ'টা চেয়ার উপহার দিয়েছে। মাদাম দিয়েছেন নগদ টাকা। রাভিক মার্বেল পাথর বসানো দুটো টেবিলের জন্যে টাকা দিলো। এই উৎসবে রাভিকই একমাত্র বাইরের নিমন্ত্রিত অতিথি, এবং পুরুষমানুষ।

মাদাম সভানেত্রী। ও'র ডান পাশে রোলাঁ, বাঁ পাশে প্রধান অতিথির আসনে রাভিক। ভলতেয়ার থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে মাদাম খুব সংক্ষিপ্ত অথচ মনোজ্ঞ একটা ভাষণ দিলেন। রাভিক সবাইকে অভিনন্দন জানালো। মেয়েরা ছোটখাটো নানান উপহার দিলো। মাদাম নিজে রোঁলার অনামিকায় পরিয়ে দিলেন' ফিকে নীল রঙের সুন্দর বড় একটা পাথরের আংটি। মেয়েরা সবাই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো।

ছ'টা পাঁচ-এ শুরু হলো ভোজ-উৎসব। অরদ্যুভর থেকে শুরু করে স্টারসবুর্গ হাঁসের যকৃৎ, টারবট মাছের কারি—প্রতিটা রান্নাই চমৎকার। ম্যাক্সিম থেকে আনানো সুন্দর সুন্দর সাদা রুটি তো আছেই, তার সঙ্গে পরিবেশন করা হলো পুরনো শেরি। রাভিক শেরি পছন্দ করে না। তাই তার জন্যে আনানো হয়েছে বাছাই করা এক বোতল ভদকা, সবচেয়ে ভালো জাতের ভিশিসোয়া। তারপর এলো সবুজ শতমূলী, ভাপে-ঝলসানো মুরগীর মাংস, নানা ধরনের স্যালাড, গোলাপজাম। সবশেষে পরিবেশন করা হলো আর এক প্রস্থ স্যাম্পেন আর চকলেট।

সাতটার সময় কফি খাওয়ার পর মেয়েরা এক এক করে মাদামকে ধন্যবাদ জানিয়ে রোলাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলো। মাদাম কাগজে মোড়া পুরনো আরমায়নাকের একটা বোতল রাভিককে উপহার দিলেন। বিদায় নেবার আগে রোলাঁকে বললেন, 'কাল চলে যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে একবার দেখা করে যেও রোলাঁ।'

'নিশ্চয়ই মাদাম।'

মাদাম চলে গেলেন।

'তুমি কি কালই এখান থেকে চলে যাচ্ছো, রোলাঁ?'

'হ্যাঁ রাভিক।'

'কখন?'

'বিকেলে। চারটে সাত-এর ট্রেনে।'

'আমি কি তোমাকে কাল স্টেশনে পৌঁছে দেবো?'

'না রাভিক, তা হয় না। আমার ফিআঁসে আজ রাত্তিরে প্যারিসে আসবে। কাল আমরা দুজনে একসঙ্গে স্টেশনে যাবো। তাই আমি চাই না তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো।'

রাভিক কোন কথা বললো না, ম্লান চোখে শুধু তাকালো।

রোলাঁ ছোট্ট করে হাসলো। 'তুমি রাগ করলে তো?'

'না না, রাগ করবো কেন।'

'তাছাড়া যাওয়ার আগে টুকিটাকি অনেক কিছু কিনতে হবে। অত ঘোরাঘুরি তোমার হয়তো ভালো লাগবে না।'

'ঠিক আছে রোলাঁ।' রাভিক সহজ হবার চেষ্টা করলো। 'তোমার ফিআঁসে কি আজ এখানেই থাকবে?'

'না না, ও উঠবে হোটেল বেলফোর্টে। আমাদের যে এখনও বিয়ে হয়নি রাভিক।'

রাভিক জানে এটা ওর ছলনা নয়। যে পরিবেশেই ও কাজ করুক না কেন, নিজেকে

ও প্রচ্ছন্ন রেখেছে নিজের কাছে। ধূলি-ম্লানিমার এতটুকু স্পর্শ লাগতে দেয়নি মনের কোণে। তাছাড়া ওর নিজের ওপর রয়েছে একটা দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, যার জন্যে ওকে রাভিকের সবচেয়ে ভালো লাগে।

রোলাঁ রাভিকের গেলাসটা স্যাম্পেনে ভর্তি করে দিলো। 'আমার এই ঠিকানাটা তুমি রেখে দাও রাভিক। যদি কখনও প্যারিসে ভালো না লাগে কিংবা হঠাৎ করে ওদিকে যাওয়ার সুযোগ হয়, আমাদের ওখান থেকে ঘুরে এসো।'

'ধন্যবাদ রোলাঁ।' ঠিকানায় চোখ বুলিয়ে রাভিক কাগজটা পকেটে রেখে দিলো। তারপর গেলাসে গোটাকতক চুমুক দিয়ে রোলাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দুষ্টুমি করে মুচকি মুচকি হাসলো। 'কিন্তু হঠাৎ করে হানা দিলে তোমার ফিয়াঁসে আবার রাগ করবে না তো?'

'কেন, তোমাকে আমাদের সঙ্গে স্টেশনে যেতে বলিনি বলে? তুমি বড্ড ছেলেমানুষ রাভিক। বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে কেন তুমি এটাকে ভেবে দেখছো না। তাছাড়া আমাদের ওখানে তোমাকে যেতে বলছি বিশেষ কোন কারণে যদি তোমাকে প্যারিস ছাড়তে হয়, শুধু তখনই।'

'বিশেষ কোন কারণে?' রাভিক অবাক হলো।

'হ্যাঁ রাভিক, তুমি তো উদ্বাস্তু···উদ্বাস্তুদের মাঝে মাঝে নানান ধরনের পুলিসি ঝামেলায় পড়তে হয়। তখন যদি কোন প্রয়োজন হয়, তুমি নির্দ্বিধায় আমার কাছে চলে এসো।'

'তুমি কেমন করে জানলে রোলাঁ, আমি উদ্বাস্তু?'

'আমি জানি। ভয় নেই, কাউকে কিছু বলবো না।' আর আমাদের ওখানে কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না।'

'ধন্যবাদ রোলাঁ। তোমার কথা আমার দীর্ঘদিন মনে থাকবে।'

'গত কাল সাদা পোশাক-পরা একজন পুলিস অফিসার আমাদের এখানে এসেছিলেন। উনি একজন জার্মান ভদ্রলোক সম্পর্কে খোঁজখবর করছিলেন।'

'তাই নাকি?' মুখে বললেও অজানা আতঙ্কে রাভিকের বুকের ভেতরটা কেমন যেন গুরগুর করে উঠলো।

'হ্যাঁ। তুমি হয়তো লক্ষ্য করোনি কিংবা তোমার ঠিক মনে নেই, তুমি যখন ভোর রাত্তিরে আমাকে কবে আমার বিদায়-উৎসব হচ্ছে জিজ্ঞেস করতে এসেছিলে সেই সময় টাক-মাথা মোটাসোটা দেখতে বেশ ভালো স্বাস্থ্যের একজন জার্মান ইভন আর ক্লেয়ারের সঙ্গে ভেতরে বসে ছিলো। পুলিস-অফিসার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন সে সময়ে আর কে কে ভেতরে ছিলো।'

'কই, আমি তো কিছুই মনে করতে পারছি না।'

'আমি জানি তুমি ওকে লক্ষ্যই করোনি। তাছাড়া পুলিস-অফিসারকেও আমি তোমার কথা কিছু বলিনি।'

'ভালো করেছো রোলাঁ।'

'নিশ্চয়ই। আমি জানি…' গর্বিণীর মতো উজ্জ্বল চোখে রোলাঁ রাভিকের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো। 'ওদের সামান্য একটু উস্কে দিলে, সাধারণ মানুষকে ওরা নানান ঝামেলায় নাজেহাল করে ছাড়ে। বিশেষ করে তোমাকে ওরা নিশ্চয়ই ছাড়পত্রের কথা জিজ্ঞেস করতো, তাই কিনা বলো?'

'হ্যাঁ রোলাঁ। তুমি আমাকে খুব বাঁচিয়ে দিয়েছো। তারপর উনি আর কি কি জিজ্ঞেস করলেন?'

'কিছু না। কি আর জিজ্ঞেস করবেন? আমি তো সরাসরি অস্বীকার করলুম— না, সে-সময়ে এখানে কেউ ছিলো না, তাছাড়া সেদিন আমাদের বন্ধের দিন। উনিও আর বেশি কিছু জিজ্ঞেস করলেন না, শুধু চারপাশটা ঘরে ঘুরে দেখলেন। ব্যবসার খাতিরে আমি মুখ বন্ধ করে রইলাম। সত্যিকথা বলতে কি—কে না কে এক জার্মান ভ্রমণকারী, কতক্ষণ এখানে ছিলো, তারপর কোথায় গেলো, কি করলো, এসব নিয়ে আমাদের মাথা ঘামালে চলে না রাভিক।'

'তা তো বটেই। তাছাড়া তোমার মাথায় এখন অনেক বড় দায়িত্ব।'

রোলাঁ সলজ্জ ভঙ্গিতে ছোট্ট করে হাসলো। 'হ্যাঁ। আজ আমি উঠি রাভিক। তোমাকে বলা রইলো, কোন অসুবিধে হলে সোজা আমার ওখানে চলে যেও, কেমন?'

'যাবো রোলাঁ। আজ তাহলে চলি।'

'বিদায় রাভিক!'

'বিদায়।'

কয়েকদিন পরে মরোসোর সঙ্গে রাভিক ফুকেতে বসেছিলো জানালার ধারের একটা টেবিলে। রাত প্রায় নটা, তবু সারা কাফেতে লোক গিজগিজ করছে। দূরে আর্কের পেছনে রাস্তার বাতিগুলো মনে হচ্ছে অন্ধকার সমুদ্রে ভাসমান প্রদীপশিখার মতো। মদের খালি পেয়ালাটা হাতে নিয়ে রাভিক সেদিকে অপলক চোখে তাকিয়ে ছিলো।

মরোসো বললো, 'ইঁদুরেরা যে যার গর্ত ছেড়ে পালাচ্ছে, সে খবর রাখো?'

রাভিক কোন জবাব দিলো না। কেবল উদাস চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলো মরোসোর মুখের ওপর।

'হোটেল আন্তর্জাতিক তো প্রায় খালিই হয়ে গেছে।'

'তাই নাকি!'

'হ্যাঁ, তেত্রিশের পর থেকে এমন ঘটনা আর কখনও ঘটেনি

রাভিক ম্লান ঠোঁটে হাসলো। 'ভয় কি, আবার উদ্বাস্তুতে ভরে যাবে।'

'উদ্বাস্তু আর আসবে কোত্থেকে? জার্মান রাশিয়ান পোলিশ ইতালিয়ান স্প্যানিস সব রকমই তো রয়েছে।'

'আর ফরাসী? গত বিশ্বযুদ্ধের কথা তুমি নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি বরিস, সীমান্ত থেকে গোপনে পালিয়ে আসা প্যারিসে সেই ফরাসী উদ্বাস্তুদের ভিড়…মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, রেশন কার্ড ছাড়া খাবার কোন সুযোগ নেই।'

'জানি। জীবনে সে-কথা কোনদিন ভোলবার নয় রাভিক!' পরিচারককে ডেকে মরোসো আর এক বোতল পুইলি দিতে বললো। 'তারপর তুমি কি করবে কিছু ঠিক করেছো?'

'আমি?' একটু বিরতির পর রাভিক তেতো স্বরে বললো, 'আজকের দিনে ইঁদুরদেরও ছাড়পত্র লাগে বরিস।'

'কিন্তু কোথাও না কোথাও তো যেতে হবে।'

'কোথায় যাবো? প্রাগ ভিয়েনা জুরিখ স্পেন—সব জায়গাই আমার ঘোরা হয়ে গেছে। এখন এই প্যারিস ছেড়ে আর কোথায় যাবো, ইতালিতে? গেস্টাপোরা সেখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। স্পেনে? ফ্যাসিস্টরা সেখানে আমার জন্যে ওৎপেতে রয়েছে। এছাড়া আর কোথায় যাবো বলো?'

'সুইজারল্যান্ডে।'

'অত্যন্ত ছোট দেশ। এর আগে আমি তিনবার সুইজারল্যান্ডে গেছি তিন তিনবারই পুলিস আমাকে ধরে আবার ফ্রান্সে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে।'

'লুকিয়ে বেলজিয়াম হয়ে ইংল্যান্ডে যেতে পারো।'

'অসম্ভব। বন্দর থেকেই ওরা আবার আমাকে ধরে বেলজিয়ামে পাঠিয়ে দেবে আর বেলজিয়ামে উদ্বাস্তুদের কোন স্থান নেই।'

'তুমি ল্যাটিন আমেরিকায় যেতে পারো না? ধরো মেক্সিকোয়?'

'সেখানেও পিঁপড়পাকানো ভিড়। তাছাড়া অনুমতিপত্র ছাড়া কোথাও বাস করার কোন প্রশ্নই আসে না।'

'তাহলে?'

'পালাতে পালাতে শেষে একদিন পালানোরও দিন শেষ হয়ে আসে বরিস।'

'আমি জানি। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে কি করবে, সে-সম্পর্কে সবায়েরই একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত।'

পরিচারক পুইলির বোতলটা টেবিলে নামিয়ে দিয়ে গেলো। পেয়ালাদুটো ভর্তি করার আগে বোতলের হিমেল স্পর্শটুকু রাভিক তার হাতের মুঠোর মধ্যে অনুভব করলো। বোতলের সারা গায়ে তখন গুঁড়িগুঁড়ি ঘামের প্রলেপ পড়েছে। পেয়ালাদুটো কানায় কানায় ভর্তি করে রাভিক একটা মরোসোর দিকে এগিয়ে দিলো, নিজের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে ছোটো ছোটো কয়েকটা চুমুক দিলো। তারপর আবার উদাস চোখে তাকিয়ে রইলো অন্ধকার সমুদ্রে ভাসমান আলোকমালার দিকে।

মরোসো পূর্বকথার জের টেনে বললো, 'তোমারও এ সম্পর্কে কিছু ভাবা উচিত রাভিক।'

'নতুন করে আর কিছুই ভাবার নেই বরিস। অন্য অনেক উদ্বাস্তুদের মতো আমাকেও হয় ফরাসী কোন বন্দীশিবিরে দিন কাটাতে হবে, নয়তো জার্মানিতে ফেরত পাঠিয়ে দেবে।'

'তারপর?'

'তার পরের কথা এখনই এখানে বসে ভাবা সম্ভব নয় বরিস।' টেবিলে রাখা প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরিয়ে রাভিক দেশলায়ের কাঠিটা গংজে দিলো, ছাইদানির মধ্যে। 'তাছাড়া আর যাই হোক না কেন, প্যারিস থেকে আমি আর কোথাও নড়ছি না।'

'কিন্তু…'

'আমি জানি বরিস, তুমি কি বলবে। আমি হয়তো তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না। তবু আমি আর কোথাও পালাবো না। তাছাড়া সব জায়গাই এখন সমান বিপজ্জনক।'

মরোসো চুপ করে রইলো। সম্ভবত তার কথাগুলো মর্মে মর্মে উপলব্ধি করার চেষ্টা করলো। পেয়ালায় গোটাকতক চুমুক দিয়ে খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলো। তারপর হঠাৎ করেই এক সময়ে জিজ্ঞেস করলো, 'জোয়াঁর খবর কি ?'

'জানি না।'

'ওর সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি ?'

'না।' একটু নীরবতার পর বিদ্রূপে তীক্ষ্ম হয়ে উঠলো রাভিকের কণ্ঠস্বর, 'আমার বার বার নাম পালটানোরই মতো ও পাছে জীবনের কোন কিছুকে হারিয়ে বসে, তাই হয়তো যৌবনকে আঁকড়ে ধরার জন্যে ও এখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

দুজনে অনেকক্ষণ কেউ আর কোন কথা বললো না। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে পান করলো। কাফের ভেতরে ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। কাটাকাটা স্খলিত কণ্ঠস্বরে ডুবে যাচ্ছে লা প'লোমার মৃদু সুর। বাইরের রাস্তায় রেশমী চাদর গায়ে বিদেশী ফেরিওয়ালারা কম্বল গালিচা বিক্রি করছে। উলটোদিকের পাশ-পথে লোকে কাড়াকাড়ি করে সান্ধ্য-পত্রিকা কিনছে। ভেতরে টেবিলে টেবিলে পেস্তাবাদাম ফেরি করছে একটা বাচ্চা ছেলে।

মরোসো উঠে পড়লো। 'চলো রাভিক, বাইরের খোলা হাওয়ায় একটু বেরিয়ে আসি।'

'চলো। অন্তত প্যারিসের রুপোলী বাতাস যখন এখনও মুক্ত স্বাধীন…'

'এই, ওই যে জোয়াঁ!' দরজার কাছাকাছি আসতে মরোসো রাভিকের কানে ফিস-ফিস করে বললো।

'কই! কোথায় ?'

'ওই তো গাড়িতে উঠছে।'

রাভিক দেখলো শাম্প এলিসের সামনে দাঁড়ানো ছাই রঙের ছাদ-খোলা একটি গাড়ির দিকে জোয়াঁ এগিয়ে যাচ্ছে। মাথায় টুপি নেই। সোনালী চুলের গুচ্ছগুলো কাঁধের ওপর যেন খুশীতে দুলছে। ওর সঙ্গে বেশ সুন্দর দেখতে একজন তরুণ, অন্যদিক দিয়ে ঘুরে চালকের আসনে গিয়ে বসলো। তারপর নিপুণ হাতে সারি সারি দাঁড়ানো গাড়ির মাঝখান থেকে ওদের গাড়িটাকে বার করে আনলো ঝকঝকে নতুন একটা দেলাই।

জোয়াঁর নজর পড়ার আগে রাভিক চট করে অন্ধকার এক কোণে সরে দাঁড়ালো। মরোসোও গুটিগুটি পায়ে এসে দাঁড়ালো তার পাশে। 'গাড়িটা লক্ষ্য করেছো ?'

'হ্যাঁ।'

'মধ্য-ইউরোপের সবচেয়ে নাম-করা গাড়ি। যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি মজবুত।'

'হ্যাঁ, আজকের দিনে অনেকটা আমাদের ভালোবাসার মতো। টিন হোক আর সোনাই হোক, মরচে না পড়লেই হোলো।'

'সম্পূর্ণ নিটোল, অনাবিল ভালোবাসা তুমি আজকের দিনে আর কোথাও পাবে না রাভিক, মরচে তাতে পড়বেই। আর এই নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে।'

'নিশ্চয়ই। গাঢ় অন্ধকারে আলেয়ার আলোও আলো বইকি।'

'আজ তোমার কি হয়েছে বলো তো ?'

'কিছু না বরিস···চলো, এবার যাওয়া যাক।'

ওরা দুজনে পথে নেমে এলো। প্লাস দ্য লেতোয়ালের দিক থেকে রুপোলী পায়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো একটা হিমেল নির্জনতা। সেই নির্জনতা স্পর্শ করলো রাভিকের নিঃসঙ্গ দুটি বাহু। তার বুকের ভেতরটা যেন হাহাকার করে উঠলো। অথচ কেউ শুনতে পেলো না তার সেই নিঃশব্দ আর্তনাদ। ব্যর্থ, ম্লান এই রিক্ততার যেন কোন ভাবা নেই। আন্তিবে যেদিন সে প্রথম জানলো জোয়াঁকে ধরে রাখতে পারবে না, হাকেকে দেখার পর প্রচণ্ড ঘৃণায় যখন জ্বলে উঠলো তীব্র ক্রোধ, প্রতিহিংসায় সে যখন ওকে খুন করলো, যখন ভাবলো প্যারিস ছেড়ে সে আর কোথাও পালাবে না—তখনকার সেই ব্যর্থ রিক্ততার সঙ্গে যেন এই অনুভূতির কোন মিল নেই। এ যেন নির্জন সমুদ্রবেলায় আছড়ে পড়া জল-ঢেউয়ের গান, নিঃসঙ্গ হাহাকার—প্রতিধ্বনিত হবার আগেই বাতাসে মিলিয়ে গেলো যার অন্তিম অনুরণন। রাস্তার দু-পাশের দুপালী হঠাৎ রাভিকের কাছে আরব্য-রজনীর মতো কেমন যেন অবিশ্বাস্য আর রহস্যময় বলে মনে হলো। মনে হলো এতদিন যে হ্রদ তার বুকের আয়নায় শরতের নীলিম আকাশকে ধরে রেখেছিলো, একটি রাতের বিধ্বস্ত ঝড়ে তা যেন সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

'শেহারাজাদে যাবার সময় হয়ে গেছে। আমি এবার যাই রাভিক।'

'এসো।'

'তুমি কি এখন হোটেলেই ফিরে যাবে ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে, যুদ্ধ শুরু হবার আগের রাত্রিটা উপভোগ করে নেবে বলে মনে হচ্ছে ?'

'নিশ্চয়ই। জীবনে এ রাত্রি আর কখনও ফিরবে না।'

'তোমার কি খুব খারাপ লাগছে রাভিক ?'

'না। বিগতকাল আমাদের জীবন থেকে নিঃশেষে মুছে গেছে। না জাদু, না কোন চোখের জল আর তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। আগামীকালও অনিশ্চিত··· কেবল অনন্ত এই রাত্রির মুহূর্তটুকু ছাড়া। আমি তাকে আমার বোধের গভীরে স্মরণীয় করে রাখতে চাই বরিস।'

'হ্যাঁ, নগ্ন একটা শতাব্দীর শেষ অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে।'

অন্ধকারে রাভিক মরোসোর মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেলো না, দেখলো কেবল ওর চোখদুটো বাঘের চোখের মতো জ্বলছে।

'আমি চলি রাভিক।'

রাভিক হাতটা বাড়িয়ে দিলো। 'শুভরাত্রি বরিস।'

'আমাকে তুমি ভুল বুঝো না রাভিক। আমি জানি কেন তুমি অন্য কোথাও যেতে চাও না, কেন তুমি এখনও অপেক্ষা করছো। তোমার নিঃশব্দ যন্ত্রণা আমি বুঝি।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ বরিস। তুমি ছাড়া সত্যিকারের বন্ধু আমার আর কেউ নেই।'

হোটেল আন্তর্জাতিকে ফিরে এসে রাভিক দেখলো নীচের হলঘরে একটি কিশোর বসে রয়েছে। হয়তো তেমন করে নজরও পড়তো না, প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে চকিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে ছেলেটা যদি না তার দিকে এগিয়ে আসতো। রাভিক লক্ষ্য করলো পায়জামার নীচে কাঠের একটা পায়ে শব্দ তুলে ছেলেটা সামান্য একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে।

'আপনাকেই খুঁজছিলাম মঁসিয়ে।'

হলঘরের স্বল্প আলোয় রাভিক অবাক বিস্ময়ে ছেলেটার মুখের দিকে তাকালো। 'তুমি ··তুমি জানেৎ না!'

'হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু। সেই সন্ধ্যে থেকে আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি। অনেক-দিন আগেই আমার আসার ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু হাসপাতালের সেই ডাইনি নার্সটাকে যতবার জিজ্ঞেস করেছি ততবারই ও বলেছে আপনি এখন প্যারিসে নেই, কোথায় যেন বাইরে গেছেন।'

'হ্যাঁ জানেৎ, কিছুদিনের জন্য আমি প্যারিসের বাইরে ছিলুম।'

'কিন্তু গতকাল, কিংবা তার আগের দিন?'

'না না, সে তো বেশ কিছুদিন আগে।'

'অথচ, গতকালও ডাইনিটা আমাকে বলেছে আপনি এখনও ফেরেননি।'

'সে কি!'

জানেৎ বিজ্ঞের ভঙ্গিতে হাসলো। 'আজ আমি ওর কাছ থেকে আপনার ঠিকানাটা আদায় করে তবে ছেড়েছি।'

'কেন জানেৎ, তোমার পায়ে কি এখনও কোন অসুবিধে হচ্ছে?'

'না না, সেজন্যে নয় ডাক্তারবাবু। পা আমার বেশ ভালোই আছে। এখন আর হাঁটতে চলতেও কোন অসুবিধে হচ্ছে না।'

'তাহলে?'

'আমরা ছানা-মাখনের ছোট একটা দোকান খুলেছি ডাক্তারবাবু। ছোট হলেও বেশ ভালো চলে। মামণি দোকানে বসে, আমি বাইরের কাজ করি, হিসেবপত্তর দেখা-শোনা করি। আপনার জন্যে এই প্যাকেটটা নিয়ে এসেছি।'

বাদামী রঙের কাগজে মোড়া ছোট একটা মোড়ক ও রাভিকের দিকে এগিয়ে দিলো।

'এতে কি আছে জানেৎ ?'

'রুটি মাখন পনীর আর কয়েকটা ডিম। সব আমাদের দোকানের।'

'বাঃ, এ দিয়ে তো একদিন ভূরিভোজের আয়োজন করা যাবে দেখছি।'

'মামণি আপনার জন্যে ব্রি আর কিছু পঁ লেভিক পাঠিয়েছে, বলেছে এই সামান্য উপহারটুকু আপনি গ্রহণ করলে খুব খুশী হবে।'

'নিশ্চয়ই আমি গ্রহণ করবো জানেৎ। তুমি হয়তো জানো না, ব্রি আমার খুব প্রিয়।'

'আমি মামণিকে বলবো, শুনলে খুব খুশী হবে।'

'ধন্যবাদ জানেৎ। তুমি যে আমাকে এখনও মনে রেখেছো, এর জন্যে আমি সত্যিই খুব খুশী হয়েছি। রোগ সেরে গেলে সবাই তো আর হাসপাতালের ডাক্তারদের মনে রাখে না।'

'বড়লোকরা রাখে না। কিন্তু আমাদের মতো গরীবরা কখনও ভোলে না ডাক্তারবাবু।'

'তোমার কথা আমার দীর্ঘদিন মনে থাকবে জানেৎ। তোমার পায়ের জন্যে আমি সত্যিই দুঃখিত, কিন্তু কেটে বাদ দেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিলো না।'

'বারে, কেটে বাদ না দিলে আমরা কোনদিন এ দোকান করতে পারতুম বুঝি ?' জানেৎ হাসলো। 'তখন হয়তো আমাদের না খেতে পেয়েই মরতে হতো। আজ আমি যাই ডাক্তারবাবু। অনেক দেরি হয়ে গেছে, মামণি হয়তো বসে বসে ভাববে।'

'এসো জানেৎ। দেখো, সাবধানে রাস্তা পার হোয়ো।'

ছাব্বিশ

'ইস্রাইলিরা তো দলে দলে মিশর ছেড়ে চলে যাচ্ছে।'

দর্শনের অধ্যাপক এর্নস্ট সিডেনবম্ কথাটা রাভিক আর মরোসোর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন। আর সবায়ের সঙ্গে উনিও হোটেল আন্তর্জাতিকের প্রবেশপথের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শীর্ণ, রক্তহীন ফ্যাকাসে চেহারা। যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। কথা উনি খুবই কম বলেন, তবু ছোটখাটো গম্ভীর অথচ দরদী এই মানুষটাকে হোটেলের সবাই শ্রদ্ধা করে।

স্টার্ন এবং ভাগনার পরিবার তখন পথে দাঁড়িয়ে তাদের জিনিসপত্তর সামলাচ্ছে। তরুণ স্তোলজ নিজে থেকেই ওদের আসবাবপত্র সব ভাড়া করা লরিতে তুলে দিচ্ছে। পড়ন্ত বিকেলে শরতের সোনালী রোদ এসে পড়েছে ওর মুখে। সেলমা স্টার্নের মুখ

শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে, কুচকুচে কালো চোখের মণিদুটো ওর ছলছল করছে।
'দেখো, খুব সাবধানে···উঁহু, আস্তে আস্তে···দেখো, টেবিলের মোম-পালিশটা নষ্ট হয়ে যায় না যেন।'

ওপর থেকে ধরাধরি করে কয়েকজন মেহগনি কাঠের ভারি একটা খাট নামিয়ে আনলো।

ফুটফুটে বাচ্চা একটা মেয়ে তার পুতুলটা বুকের মধ্যে জড়িয়ে আদর করছে। নিজেরই চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া দু ফোঁটা অশ্রু ফ্রকের প্রান্ত দিয়ে মুছিয়ে দিচ্ছে পুতুলের মুখ থেকে।

জোসেফ স্টার্ন, সেলমার স্বামী, বেঁটেখাটো নিরীহ গোছের মানুষ, চোখে চশমা পরা। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের জামাকাপড়ের প্যাকেট আর সুটকেসটা কোথায়?'

'ওগুলো তোলা হয়ে গেছে।'

'ঠিক মনে আছে তো?'

'হ্যাঁ আমি নিজে হাতে গুছিয়ে দিয়েছি।'

লরির একজন কুলি ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো। 'মাদাম, আপনার জিনিসপত্তর সব বুঝে নিন। লরিতে আর কিছু ধরবে না।'

'ওকে পয়সা দিয়ে দাও।'

'আমার টাকাপয়সার ব্যাগটা কোথায়? বোধহয় ওপরে ফেলে এসেছি···দাঁড়াও, দেখছি···'

'সেলমা, তোমার খাটের পালিশ কিন্তু একটুও নষ্ট হয়নি।'

'আমার বাবা বিয়ের সময়ে এটা যৌতুক দিয়েছিলেন।'

'আর দেরি না করে এখনই বেরিয়ে পড়ো···'

'মামণি, আমার পুতুলের ওড়নাটা কোথায়?'

'সুটকেসে আছে সোনা।'

'এই নাও তোমার পয়সা। কি, রাগ করোনি তো?'

'ব্যাগটা সাবধানে রাখো, তোমার যা ভুলো মন।'

'···না না, টুকরিটা হাতে নিয়ে নাও।'

'অনুমতির কাগজপত্রগুলো সব ঠিক করে রাখো। সীমান্তে কেন, ট্রেনেই হয়তো দেখতে চাইবে।'

'অনেকদিন একসঙ্গে ছিলুম, আজ এভাবে ছেড়ে যেতে খারাপ লাগছে।'

'না না, দড়িটা এদিক দিয়ে ঘুরিয়ে নাও···'

'দেখো, টেবিলের পালিসটা আবার চটে না যায়।'

'···ছিছি, ওকথা বলবেন না, আমাদের চোখে ইহুদি আলাদা কোন জাত নয়।'

'হ্যাঁ, প্রথমে আমরা চিকাগোয় যাবো, ওখানে আমাদের কিছু আত্মীয়স্বজন আছে। পরে হয়তো মেক্সিকোতেই যেতে হবে।'

'মামণি, আমার মেয়ে কিন্তু ঘুম থেকে উঠে দুধ খায়নি।'

'খাবে সোনা। গাড়িতে উঠে ওকে দুধ খাইয়ে দিও।'

'বিদায়। আবার হয়তো দেখা হবে।'

ডন কুইসোট দু পা এগিয়ে এসে ভিসেনফের কাঁধে হাত রাখলেন। 'তোমাদের যাত্রা শুভ হোক।'

মরোসো জোসেফ স্টার্নের হাতটা ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে গাঢ় স্বরে বললো, 'না না, এত মন খারাপ করার কি আছে? সব সময় নিজের ওপর বিশ্বাস রাখবেন।'

'কি জানি ভাই, আর হয়তো কোনদিন হোটেল আন্তর্জাতিকে ফিরতে পারবো না।'

'নিশ্চয়ই পারবেন। এখনই এত ভেঙে পড়লে চলবে কেন?'

সেলমা স্টার্ন ততক্ষণে মেয়ের হাত ধরে ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠেছে। স্তোলজ আর ট্যাক্সি থেকে নামলো না। ও-ও ওদের সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত যাবে। ওর অনুমতিপত্র অবশ্য আমেরিকার জন্যে নয়, ও যাবে পর্তুগালে। ট্যাক্সি ছাড়ার পর ও শুধু দরজার সামনে ভিড় করে দাঁড়ানো সহবাসিন্দাদের দিকে হাত নেড়ে বিদায় জানালো।

মরোসো রাভিকের কনুই ধরে টান দিলো। 'চলো, পাতালঘরে গিয়ে কিছু পান করা যাক।'

'চলো। কিন্তু কালভাদো চাই।'

'দাঁড়াও ভায়া, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাবো।' ডন কুইসোট ওদের সঙ্গ ধরলেন। 'আমারও গলাটা কেমন যেন শুকনো শুকনো মনে হচ্ছে।'

'কিন্তু কালাভাদো।' মরোসো ঠাট্টা করলো।

সিডেনবম্ গম্ভীর হবার ভান করলেন। 'বেশ, কালভাদোই সই।'

পাতালঘরে ওরা এসে দেখলো শরতের ঝরা পাতার মতো সবাই তখন সেখানে ঝেঁটিয়ে জড়ো হয়েছে—ভিসেনফ, রুথ গোল্ডবার্গ, ফিনকেসটাইন, রোজেনফেল্ড, আরও দু-একজোড়া দম্পতি, রাভিক যাদের মুখ চেনে, কিন্তু নাম জানে না।

ওরা তিনজনে এসে বসলো বেঁটে বাহারি তালগাছটার সামনের টেবিল ঘিরে। মরোসো হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে পরিচারককে এক বোতল কালভাদো দিতে বললো। রাভিকের চোখ পড়লো বাঁ পাশের টেবিলে অপরিচিত এক ভদ্রলোকের ওপর। মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি, ছোট একটা হাত-আয়নায় নিবিষ্ট চিত্তে নিজের মুখ দেখছেন।

'ইনি আবার কে? এঁকে তো কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না!'

মরোসো ঘুরে তাকালো। 'কি জানি, আমিও দেখিনি।'

সিডেনবম্ মুচকি মুচকি হাসলেন। 'উনি অ্যারন গোল্ডবার্গ।'

রাভিক চমকে উঠলো। 'মানে! মিসেস গোল্ডবার্গ আবার বিয়ে করেছেন নাকি?'

'তোমার যেমন বুদ্ধি।' মরোসো খেঁকিয়ে উঠলো। 'রুথ গোল্ডবার্গ যদি বিয়েও করেন, ওঁর স্বামী কি করে অ্যারন গোল্ডবার্গ হবে সেটা তোমার মাথায় ঢুকলো না?'

'ঠিক, খুব ঠিক,' ডন কুইসোট সমর্থনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। 'উনি হলেন গিয়ে আমাদের নতুন অ্যারন গোল্ডবার্গ।'

'কিন্তু অ্যারন গোল্ডবার্গের নামটা কেন বারবার আসছে আমি সেইটেই বুঝতে পারছি না।'

'পারবে ভায়া, পারবে। আগে পেটে একটু কাল্ভাদো পড়ুক তখন সবই বুঝতে পারবে' ডন কুইসোট রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসলেন। 'এই যে এসে গেছে। ঢালো তিনটে গ্লাসে। আমাকে একটু কম দিও…' পরিচারককে উনি গেলাসের গায়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। 'আসলে রুথ গোল্ডবার্গ অ্যারন গোল্ডবার্গের ছাড়পত্রটা এঁর কাছে দু হাজার ফ্রাঁতে বিক্রি করে দিয়েছেন। এঁর সঙ্গে চেহারার কিছুটা মিল আছে। কিন্তু মৃত গোল্ডবার্গের দাড়ি ছিলো, এঁর দাড়ি না থাকায় ইনি এখন দাড়ি চর্চায় মন দিয়েছেন।'

মরোসো হো হো করে হেসে উঠলো। 'তাহলে তো রাভিক ঠিকই বলছে। এক অর্থে অন্তত ছাড়পত্র অনুযায়ী উনি রুথ গোল্ডবার্গের স্বামীই বটে।'

সিডেনবম্ হাসতে হাসতে তাঁর গেলাস নিয়ে নতুন গোল্ডবার্গের সঙ্গে আলাপ জমাবার জন্যে উঠে গেলেন।

মরোসো জিজ্ঞেস করলো, 'আজ সন্ধ্যেবেলায় কি করছো?'

'কেটি হেগ্স্ট্রোমকে নিয়ে শেরবুর্গে যেতে হবে। আজ ও নিউ ইয়র্কে ফিরে যাচ্ছে।'

'জাহাজে?'

'হ্যাঁ, নর্মান্ডিতে।'

'তার তো এখনও অনেক দেরি আছে?'

'হ্যাঁ।'

'এসো, বরং এক হাত দাবা খেলা যাক।'

'আজ আমার হোটেলে ভালো লাগছে না বরিস, কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমি বরং বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি।'

ভেবর তখন তাঁর বসার ঘরে সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে সান্ধ্য-পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছিলেন। রাভিককে প্রবেশ করতে দেখে কাগজটা মুড়ে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিলেন। 'নোংরামি আর কাকে বলে! আমাদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ রাষ্ট্রনায়কদের ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে মারা উচিত।'

'উঁহু শতকরা নব্বুই ভাগ।' রাভিক সোফায় এসে বসলো। 'তার আগে বলো দুরাঁর হাসপাতালে সেই মেয়েটার খবর কি?'

'কেন গত কয়েকদিন থেকেই তো ও বেশ ভালো আছে।'

'আমি দু-তিনদিন ওর কোন খবর নিতে পারিনি ভেবর।'

'আঁদ্রে দুরাঁ আজ সকালেও আমাকে ফোন করেছিলো। আমি মেয়েটার কথা জিজ্ঞেস করায় ও তো স্পষ্টই বললো, তুমি না থাকলে মেয়েটাকে কোন মতেই বাঁচানো সম্ভব হতো না।'

'উনি তোমার কাছে সে কথা স্বীকার করেছেন যেহেতু তুমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলে।'

নতুন সিগারেটের প্যাকেট খুলে ডাক্তার ভেবর রাভিকের দিকে মেলে ধরলেন। 'ফরাসীদের তুমি জানো না রাভিক...' দেশলাইয়ের কাঠি জেলে উনি রাভিকের সিগারেটটা ধরিয়ে দিলেন। 'মরে গেলেও ওরা মুখ ফুটে কখনও অপরের প্রশংসা করবে না।'

'আমি জানি ভেবর। সেটাও যেমন সত্যি, তেমনি আবার যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও প্রশংসা পাবার জন্যে আমরা লালায়িত হয়ে উঠি, এটাও মিথ্যে নয়।'

'না রাভিক, তোমার ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন প্রশ্নই আসে না। আর যোগ্যতার কথা যদি বলো, আমার চাইতে তোমাকে কেউ ভালো করে চেনে না।'

'ওটা তোমার উদারতা ভেবর। ছেড়ে দাও ও-সব কথা।'

'কফি খাবে?'

'না, থাক। আজকে কেন যেন আমার আর কিছু ভালো লাগছে না।'

ডাক্তার ভেবর রাভিকের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন খোঁজার চেষ্টা করলেন। তারপর সম্ভবত প্রসঙ্গ পালটাবার জন্যেই জিজ্ঞেস করলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তোমার কি মনে হয় রাভিক? আমার তো মনে হয় সবটাই বাগাড়ম্বর, হয়তো শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ বাধবে না। হয়তো আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই সব মিটে যাবে।'

'হয়তো মিটে যাবে। আমার কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তা মনে হয় না...'

পোড়া সিগারেটের টুকরোটা ভেবর ছাইদানির মধ্যে গুঁজে দিলেন। 'কিন্তু আর কিছু না হোক, ম্যাজিনো-চুক্তি অনুযায়ী আমাদের প্রতিরক্ষা-সীমান্ত এখনও বলবৎ রয়েছে।'

'তা অবশ্য রয়েছে ...' বাকিটুকু মুখে না বললেও রাভিক জানে, যেকোন অজুহাতে সে-চুক্তি ভাঙতে জার্মানির একটা ঘণ্টাও সময় লাগবে না। যখনই যুদ্ধ প্রসঙ্গে কোথাও কোন আলোচনা হয়েছে, হাজারো বার সে ফরাসীদের ম্যাজিনো-সীমান্ত চুক্তির কথা ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে দেখেছে। অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তার আঁচ লাগবে ফ্রান্সের গায়ে।

'আঁদ্রে দুরাঁ তো তার সঞ্চিত অর্থ সব আমেরিকান ব্যাঙ্কে স্থানান্তরিত করেছে।'

'তাই নাকি!'

'শুধু দুরাঁ নয়, অনেকেই আজকাল ফ্রাঁকে ডলারে রূপান্তরিত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে রাভিক।'

'অর্থাৎ অনেকেই এখন ম্যাজিনো-রেখার ওপর নির্ভর করতে ভরসা পারছে না।'

ডাক্তার ভেবর কোনরকমে ক্লান্ত চোখের পাতাদুটো টেনে তুললেন। 'আমার কাছে কিন্তু এখনও অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে রাভিক। বিশ্বাসঘাতকতা করে ফ্রান্স নিজেকে বিকিয়ে দেবে, এ যেন আমি কিছুতেই ভাবতে পারছি না।'

'ব্যবসায়ী আর রাজনীতিবিদরা যদি ফ্রান্স কিংবা জার্মানিকে নিয়ে জুয়া খেলে, তুমি একা কি করবে ভেবর?'

ভেবর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'তুমি কি করবে কিছু ঠিক করেছো রাভিক?'

'না।'

'কিন্তু...'

'ফরাসী বন্দীশিবির যখন এখনও আমাদের জন্যে এমন উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছে, তখন আর এত ভাবনা কিসের ভেবর? চলি। কেটিকে এখন শেরবুর্গে পৌঁছে দিতে হবে। ও আমার জন্যে হোটেলে অপেক্ষা করছে।'

হাজারো আলোর মালায় নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে নর্মাণ্ডি। অন্ধকারের বুক চিরে তীব্র আলো জ্বলছে জেটির ওপরে, নীচে তিরতির করে কাঁপছে জলের রেখা—ত্রস্ত পায়ে যাত্রীরা ওঠানামা করছে। যেন শেষ মুহূর্তে অসম্ভব দেরি করে ফেলার জন্যে নিজেই শঙ্কিত হয়ে উঠেছে! জোরালো আলোয় জ্বলজ্বল করছে শিশুদের বিহ্বল চোখগুলো, ঝিকিয়ে উঠছে মেয়েদের গলার মুক্তোর মালা, রত্নবলয়ের দ্যুতি! আঁধার-মোড়া জলের বুক থেকে উঠে আসছে হিমেল লোনা হাওয়া। দামী লোমের কোটটা কেটি ভালো করে জড়িয়ে নিলো গলার চারপাশে।

নোঙর-বাঁধা বিশাল জাহাজটার দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রাভিকের মনে হলো—জাহাজ তো নয়, এ যেন মহাপ্লাবনে ভাসমান নোয়ার সেই নৌকো মৃত্যু-তাড়িত ভয়-বিহ্বল অগণন মানুষকে পৌঁছে দেবে ইউরোপ আমেরিকার ঘাটে-ঘাটে, মৃত্যুর কালো ডানার ওপারে কবোষ্ণ কোন নীড়ের আশ্রয়ে।

'এবার তোমার যাবার সময় এসেছে কেটি।'

'হ্যাঁ। এবার আমি যাই রাভিক।'

'বিদায় কেটি।'

'বিদায় রাভিক। আমাকে জাহাজঘাটায় পৌঁছে দেওয়ার জন্যে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি উঠে না যাওয়া পর্যন্ত তুমি শুধু আর একটু অপেক্ষা কোরো, কেমন?'

'নিশ্চয়ই।'

জেটিতে ব্যস্ত যাত্রীদের ভিড় তখন কমে গেছে। পেছন থেকে রাভিক তাকিয়ে দেখলো কেটির বিশীর্ণ ম্লান একটা দেহরেখা। কিছুক্ষণের জন্যে রাভিক ওকে আর দেখতে পেলো না।

শেষ যাত্রী, একজন আমেরিকান ইহুদি, ঘেমে নেয়ে ছুটতে ছুটতে জাহাজের খোলের মধ্যে মিলিয়ে গেলো, আর তখনই ধীরে ধীরে সিঁড়িটাকে গুটিয়ে নেওয়া হলো। অদ্ভুত একটা অনুভূতির শিহরণ খেলে গেলো রাভিকের সারা শরীরে। ইউরোপ আর আমেরিকার মাঝের শেষ যোগাযোগ-সেতুটাও যেন ছিন্ন হয়ে গেলো।

রেলিঙের ওপর ঝুঁকে পড়া যাত্রীদের ভিড়ের মধ্যে যখন কেটিকে খুঁজে পেলো, তখন ওকে আর আলাদা করে চেনা গেলো না। সবাই রুমাল নাড়ছে। এ বিদায় মুক্তির না বেদনার, রাভিক স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারলো না।

মাথার ওপরে নিঃসঙ্গ চাঁদটাকে রাভিকের মনে হলো বিশাল একটা ঝিনুকের খোলে শুভ্র শুক্তোর মতো যেন ঝিলমিল করছে। দূর থেকে চোখে পড়ে গির্জার চূড়া, আলো-ঝলমল শহরের রঙিন বিজ্ঞাপন।

সিগারেট ধরিয়ে রাভিক জাহাজঘাটার দীর্ঘ পথটা হেঁটেই পেরিয়ে এলো। কি যেন একটা তিক্ত অনুভূতি, নিঃশব্দ যন্ত্রণা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে তার সারা বুক জুড়ে। এই তিক্ততা যন্ত্রণার নিঃশব্দ হাহাকার বহুবার সে অনুভব করেছে তার রক্তের স্পন্দনে। কিন্তু এমন তীব্র হয়ে আর কখনও ছড়িয়ে পড়েনি। যেন প্রতিরোধের শেষ দুর্গটুকুও ধীরে ধীরে ভেঙে পড়েছে, আর সে নিঃশব্দে তা অপলক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। পালকের মতো হালকা হাওয়ায় সবকিছু যেন ভেসে চলেছে তার চোখের সামনে দিয়ে। অনাগত আর অতীত—কারুরই জন্য যেন কোন দুঃখ নেই বেদনা নেই আশা নেই। কেবল অস্তিত্বের অতল গহ্বরে কি যেন একটা কেবলই তলিয়ে যাচ্ছে, যাকে ও আর আঁকড়ে ধরতে পারছে না।

রাত্রির এই নিস্তব্ধতায়, রক্ত-গন্ধ জড়ানো শেষ মল্লভূমি থেকে ফিরে যাওয়ার মুহূর্তে হঠাৎ করেই রাভিকের মনে হলো সবকিছু কেমন যেন নামহীন, অচেনা আর রহস্যময়। তখনই ওর মনে হলো আগামীকালের জন্যে যে পৃথিবী, সেই অজানা পৃথিবীতে ওর জন্যে ওত পেতে রয়েছে একটা বিপদ। অশুভ অথচ আশ্চর্য, এখনও পর্যন্ত তেমন করে কিছুই ঘটেনি—না রঙে, না রেখায়। কাউকে ভালোবেসেছিলো, তাকে সে হারিয়ে এসেছে। কাউকে ঘৃণা করতো, তাকে সে খুন করেছে। দুজনেই তাকে মুক্তি দিয়েছে—একজন জীবনের অস্তিত্বে, অন্যজন অতীত বিস্মরণে। জীবনে কিছুই তো আর তার অপূর্ণ নেই—না দুঃখ না প্রেম না আশা না বিলাপ। হঠাৎ করেই আবার রাভিকের মনে হলো—এ যেন বেশ ভালোই হলো! এ যাত্রায় যদি বেঁচে থাকি, নতুন করে যদি আবার শুরু করতে হয়, তবে শুরু থেকেই শুরু করবো। পেছনে থাকবে না কোন পিছুটান, না প্রত্যাশা—কেবল নিটোল কিছু অভিজ্ঞতা আর আমি। কথাটা মনে হতেই তার বুকের ভেতরের অন্ধকার বিষণ্ণতা থেকে একটা উজ্জ্বলতা যেন ঠিকরে উঠলো, আর টানটান শক্ত হয়ে উঠলো ওর হাতের পেশীদুটো।

শিথিল ক্লান্তিতে গা এলিয়ে রাভিক চুপচাপ চোখ বুজিয়ে পড়ে ছিলো। হঠাৎ জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে পড়তেই রাভিকের তন্দ্রা ছুটে গেলো। দেখলো অত্যন্ত স্বল্প-আলোকিত সেতুর মুখে সামনের গাড়িগুলো সব পরপর সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে। সিগারেট ধরিয়ে সে অপেক্ষা করলো। হাতঘড়িতে দেখলো সবে সাড়ে দশটা। প্রথমে ভেবেছিলো ট্যাক্সি বোধহয় এখনও প্যারিসে প্রবেশই করেনি। কিন্তু খুব ধীরে ধীরে যখন ট্যাক্সি চলতে শুরু করলো, ভুল ভাঙতে তার দেরি হলো না। দূর থেকে চোখে পড়লো আবছা কুয়াশা-জড়ানো প্লাস দা লেতোয়ালের আকাশে বিজয়-তোরণের সুসজ্জিত আলোকমালা। তাহলে সে এখন প্যারিসেই! রাভিক আবার ঘড়ি দেখলো। না, রাত তো বেশি হয়নি! তাহলে এর মধ্যেই প্যারিস এমন ঘুমিয়ে পড়লো কেন?

'কি ব্যাপার, এত অন্ধকার কেন ?'

ট্যাক্সিচালক ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনের গাড়িগুলোকে কি যেন ইঙ্গিত করলো। 'প্যারিস নিষ্প্রদীপ হয়ে গেছে মঁসিয়ে। একটু আগে বেতারে ঘোষণা করেছে।'

'তাই নাকি !'

'হ্যাঁ। বেতারে অবশ্য বলেছে বিমান-আক্রমণের বিরুদ্ধে কেবল সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবেই এই নির্দেশ। যুদ্ধ হবে না, এখনও আলাপ-আলোচনা চলছে।'

পেছনের গাড়িটার ক্রমাগত হর্নে বিরক্ত হয়ে ট্যাক্সিচালক অশ্লীল একটা খিস্তি করে উঠলো। রাভিক সিগারেটটা ছুঁড়ে দিলো জানলার বাইরে।

আলোয় ঝলমলে রূপসী শহর প্যারিস কোনদিন নিষ্প্রদীপ হয়ে যাবে সত্যি এ যেন ভাবাই যায় না।

'যুদ্ধ কি হবে, আপনার কি মনে হয় মঁসিয়ে ?'

'যুদ্ধ হবে বলে তো আমার মনে হয় না।' এ ছাড়া যেন আর অন্য কিছু রাভিক ওকে বলতে পারলো না।

'কে জানে, কোথাকার জল কোথায় গড়াবে। জার্মানি এখন পোল্যাণ্ডের দিকে হাত বাড়িয়েছে, পরে এক এক করে উপনিবেশগুলো নেবে। তখন আমাদের হয় বশ্যতা স্বীকার করতে হবে, নয়তো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হবে।'

রাভিক কোন কথা বললো না। এত স্পষ্ট ধারণার পর রাভিক নতুন কিছু বলতে পারলো না। আধো আলোছায়ায় অসম্ভব ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ট্যাক্সি ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো। পঞ্চম জর্জ অ্যাভেন্যুর আলো সম্পূর্ণ নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। আলোর ঝরণাধারায় যে বাড়িগুলো স্নান করতো, সেগুলো এখন নগ্ন আঁধারে ঢেকে গেছে। নানা রঙের উজ্জ্বল রঙিন বিজ্ঞাপনের পরিবর্তে জ্বলছে কম-শক্তির খুব সাধারণ দু-একটা বাতি। প্লেস দ্য লা'কনকোর্ডের পর থেকে এ দৈন্যতা চোখে পড়লো আরও বেশি করে।

হোটেল আন্তর্জাতিকে এসে রাভিক ট্যাক্সি ছেড়ে দিলো। দরজার সামনে জোরালো আলোর পরিবর্তে টিমটিমে একটা সবুজ বাতি জ্বলছে। হোটেল আন্তর্জাতিকের কেবল '—জাতিক' শব্দটুকু পড়া যাচ্ছে।

হলঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্বামিনী বললেন, 'এসে গেছেন, আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।'

'কি ব্যাপার মাদাম ?' রাভিক একটু অবাকই হলো।

'সাত নম্বরের একজন মহিলা পাগল হয়ে গেছে।'

'সে কি !'

'হ্যাঁ, সন্ধ্যে থেকে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেছে। কিন্তু আর যাই হোক, হোটেলে আমি পাগল পুষতে পারবো না।'

'এমনও হতে পারে ভদ্রমহিলা হয়তো সত্যি পাগল হননি, স্নায়বিক দুর্বলতায় ভুগছেন।

'ব্যাপারটা একই। দুটোর জন্যেই পাগলাগারদের ব্যবস্থা আছে। সে-কথা আমি

ওদের স্পষ্টই বলে দিয়েছি—চুপ না করলে অন্য কোথাও ব্যবস্থা করতে হবে। একজনের জন্যে আমি তো আর সবায়ের শান্তি নষ্ট হতে দিতে পারি না।'

'তা অবশ্য ঠিক। আবার অন্য দিক থেকেও ঘটনাটা বিচার করে দেখা উচিত।'

'দেখুন, আপাতদৃষ্টিতে আপনি আমাকে যা-ই ভাবুন না কেন, সাধারণ মানুষের প্রতি সহানুভূতি আমার আছে। নইলে উদ্বাস্তুদের···'

'আমি জানি মাদাম। আর আপনাকে আমি চিনি বলেই অন্য দিক থেকে ঘটনাটাকে যাচাই করে দেখার কথা বলছি, অন্য কেউ হলে বলতুম না।'

গৃহস্বামিনী নরম হলেন। 'দেখুন, আমি আর ভাবতে পারছি না। আপনি যা ভালো বোঝেন করুন।'

'আমি ওনাকে একবার দেখতে চাই। আপনিও বরং আমার সঙ্গে চলুন।'

ভেতরে প্রবেশ করতেই ভদ্রমহিলা আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলেন, 'না না, দরজাটা খোলা থাক। বন্ধ করবেন না।'

ভদ্রমহিলাকে রাভিক চিনতে পারলো। অল্প কয়েকদিন হলো এসেছেন। সেদিন বিকেলে সিঁড়ির মুখে দেখা, সাত-আট বছরের ছোট বাচ্ছাটার হাত ধরে সেজেগুজে বেড়াতে বেরুচ্ছেন। হঠাৎ বাচ্ছাটা জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা মা, আমরা ইহুদি কেন বলো তো?' মা কোন জবাব দিলেন না। প্রশ্ন এড়িয়ে ছেলেকে তাড়া দিলেন, 'তাড়াতাড়ি চলো সোনা। নইলে সূর্যি মামা কি করে পাটে বসেন, তুমি দেখতে পাবে না।' সেদিনের এক পলকে দেখা সেই ভদ্রমহিলা এখন গুটিসুটি হয়ে বসে রয়েছেন বিছনার এক কোণে। হাঁটুদুটো জড়ানো দু হাতে, হিংস্র পশুর মতো বিস্ফারিত চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

জানলাগুলো সব বন্ধ, ভেতরে তীব্র আলো জ্বলছে। রাভিক এতক্ষণ দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়েছিলো, এবার গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে এলো। মাদাম পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনি একজন বিখ্যাত ডাক্তার, আমাদের হোটেলের ওপর তলায় থাকেন। ইনি আপনাকে দেখতে এসেছেন।'

'আরসোলা! সারা দেওয়াল জুড়ে বড় বড় আরসোলা! হাজার হাজার কালো কালো আরসোলা আমার দিকে তেড়ে আসছে। না না, আমি আর এখানে থাকবো না। আলোগুলো সব জ্বালিয়ে দাও··'

'আলোগুলো সব জ্বালানোই আছে মাম্মা···' ওঁর স্বামী মাম্মার চোখ থেকে হাত দুটো জোর করে সরাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। 'তুমি একবার চেয়ে দেখো।'

'না, আমি জানি ওরা আমার দিকে তেড়ে আসছে।'

'আসছে না মাম্মা, তুমি তাকাও।'

'কখন থেকে উনি এরকম করছেন?' রাভিক ভদ্রলোকের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো।

'শুনলুম সন্ধ্যে থেকে। আমি তখন এখানে ছিলুম না, বাচ্ছাটাকে নিয়ে হাইতিয়ান বাণিজ্যদূত দফ্‌তরে গিয়েছিলুম। কোন কাজই হলো না, ফিরে এসে দেখলুম এই কাণ্ড।'

'তুমি জানো, এই এত বড় বড় আরসোলা ...'

'একটাও আরসোলা নেই মাম্মা। আমি সব জায়গায় ভালো করে খুঁজে দেখেছি, তুমি বিশ্বাস করো। এই দেখো—তোমার কাছে আমি রয়েছি, সিগফ্রিড রয়েছে, ডাক্তারবাবু রয়েছেন...'

'না, ওরা আসছে! তুমি ওদের গন্ধ পাচ্ছো না?'

রাভিক জিজ্ঞেস করলো, 'উনি এর আগে কখনও এরকম করেছেন?'

'না না, এই প্রথম। আমি তো এর যুক্তিসঙ্গত কোন কারণই খুঁজে পাচ্ছি না।'

'শুনুন, আমি ওঁকে একটা ইনজেকসন দেবো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই উনি ঘুমিয়ে পড়বেন। সারা রাতের মধ্যে আর জাগাবার চেষ্টা করবেন না। তারপর কাল সকালে এসে আবার দেখে যাবো।'

'আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনার কি মনে হয় ভয়ের কোন কারণ আছে?'

'না না, আপাতত আমি তো তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তবে কয়েক দিন খুব সবধানে রাখবেন। বাইরের জটিল পরিস্থিতির কোন খবর ওঁকে জানাবেন না বা আপনারা যে ওঁর জন্যে উদ্বিগ্ন, তেমন কোন আভাসও দেবেন না। দেখবেন ধীরে ধীরে কয়েক দিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো...'

'কোন দরকার নেই। দাঁড়ান, তার আগে আমি ইনজেকসনটা নিয়ে আসি।'

সাতাশ

দূরভাষের শব্দে রাভিকের ঘুম ভেঙে গেলো। খালি পায়েই ঘুম-জড়ানো চোখে গ্রাহকযন্ত্রটা তুলে নিলো।

'রাভিক?'

'হ্যাঁ। আপনি কে কথা বলছেন?'

'চিনতে পারছো না?' ওপার থেকে ভেসে এলো মৃদু, কোমল একটা মেয়েলি কণ্ঠস্বর।

'হ্যাঁ, এখন পারছি।'

'একখুনি একবার এসো রাভিক।'

'কোথায়?,

'আমার হোটেলে।'

'অসম্ভব।'

'দোহাই তোমার, লক্ষ্মীটি…'

'অসম্ভব জোয়াঁ।'

'কেন অসম্ভব রাভিক?'

'সম্ভব নয় বলে।'

'আমার ভীষণ বিপদ, আমাকে তুমি সাহায্য করো রাভিক।'

'আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও জোয়াঁ। তাছাড়া আমি একা নই।'

'বিশ্বাস করো রাভিক, আমি একটুও মিথ্যে বলছি না।'

'এর আগেও তুমি একবার ঠিক এই কথা বলে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলে…'

'বিশ্বাস করো, এবার আর মিথ্যে বলছি না। সত্যিই আমার ভীষণ বিপদ রাভিক।'

'শোনো জোয়াঁ…' রাভিক অধৈর্য হয়ে উঠলো। 'আমি ছেলেমানুষ নই, আর ছেলেখেলার সময়ও এটা নয়। আমি একটু একা থাকতে চাই। যদি খুব খারাপ লাগে, বরং অন্য কাউকে পাবার চেষ্টা করো।'

উত্তরের অপেক্ষা না করেই রাভিক গ্রাহকযন্ত্রটা নামিয়ে রাখলো। বিছনায় ফিরে এসে ঘুমবার চেষ্টা করলো। পারলো না। দূরভাষ যন্ত্রটা আবার বেজে উঠলো। রাত্রির নিতল নিস্তব্ধতায় শব্দটা মনে হলো একঘেয়ে উৎকট ঘণ্টাধ্বনির মতো। অপরিসীম বিরক্তিতে মাথার বালিশটা চাপিয়ে দিলো দূরভাষের ওপর। শব্দটা এখন নিস্তেজ মুমূর্ষু রোগীর মতো গোঙাতে গোঙাতে এক সময়ে থেমে গেলো।

রাভিক খানিকক্ষণ চুপচাপ মটকা মেরে পড়ে রইলো। কিন্তু ঘুম আর এলো না। ঘড়ি দেখলো—মাত্র ঘণ্টা দুয়েক সে গাঢ় ঘুমিয়েছে। এখন আর তেমন ক্লান্ত লাগছে না। দ্বিতীয়বারও ঘুম আসার কোন সম্ভাবনা নেই। রাভিক আড়মোড়া ভেঙে উঠে পড়লো। স্নানঘরে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে ফিরে এলো। তারপর তাক থেকে রিলকের কবিতার বইটা তুলে নিয়ে সোফায় গা এলিয়ে দিলো। সিগারেট ধরিয়ে পাদুটো তুলে দিলো নীচু টেবিলের ওপর। লিপো, বোদলেয়ার, রিলকে, পল এলুয়ার রাভিকের সবচেয়ে প্রিয় কবি। রিলকের বইটা সে কিনেছিলো প্রথম ফ্রান্সে আসার পর পুরনো একটা বইয়ের দোকান থেকে। আলতো ভাবে সে পাতা উলটে গেলো।

দু আঙুলের ফাঁকে সিগারেটটা তখন পুড়তে পুড়তে শেষ হয়ে এসেছে। জ্বলন্ত টুকরোটা গুঁজে দিলো ছাইদানির মধ্যে। একটু গরম কফি হলে বেশ ভালো হতো। উপায় নেই। অগত্যা আর একটা সিগারেট ধরিয়ে পাতা ওলটালো, একটা জায়গায় ফারের শুকনো পল্লব দিয়ে চিহ্নিত—

আমি যেন মহশূন্যে উন্মুক্ত নিশান,
দূর থেকে ঘ্রাণ পাই আসন্ন হাওয়ার, আর দুলি তার তালে গুরু গুরু
ওদিকে নীচের বিশ্বে তখনও ওঠেনি আন্দোলন।
তারপরে যখন দরজা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়, চিলেকোঠা স্থির —

তখনও কাঁপে না জানলা, ধুলো পড়ে পুরু—
তখনই সত্তায় পাই তুফানের গান আমি সমুদ্রের মতো স্পন্দমান
মুহুর্মুহু বিস্তারে ও আত্মপ্রত্যাহারে তাই তন্ময় গম্ভীর
নিজেকে উজাড় করি তখন একাকী এক ঝঞ্ঝার তোরণ।

(বিষ্ণু দে। হে বিদেশী ফুল)

নাঃ, নিতান্তই একটু কালভাদো না হলে আর চলছে না। বই মুড়ে রেখে সে উঠে পড়লো। আর ঠিক তখনই দরজায় শুনলো টোকার শব্দ। রাভিক চমকে উঠলো। জোয়াঁ হতে পারে না। ও হলে ঝড়ের মতো সোজা ভেতরে ঢুকে পড়তো। দরজার কপাটদুটো এমনিই ভেজানো আছে। রাভিক ইতস্তত করলো। যদি পুলিস হয়··

এবার আর টোকা নয়, ঘন ঘন কড়া নাড়ার শব্দে হোটেলের নির্জনতা যেন ছিঁড়ে পড়ছে।

'ভেতরে আসুন, দরজা খোলাই আছে।'

ভেতরে যিনি প্রবেশ করলেন এর আগে রাভিক তাঁকে আর কখনও দেখেনি। নৈশ-ক্লাবের সুন্দর পোশাক-পরা লম্বা চওড়া এক পেল্লাই মানুষ। মাথাটা পেঁছেছে দরজার কাছাকাছি। থমথমে উদভ্রান্ত মুখ, কাঁকড়াবিছের লেজের মতো দুদিকে পাকানো গোঁফ।

'আপনিই কি ডাক্তার রাভিক ?'

সেই মুহূর্তে রাভিক জবাব দিলো না। লোকটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। 'কি চাই বলুন ?'

'আমি ডাক্তার রাভিকের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

'তার আগে বলুন আপনি কি চান।'

'আপনি যদি ডাক্তার রাভিক হন, একখুনি একবার আমার সঙ্গে যেতে হবে।'

'কোথায় ?'

'হোটেলে। জোয়াঁ মাদু আমাকে···'

'কেন, কি হয়েছে ওর ?'

'গুলি লেগেছে। সম্ভবত বাঁচবে না। আপনি একবার শীগগির আসুন।'

'সে কি !'

'আমিই ওকে গুলি করেছি।'

'কি বললেন !' অসম্ভব জোরে রাভিক চিৎকার করে উঠলো।

'হ্যাঁ, আমিই। আর দেরি করবেন না, দোহাই আপনার··'

যা পরে ছিলো তার ওপরেই রাভিক কোটটা চাপিয়ে নিলো। দু-একটা দরকারী জিনিস পুরে নিলো কোটের পকেটে। 'চলুন।' বাইরে থেকে দরজার কপাট দুটো টেনে বন্ধ করে দিলো। 'আপনি কি ট্যাক্সি নিয়ে এসেছেন ?'

'না, আমার নিজের গাড়ি দাঁড় করানো রয়েছে দরজার সামনে।'

নিকুচি করেছে নিজের—আপনি এগোন, আমি জুতোটা পরতে ভুলে গেছি…’

সারা শহর নিষ্প্রদীপ। রাস্তায় দূরে দূরে ঠুলি-লাগানো টিমটিমে বাতি জ্বলছে। সামনের ছোট আলো জ্বেলে অন্ধকারের বুক হাতড়ে হাতড়ে মোটর ছুটে চললো। রাভিক এবার নীচু হয়ে জুতোর ফিতেদুটো বেঁধে নিলো। তাড়াতাড়িতে মোজাও পরা হয়নি।

‘আরও জোরে চালান।’

‘সামনের বড় আলো না জ্বেললে এর চাইতে জোরে চালানো মুশকিল। নিষ্প্রদীপ না হলে…’

‘চুলোয় যাকগে নিষ্প্রদীপ। আপনি সামনের বড় আলোদুটো জ্বালিয়ে নিন।’

‘কিন্তু…’

‘কোন কিন্তু নয়।’

রাভিকের চাপা ধমকে ভদ্রলোক চমকে উঠলেন। তারপর কি ভেবে সামনের আলো দুটো জ্বালিয়ে দিলেন।

তীব্র আলোয় নিকষ কালো অন্ধকারের বুক চিরে গাড়ি হু হু করে ছুটে চললো। আকাশে একটাও তারা নেই. বাতাসে থমথম করছে দুঃস্বপ্নের মতো গা-ছমছমে একটা আতঙ্ক। মিনিট পনেরোর মধ্যেই সামান্য একটি ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়লো রু পাসকালের সেই বাড়িটার সামনে। দরজা খোলা অবস্থাতেই লিফটা দাঁড়িয়ে ছিলো নীচের তলায়। সম্ভবত আসার সময় দরজাটা উনি বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন। যাক. দুটো মিনিট সময় অন্তত বাঁচলো।

জোয়াঁ তখন সোফায় শুয়ে কাতরাচ্ছে। বকের পালকের মতো ধবধবে সাদা সুন্দর সান্ধ্য-পোশাকটা রক্তে ভিজে গেছে। মেঝেতেও গাঢ় রক্তের দাগ। নিশ্চয়ই গুলি করার পর বোকা ভাঁড়টা ওকে সোফায় শুইয়ে দিয়েছিলো।

‘রাভিক। রাভিক তুমি এসেছো!’

‘এসেছি জোয়াঁ। কোন ভয় নেই।’

‘আমি জানতুম তুমি আসবে।’ বেদনায় ম্লান হয়ে উঠেছে ওর কণ্ঠস্বর। যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেছে পাতলা ঠোঁটদুটো। কথা বলতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে।

‘চুপ করো, শান্ত হও জোয়াঁ। বেশি কথা বোলো না। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।’

কথা বলতে বলতেই রাভিক জোয়াঁর সান্ধ্য-পোশাকের ফিতেদুটো কাঁধ থেকে নীচের দিকে নামিয়ে দিলো। পিঠের বোতাম খুলে অন্তর্বাসের ফাঁসটা একটানে আলগা করে দিলো। অনাবৃত হয়ে গেলো নিটোল দুটো স্তন। রাভিক পরীক্ষা করে দেখলো বুকে কোন আঘাত লাগেনি। আঘাত লেগেছে গলায়। সম্ভবত শিরা ছিঁড়ে গেছে।

‘যন্ত্রণা হচ্ছে?’

‘হ্যাঁ?’

'খুব ?'

'খুব ।'

'এখুনি সেরে যাবে জোয়াঁ ।' ইনজেকসনের সরঞ্জাম সব বার করে রাভিক কাচের নলের ভেতরের তরল ওষুধের পরিমাণটা আলোয় একবার ভালো করে দেখে নিলো। তারপর জোঁয়ার পেলব বাহুতে ওষুধটা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়ে দিলো। 'দেখবে, আর একটুও যন্ত্রণা হবে না ।'

'রাভিক আমি বোধহয় আর বাঁচবো না ।'

'কে বললো ? না না, ওসব তুমি এখন কিছু ভেবো না ।' ভদ্রলোকের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে রাভিক বললো, 'শীগগির পাসি ২৭৪১-এ একবার ফোন করুন।' ভদ্রলোক এতক্ষণ চুপচাপ দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবার যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। 'নম্বর পেলে কি বলবো ?'

'বলবেন একখুনি একটা অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে দিতে ।'

'না না রাভিক, এখান থেকে আমি আর অন্য কোথাও যাবো না ।'

'কোন ভয় নেই জোয়াঁ, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে ।'

'নম্বরটা কত বললেন ?'

'পাসি ২৭৪১ ।'

আর্তস্বরে জোয়াঁ ককিয়ে উঠলো, 'আমি যাবো না আমি যাবো না, আমি কোথাও যাবো না রাভিক...'

'কিন্তু একটা কথা তুমি কেন বুঝতে পারছো না জোয়াঁ, হাসপাতাল না হলে এখানে সবরকম পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব নয় ।'

জোয়াঁর মুখ তখন শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে, মুছে গেছে চোখের কাজল। বালিশে ঘষায় অর্ধেক উঠে গেছে ঠোঁটের রঙ। জলে ভেজা চোখের পাতার নীচে পড়েছে কালির ছোপ। চুলগুলো এলোমেলো। ওকে এখন দেখাচ্ছে ঠিক সার্কাসের লোক-হাসানো সস্তা ভাঁড়ের মতো।

'আমি জানি ওখানে ওরা আমার অস্ত্রোপচার করবে···'

বাতাসের মতো ফিসফিস করে জোয়াঁ বললো। ওর গলার স্বর জড়িয়ে আসছে। চোখের পাতাদুটো যেন ঘুমে জুড়ে যাচ্ছে। রাভিক লক্ষ্য করলো ইনজেকসনের প্রতিক্রিয়া।

'অস্ত্রোপচার নাও করতে হতে পারে ।'

'ঠিক করবে···'

'না জোয়াঁ, না। আমি দেখেছি গলার ক্ষত তেমন একটা মারাত্মক কিছু নয়। তুমি দেখো কয়েকদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে।

ভদ্রলোক ফিরে এলেন। 'অ্যাম্বুলেন্স আসছে ।'

'আর একটা ফোন করুন—অতুইল ১৩৫৭। এটা একটা হাসপাতাল। নম্বর পেলে আমাকে বলবেন, আমি নিজে ওদের সঙ্গে কথা বলবো ।'

• 'হাসপাতালে গেলে আমি বাঁচবো না রাভিক!'

'না না, এখনই তুমি এসব ভাবছো কেন?'

• 'জানি আমি বাঁচবো না ··' এখন জোয়াঁর কন্ঠস্বর আর স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না। 'ঠিক মরে যাবো···'

তুলো দিয়ে রাভিক ক্ষতটা বেঁধে দিলো। হয়তো ধমনীর তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। কিন্তু বুলেটটা এখনও বিঁধে আছে কিনা ঠিক বুঝতে পারলো না।

ভদ্রলোক আবার ফিরে এলেন। 'পেয়েছি!'

'ফোনটা কোথায়?'

'শোবার ঘরে।'

ত্রস্ত পায়ে রাভিক উঠে গেলো।

'কে উজেনি?···হ্যাঁ···ভেবরকে? না না, ভেবরকে চাই না···হ্যাঁ, দুর্ঘটনাই বলতে পারো। অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করেছি। মিনিট দশেকের মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাচ্ছি··· হ্যাঁ, চিকিৎসাকক্ষে তুমি সব গুছিয়ে রাখো···না না, সেসব তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না···ঠিক আছে। তাহলে ছেড়ে দিচ্ছি···আচ্ছা···'

গ্রাহকযন্ত্রটা নামিয়ে রেখে ফিরে আসতে গিয়েও রাভিক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালো। সারা ঘর এলোমেলো, বিশৃঙ্খল। মার্তেলের খোলা বোতল, টেবিলে দু রকম সিগারেটের দুটো প্যাকেট, বিছানাটা ধামসানো, অগোছালো, ছাড়া পোশাক, মেয়েদের অন্তর্বাস। মেঝেতে লুটচ্ছে একপাটি চপ্পল, দোমড়ানো রুমাল। উগ্র নির্যাসের গন্ধে রাভিকের গা গুলিয়ে উঠলো। ঝড়ের কেন্দ্র তাহলে এখানেই! কল্পনায় রাভিকের চোখের সামনে ফুটে উঠলো দ্বিতীয় পুরুষের অস্তিত্ব। দরজার সামনে দেখলো চাপ চাপ রক্তের দাগ, একপাশে পড়ে রয়েছে ছোট একটা পিস্তল। এখন রাভিকের মনে হলো সম্ভবত গুলি করার জন্যে ওকে গুলি করা হয়নি।

রাভিক এ ঘরে ফিরে এলো। দেখলো ভদ্রলোক মেঝেতে হাঁটু মুড়ে জোয়াঁর ঘুমন্ত মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছেন। রাভিককে ফিরে আসতে দেখে শান্ত সুবোধ বালকের মতো উনি উঠে দাঁড়ালেন। চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে এসেছে জলের ধারা। রাভিক স্তব্ধ বিস্ময়ে দৈত্যের মতো বিশাল মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

'আপনি বিশ্বাস করুন, সত্যি আমি ওকে ইচ্ছে করে গুলি করতে চাইনি·· রাগের মাথায় হঠাৎ কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেলো।'

'ঠিক আছে, ওসব পরে ভাবা যাবে। তার আগে নীচে নেমে গিয়ে দেখুন অ্যাম্বুলেন্স এসেছে কিনা।'

ভদ্রলোক কি যেন বলতে গেলেন, রাভিক ওঁকে থামিয়ে দিলো। 'কথা পরে বলবেন এখন যান। আর লিফ্‌টাকে প্রস্তুত করে রাখুন যাতে এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না হয়।'

'ওর আঘাত কি খুব···'

'বেরিয়ে যান,' হঠাৎ কেন জানি অসহ্য ক্রোধে রাভিক প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠলো, 'বেরিয়ে যান ঘর থেকে!'

দু দুবার রবারের দস্তানা পাল্টে নিলো, তবু রাভিকের মনোমত হলো না। ভেবরী সেটা লক্ষ্য করলেন। 'তুমি যদি বলো, আমি মার্তে'কে ফোন করতে পারি। মিনিট পনেরোর মধ্যেই ও এসে পড়বে।'

'না, এখন আর তার সময় নেই ভেবর।'

টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াতেই অসম্ভব উজ্জ্বল আলোয় রাভিকের চোখ যেন ধাঁধিয়ে গেলো। মনে মনে রাভিক নিজেকে শাসন করলো, ধমকালো। পুরো এক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর সে হাত বাড়িয়ে দিলো।

'ছুরি।'

ত্বক। রেশমের মতো মসৃণ ত্বক। অন্য আর পাঁচটা মেয়েরই মতো শুভ্র, কোমল। তবু এ ত্বক জোয়াঁর। ছুরির প্রতিটি টানে রক্তের রেখা, টকটকে গাঢ় লাল রক্তের রেখা ফুটে উঠছে। অন্য আর সবায়েরই মতো। তবু এ রক্ত জোয়াঁর।

'ট্যাম্পন।'

ছিন্নভিন্ন পেশী। রুপোলী তরুণাস্থির ভাঙা টুকরো।

'ছুরি।'

'চিমটে।'

ক্ষতের সুড়ঙ্গ-পথে গুলির টুকরো ··চলেছে ··চলেছে···গভীর থেকে গভীরতর অন্ধকার পথ ধরে ··

রাভিকের মাথা ঝিম ঝিম করছে, ঘুরছে। ধীরে ধীরে সে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। 'এখানটা লক্ষ্য করে দেখো ভেবর। সপ্তম কশেরুকায়···'

উন্মুক্ত ক্ষতের ওপর ভেবর ঝুঁকে এলেন। 'ঈশ, খুব খারাপ···'

'খারাপ মানে? অসম্ভব! এখন আর কিছুই করার নেই।'

'হুঁ, তাই তো মনে হচ্ছে।'

'মনে হচ্ছে কেন বলছো ভেবর? গলার যেখানে বুলেটটা বিঁধে রয়েছে ওখান থেকে কারুর পক্ষে কি ওটা বার করা সম্ভব? চেষ্টা করতে গেলে হার্ট আরও দুর্বল হয়ে যাবে।'

'তাহলে?'

রাভিকের কপালে তখন জমে উঠেছে গুঁড়িগুঁড়ি ঘাম। হঠাৎ সে যেন সম্বিৎ ফিরে পেলো। 'অবচেতন করার আর দরকার নেই। কোরামিন নিয়ে এসো··· শীগগির।'

দ্বিতীয় ইনজেকসন দিয়ে রাভিক সিরিঞ্জটা নার্সের হাতে ফিরিয়ে দিলো।

'নাড়ি।'

'একশো তিরিশ।'

রক্তের রঙ এখন বদলে যাচ্ছে। মেঘের চারপাশে ঘন ছায়ার মতো গাঢ় হচ্ছে।

'অক্সিজেন!'

'তোমার কি মনে হয় রাভিক?' ডাক্তার ভেবরও তখন দরদর করে ঘামছেন।

'কোন আশা নেই ভেবর। রক্ত দিতে হবে। অথচ ওর রক্তের নমুনা আমি জানি না।'

অক্সিজেন-পদ্ধতি তখন কাজ করছে।

'নাড়ি।'

'একশো কুড়ি।'

রাভিক অপেক্ষা করলো।

'এখন ?'

'একই রকম।'

'এখন ?'

'একই রকম।'

'এখন ?'

'একটু ভালো।'

'এখন ?'

'ভালো।'

গাঢ় ছায়াটাকে রাভিক যেন একটু হালকা হতে দেখলো। রক্তের রঙ এখন অনেকটা স্বাভাবিক। রক্ত! জোয়াঁর রক্ত!

টপটপ করে দু-ফোঁটা ঘাম ঝরে পড়লো কপাল বেয়ে।

'এখন কোথাও রক্ত পাওয়া যাবে না ভেবর ?'

'নিশ্চয়ই। তুমি নমুনা দাও, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

'রাভিক ?'

'বলো।'

'তুমি অস্ত্রোপচার করেছো ?'

'না জোয়াঁ। তার আর কোন দরকার হয়নি। আমরা শুধু তোমার ঘা-টা পরিষ্কার করে দিয়েছি।'

'তুমি আমার কাছে থাকো রাভিক।'

'এই তো রয়েছি।'

ঘুমে জোয়াঁর চোখের পাতাদুটো আবার জুড়ে এলো। একটু অপেক্ষা করে রাভিক ঘরের বাইরে এসে আয়াকে বললো, 'আমার কফিটা এখানে দিয়ে যেতে বলো।'

ফিরে এসে রাভিক রাস্তার দিকের জানলাটা খুলে দিলো। আর চকিতে ভেতরে লাফিয়ে ঢুকে পড়লো শরতের একরাশ ঝলমলে সোনালী রোদ। জানলার নীচে থেকে ভেসে আসছে চড়ুইয়ের উচ্ছ্বসিত কলতান। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে রাভিক সিগারেট ধরালো। এতক্ষণ সিগারেটের কথা তার মনেই ছিলো না। দীর্ঘ ক্লান্তির পর এই আমেজটুকু তার আশ্চর্য ভালো লাগলো। ফুসফুসের ভেতর থেকে উঠে আসা নীলাভ ধোঁয়ার কুণ্ডলীগুলো সে একে একে ছুঁড়ে দিলো জানলার বাইরে।

আয়া কফি নিয়ে এলো। ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই রাভিক গরম কফির পেয়ালায় চুমুক দিলো। কফিটুকু শেষ হবার পরেও সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর উজ্জ্বল আলোর সামনে থেকে যখন ফিরে এলো, ঘরটা মনে হলো অন্ধকার। জোয়াঁর শয্যার ওপর ঝুঁকে দেখলো ও ঘুমচ্ছে। রাভিক জানে এটা ঠিক ঘুম নয়। একটু পরেই তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যে থেকে ও আবার জেগে উঠবে। জেগে উঠবে অসহ্য যন্ত্রণায়। যে-ক'ঘন্টা কিংবা যে ক'টা দিন ও বাঁচবে, দুঃসহ যন্ত্রণায় ছটফট করবে. ইনজেকসনও তখন আর কোন কাজ করবে না।

সিরিঞ্জ, অ্যাম্পুল প্রস্তুত করে রেখে রাভিক চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করলো। নিদ্রাহীন সারাটা রাতের ক্লান্তি যেন ভর করে এলো তার দু-চোখের পাতায়।

'উঃ, মা-গো!'

অস্পষ্ট চাপা আর্তনাদে রাভিক সোজা হয়ে বসলো। জোয়াঁর দিকে তাকিয়ে দেখলো—ভারি চোখের পাতাদুটো ও খোলবার চেষ্টা করছে। মাথাটা ঘোরাচ্ছে। সামনে ছড়ানো হাতের আঙুলগুলো মৃদু কাঁপছে।

'কি হয়েছে জোয়াঁ, খুব কষ্ট হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, আমি আর পারছি না।'

'এই তো, এখুনি সব ঠিক হয়ে যাবে···' ইনজেকসনটা সে দিয়ে দিলো।

'অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে ··' জোয়াঁর দীপ্তিহীন চোখের মণিদুটো কি যেন হাতড়ে হাতড়ে খোঁজার চেষ্টা করছে। 'এত যন্ত্রণা আমি সহ্য করতে পারবো না রাভিক।'

'আমি বলছি. আর দু-এক মিনিট পরেই সব যন্ত্রণা সেরে যাবে' জোয়াঁ।'

'জোয়াঁ দাঁতে দাঁত চাপলো। 'যন্ত্রণা সেরে যাবে?'

'হ্যাঁ জোয়াঁ।'

'কিন্তু আমি হাত নাড়তে পারছি না কেন?'

'ও কিছু না।'

'পা তুলতে পারছি না···'

'সব ঠিক হয়ে যাবে।' রাভিক ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো। 'তুমি এখন বেশি কথা বোলো না জোয়াঁ।'

'আঃ, আমি যে আবার নতুন করে শুরু করতে চেয়েছিলুম রাভিক···'

রাভিক কিছু বললো না। তার কিছু বলার নেই। হয়তো সত্যি। সবাই তাই চায়। আবার সত্যি না-ও হতে পারে।

রাভিকের আলতো হাতের মধ্যেই জোয়াঁ মাথাটা নাড়াবার চেষ্টা করলো। 'তুমি না থাকলে আমার কি হতো, রা-ভি-ক···'

কিছুই হতো না জোয়াঁ। চিরদিন চিরটা কাল তুমি সেই একই থেকে যেতে। আর আমি? নিঃশব্দ অসহায় যন্ত্রণাটা আবার মুচড়ে উঠলো তার বুকের মধ্যে।

আমি তোমাকে কোন সাহাযাই করতে পারলাম না জোয়া ! এ অবস্থায় হয়তো কেউই কিছু করতে পারতো না। কিচ্ছু না।

•

'আমি বাঁচবো না রাভিক। রাভিক···কেন তুমি···'

'না না, শীগ্‌গিরই তুমি সেরে উঠবে জোয়াঁ।'

'মিথ্যে বোলো না।'

'মিথ্যে আমি বলছি না জোয়াঁ। সত্যি, আর কয়েকদিনের মধ্যেই তুমি সেরে উঠবে।'

'এত যন্ত্রণা আমি সহ্য করতে পারবো না। আমার ঠাকুমাকে দেখেছি···পাঁচদিন উনি বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট্‌ করেছিলেন আর কেঁদেছিলেন। আমি তা চাই না রাভিক।'

'নিশ্চয় না জোয়াঁ।'

'তোমার ইনজেকসনে আর যন্ত্রণা কমছে না।'

'আর দু-তিন মিনিটের মধ্যেই কমে যাবে।'

'যদি না কমে, যদি না সহ্য করতে পারি···আমাকে তুমি বিষ দিও।'

'ওকথা বোলো না জোয়াঁ।'

'না, আমাকে তুমি কথা দাও!'

নিটোল একটুকরো নিস্তব্ধতার পর রাভিক অলক্ষ্যে ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'কথা দিলুম জোয়াঁ।'

জোয়াঁ করুণ চোখে তাকালো। 'ধন্যবাদ রাভিক।'

'অবশ্য তার কোন দরকার হবে বলে আমার মনে হয় না··'

'তবু তুমি কথা দিয়েছো··' রাভিকের মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাবে বলে ও ধীরে ধীরে মাথা সরালো। 'তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতুম না রাভিক···কক্ষোনো না। অথচ জীবনে তোমাকে আমি কোনদিনই পেতুম না···তবু এ যেন বেশ ভালোই হলো···'

'আমার ত্রুটি জোয়াঁ··'

'না না, ও কথা বোলো না।'

বাইরে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। তারই একফালি সোনালী জ্যোৎস্না পর্দার ফাঁক দিয়ে বাঁকা হয়ে পড়েছে জোয়াঁর মুখে, রেশমের মতো কোমল ওর মসৃণ চুলে। বিছনার সঙ্গে মিশে গেছে সারা শরীর। রাভিক জানে যে ক'ঘন্টা ও বাঁচবে, আহত নেকড়ের মতো ওকে এখন সংগ্রাম করে বাঁচতে হবে। আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে দিয়ে আকাশ পাড়ি দেওয়া চাঁদের মতো ও যেন এখন নিঃসঙ্গ ভেসে চলেছে।

'রাভিক?'

'এখন আর কথা বেলো না জোয়াঁ···'

'না না, আমাকে বারণ কোরো না···এর পরে হয়তো আর সময় পাবো না···আমি শুধু তোমাকেই···'

'আমি জানি জোয়াঁ।'

'তুমি জানো! সত্যিই তুমি জানো রাভিক?'

রাভিক দেখলো ওর চোখের কোণে চিকচিক করছে জলের রেখা। সজল চোখের পাতাদুটো স্থির তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে।

'সত্যি, ভাবতেও অবাক লাগে রাভিক, কেউ যখন নতুন করে ভালোবাসবে বলে বাঁচতে চাইলো, তখনই তার মৃত্যু হচ্ছে...'

জোয়াঁর কণ্ঠস্বর এখন ঘুমপাড়ানি গানের মতো মিষ্টি আর পাখির কবোষ্ণ বুকের মতো আশ্চর্য কোমল মনে হলো।

'ও কথা বোলো না, বোলো না জোয়াঁ! আমিও যে তোমাকে সত্যিই ভালোবাসি।'

জোয়াঁ যেন শুনতেই পেলো না তার আর্তস্বর। 'আমি তোমাকে আদর করতে চাই, অথচ দেখো···হাতটা তুলতে পারছি না।'

স্থবির একটা হাত রাভিক তুলে নিলো নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে। চুমু দিলো ওর কপালে, দু চোখের পাতায়। 'তুমি তো আমার হাতের মধ্যেই রয়েছো জোয়াঁ। চিরদিন তুমি ছিলে আমার বুকের মধ্যে, আমার দু বাহুর দোলায়। আমি তোমাকে ভালোবেসেছি কি ঘৃণা করেছি, সেটা তো বড় কথা নয়··তুমি ছিলে আমার বুকের গভীরে, আমার স্মৃতিতে, আমার সত্তায়·· তোমাকে আমি ভালোবাসতে চেয়েছি নিবিড় করে, অথচ তোমাকে হারিয়ে আমি কম যন্ত্রণা পাইনি জোয়াঁ।'

এখন সরল দুটো পাখির মতো ভাষাহীন, নিজস্ব সুরঝঙ্কারে ওরা দুজনে অনর্গল গেয়ে চললো তাদের নিজেদের ভালোবাসার গান। কেউ শুনতে পেলো না, কেউ জানতেও পারলো না। কেবল নিষ্পাপ তরুণিমায় উদ্বেলিত হয়ে উঠলো দুটো বিক্ষত হৃদয়।

'না, না, না···আমি আর পারছি না···আঃ! এ আমি চাইনি·· আলো··· আ-লো···'

মুমূর্ষুর চাপা গোঙানির মতো অন্তিম আর্তনাদে রাভিক চমকে উঠলো।

'না না জোয়াঁ, না।'

কিন্তু তখন আর কিছুই করার নেই। বন্ধ হয়ে গেছে সমুদ্র-ঝিনুকের মতো আয়ত দুটি চোখের পাতা। শিথিল হয়ে গেছে হাল্কা-গোলাপী রঙের ঠোঁটদুটো। নিস্পন্দ, নিথর।

জানলার পর্দাগুলো রাভিক সরিয়ে দিলো। ভোরের আকাশে তখন সবে ফিকে গোলাপী রঙের ছোপ লাগতে শুরু করেছে। ঘরের সবুজ বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে রাভিক দরজার কপাটদুটো বাইরে থেকে টেনে দিলো।

সিঁড়ির মুখে উজেনির সঙ্গে দেখা। রোগীর তথ্য-তালিকা হাতে ও তখন তরতর করে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে আসছে।

'বারো নম্বরের রুগী মারা গেছে।'

উজেনি শুধু একবার থমকে চোখ তুলে তাকালো। কোন কথা বললো না।

'ভেবর কি এখনও আছে?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'সম্ভবত ওঁর ঘরে।'

দোতলার টানা বারান্দা পেরিয়ে রাভিক ভেবরের ঘরে প্রবেশ করলো।

'বারো নম্বর মারা গেছে ভেবর। এবার তুমি পুলিসে খবর দিতে পারো।'

ডাক্তার ভেবর রাভিকের দিকে সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিলেন।

'পুলিসের এখন অনেক কাজ।'

'মানে?'

দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠিটা নিভিয়ে ভেবর 'মাতিন'-এর বাড়তি সংস্করণটা দেখিয়ে দিলেন। জার্মান সেনাবাহিনী পোল্যান্ড আক্রমণ করেছে। 'ওপর মহল থেকে আমি খবর পেয়েছি আজই যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে।'

'আমি জানতুম ভেবর।'

'হ্যাঁ. ফ্রান্সের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে।'

'শুধু ফ্রান্সেরই নয় ভেবর, দুর্ভাগ্য আজ সারা পৃথিবীর।'

'আপাতত ফ্রান্স ছাড়া আমি অন্য আর কোন দেশের কথা ভাবতে পারছি না রাভিক।'

রাভিক কোন কথা বললো না। নিঃশব্দ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো এক রাতেই ভেবর যেন অনেক বুড়িয়ে গেছে।

'তারপর তুমি এখন কি করবে রাভিক?'

'জানি না।'

'এখানেই থেকে যাও। যুদ্ধের সময়ে হাসপাতালে তোমাকে যথেষ্ট প্রয়োজন হবে।'

'আমি আর অস্ত্রোপচার করবো না ভেবর। সম্ভবত এখানে আজই আমার শেষদিন।'

'একথা কেন বলছো রাভিক?' ভেবরের কণ্ঠস্বর এখন অসম্ভব ক্লান্ত মনে হলো।

'তুমি জানো না ভেবর, যুদ্ধ-ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ওরা আমাদের তাড়িয়ে জড়ো করবে।' ডাক্তার ভেবর কি যেন বলতে গেলেন, রাভিক ওঁকে বাধা দিলো। 'যাগ্‌গে, এ নিয়ে মিছিমিছি তর্ক করে কোন লাভ নেই। আমি এখন যাই।' রাভিক উঠে পড়লো। 'সন্ধ্যের দিকে আর একবার আসবো, অবশ্য তখনও পর্যন্ত যদি বাইরে থাকি। তখন যদি কোন অস্ত্রোপচার করার দরকার থাকে আমাকে বোলো।'

'নিশ্চয়ই।'

ডাক্তার ভেবর দরজা পর্যন্ত ওকে এগিয়ে দিলেন।

নীচের হলঘরে দেখা হলো অভিনেতা ভদ্রলোকের সঙ্গে। রাভিক ওঁর কথা সম্পূর্ণ

ভুলেই গিয়েছিলো। রাভিককে দেখে উনি ছিটকে লাফিয়ে উঠলেন। 'ও এখন কেমন আছে ডাক্তারবাবু?'

'মারা গেছে।'

'কি বললেন!' স্তব্ধ বিস্ময়ে ভদ্রলোকের ভ্রূদুটো আপনা থেকেই কুঁচকে গেলো।

কঠিন চোখের দৃষ্টি হেনে রাভিক গটগট করে এগিয়ে গেলো। ভদ্রলোক মরিয়া হয়ে রাভিকের পথ আটকে দাঁড়ালেন। 'আমি শুধু ওকে একবার দেখতে চাই ডাক্তারবাবু।'

রাভিক দু হাতে ওঁকে ঠেলে সরিয়ে দিলো। 'ওপরে গিয়ে বলুন। আমি এদের এখানের কেউ নই।'

রাস্তায় লোক গিজগিজ করছে। দেওয়ালে সাঁটা শেষ সংবাদ, বেতারের বিশেষ প্রচার ঘিরে ভিড় জমে উঠেছে। জার্ডিন দ্য লক্সেমবুর্গে এসে রাভিক ট্যাক্সি ছেড়ে দিলো। গ্রেফতারের আগের কয়েক ঘন্টা সে নিজেকে দুর্লভ দূরত্বে সরিয়ে নিতে চেয়েছিলো, উপভোগ করতে চেয়েছিলো নিটোল এক-টুকরো নির্জনতা।

বিকেলের পড়ন্ত আলোয় সারা বাগান তখন ঝলমল করছে। ঝরে যাওয়ার আশঙ্কায় বড় বড় গাছের পাতাগুলো যেন সন্ত্রস্ত হয়ে রয়েছে। অথচ রাভিক জানে পরিপূর্ণতার শেষে কেউ আর ওদের ধরে রাখতে পারবে না, ভোরের টুপটাপ ঝরা শিশিরের মতো রিমঝিম রিমঝিম খসে ওরা পড়বেই। আকাশে এখন কনে-দেখা আলো, ওপরে স্বচ্ছ মেঘমালা।

পার্কের বেঞ্চিতে রাভিক অনেক অনেকক্ষণ নিবিড় প্রশান্তিতে চুপচাপ বসে রইলো। একটু একটু করে ভরে উঠলো তার সারা মন। একটু একটু করে বদলে গেলো আলো, আকাশের রঙ। গাছের ছায়াগুলো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হলো। রাভিক জানে নিবিড় প্রশান্তির এই তার শেষ কয়েকটি মুহূর্ত। এর পর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে কেউ আর তাকে আগলে রাখতে পারবে না—না ভেবর, না হোটেল আন্তর্জাতিকের মাদাম, না কেটি, না রোলাঁ, না কেউ। এর পরেও পালিয়ে বেড়াতে গেলে লোকে গুপ্তচর হিসেবে তাকে সন্দেহ করবে।

সন্ধ্যের ছায়া ঘনিয়ে না আসা পর্যন্ত সে চুপচাপ বসে রইলো। এখন আর বুকের মধ্যে অনুভব করলো না বিষণ্ণতা, না কোন যন্ত্রণা। কেবল অতীতের অজস্র অগণন মুখ আর কয়েকটা বছর নিঃশব্দে ভিড় করে দাঁড়ালো তার চারপাশে।

সন্ধ্যে সাতটায় ঝিঁঝি-ডাকা পার্কের উতল নির্জনতা ছেড়ে সে যখন পথে নেমে এলো লোকের মুখে মুখে শুনলো যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

ছোট্ট একটা কফিখানায় অল্প কিছু খেয়ে রাভিক আবার হাসপাতালে ফিরে এলো। তার মনে হলো জোয়াঁর সামান্য কিছু কর্তব্য এখনও ওর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।

ভেবরের সঙ্গে দেখা হতেই উনি বললেন, 'একটা অস্ত্রোপচার করবে রাভিক? সিজারিয়ান।'

'নিশ্চয়ই।'

পোশাক পাল্টে অস্ত্রোপচারকক্ষে প্রবেশ করতেই উর্জেনি রীতিমতো চমকে উঠলো, বিবর্ণ হয়ে গেলো ওর দু'চোখের ভাষা। 'আ-প-নি!'

'কেন? ঠিক এ সময়ে তুমি আমাকে এখানে আশা করোনি তো তাই না উর্জেনি?'

'না।'

দ্রুত পায়ে ও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

নবজাতকের টুকটুকে লাল মুখের দিকে তাকিয়ে রাভিক মুচকি মুচকি হাসলো। ছোট্ট শীর্ণ আঙুলের মুঠিদুটো ওপরের দিকে তুলে তারস্বরে কেঁদে পাড়া মাথায় করছে।

নবজাত শিশুটাকে রাভিক সহকারী ধাত্রীর হাতে তুলে দিলো। 'বড় হয়ে এ আবার কোন্ ধরনের মহাযুদ্ধ দেখবে কে জানে!'

পরিষ্কার হয়ে রাভিক ভেবরের ঘরে ফিরে এলো।

'সত্যিই যদি গ্রেফতার এড়াতে না পারো, কোথায় আছো অন্তত সে খবরটুকু আমাকে জানিও।'

'কি হবে জানিয়ে, তাতে তোমার ঝামেলা বাড়বে বই কমবে না ভেবর। বরং আমাদের মতো লোকদের খবর না জানাই ভালো।'

'ঝামেলা! ঝামেলা বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছো?' ডাক্তার ভেবর রেগে উঠলেন। 'তুমি কি জার্মান উদ্বাস্তু বলে…'

'ঠিক তাই।' রাভিক ম্লান ঠোঁটে হাসলো। 'তুমি ঠিক বুঝবে না ভেবর…স্বদেশে আমরা বিশ্বাসঘাতক, আর বিদেশীদের চোখে আজ আমরা সেই হানাদার দেশেরই নাগরিক।'

'না রাভিক, না। আমাকে তুমি এসব কথা শুনিও না।'

রাভিক হাসলো। 'বেশ তো, আর শোনাবো না।'

হঠাৎ কি যেন মনে পড়ায় ভেবর ড্রয়ারটা টেনে খুললেন। 'এই চেকটা তুমি রেখে দাও রাভিক।'

'চেক! কিসের চেক?'

'সিজারিয়ানের জন্যে।'

'আমার একটা উপকার করে দেবে ভেবর।'

'ভনিতা রাখো।'

'ভনিতা বা অনুরোধ নয় ভেবর, তোমার কাছে এ আমার একান্ত মিনতি।'

'বলো।'

'জোয়ান্নর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় তুমি একটু সহযোগিতা করবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমি হয়তো সময় পাবো না। এখানে ওর তো আর কেউ নেই। অবশ্য তেমন করে বিশেষ কিছুই করতে হবে না। তুমি যদি শুধু একটু…'

'তার জন্যে তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।'

'তাহলে ওর নাম ঠিকানাটা আমি লিখে দিচ্ছি,' চেকের উলটো পিঠেই রাভিক জোয়ার নাম ঠিকানা লিখে চেকটা আবার ভেবরের হাতে ফিরিয়ে দিলো। 'অবশ্য জানি না এ টাকায় কুলোবে কি না।'

'চুপ করো! চুপ করো রাভিক! এভাবে তুমি আমাকে উপহাস করতে পারো না।'

'উপহাস নয় ভেবর, এ আমার আর্তি। তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না।'

'কোথায় তুমি ওকে কবর দিতে চাও?'

'জানি না। যে কোন জায়গায়।'

'ঠিক আছে।' চেকটা উনি টেবিলের ওপর কাচের ভারি ছাইদানিটা দিয়ে চাপা দিয়ে রাখলেন। 'আর অন্য কিছু?'

'না।'

'তোমার ব্যক্তিগত কোন…'

'না ভেবর। আমার ব্যক্তিগত জীবনের যাকিছু দায়-দায়িত্ব পুলিসের, তার জন্যে তুমি কিছু ভেবো না।' রাভিক হাতটা বাড়িয়ে দিলো। 'বিদায়।'

'বিদায় রাভিক। তোমার এ সাহচর্যের কথা আমি জীবনে কোনদিনও ভুলতে পারবো না।'

'ধন্যবাদ ভেবর।'

দরজা পর্যন্ত উনি রাভিককে পৌঁছে দিলেন। দরজার বাইরেই দেখা হলো উর্জেনির সঙ্গে। ঠিক এভাবে ওর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে যাবে রাভিক কল্পনাও করতে পারেনি।

'বিদায় উর্জেনি।'

'বিদায় হের রাভিক।' উর্জেনি ভ্রূ কুঁচকে তাকালো। 'আপনি কি এখন হোটেলেই ফিরে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। কেন বলো তো?'

'না, এমনিই জিজ্ঞেস করলাম।'

অন্ধকারে হোটেল আন্তর্জাতিকে ঢোকার মুখে রাভিক বড় একটা কালো ভ্যানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো।

'রাভিক?'

রাভিককে প্রবেশ করতে দেখে মরোসো দৌড়ে ওর পথ আটকে দাঁড়ালো।

'কি ব্যাপার বরিস?'

'পুলিস!'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'আমার কাছে ইভান ক্রুগের একটা অনুমতিপত্র আছে। আমি তোমার জন্যে যোগাড় করে রেখেছি রাভিক। এখনও দেড় বছরের জন্যে বলবৎ…তুমি শীগগির আমার সঙ্গে শেহারাজাদে চলো। ওখানে আমি তোমার ছবি পালটে সব ব্যবস্থা করে দেবো। অন্য কোন হোটেলে রাশিয়ান উদ্বাস্তু হিসেবে থাকতে তোমার কোন অসুবিধে হবে না।'

'সে আরও বিপজ্জনক বরিস। যুদ্ধের সময়ে অনুমতিপত্র আদতে কোন কাজেই আসে না। তাছাড়া আমি তা চাইও না।'

'এখনও সময় আছে। ভালো করে ভেবে দেখো রাভিক।'

রাভিক মরোসোর কাঁধে হাত রাখলো। 'ভালো করেই ভেবে দেখেছি বরিস।'

'তাহলে?'

'আর যাই হোক, আপাতত ওরা আমাকে জার্মানিতে পাঠাবে না।'

'কিন্তু ল'সাঁতে ওরা বন্দীশিবির খুলেছে, সে খবর তুমি রাখো?'

রাভিক হাসলো। 'রাখি।'

'অথচ একদিন জার্মান বন্দীশিবিরের ভয়েই ওখান থেকে তুমি পালিয়ে এসেছিলে, আর আজ স্বেচ্ছায় ফরাসী বন্দীশিবিরে পা দিচ্ছো।'

'হয়তো শীগগিরই আবার মুক্তি পাবো।'

'আবার নাও পেতে পারো।'

'আমার জন্যে তুমি কিছু ভেবো না বরিস। যুদ্ধের সময়ে ডাক্তারদের সব জায়গাতেই প্রয়োজন থাকে।'

'এবারে কি নাম হবে কিছু ঠিক করেছো?'

'হ্যাঁ, আমার প্রকৃত নাম। বিদেশে কেবল একবারই ব্যবহার করেছিলাম পাঁচ বছর আগে।' রাভিক মুহূর্তের জন্যে নীরব হয়ে রইলো। 'জোয়াঁ মারা গেছে বরিস।'

'সে-কি!'

'ওর পরিচিত এক ভদ্রলোকই ওকে গুলি করেছে। ও এখন রয়েছে ভেবরের হাসপাতালে। যদিও ভেবর কথা দিয়েছে, কিন্তু কোথায় কবর দেওয়া হবে আমি জানি না। ভেবর নিশ্চয় খবর পাঠাবে। যদি সম্ভব হয় ওর অন্ত্যেষ্টির সময়ে তুমি একটু থেকো। এ ছাড়া আমাকে আর কোন প্রশ্ন কোরো না বরিস।'

'নিশ্চয়ই থাকবো রাভিক!'

'সত্যিই খুশী হলুম। আর আমি চলে যাবার পর আমার ঘরটায় তুমি উঠে যেও। আমি জানি আমার স্নানঘরটা তোমার খুব পছন্দ। যদি ভালো লাগে আমার যে-কোন জিনিসও তুমি ব্যবহার করতে পারো।'

'সে তখন দেখা যাবে।'

'ঠিক আছে', রাভিক ম্লান ঠোঁটে হাসলো। 'যুদ্ধের পর হয়তো আবার আমাদের দেখা হবে।'

'নিশ্চয়। এবং এই ফ্রান্সেই।'

'তাহলে ফুকেতে আমার খোঁজ কোরো।' রাভিক হাতটা বাড়িয়ে দিলো। বিদায় বরিস।'

'বাঁদর আর কাকে বলে!' রাভিককে বুকের মধ্যে নিবিড় করে জড়িয়ে মরোসো ওর দু গালে চুমু দিলো। ঘন দাড়ির অরণ্য থেকে ভেসে এলো এক ঝলক কড়া তামাকের গন্ধ।

উদ্বাস্তুদের ঝেঁটিয়ে জড়ো করা হয়েছে পাতালঘরে। সাদা পোশাক-পরা একজন পদস্থ পুলিস কর্মচারী বসে রয়েছে বেঁটে তালগাছের সামনের ছোট টেবিলটায়। প্রত্যেকের নাম ধাম জিনিসপত্রের সব বিবরণ লিখে নিচ্ছে। দুজন সশস্ত্র পুলিস-প্রহরী পাহারা দিচ্ছে দরজার সামনে। ওদের সতর্ক ভঙ্গি দেখে রাভিক হেসে ফেললো।

সাদা পোশাক পরা মানুষটা এবার তৎপর হয়ে রাভিকের মুখের দিকে তাকালো। 'আপনার ছাড়পত্র?'

'নেই।'

'অন্য কোন কাগজপত্র?'

'নেই।'

'অবৈধভাবে এখানে বাস করছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'যেহেতু আমি জার্মানি থেকে পালিয়ে এসেছি, কোন রকম কাগজপত্র যোগাড় করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না।'

'আপনার নাম?'

'ফ্রেজেনবুর্গ।'

'প্রথম নাম?'

'লুডভিগ।'

'ইহুদি?'

'না।'

'পেশা?'

'ডাক্তারি।'

লেখা থামিয়ে ভদ্রলোক কাগজপত্রের মধ্যে কি যেন উলটে পালটে দেখলো। 'আচ্ছা, রাভিক বলে আপনি কোন ডাক্তারকে চেনেন?'

'না।'

'কিন্তু আমরা খবর পেয়েছি উনি এখানেই থাকতেন।'

এবার আর রাভিকের বুঝতে কোন অসুবিধে হলো না উজেনি কেন তখন দরজার

সামনে আড়ি পেতে দাঁড়িয়ে ছিলো, কেন তখন জিজ্ঞেস করেছিলো আমি এখন হোটেলে ফিরছি কিনা।

'আমি তখন আপনাকে বলেছিলাম না, ও নামে এখানে কেউ থাকে না।' মাদাম কখন দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন রাভিক টেরও পায়নি। এবার ফিরে তাকিয়ে দেখলো বিজয়িনীর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে উনি ঠোঁট টিপে হাসছেন।

'আপনি চুপ করুন', পুলিস কর্মচারীটি উদ্ধত ভ্রূ উঁচিয়ে বাঁকা চোখে তাকালো। আপনার শাস্তি হওয়া উচিত।'

'হেতু?'

'আপনি এইসব লোকদের কোন খবরই আমাদের জানাননি।'

'তার জন্যে আমি গর্বিত। আমাকে শাস্তি দিলে প্রকৃতপক্ষে মানবতারই অবমাননা করা হবে।'

কর্মচারীটি চকিতে চেয়ার ঠেলে উঠে কাঠিন করে কি যেন বলতে গিয়েও আবার থেমে গেলো। তারপর রাভিকের দিকে ফিরে তাকালো। 'আপনার জিনিসপত্তর সব গুছিয়ে নিন।'

'যা নেবার আমি সঙ্গেই নিয়ে এসেছি। এছাড়া আমার আর কিছু নেবার নেই।'

'কিচ্ছু না?'

'না।'

'এটা?' দু-আঙুলের মাঝে ধরা কাঠের ছোট্ট ম্যাডোনার মূর্তিটা দেখিয়ে কর্মচারীটি মুচকি মুচকি হাসলো।

মুহূর্তের জন্যে রাভিক বিস্ময় আহত চোখে মূর্তিটার দিকে অপলক তাকিয়ে রইলো। তারপর বুকের অতল থেকে উঠে এলো করুণ গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস।

'না।'

পুলিস কর্মচারীটি এবার ঝাঁঝালো গলায় প্রহরীদের হুকুম দিলো. 'ঠিক আছে এদের নিয়ে যাও।'

সিঁড়ির মুখে হোটেলের নতুন পরিচারক ক্লোরিস রাভিকের হাতে ছোট একটা কাগজের মোড়ক দিলো। রাভিক লক্ষ্য করলো অন্য আর সবাইয়ের হাতে ওই একই রকম মোড়ক রয়েছে!

'এতে কি আছে ক্লোরিস?'

'খাবার। মাদাম সবাইকেই দিয়েছেন।'

'হ্যাঁ, ডাক্তার,' মাদাম তখন এসে দাঁড়িয়েছেন রাভিকের ঠিক পাশে। 'খিদে পেলে খাবেন। আমার মনে হয় না আজ রাত্তিরে আপনাদের কপালে কিছু জুটবে।'

কর্মচারীটি কটমট করে তাকালো। 'আপনি বড্ড বেশি কথা বলেন। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন যুদ্ধটা আমরাই শুরু করেছি।'

'যুদ্ধ এঁরাও শুরু করেননি।'

কর্মচারীটি হঠাৎ প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়লো 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছো কি? নিয়ে যাও এদের।'

অন্ধকার ছায়া-মিছিল তখন সচল হয়ে উঠেছে। দেখতে দেখতে ভ্যানের ভেতরটা ভরে গেলো। রাভিক ঠিক তার পাশেই দেখতে পেলো আরসোলা-আতঙ্কিত সেই মহিলা, তার স্বামী আর তাদের বাচ্ছাটাকে।

'ইনি এখন কেমন আছেন?'

'একটু ভালো।'

ইঞ্জিনের উৎকট শব্দে সবাই যেন মুহূর্তের জন্যে থমকে গেলো। গাড়ি তখন চলতে শুরু করেছে। দরজার সামনে চিত্রার্পিতের মতো মাদাম এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন এবার হাত নেড়ে সবাইকে বিদায় জানালেন। কে যেন পুলিস-প্রহরীকে জিজ্ঞেস করলে 'আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?'

'জানি না।'

বড় বড় বাঁক নেবার সময় সবাই সবাইকে আঁকড়ে ধরছে। এখন কেউ বড় একটা কথা বলছে না। স্বল্প আলোয় কাছাকাছির মুখগুলোর মধ্যে রাভিক রোজেনফেল্ড আর নতুন অ্যারন গোল্ডবার্গকে চিনতে পারলো। চোখে চোখ পড়তেই গোল্ডবার্গ মুচকি হাসলেন, 'দাড়ি ওঠার আগেই আমার স্বপ্নের পাখিগুলো সব ঝাঁক বেঁধে উড়ে গেলো।'

রাভিকের মনে হলো কারুর কাছে একটা সিগারেট পেলে মন্দ হতো না। ডাইনে বাঁয়ে তাকাতেই দরজার এক কোণে নজর পড়লো দর্শনের অধ্যাপক এর্নস্ট সিডেনবমের ওপর। আশ্চর্য মানুষ উনি। অন্ধকারেও চোখের দীপ্তি যেন ফেটে পড়ছে। আর তখনই মনে পড়লো পকেটে রাখা সিগারেটের প্যাকেটটার কথা। একটা সিগারেট সে এগিয়ে দিলো অধ্যাপকের দিকে। 'নিন।'

চাপা স্বরে প্রায় ফিস ফিস করে উনি বললেন, 'দেখেছেন তো, এখানেও আমরা একসঙ্গে…'

'নিশ্চয়ই,' রাভিক তার সিগারেটটা ধরিয়ে নিলো। 'একসঙ্গে মানুষ অনেক অনেক কিছু করতে পারে।'

আভেন্যু ওয়াগ্রাম পেরিয়ে গাড়ি গতি নিলো। প্লাস দ্য লেতোয়ালে একটা আলো নেই, সারাপার্ক নিবিড় অন্ধকারে মোড়া। এত অন্ধকার যে বিজয়-তোরণের উঁচু চূড়াটাকেও এখন আর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

———